Contents

Wednesday, the 22nd March, 1995.

Thursday, the 23rd March,—1995

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assemble House, Agartala on 22nd March, 1995, Wednesday at 11 A.M.

PRESENT

Shri Bimal Sinha, Speaker in the Chair the Ry Chief Minister, the Deputy Speaker, 13 Ministers, and 38 Members were present.

Questions & Answers

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিস্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ কতৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস

শ্রী সুধন দাস :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩৯

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৩৯ স্যার।'

—প্রশ্ন—

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের সরকারী হাসপাতালগুলিতে গ্যাসের অভাবে যথাসময়ে অপারেশন হতে পারছেনা,

২। যদি সত্য হয় তার কারন কি ?

—উত্তর—

১। না, ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী সুধন দাস :— সাপ্লিমেটারী স্যার, আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি কোন রোগীর অপারেশন করতে হলে ২-৩ বার করে তাকে তারিখ দেওয়া হয়, অজুহাত দেখানো হয় গ্যাস নেই। কিন্তু এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন গ্যাসের কোন সমস্যা নেই। কিন্তু রোগীদের এইভাবে ২-৩ বার করে ঘুরার পর তারিখ দেওয়া হয় তখন রোগী বাধ্য হয়ে প্রাইভেট হাসপাতালগুলিতে অপারেশন করাতে যায়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ে আ ছ কিনা ?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, বর্তমান আর্থিক বৎসরে এখন যা চলছে সেই অর্থ বৎসরে অপারেশনের জন্য গ্যাস জি, বি, হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। আগে সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরে

থাকত, যার জন্য অসুবিধা হত। কারন সেখান থেকে গ্যাস নিয়ে অপারেশন করানো হত। এখন সেই সিস্টেম পাল্টিয়ে জি, বি হাসপাতালে রাখা হয়েছে। এই বৎসর ৬৬১ টা নতুন গ্যাস সিলিণ্ডার দেওয়া হয়েছে। এখন জি, বি, হাসপাতালে গ্যাস সিলিডারস্টক রয়েছে ৯১০ টি আগেরগুলি সহ। সুতরাং গ্যাসের অভাবে অপারেশন হয়না এইটা ঠিক না। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে অপারেশনের জন্য যা অনেক সময় রোগীর ভীড় হয় তখন রোগীকে ২-৩ দিন পরে তারিখ দেওয়া হয়। তবে যে নির্দি'ট তারিখ দেওয়া হয় সেই তারিখে অপারেশন হওয়া উচিত। যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে তাহলে সেটা তদন্ত করে দেখা হবে। কারন এইটা স্বাস্থ্য সেবার পক্ষে সঠিক নয়। মাননীয় সদস্য যে ঘটনা বললেন সেটা তদন্ত করে দেখার ব্যবস্থা করব।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন জি, বি হাসপাতালে গ্যাসের সিলিণ্ডার স্টক রয়েছে। কিন্তু সাব ডিভিশানের হাসপাতালগুলিতে সবসময় গ্যাস পাওয়া যায় না, সাব-ডিভিশানের হাসপাতালগুলিতে গ্যাস সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, সাব-ডিভিশনের হাসপাতালগুলিতে এইখান থেকে গ্যাস সিলিণ্ডার যায়। সাব-ডিভিশানের হাসপাতালগুলিতে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে কারন গ্যাস শেষ হয়ে গেলে এইখান থেকে যায়, যেতে কিছুটা সময় লাগে না হলে গ্যাস শেষ হওয়ার কথা নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-৬২ স্যার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৬২

—প্রশ্ন—

১। স্বাস্থ্য দপ্তরে যে ভাড়া ঘরে মেডিকেল সাব সেণ্টার চালু করেছে সেগুলি কবে পর্যন্ত দপ্তরের নিজস্ব ঘরে চালু হবে বলে আশা করা যায়,

২। ভাড়াটিয়া ঘরে সাব সেণ্টার-এর সংখ্যা সারা রাজ্যে কত ?

৩। চলতি বৎসরে কতটি সাব সেণ্টারকে পি, এইচ, সি.তে উত্তির্ণ করা হবে ?

—উত্তর—

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে এই ধরনের ৫৩৬ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের (সাব-সেণ্টার) মধ্যে ১৮৫ টি নিজস্ব ঘরে এবং বাকী ৩৫১ টি ভাড়া ঘরে আছে। ৩৫১ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে 8 টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র-এর নিজস্ব বিল্ডিং এর কাজ চলছে। খরচ সাপেক্ষে অন্য উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির জন্য নিজস্ব মাটির দেওয়াললের ঘর তৈরী করার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে।

২। ৩৫১ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র (সাব-সেন্টার) ভাড়া ঘরে আছে।

৩। বর্তমানে ১২ টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে (সাব-সেণ্টার) প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নিত করার লক্ষ্যে নির্মান কাজ চলছে। এগুলির কাজ শেষ করে তার পরে নূতন করে কাজ শুরু করব।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :—সাপ্লিমেণ্টরী স্যার, রাজ্যে অসংখ্য ভাড়া করা সাব-সেণ্টার শুধু নামেই চালু আছে। কিন্তু

মূলত বহু সাব-সেন্টারের দরজা বন্ধ এই ধরনের কোন তথ্য মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমিতো তার একটা সংখ্যা দিয়েছি ৩৫১ টি ভাড়া ঘরে আছে বলে। সেগুলির মধ্যে সব জায়গাতে আমাদের নিয়ম অনুযায়ী দুই জন করে স্বাস্থ্য কর্মী থাকার কথা। সেই অনুযায়ী আমাদের এখানে যে সংখ্যাটা আছে তাতে কোন কোন জায়গায় বিভিন্ন কারণে একজন করে স্বাস্থ্য কর্মী আছে। যে দুইজন থাকে তারা হলেন একজন মেইল আর একজন ফিমেইল। আমাদের হিসাব মতে সব জায়গাতে স্বাস্থ্য কর্মী রয়েছেন। মাননীয় সদস্য যদি স্পেশিফেলী বলেন কোনটাতে কোনটাতে নাই তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব এবং কি কারণে সেখানে নাই সেটাও দেখব।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ধর্মনগরের চুড়াইবাড়ী, খয়েরপুর, রানীবাড়ী, ইথাই-লাল ছড়া এই ধরনের বেশ কয়েকটা সাব সেন্টারের বন্ধ হয়ে আছে। এ ছাড়া শনছড়া সাব সেন্টারকে আবার জঙ্গলে ঘেরাও করে ফেলেছে, ডাঃ জঙ্গলের জন্য ওখানে থাকেন না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি তদন্ত করে দেখব। আমাদের হিসাব মত আমাদের দপ্তরের কাছে যা হিসাব আছে তাতে, সব জায়গাতে থাকার কথা। মাননীয় সদস্য যে সব জায়গার কথা বলেছেন, আমি সেগুলি তদন্ত করে দেখব সেখানে যে সব স্বাস্থ্য কর্মীরা নিয়োজিত আছেন ওনারা কেন সেখানে যান না এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে ১২ টি,পি এইচ,সির,কথা বলেছেন এই ১২ টা পি, এইচ, সি, কোনটা কোনটা।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির কাজ চলছে তা হচ্ছে গোরাখা, শিকারী বাড়ী, বিরাশীমাইল, কালোছড়া, রাজেন্দ্রনগর, গোমনা, ভুকতা খালী,গোলাঘাটি, বামুটিয়া, মাছমারা, চেলাগাঙ্গ, আমপাশা।

শ্রীরতন দেবনাথ (মোহনপুর) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া যে ৩৫১টা সাব সেন্টারের কথা বলেছেন এই যে ৩৫১ টা সাব সেন্টার আছে তারমধ্যে দুর্গম ও পাহাড়ী অঞ্চলে কয়টা সাব সেন্টার আছে। আর সমতলে কয়টা সাব সেন্টার আছে, বিশেষ করে এ,ডি,সি, এলাকার মধ্যে কয়টা সাব-সেন্টার আছে এই সংখ্যাগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার সাব-সেন্টার তো করা হয় কিন্তু এই ধরনের কোন তথ্য এখন আমার কাছে নেই। আলাদা প্রশ্ন করলে তার জবাব দেওয়া যাবে।

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই (কাঞ্চনপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কাঞ্চনপুরের দসদা সেখানে সাত আট বৎসর যাবত কোন ডাক্তার নাই। এবং এখন সেখানে হাসপাতালের ঘরও ভেঙ্গে পড়েছে কাজেই, সেখানে নতুন করে ডাক্তার দেওয়া হবে কি না এবং হসপিটালের ঘর মেরামত করা হবে কি না ?

দ্বিতীয়:— এই ধরনের জম্পুই পাহাড়ের হস্পিটালের মধ্যে ডাক্তার একজনমাত্র আছে, কিন্তু কোন স্থায়ী নার্স সেখানে নেই। সেখানকার লুসাই আধিবাসীরা এসে আমাকে বলেছেন সেটা সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া জন্য। কাজেই, সেখানে আরেকজন ডাক্তার এবং স্থায়ী নার্স দেওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটি রিলেটেড্ নয়, আলাদা প্রশ্ন করলে তার জবাব দেওয়া যেতে পারে। তবে আমি যতটুকু জানি দসদাতে এখন ডাক্তার আছেন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আসারামবাড়ী) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে বিভিন্ন সাব সেন্টারগুলিকে পি, এইচ,সি তে উন্নীত করার জন্য যে নাম গুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করেছেন, সেগুলির মধ্যে একটিও দুর্গম এলাকায় অবস্থিত নয়, তার সবগুলিই শহর বা শহরতলীতে অবস্থিত। কাজেই দুর্গম এলাকাতে বিশেষকরে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাও করেছি যে অমরপুর থেকে ১৫-২০ কি, মি, দূরে বেহালাবাড়ী সাব সেন্টারটিকে পি, এইচ, সি, তে উন্নীত করা হবে কী না ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা যেগুলি এখন ধরেছি সেগুলি শেষ করে তারপর বাকি যেগুলি রয়েছে সেগুলিকে করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করব। আর সেটা নর্মস্ অনুযায়ী করা হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে সাব সেন্টার করার গাইড্-লাইন রয়েছে যে যেখানে ৩০০০ জনসংখ্যা রয়েছে সেখানে একটি সাব্ সেন্টার খোলা যাব। সে হিসেব অনুযায়ী রাজ্যে সাব্-সেন্টার খোলা হয় কি না ? যদি সেটা অনুযায়ী করা হয় তাহলে আমাদের রাজ্যে দুর্গম এলাকাতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সাব্-সেন্টার খোলা অসুবিধা জনক হবে। কাজেই সেখানে এই জন সংখ্যা কমিয়ে সাব্-সেন্টার খোলার ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখন নর্মগুলো আর আমরা ঠিক করতে পারি না। এইটা অল্ ইণ্ডিয়া নর্মস্ রয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা রাজ্য সরকার কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছি যেহেতু আমাদের এইখানকার ভৌগলিক অবস্থা ভিন্ন-এখানে দুর্গম অঞ্চলে যে সব গ্রাম রয়েছে সেখানে এই জনসংখ্যার ভিত্তি করে যদি সাব্ সেন্টার খোলতে হয় তাহলে সেটা মুস্কিল হয়ে পড়বে। কাজেই কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এই নর্মস্ আমরা অনেক সময় ফলো করছি না। তাছাড়া এই নমস্ অনুযায়ী সাধারন রিল্যাক্সস্ করে করলেও আমাদের রাজ্যে যেখানে ৭৫০টি সাব্ সেন্টার থাকার কথা সেখানে সমস্ত রাজ্যে সাব্-সেন্টার রয়েছে ৫৩৬ টি। বাকি সেন্টারগুলি খোলতে পারছি না, কারন কেন্দ্রিয় সরকার সারকুলার দিয়েছেন যে এখন নতুন কোন সাব-সেন্টার খোলা যাবে না। সুতরাং দুর্গম এলাকায় আমরা সাব্ সেন্টার খোলতে পারছি না।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা (সিমনা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সিমনা বিধানসভার অন্তর্গত মাটিয়াবাড়ী ও শরৎ চৌধুরী পাড়া এই দুটি জায়গাতে যে সাব সেন্টারগুলি ছিল সেগুলি দীর্ঘ দিন ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। কাতলামারায় একটি সাব সেন্টার রয়েছে। কিন্তু ১০ থেকে ১২ কি,মি, হেটে উপজাতিদের সেখানে গিয়ে চিকিৎসা করানোটা খুবই কষ্টকর। কাজই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেগুলি চালু করবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, ঘটনা যদি এই হয়ে থাকে তাহলে খতিয়ে দেখে নিশ্চয়ই সেগুলি চালু করার ব্যবস্থা করব।

শ্রীরতনলাল নাথ:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সাব সেন্টারগুলি রয়েছে সেগুলি প্রপারলি চলছে না বলেই কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই নির্দেশ এসেছে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশটা এই জন্য আসে নাই। শুধু তাই

নয় এই নির্দেশ কেবলমাত্র ত্রিপুরার দিকে তাকিয়েই আসে নাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও সেই নির্দেশ গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এবং এটা মাননীয় সদস্যের জানা থাকা দরকার।

শ্রীশৈলেনপ্রসাদ মলসই :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, কাঞ্চনপুরের দশদাতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো হবে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা অন্য প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের সংগে রিলেটেভ নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ এই নিয়ে আর নয়। প্রতিদিন স্বাস্থ্য দফতর নিয়ে হচ্ছে।

শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য (কটিকরায়) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, লালজুরী-ডেমডুম-রাজকান্দী-শান্তিরবাজার এবং তাড়াপুরে সাব সেন্টারগুলিতে ডাক্তার নিয়োগ করা হবে কিনা ? এবং রাজলক্ষী সাব সেন্টারকে প্রাইমারী হেলথ সেন্টার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, পুরোনোগুলির কাজ শেষ হলেই আমরা নতুনগুলি ধরব সেটা আমি আগেই বলেছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক মহোদয় (অনুপস্থিত)। মাননীয় সদস্য শৈলেনপ্রসাদ মলসই মহোদয়।

শ্রীশৈলেনপ্রসাদ মলসই :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ নাম্বার ১৫৪।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৪।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৪।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তা হলে কবে পর্যন্ত খুলা যাবে বলে আশা করা যায়,

৩। পরিকল্পনা না নিয়ে থাকলে তাহার কারন কি ?

উত্তর

১। রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের কথা স্বাস্থ্য দফতরের কথা না। বিষয়টি উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়। কাজেই সেটা স্বাস্থ্য দফতর দেখবে না।

২। প্রশ্ন আসে না।

৩। প্রশ্ন আসে না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রাজ্যের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে এবং রাজ্যের শিক্ষিত বেকারদের কথা চিন্তা করে স্বাস্থ্য দফতর থেকে কোন প্রপোজাল রাজ্যের শিক্ষা দফতরে পাঠিয়েছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দফতরের কি প্রয়োজন থাকতে পারে এটা আমি বুঝাতে পারছি না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— আমার সাপ্লিমেণ্টারী হচ্ছে, রাজ্যের নিজস্ব বেকারদের বিশেষ করে ডাক্তারদের তৈরী করার জন্য এবং ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য ত্রিপুরার মানুষদের গড়ে তোলার জন্য

এই ধরনের কোন চিন্তাভাবনা করে উচ্চ শিক্ষা দপ্তর সরকারের কাছে কোন স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে কোন ডিমান্ড প্লেস করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি জানি না মেডিক্যাল কলেজ হলে বেকারদের কি সুবিধা হবে। আমাদের রাজ্যের ছেলেদের উচ্চ শিক্ষার বিষয়বস্তু সেটা হচ্ছে। আমরা প্রতি বছর ৪০ জন করে ছেলে বাইরে পাঠাই। এখন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা আছে। রাজ্যে যদি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয় তাহলে নিশ্চয় আমরা বাইরে পাঠাব না। রাজ্যে আমরা করব কিন্তু বিষয়টি সম্পূর্ণ তৈরী হচ্ছে এটা উচ্চ শিক্ষার বিষয়। কিন্তু আমাদের এখানে ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেহেতু মেডিক্যাল কলেজ সেইহেতু স্বাস্থ্য দপ্তর এই কথা বলে যাচ্ছে এই কথা ঠিক নয়। এটা দপ্তর থেকে কোন অনুরোধ, কোন দপ্তরকে জানানোর কোন বিষয় না। শিক্ষা বিস্তারের বিষয়টাকে গুরুত্ব সহকারে বিচার বিবেচনা নিশ্চয় করেছেন। সেটা করে যা করবার উচ্চ শিক্ষা দপ্তর করবেন।

শ্রীঅরুনকুমার ভৌমিক (বড়জলা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই প্রশ্নটা আমি এনেছিলাম। যাই হউক, এটা দুর্ভাগ্য ক্রমে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে না গিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে গিয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রী যেভাবে বেমালুম বলেছেন যে, এ সঙ্গে উনার কোন সম্পর্ক নেই এটা দুর্ভাগ্যজনক। কারন, একটা মেডিক্যাল কলেজ আর হাসপাতাল রাজ্যে যে সরকার, যে হাসপাতাল তার সঙ্গে যে সম্পর্ক একটা মেডিক্যাল কলেজ থাকলে হাসপাতালের যে উন্নতি হবে এটা অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত। এটাকে কোন ভাবে বলা যায়না যে, স্বাস্থ্য দপ্তর এখানে কোন ভূমিকা নেই। এই কথা বলা ঠিক হবে না। কাজেই, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে, উনি কি এই কথা মনে করেন কিনা বা দপ্তর মনে করেন কিনা যে, এখানে একটি মেডিক্যাল কলেজ হলে এখানকার হাসপাতালের আধুনিকরণ এবং উন্নতি হবে ? এইটুকু উনি আমাদের বলুন।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা খুব স্বাভাবিক আমরা বারে বারে বলেছি এটা রাজ্যের মানুষের ডিমাণ্ড যে এই রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন হওয়া উচিৎ। এইজন্য এখানে দ্বিমত থাকার কথা না। আমিও মনে করি রাজ্যে একটি মেডিক্যাল কলেজ থাকা উচিৎ। কিন্তু এটা স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে কলেজের কোন সম্পর্ক নেই এইভাবে প্রশ্নটা আসা ঠিক না। হায়ার এডুকেশনকে যদি মডিক্যাল কলেজ করতে হয় তাহলেও দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। কারণ মেডিক্যাল কলেজ করতে গেলে হাসপাতালের ফেসিলিটির প্রশ্ন থ করে। অন্যথায় মেডিক্যাল কলেজ হতে পারে না। সুতরাং সেই জন্য পরিকাঠামো সবটা গড়ে মেডিক্যাল কলেজ করা যায়। এই রকম কোন বিষয়না করতে গেলে উভয় দপ্তর করতে হবে। কিন্তু উদ্যোগ সেটা হবে কলেজে যেহেতু শিক্ষার ব্যবস্থাটা আছে উচ্চ শিক্ষার বিষয় ওখানে আমরা সহযোগি হিসাবে স্বাস্থ্য দপ্তর তার সঙ্গে সহযোগিতা করবে। এটা কোন ব্যাপার না সকলেই চাই আমরা মেডিক্যাল কলেজ রাজ্যে হউক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুনকুমার ভৌমিক। স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২৬২

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৬২।

—প্রশ্ন—

১। বর্তমানে রাজ্যে কতজন এ, এন, এম (ওল্ড) অক্জিলারী নার্সিং মিডওয়াইফ ট্রেনিং প্রাপ্ত বেকার আছে ?

এবং

২। উক্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত বেকারদের নিযুক্তি করার জন্য সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৩। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ নিযুক্ত দেওয়া হবে বলে আসা করা যায়,

৪। তন্মধ্যে কতজন তপশীলি উপজাতি ও কতজন তপশীল জাতি ?

—উত্তর—

১। ৭২ জন। ২। আছে। ৩। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিচার বিবেচনা করছেন।

৪। সকলেই তপশীলি উপজাতি

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার ANM. (old) huxilinry Nursing Midwifery প্রপ্ত বিগত ২ বৎসর ট্রেনিং দেওয়ার পরে এখন বেকার অবস্থা পরে আছে, এবং স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে কিছু দিন আগেও যাদেরকে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে, যারা টেকনিক্যাল না তাদেরও দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব হল, আর ৭২ জন যারা ট্রেনিং প্রাপ্ত, ২ বৎসর যাওয়ার পরও কেন তাদেরকে এই চাকুরীর সঙ্গে তাদের দেওয়া হল না ? তার কারনই বা কি ? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, রাজ্যে আমাদের এই ধরনের দু'টি কোর্স চালু ছিল, একটি এস টি মেয়েদের জন্য, দুই বৎসরের একটা কোর্স ছিল সেটা হচ্ছে যারা ক্লাস এইট পাশ করেছে তারা দুই বৎসরের জন্য। আর মাধ্যমিক পাশ যারা আছে তাদের জন্য দেড় বৎসরের জন্য ট্রেনিং দেয়, এই ধরনের ট্রেনিং দেওয়া আমাদের এখানে আছে। এখন এ এন এম ইত্যাদি ট্রেনিং এরা দিয়েছে। আমাদের রাজ্যের একটা বিশেষ পরিস্থি থাকার সময়তে যখন নার্সের খুব অভাব হয়েছে পাওয়াও যায় না, সারা ভারতবর্ষের যে ধরনের শিক্ষাগত যোগত্যার ভিত্তিতে অন্তত নার্সেস হয়ে থাকে, যে রকম হয়ে থাকে, সেই রকম যোগ্যতা সম্পন্ন আমাদের এখানে পাওয়া যেত না। এবং ট্রাইবেলদের মধ্যে আজও পাওয়া যাচ্ছে না। সেই জন্য দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকার সময়তে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে ছিল যাতে করে এ,এন,এম তে নূতন কোর্স করে তাদের সেখানে চাকুরী দেওয়া যায়। সেই ভিত্তিতে এ,এন,এম ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে দিয়েছে যে এ এন,এম'এ আর নূতন করে চাকুরী দেওয়া যাবে না। তারই প্রেক্ষিতে আমাদের এই সমস্ত পোষ্টগুলি আটকে আছে, তবু আমরা চেষ্টা করছি যার। এই ট্রেনিং নিয়েছেন তাদেরকে আমরা এম,পি ডাবলিও হিসাবে চাকুরী দেওয়ার জন্য চিন্তা করছি। কিন্তু আমাদের যে সংখ্যার সাব সেন্টার রয়েছে সেই সংখ্যায় আমাদের এম,পি, ডাবলিও আছে, মেইল ও আছে এবং ফিমেইল ও আছে। আমরা অতিরিক্ত খুলতেও পারছিনা আর নিতেও পারছিনা। যাও আমরা নিতে পারি তাও নিযুক্তির ক্ষেত্রে ইদানিং কালে আমাদের যাযা অবস্থা হয়েছে কোর্ট কাচারি ইত্যাদিতে তাতে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সরকার আমরা চেষ্টা করছি যারা এই ধরনের আছে পর্যাপ্ত কালে এভেলএভেল ভেকেন্সিতে নিশ্চই আমরা সেই গুলিকে দেব।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যারা এ এন এম ট্রেনিং প্রাপ্ত তাদেরকে সাব-সেন্টারে

না দিয়ে, মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চই অবগত আছে, উদয়পুরের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে সমস্ত হাসপাতাল রয়েছে, যে সমস্ত প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টার রয়েছে কিছু কিছু জায়গায় সেখানে নার্সের অভাবে চিকিৎসার ব্যাঘাত ঘটেছে। এবং অনেক চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছে না। যেমন ১৮ মুড়াতে এক জন মাত্র নার্স আছে, আর কিল্লাতে কোন সময় থাকে আবার কোন সময় থাকে না, এই সমস্ত জায়গাতে ঐ সমস্ত বেকার যারা আছে তাদেরকে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, নার্সের ক্ষেত্রেতে নিযুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে জি এন এম না হলে নার্স নিযুক্ত করা যায় না। আমরা এর মধ্যেই আমাদের যা ট্রেনিং দেওয়া ছিল তাদের মধ্যে একটা অংশকে যতটুকু পোষ্ট ছিল তা করতে আমরা পেরেছি। এবং এর মধ্যে আমরা ৬৩ জনের মত নূতন নার্স নিয়োগ করেছি। তবে কিল্লাতে এবং ১৮ মুড়াতে এই সব জায়গায় নার্স দেওয়া হয়েছে, সমভবত যে যে জায়গায় খালি ছিল সেই সেই জায়গায় দেওয়া হয়েছে। তবে আমি খোজ করে দেখব ১৮ মুড়াতে নূতন পোষ্টিং হয়েছে কিনা। কিন্তু এদের সেখানে দেওয়ার মত কোন সুযোগ নেই। কারন দু' বিষয়ই আলেদা। ষ্টাফ নার্সের ব্যাপারটা আলেদা এটা জি এন এম হতে হবে। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে হাইয়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে, সাইন্স, এই সব পাশ করে তারপর তাদের তিন বৎসর, সাড়ে তিন বৎসরের ট্রেনিং তাদের করতে হয়। কাজেই সেই অবস্থায় তাদের ঐ পোষ্টে নিযুক্ত করা যায় না। তাছাড়া আমাদের পোষ্টও নেই।

শ্রী রতন লাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে A. N. M. (old) Auxiliary Nursing Midwifery ট্রেনিং প্রাপ্তদের কে এম পি ডাবলিও (মহিলা) এই পোষ্টে দেওয়ার ব্যাপারে তাদের জন্য চিন্তা করছেন। তা হলে গত ২২ মাসে যে ২১ জনকে নেওয়া হয়েছে, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী তাদেরকেও কবে নাগাদ নেওয়া হবে এই মাসের আসুবে মাননীয় মন্ত্রী সংবাদ এই সভায় দিবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার মন্ত্রী) :— স্যার আমি তো বলেছি যত তারাতাড়ী সম্ভব তা আমরা দেখব। পোস্ট এভেল এভেল হতে হবে, পোস্ট যদি না থাকে তা হলে তো কিছু করা যায় না, আমি সেটা বলেছি আমাদের যে ভেকেন্ট পোষ্ট আছে তার মধ্যে এম, টি, পোস্ট আছে ৫৭টি। আন-রিজার্ভ ২টি পোষ্ট আছে, ! স্যার আপনিতো জানেন এখন যে সাংবিধানিক সৃষ্টি হয়েছে সেই কোর্ট-কাচারী ইত্যাদি করে আমরা দিলে দুই দুই চার দিতে পারি। এখন দিলে পরে দুই দুই চার দিতে পারব। কোর্টের ব্যাপারটা যা হয়েছে তাতে এই সব করলে। তাছাড়া ৫০ পারসেন্টের যে গোলমাল আছে, সেইগুলির যতক্ষণ না বাধা ঠিক ঠাক হয়ে আসে ততক্ষণ আমরা পারব না। সেই জন্য একটু সময় হয়তো নিতে পারে কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা আছে আমরা সেইগুলি করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, আমার একেকটা সাপ্লিমেন্টারী আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা, আমি যতটুকু জানি যে Auxilisny Nursing Midwifery যাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে তাদেরকে অপারেশান টেবিলেও নেওয়া হয়ে থাকে। তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়ানো হয়, সবকিছু করানো

যুগে থাকে, তা হলে পরে ওদেরকে কে পি, এইস, সি,তে নিয়োগ করা যাবেনা তার কারণটা কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি তো এটা বলেছি এর কারন, হচ্ছে এই সবই সার্ভিস কণ্ডিশানের উপরে যুক্ত। একেকটা পোষ্টে যাদেরকে দিয়ে কিছুটা কণ্ডিশান আছে, নিয়মকানুন আছে এই নিয়মকানুনের বাইরে তাদেরকে দেওয়া যাবে না। স্যার, জি, বি হাসপাতালে ১৫ জন হোমগার্ড ছিল যারা, ও, টি, এসিস্ট্যাণ্ড হিসাবে কাজ করতেন তা সমীরবাবু জানেন, আমি বলেছি যে হোমগার্ড দিয়ে এটা করা যাবেনা, এতো রাজার আমলের মত ডাক্তার ছুটিতে যেত দারগাবাবুর কাছে চার্জ দিয়ে যেত থানায়। সেই অবস্থাতো এই সময়তে হয়না, এই পরিস্থিতে হয় না। সুতরাং কাজ চালানোর জন্য মাঝে মাঝে এই করতে হয়। না করতে হয় তা নয়। মানুষের প্রয়োজনেই করতে হয় কিন্তু তাই বলে হবেনা, চাকুরী দিতে গেলে তার কিছু নিয়ম আছে, এই নিয়মের বাইরেতো আমরা যেতে পারবনা। সেই জন্য তাদেরকে কাজে লাগালেও তাদের চাকুরীর ক্ষেত্রেতে দেওয়া যায় না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ২৮৪।

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ২৮৪।

প্রশ্ন নং ১— রাজ্যে তাঁত শ্রমিকের সংখ্যা কত ? এবং

উত্তর : - রাজ্যে তাঁত শ্রমিকের সংখ্যা ১ লক্ষ ১৫ হাজার ২১৬ জন (১৯৮৭-৮৮ ইং সনের তাঁত গননানসারে)।

প্রশ্ন নং ২— এই তাঁত শ্রমিকদের স্বনির্ভর উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর :— তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার তাঁত শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য এবং তাঁত শিল্পকে সুন্দর ভাবে সাজানোর জন্য ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন, তার মধ্যে হচ্ছে—

(১) সু-সংবদ্ধ প্রক্রিয়ার হস্তচালিত তাঁতে কারু কার্য্যমণ্ডিত রঙিন মূল্যবান বস্ত্র উৎপাদনে যন্ত্রচালিত তাঁত উৎপাদিত তাঁত বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগীতার বাজারে প্রাধান্য বিস্তার তথা রোজগার এবং জীবন ধারণের মান উন্নতি বিধান করার লক্ষ্যে তাঁতশিল্পীদের সহায়তা প্রদান।

(২) এই উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের তাঁত শিল্প এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ২৪টি হ্যাণ্ডলুম ক্লাস্টারে বৃহৎ তাঁতশিল্প সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাঁতশিল্পীদের সংগঠিত করা এবং তাহাদের সু-সংবদ্ধ পদ্ধতিতে কর্মকুশলতা বৃদ্ধিকরন কাঁচামালের যোগান এবং উৎপাদিত দ্রব্য সম্ভারের বাজার জাত করনের সুবিধা দান এই ক্লাষ্টারগুলির মধ্যে প্রতিটা ক্লাষ্টারের জন্য ২০ লক্ষ টাকা করে ধার্য্য করা হয়েছে। প্রতিটা সেন্টার ৫ কি, মি, পরিধি নিয়ে গঠিত হবে। এবং ১ হাজার তাঁত শিল্পীএর আওতার আসবে। প্রয়োজনীয় মূলধন, সুতার সুলভ যোগান, উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি, বৈশিষ্ট বৃদ্ধি, বাজার জাতকরণ, আধুনিক পারিশ্রমিক যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য তাদের আধুনিকরন, এই সব উদ্দেশ্য নিয়ে এই সেন্টারের পরিকল্পনা।

(৩) এবং প্রতিটি ক্লাষ্টারের মধ্যে তাঁতশিল্প অধ্যুষিত অঞ্চল বাছাই করে সারা রাজ্যে ২৪ টি হ্যাণ্ডলুম ক্লাষ্টারে ২৪ টি হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার গঠন করা হবে।

(৪) সারা রাজ্যে ১২ টি কোয়ালিটি ডাইং ইউনিট স্থাপনে সুতার রঙের গুনগত মান উন্নয়ন করা। এই

ক্লাষ্টারগুলির মধ্যে প্রত্যেকটিতে থাকবে আমাদের যে সমস্যাটা আছে সূতা মণ্ড, পাকা সূতা। তার জন্য ১২ টি কোয়ালিটি ডাইং ইউনিট স্থাপন করা হবে। সেই প্রতিটি ডাইং ইউনিটের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৭ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। প্রতিটি ইউনিটে ১০০ জন তাঁত শিল্প প্রশিক্ষিত হবেনা আবার কোন যুবক যদি ট্রেনিং নিতে চায় তা হলে তাকে আমরা ট্রেনিং এর জন্য বাইরে পাঠাব। এবং প্রয়োজনীয় রঙিন সূতা সরবরাহের লক্ষে ইউনিটগুলি স্থাপিত হবে।

(৫) সুসংহত হস্তঁতাত গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পে সারা রাজ্যে ৪ টি কেন্দ্র স্থাপন করা। এই ক্লাস্টারগুলির মধ্যে যে গ্রামগুলি আছে তা বিকাশের জন্য হস্তঁতাত গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র আমরা ৪ টি স্থাপন করব। সুসংহত হস্তঁতাত গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ব্যয় হবে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। এবং সেই কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হবে তার মধ্যে নবীনগর, সেখানে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। তাতে ১০০ তাঁতশিল্পী পরিবার উপকৃত হবেন। এটার কাজ শুরু হয়েছে।

পরিকল্পক N.P প্রতিটি মহকুমায় ডেভলাপমেন্ট সেন্টারের প্রত্যেকটিতে ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য্য করা হয়েছে। তন্মধ্যে কেন্দ্র সরকার কর্তৃক দশ লক্ষ টাকা অনুদান এবং ত্রিপুরা ষ্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংক থেকে ১৭ লক্ষ টাকা ঋণ। প্রতিটি সেন্টার ৫ কি. মি পরিধি নিয়ে গঠিত হবে এবং ১০০০ তাঁতশিল্পী ইহার আওতায় আসবে। প্রয়োজনীয় মূলধন সূতার সুলভ যোগান উৎপাদিত দ্রব্যের উতকর্ষতা বৈশিষ্ট বৃদ্ধি বাজার জাত করুন অধিক পারিশ্রমিক প্রদান ইত্যাদি। উদ্দেশ্য নিয়েই এই সেন্টারের পরিকল্পনা। প্রতিটি কোয়ালিটি ডাইং ইউনিটের জন্য ৭ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ব্যয়িত হবে। তন্মধ্যে ৪,২৬,৫০০ টাকা অনুদান এবং ৩,৫৬,৫০০ টাকা ঋণ। প্রতিটি ইউনিটে ১০০ জন তাঁত শিল্পী প্রশিক্ষিত হবে এবং প্রয়োজনীয় রংগীন সূতা সরবরাহের লক্ষ্যে ইউনিট গুলি স্থাপিত হবে। সুসংহত হস্তঁতাত গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পে যে ৪ টি কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে তার মোট ব্যয় নির্ধারিত হয়েছে এককোটি ৪৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা কেন্দ্র ভিত্তিক নাম ও পরিকল্পিত ব্যায় নিম্নরূপ :—

১)	নবীনগর	৩২ লক্ষ ১০ হাজার	১০১ পরিবার
২)	নোয়াগাঁও	৫২ ,, ৫০ ,,	৪০৫ ,,
৩)	গোবিন্দপুর	২১ ,, ৭০ ,,	১০৭ ,,
৪)	মুহরী পুর	৩৪ ,, ৪৫ ,,	৮০ ,,

N.P এই পরিকল্পনা রূপায়ণের মাধ্যমে নবীনগরে ১০ পরিবার নোয়াগাঁও ৪০৫ গোবিন্দপুরে ১০৭ এবং মুহরী-পুরে ৮৪ পরিবার প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। এই প্রকল্পটিতে তাঁতশিল্পী ম্যানাজারের প্রশিক্ষণ তাঁত আধুনিকী-করন কমন কমুনিটি সেনটার কারখানা ঘর, বিদ্যালয় ব্যাবস্থা কেন্দ্র সড়ক ও পল্লী বৈদ্যুতিকরণ ইত্যাদির সুবিধা রয়েছে। তদুপরি অন্যান্য প্রকল্প থেকে ও সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে। প্রজেক্ট প্যাকেজ স্কীমে ৯৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় ৯টি কেন্দ্র পরিচালিত হবে। এই কেন্দ্রগুলির নাম হবে যথাক্রমে বড় জলা, চাড়িলাম, নলছড় পোয়াবাধী, নোয়াগাঁও, মজলিশপুর, মানদাই. রাধাপুর অভয়নগর, বামুটিয়া, দেওড়া শিলাঘাটি গণ্ডাছড়া। এই প্রকল্পটি রূপায়নের মাধ্যমে ৫৫০ জন তাঁতশিল্পী প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি সংক্ষেপ করুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :— স্যার, বলতে দিন। লম্বা হবেই। কারণ, এটা কেন্দ্রীয় প্রকল্প। কেন্দ্রকে বাদ দিয়ে বলতে হবে? আমরা এই করেছি, সেই করেছি সে জন্য লম্বা হবেই। ধান ভাঙতে শিবের গীত না গাইলে হবে না। কাজে কাজেই বলতে দিন।

শ্রীরনজিৎ দেবনাথ মাননীয় রাষ্ট্র (মন্ত্রী) :— (ঙ) হ্যালথ্ প্যাকস্ স্কীমে ব্যয়িত হবে ২৯ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। তাঁত শিল্পীর হাঁপানী, ক্ষয়রোগ, পেপ্টিক নালীর প্রদাহে চিকিৎসা, চক্ষু পরীক্ষাতে চিকিৎসা, চশমা প্রদান, পরিবার নিয়ন্ত্রনে বন্ধ্যাকরণ, মাতৃত্ব ধারণে আর্থিক সহায়তা দানের সুযোগ রয়েছে। ইহাতে ৮৭১০০ জন তাঁতশিল্পী উপকৃত হবে।

চ) প্রাথমিক তাঁত সমবায় সমিতিকে সহায়তা প্রকল্পে সমিতিতে ম্যানেজার নিয়োগে সাবসিডি। কর্মশালা নির্মাণে অনুদান, মিতব্যয়ী তহবিল গঠন, বীমাকরণে সহায়তা দানের সুযোগ রয়েছে।

ছ) তাঁতশিল্পীদের উৎপাদিত বস্ত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি কল্পে ত্রিপুরা হস্ততাঁত, হস্তকারুশিল্পে উন্নয়ন এবং ত্রিপুরা শীর্ষ তাঁত সমবায় সমিতিকে মূলধন দেওয়ার সংস্থান থাকবে। এই পর্যন্ত হস্ততাঁত ও কারুশিল্পে উন্নয়ন নিগমকে দেওয়া হয়েছে ২৮৫ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা এবং শীর্ষ সমবায় সমিতিকে দেওয়া হয়েছে ১৮৮ লক্ষ টাকা।

জ) সূতার বাজার মূলের উর্ধগতি প্রতিরোধ কল্পে সূতার মূল্যের উপর ভর্তুকি দিয়ে সূতার মূল্য স্থিতিশীল রেখে ন্যায্য মূল্যে সূতা সরবরাহে ব্যয় নির্দ্ধারিত হয়েছে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, কল্যাণপুরে ১৫০ তাঁত শিল্পীদের ক্লাষ্টারের আওতায় আনা হবে কিনা?

শ্রীরনজিৎ দেবনাথ মন্ত্রী) :— খোয়াইতে আমাদের যে ক্লাষ্টার আছে সেটাকে অ্যাকসটেনশান করে কল্যাণপুরে একটি সাব সেক্টার খোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :— এই যে ক্লাষ্টার করা হচ্ছে তার ক্রাইটেরিয়া কি?

শ্রীরনজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— যে সব জায়গায় তাঁতশিল্পী ২৫০ থেকে অধিক আছে সেই সব জায়গায় ৫ কি.মি. এর ভিতর নিয়ে আমরা সারা ত্রিপুরায় এ পর্যান্ত ২৪টি ক্লাষ্টার খুলেছি।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ২৫০ জন তাঁতশিল্পী একটি এলাকায় থাকলেই সেখানে ক্লাষ্টার খোলা হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, মোহনপুর এলাকায় তারনগরে ৬৭০ জন তাঁতশিল্পী আছেন এবং ২৬৮০ জন লোক তাঁতের উপর নির্ভরশিল ছিল। কিন্তু গত ২ বছর যাবৎ কোন কাজ না পেয়ে তারা তাঁত বিক্রি করে দিয়ে রিকসা চালাচ্ছেন। কাজে, কাজেই, এ ব্যাপারে কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীরনজিৎ দেবনাথ মন্ত্রী) :— মাননীয় বিধায়ককে আশ্বস্ত করে বলতে চাই, তারনগরে ক্লাসটার খোলার নম্বর হচ্ছে চার। সেখানে ম্যানেজার ডি দাসকে পোষ্টিং করা হয়েছে। ইতি মধ্যেই কাজ শুরু হবে।

শ্রীঅরুন ভৌমিক :- সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন উনি সুতার দাম কমাবার জন্য পরিকল্পনা নেবেন আর শ্রমিক উন্নতি করেছেন। কিন্তু স্যার, আমরা যা খবর রাখি তাতে এ্যাপেকসের চেয়ারম্যান মাননীয় মেম্বার, সেখানে সুতার দাম বাইরে সুতার যে দাম সেটা বেশী কিন্তু তাদের এ্যাপেকস্ থেকে সুতা কিনতে

হয়। দ্বিতীয় হচ্ছে শ্রমিকদের যে মজুরী ছিল সেটা আরও কমেছে এবং ৩ নং হচ্ছে এ্যাপেকসে কাপড় পাঠিয়ে টাকা পাওয়া যায় না মাসের পর মাস বসে থাকতে হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই তিনটি ব্যাপারে তথ্য জানবেন কি?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যে তিনটা প্রশ্ন করেছেন উনি মানসিক ভাবে বর্তমানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করেন নি। আমি সিউর বলতে পারি ভারত সরকারের নতুন অর্থনীতির ফলে সারা ভারতে সুতারদাম বাড়ছে কিন্তু আমরা দুঃখিত এই ব্যাপারে আমরা বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লেখালেখি করেছি যে ত্রিপুরায় সুতার দাম কমান হোক। সুতার দাম ত্রিপুরায় বাড়ছে এবং বিভিন্ন সময় আপ-ডাউন করছে সুতরাং আমরা যখন এ্যাপেকসে সুতা কিনি এবং তার পরবর্তী সময়ে কখনও বাজারের সঙ্গে এটা কম হয়ে যায় আবার কখনও বেড়ে যায় এটা কেউ বলতে পারবেন না যে সুতার দাম ঠিক থাকে। দ্বিতীয়ত ঃ তাঁত শিল্পীদের যে মজুরী দেওয়া হয় সেটা আমরা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তুলনা করে দেখেছি ত্রিপুরার তাঁত শ্রমিকদের কাটিং প্রাইজ পশ্চিমবঙ্গ থেকেও বেশী এটা সিউর বলতে পারি। তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারীর উত্তর হবে এখন এ্যাপেকসে প্রতি সপ্তাহে পেমেন্ট নিশ্চিত এটা মাননীয় সদস্য জেনে রাখুন।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) ঃ— স্যার, বাজেট অধিবেশনে এখন পর্যন্ত আমি একটা প্রশ্নও করতে পারিনি কারণ আমার প্রশ্নেরনাম্বার সিরিয়াল হিসাবে নীচে থাকায়। আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি এই বাজেট শেষাশেষে অন্ততঃ একটা প্রশ্ন করতে পারি।

মিঃ স্পিকার ঃ— ঠিক আছে, আপনি প্রশ্ন করুন।

শ্রীঅনিল চাকমাঃ — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নম্বর-৪৫৬

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৪৫৬।

—প্রশ্ন—

১। জোট সরকারের আমলে টি.এস.আই. সির চেয়ারম্যান অবৈধ-ভাবে কর্মচারী নিয়োগ করেছিল কিনা,

২। যদি করে থাকেন তবে তার সংখ্যা কত,

৩। ইহা ছাড়া উক্ত চেয়ারম্যান বিভিন্ন ভাবে দুর্নীতি অথবা স্বজন পোষণ নীতি অনুসরণ করেছিলেন কি,

৪। করে থাকলে তার তথ্য ভিত্তিক হিসাব?

—উত্তর—

১। জোট সরকারের আমলে ১৯৮৮-৯৩ মার্চ মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগম (টি.এস.সি.) তে মোট ১৯৩ জন কর্মচারীকে নিয়োগ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, এই নিয়োগের ব্যাপারে পূর্বাহ্নে কোন সরকারী (শিল্প বিভাগ এবং অর্থ দপ্তরের) অনুমোদন দেওয়া হয় নি। শুধু মাত্র টি এস.আই সির ১০৩ নং মিটিং-এর সিদ্ধান্তক্রমে এই বিরাট সংখ্যক কর্মচারী নিয়মিত হিসাবে নিয়োগ করা হয়।

২। এই সময়ের মধ্যে নিয়োগ করা কর্মচারীর সংখ্যা ১৯৩ জন।

৩। ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের তদানীন্তন চেয়ারম্যান এই নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজন পোষন, নিকট আত্মীয়দের নিয়োগ কিংবা দুর্নীতি বা ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এমন অভিযোগ আছে এবং বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

৩। জোট সরকারের আমলে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে শিল্প দপ্তর এবং অর্থ দপ্তরের অনুমোদন ছাড়া মোট ১৯৩ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।

শ্রীঅনিল চাকমা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ১৯৩ জনের মধ্যে কতজন এস, সি, এবং কতজন এস, টি এইটার হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? দ্বিতীয়তঃ টি, আই, সি, সির বিল্ডিং যে করা হয়েছে এই বিল্ডিং তৈরী হয়েছে ৫ লাখ টাকা কিন্তু হিসাব করে দেখানো হয়েছে ৭—৮ লাখ টাকার বেশী না, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা। টি, আই, সি, সির প্রাক্তন বিধায়ক সুনীলকুমার চাকমা ৫০ হাজার টাকার একটা ড্রাফ্ট্ নিয়েছেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— এই তথ্য আমার কাছে নাই। আর এস, সি, এবং এস, টি কতজন মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা তুলেছেন এইটা আলাদাভাবে তথ্যটি দিতে পারি।

শ্রীশহিদ চৌধুরী (বক্সনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ১৯৩ জনকে এখানে অবৈধভাবে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে। এই যে ১৯৩ জনকে অবৈধভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল এই জন্য দপ্তর কি চিন্তা ভাবনা করেছেন ?

শ্রীশহীদ চৌধুরী :— স্যার, এই বিষয়ে আমি আগেই বলেছি বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৬৬ স্যার।

শ্রীনরিং দেবনাথ (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২৬৬।

—প্রশ্ন—

১। ইহা কি সত্য ডাই ইন-হারনেস কেইসে অনেকগুলি দরখাস্ত বিভিন্ন দপ্তরে জমা পড়ে আছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এর সংখ্যা কত, (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। কবে নাগাদ এই পদগুলি পূরণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। ডাই ইন হারনেস কেইসের পেন্ডিং সংখ্যা হল ৭৮১। দপ্তর ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল।

(১) অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট ৪৮, অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যান্ড সারভিসেস ডিপার্টমেন্ট ১, (৩) অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রী রিসোর্সেস ডেভোলাপমেন্ট ৭১টা (৪) পি. ডব্লিউ, ডি (সিভিল) ২৫ (৫) পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট ৩২, (৬) চীফ ইনজীনিয়ার আই, এফ, সি— ৩৩, (৭) ডি, এম. ওয়েষ্ট ২১, (৮) ডি, এম, অ্যান্ড কালেক্টর (নর্থ) ৯, (৯) ডি, এম অ্যান্ড কালেক্টার (সাউথ)— ৭, (১০) ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশান জাজ (নর্থ—১ (১১) ডি, জি, অফ পুলিশ —২২২ (১২) ফিশারীজ ডিপার্টমেন্ট—২ (১৩) ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাই—৩ (১৪) ফায়ার সার্ভিস— ৭ (১৫) গভর্ণর সেক্রেটারীয়েট— ১ (১৬) হেল্থ সারভিসেস— ২২, (১৭) ইনডাস্ট্রিস ডিপার্টমেন্ট ১২, (১৮) আই, সি, এ, টি,— ৫, (১৯) আই, জি, পি, এক— ২, (২০) ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সেটেলমেন্ট ২৪ (২১) পঞ্চায়েত রাজ— ৩০ (২২) প্রিন্টিং অ্যান্ড স্টেশনারী ডিপার্টমেন্ট— ৫ (২৩) ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট ৪ (২৪) রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট— ১, (২৫) রেজিষ্টার কো অপারেটিভ— ৫ (২৬) স্কুল এডুকেশান— ১৮১

(২৭) হায়ার অ্যাডুকেশান — ১৭ (২৮) সোসিয়েল এডুকেশান— ২৯ (২৯) স্মল সেভিংগ্‌স— ১, (৩০) সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনলজি — ১, (৩১) এস, এ, ডিপার্টমেন্ট— ৫, (৩২) টি, আর পি, জি, পি ডিপার্টমেন্ট— ১ (৩৩) এস, সি, ওয়েলফেয়ার — ১ (৩৪) এস, টি, ওয়েলফেয়ার— ১

৩। উক্ত কেইসগুলি সরকারের বিবেচনাধীন আছে। তবে প্রতিটি কেইস এর ক্ষেত্রে প্রার্থীদের নিয়মানুযায়ী যোগ্যতা এবং দপ্তরে শূন্যপদ থাকতে হবে।

শ্রীরতন লাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কতজনকে ডাই-ইন-হারনেস-এ নিয়োগ করা হয়েছে ?

শ্রীরনজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, নিশ্চয়ই এইটা আমি আপনি সবাই স্বীকার করব যে, এমন অনেক ফেমেলি অছে যেখানে একজনই চাকুরী করতেন এবং ওনার মৃত্যু হওয়ার পর ঐ পরিবারের পক্ষে দৈনন্দিন খরচের ব্যবস্থা করা খুব কষ্টকর। এমতাবস্থায় এই ধরনের যে যে পরিবার গুলি আছে সেগুলি তদন্ত করে দেখে এই ডাই-ইন-হারনেস্ কেইস গুলিকে অগ্রাধীকারের ভিত্তিতে দেওয়া হবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরনজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— স্যার, ডাই-ইন-হারনেস্ কেইস সম্পর্কে সরকার সব সময় সহানুভূতির শীল। এখানে বলা হয়েছে যে, আমাদের কাছে যদি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং দপ্তরের শূন্যপদ থাকে তাহলে অগ্রাধীকারের ভিত্তিতে তাদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী, তাদের প্রশ্নটা ক্লিয়ার হয়নি। প্রশ্নটা হচ্ছে ডাই-ইন-হারনেস্ কেইসে যারা ক্লেইম করেছে তাদের মধ্যে যারা মোষ্ট নিডি তাদেরকে অগ্রাধীকার দেওয়া হবে কিনা।

শ্রীরনজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— নিশ্চয়ই তাদের অগ্রাধীকার দেওয়া হয়ে থাকে এবং এইটা তার নিয়ম নীতির মধ্যে পরতে হবে, তার যোগ্যতা এবং রোষ্টার মেনটেইন এইগুলি বিবেচনা করে যদি পরেন নিশ্চয়ই তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

শ্রীমতিলাল সাহা :— স্যার, আমি স্পেসিফিকেলী উত্তর চাইছি, যে সমস্ত পরিবারের আর কোন মেম্বার নাই এবং কোন না কোন কারণে তিনি চাকুরী রত অবস্থায় মারা গেছেন, তার পরিবারে অন্য কোন আর্নিং মেম্বার নাই। স্যার, যেহেতু সরকারের নীতি আছে যেহেতু তাদেরকে অগ্রাধীকারের ভিত্তিতে এই পরিবার গুলিকে দেওয়া হবে কিনা আমি জানতে চাইছি।

শ্রীরনজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— আমরাতো বলেছি ডাই-ইন-হারনেস্-এর অনেক গুলি কেইস আছে। নিশ্চয়ই অগ্রাধীকারের ভিত্তিতে সেগুলির বিবেচনা করে দেওয়া হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, বর্তমান সরকার উগ্রপন্থীদের যে তৎপরতার সঙ্গে পোষ্ট ক্রিয়েট করে চাকুরীর অফার দিচ্ছেন যেমন ১৪০০ মত দিয়েছেন। সেই রকম তৎপরতার সঙ্গে এই কেইস গুলির বিচার বিবেচনা করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী রঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :— স্যার, উগ্রপন্থীদের সঙ্গেতো এর কোন সম্পর্ক নাই।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, অত্যান্ত দুঃখের বিষয়। আমার কথা হল উগ্রপন্থীরা মানুষ মেরে লুণ্ঠন করে, মানুষের টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে চাকুরী পাচ্ছে তৎপরতার সঙ্গে, এই তৎপরতার সঙ্গে এই কেইসগুলিকেও বিবেচনা করা হবে কিনা ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্য বোধ হয় ভুলে গেছেন যে ওনাদের পাঁচ বছরের রাজত্ব কালে যেভাবে বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে চাকুরী দিয়ে গেছেন তার পর আমাদের পক্ষে শূন্যপদ পাওয়া খুব কঠিন হয়ে পরেছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি অবৈধভাবে যদি কোন চাকুরী দিয়ে থাকি তাহলে সবগুলি তদন্ত করুন এবং তদন্ত করে যদি অবৈধ প্রমানিত হয় তাহলে চাকুরী যাবে কোন আপত্তি নাই। আমার প্রশ্ন হলো, উগ্রপন্থীদের যে তৎপরতার সঙ্গে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে সমতৎপরতার সঙ্গে এই কেইসগুলিকেও চাকুরী দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরাতো আগেই বলেছি ডাই-ইন-হারনেস্ কেইসের তাদের চাকুরীতো আমরা দিচ্ছিই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— স্যার, উনি বলেছেন ২২ মাসের মধ্যে একটাও ডাই-ইন-হারনেস্ কেইসের চাকুরী দিতে পেরেছেন কিনা সেই তথ্য ওনার কাছে নাই।

শ্রীরতন নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইটা একটা মানবিক ব্যাপার কেউ মারা গেলে এইটা বিধান আছে যে কেউ ডাই ইন্ হারনেস্ মারা গেলে তার পরিবারকে একটা চাকুরী দিতে হয়। কাজেই এইটা দেওয়া হবে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে প্রশ্নটা হচ্ছে যদি পাঁচজন থাকে অথচ পোষ্ট মাত্র একটা তবে এই পাঁচজনের মধ্যে সবচাইতে গরীব-যার কেউ নেই সেই লোককে তৎপরতার সঙ্গে এই চাকুরী দেওয়া হবে কি না ?

শ্রী রনজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমিতো বলেছি যে সে ক্ষেত্রে চাকুরী দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলোর উত্তর পত্রগুলি এবং তারকা চিহ্নিত বিহীন প্রশ্নের উত্তরপত্র সভার যে টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। STATEMENT BY MINISTER (ANNEXURES-"A" & "B"

শ্রীরতনলাল চক্রবর্তী (বনমালীপুর) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইখানে এই সভায় গত কয়েকদিন ধরে বাজেটের উপর দুই পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হয়েছে। একটা জিনিস এইখানে আলোচনা হয়েছে পরিস্কার ভাবে শাসকদলীয় বিধায়ক এবং মন্ত্রীরা বলেছেন যে ত্রিপুরারাজ্যে এখন ভাল অবস্থা চলছে, কেউ অনাহারে মারা যায়নি, কেউ রাজ্যান্তরী হয়নি, ত্রিপুরায় খুব সুখে মানুষ বাস করছেন। কিন্তু খুবই পরিতাপের এবং উদ্বেগের বিষয় যে স্পেসিফিক নাম দিয়ে পাঁচজনের অনাহারে মৃত্যু হয়েছে খবর দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় বেরিয়েছে তারা হলো উত্তর লংতরাই গাঁওসভার (১) শুলশ্রী ত্রিপুরা, বয়স ৩৫ বৎসর, (২) পূর্ণচী ত্রিপুরা, বয়স ৫৫ বৎসর (৩) প্রেমাশ্রী ত্রিপুরা, বয়স ৪৪ বৎসর, (৪) ওনশ্রী ত্রিপুরা, বয়স ৩৫ বৎসর, এবং (৫) শ্রী জগদীশ ত্রিপুরা বয়স ৬০ বৎসর এই ১৭ থেকে ২১ শে মার্চের মধ্যে এই পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। এই জরুরী অবস্থা বিবেচনা করে

আমাদের সভায় যিনি দায়িত্বে আছেন তাঁর কাছ থেকে আপনার মাধ্যমে বিবৃতি দাবী করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্পীকার স্যার, দৈনিক সংবাদে আজকে যে নামগুলি বের হয়েছে সেগুলি আমি দেখেছি। রাজস্ব দপ্তরের পক্ষে ইনফর্মেশন ও ডি. এম গতকালকেই সেই এলাকায় গিয়েছেন, এই সমস্ত এলাকা থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করছেন।

স্যার, N.P এর আগে আমি পত্রিকায় যে সমস্ত রিপোর্ট দেখছি সেগুলির প্রবৃত্ত দিচ্ছিনা কারন শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, টি ইউ জে, এস এর জেনারেল সেক্রেটারী এবং এক্স মিনিষ্টার, আমরা পত্রিকায় দেখেছি- তিনি সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে লঙ্গতরাই অনাহারে মৃত্যুর সম্পর্কে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন এবং বিবৃতি দিয়েছেন। এক্স মিনিষ্টার কাজেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে রবীন্দ্র দেববর্মা টি, ইউ, জে এস, এর জেনারেল সেক্রেটারী এবং প্রাক্তনমন্ত্রী গত ছয় মাসের এসে সম্পূর্ণ অসত্য মিথ্যা সংবাদ দিয়ে পাবলিককে বিভ্রান্ত করেছেন এবং সারা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন। কাজেই এটা তদন্ত না করে এই সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়া সম্ভব নয়।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় রেভিনিউ মিনিষ্টার মহোদয়ের কাছে আমার অনুরোধ-যেহেতু আপনার ডি,এম, সেখানে আছেন তাই আপনি একটা টাইম চেয়ে নিন যে এই সময়ের মধ্যে এই রিপোর্টটি দিয়ে দিবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ঐখান থেকে রিপোর্ট পেলেই তখন বলতে পারব।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতন চক্রবর্তী (বনমালীপুর) :— স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো ২৪ তারিখে মধ্যে বিবৃতি দিতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার আমি আগেই বলেছি যে রবীন্দ্র দেববর্মা, টি, ইউ, জে, এস, এর জেনারেল সেক্রেটারী এবং এক্স মিনিষ্টার একটা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন বলেই এইটা নিশ্চয়ই গুরুত্ব আছে। কিন্তু একবার এই ভাবেই তার বক্তব্যের গুরুত্ব দিয়ে আমরা তদন্ত করেছি এবং দেখেছি যে তিনি যেটা মিথ্যা কথা বলেছেন সেটা প্রমানিত হয়েছে। এইবার আবার তিনি বলেছেন-, আমরা এইটা তদন্ত করে দেখব। স্যার, এখানে ১০৯ টি গ্রামের কথা বলা হয়েছে। সমস্ত লংতরাই ও ছামনু ব্লকের মধ্যে কয়টা গ্রাম আছে? যাই হোক্ এই সমস্ত কথাবার্তা আমরা শুনে থাকি। নামগুলি যা উল্লেখ করা হয়েছে এইরূপ আগেই বলা হয়েছিল। গণ্ডাছড়া এবং ইত্যাদি জায়গাগুলি তথ্যগুলি প্রমানীত হয়ে গিয়েছে যে অভিযোগ সত্য নয়। ডি, এমকে আমি জানিয়েছি খবর নেওয়ার জন্য। খবর পাওয়ার পর এবং বিধান সভা যদি চালু থাকে আমি নিশ্চয়ই জানাব।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আপনার প্রটেকশান চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— না, না, আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি আপনি পাঁচটি নাম বলেছেন। তাদের ঠিকানা কি? তাদের পিতার নাম কি? কোন তহশীলের অন্তর্গত তারা? কোন থানার অন্তর্গত? ইত্যাদি স্পেসিফিক করে দিন।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি দিয়ে দেব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, দৈনিক সংবাদ পত্রিকার নিউজের উপর কোটেশান দেওয়া হয়েছে। রুল ৯৮ অনুসারে।

মিঃ স্পীকার :— এখানে রুলস,-এর কথা বলা হচ্ছে কেন ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— উনি বলেছেন ডি, এমকে পাঠানো হয়েছে এবং ডি, এম তদন্ত করছেন সেটা। স্পেসিফিক্যালী উনি বলেছেন সে কথা।

মিঃ স্পীকার :— না, না, বিরোধী দলনেতা আপনি শুনুন। আপনার কথা রাইট ম্যানশান হয়েছে। যেখানে একটা তদন্ত হবে সেখানে সঠিক নাম-ধাম ছাড়া সেটা হতে পারে না। আপনি ঠিকানা দিন নিশ্চয়ই সেটা করতে হবে। কোন পার্টিকুলারস্ না থাকলে তদন্তটা কি হবে ?

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সেটাকে উদাহরণ করে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক না। সভার কাজটি কি তাহলে ?

মিঃ স্পীকার :— না, না।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আপনারা শুধু পত্রিকার কথা বলেন কেন ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— আপনাদের কাছ থেকে শিখেছি সেটা। পত্রিকার নাম শুনলে জ্বর উঠে কেন শরীরে ?

(গণ্ডগোল)

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রতনবাবু আপনি পার্টিকুলারস্ দেবেন এবং তারপরই সেটা নিয়ে তদন্ত হবে।

মাননীয় সদস্য সুধন দাস ও সমীর দেবসরকার মহোদয়দের নিকট থেকে একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি ইহা সভায় উৎথাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো— "খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বালক বিদ্যালয়ে নবনির্মিত উপজাতি ছাত্রাবাস এবং বড় পাথারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের তপশিলী জাতি ছাত্রাবাস চালু না হওয়া সম্পর্কে।"

আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষণি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে উনার বক্তব্য রাখতে পারেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই নোটিশের উপর আগামী ২৪শে মার্চ, ১৯৯৫ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সুবল রুদ্র এবং অনিল চাকমা মহোদয়ের নিকট থেকে আর একটি নোটিশ পেয়েছি নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি ইহা সভায় উৎথাপনের অনুমতি দিয়েছি নোটিশের বিষয়বস্তু হলো— "জোট সরকারের আমলে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের ৯৩ জন ছাঁটাইকৃত কর্মীকে পুনর্নিযোগ করা সম্পর্কে"।

আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে উনার বক্তব্য রাখতে পারেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীঅনিল সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই নোটিশের উপর আগামী '২৪শে মার্চ', ১৯৯৫ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়ের নিকট থেকে আরও একটি নোটিশ পেয়েছি নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি ইহা সভায় উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো— "সি.পি, এমের অন্তঃকোন্দলের জের : চলন্ত মোটর সাইকেলে বোমা, ছাত্র নেতা খুন, গ্রেফতার নেই। এই শিরোনামে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ ইং সনের দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ঘটনাটা কোথায় সেটা উল্লেখ করে দৈনিক সংবাদকে রেফার করলে ভাল হত। আমরা খোঁজ নেব। তবে আমি ১৪ তারিখ এই ব্যাপারে বিবৃতি দেব। স্যার, পত্রিকার সংবাদটাই যথেষ্ট নয়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, এটা কি ধরনের কথা? আপনি এডমিট করার পর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনার উপর হেডমাষ্টারী করলেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— পত্রিকার সংবাদটাই যথেষ্ট নয়। সেখানে দরখাস্ত কলিং এটেনশন দিতে হলে পরে আমি আশা করি—

(গোলমাল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আপনি এডমিট করার পর মাননীয় মন্ত্রী আপনার উপর হেডমাষ্টারী করছেন। আপনি এডমিট করার পর উনি এটা বলেন কি করে?

মিঃ স্পীকার :— নট অ্য বাউট ইনসিডেন্ট।

(গোলমাল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য উনাকে বলতে দিন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আপনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি খোঁজ নেব এবং খোঁজ খবর নিয়ে প্রকৃত তথ্য কি, যদি ৪ তারিখের মধ্যে তথ্য এসে পড়ে তাহলে বলতে পারব আর যদি না পারে তাহলে পরে কি করব বলে দিন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, কোন ৪ তারিখ।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ভুল হয়েছে, ১৪ তারিখ দেব। আজকে খুব স্ফূর্তি দেখাচ্ছে। ৩৩ জনের অরুনাচলে মন্ত্রীসভা হয়েছে, ৬০ এর বিধানসভায় খুব খুশী।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজেন্দ্র মগচৌধুরী মহোদয়ের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন। মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে, "গত ১৩ মার্চ ১৯৯৫ ইং বগাফা ব্লকের অধীন উত্তর ইচাছড়ার নারদ পাড়া গ্রামের ১৬১টি পরিবারের বাড়ী আগুনে পুড়ে যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, সময়তো চাইব, ২৪ তারিখের পর কি সময় থাকবে ?

মিঃ স্পীকার :— না, এখানে ২৪ তারিখ পর্যন্ত চলবে, সব-লে হবে বুঝা যায়।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, একটা গ্রাম সেখানে এই রকম ধরনের ঘটনা হয়েছে, তো এখন খবর সংগ্রহ করে আনতে ২৪ তারিখ-এর বিধানসভা চলাকালীন অবস্থার মধ্যে যদি আমার কাছে খবর পৌঁছে আমি অবশ্যই উত্তর দেব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আপনি যে পুলিশের বিরুদ্ধে অ্যাকশন্ নিতে বলেছেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বীকার করছেন পুলিশ এখন উনার কথা শুনছে না, কোনও কাজও করছে না।

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী):-স্যার, সমীর বর্মন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী এবং তার আগে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (দায়িত্ব প্রাপ্ত) ছিলেন। ৫ বছরে পুলিশ দপ্তরের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাঁকে ফাঁকে কতগুলি গর্ত সৃষ্টি করেছেন, সর্বনাশ করে দিয়েছেন পুলিশ দপ্তরের।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার চেম্বারে বলেছি যে, উনি অফিসারদের ডাকিয়ে কি বলেন। ৫ বছরের কালচার এখনও ছাড়তে পারেননি। এর ফলে যখন অফিসারদের ডাকেন তখন উনাকে বলেন যে আমি অসুস্থ আমি আসতে পারব না।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সীল করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন সম্পর্কে"। এটা আপনি আজকে দেওয়ার কথা ছিল।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মি. স্পীকার স্যার, "ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সিল করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন সম্পর্কে"।

ত্রিপুরা ও বাংলা দেশের মধ্যে ৮৩৯ কিঃমিঃ দীর্ঘ ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে। সামান্য কয়েক কিলোমিটার নদী নালার দ্বারা প্রাকৃতিক সীমানা ছাড়া বাকি অংশের সীমানায় কোন প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা নেই। বিস্তীর্ন সমতল সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে বিদেশী নাগরিকদের পক্ষে ত্রিপুরায় প্রবেশ করবেলমাত্র সীমান্ত নিরাপত্তাবাহিনীর চৌকি পাহারার বাধা ছাড়া আর কোন সমস্যা নেই। ত্রিপুরার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মানুষ এবং বাংলাদেশের জনসাধারন এর ভাষা এক এবং একই সমাজ, দুই দেশে বিভক্ত। কেবলমাত্র

রাজনৈতিক সীমান্ত ভাগ হয়ে আছে ভারতের একটি অংশ ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশ। তবু তাদের মধ্যে নিবীড় সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক বন্ধন অটুট রয়েছে। ১৯৭১ ইং সনের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে বিপুল সংখ্যায় আগত উদ্বাস্তুদের সাথে আজো সামাজিক ও আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের দ্বারা অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি কেবলমাত্র রাজ্যের ক্ষেত্রেই হয় দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে সারা দেশের সমস্যাগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিনত হয়েছে। রাজ্যের আদিবাসী উপজাতি জনগন্ত সংখ্যালঘুতে পরিনত হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে তাদের সমস্যা আরো গভীর হচ্ছে। সংখ্যা লঘুর অংশেরও অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা গভীর হচ্ছে অনুপ্রবেশ বন্ধ করার বিষয়টি বহুবার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট তোলা হয়েছে সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য। সীমান্তের বেআইনী কার্য্যকলাপ সমাজবিরোধী ও অন্যান্য অপরাধীদের সীমান্তের ওপারে আত্মগোপন করা এমনকি সীমান্তের ওপারে উগ্রপন্থীদের আস্তানা গড়ে তুলে সেখান থেকে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে ও গ্রামে হানা দিয়ে পালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা সমুহ খোলা ও অবাধ সীমান্ত দিয়ে অহরহই ঘটে চলছে। ত্রিপুরা ও সারা দেশের পক্ষে এই সব ঘটনা খুবই উদ্বেগের কারন। আন্তর্জাতিক সীমানা রক্ষার দায়িত্ব সাংবিধানিক ভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের। অত্যন্ত দুঃখের সংগে এটা বলতে হচ্ছে যে ত্রিপুরার ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে কেন্দ্রীয় সরকার খুবই কম নজর দিচ্ছেন। সমস্যাগুলির সমাধানে কেন্দ্রের আন্তরিকতার অভাব কেন্দ্র অস্বীকার করতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী আন্তর্জাতিক সীমান্ত প্রহরার কাজে নিযুক্ত। সুদীর্ঘতম ত্রিপুরা বাংলাদেশ প্রহরায় ১১ ব্যাটেলিয়ান সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা কেন্দ্রীয় সরকারের-ই সিদ্ধান্ত। কিন্তু প্রায় ২ বছর যাবৎ বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি ব্যাটেলিয়ান তুলে নিয়ে বর্তমানে মাত্র ৫ ব্যাটেলিয়ান সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে সীমান্ত প্রহরার কাজে রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকারের নিকট সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য পুনঃ পুনঃ দাবী জানিয়ে আছে। অনেক চিঠি পত্র লেখা হয়েছে। এমনকি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাস্ট্র মন্ত্রীকে এই বিষয়ে গত ৯ ই মে ১৯৯৪ ইং তারিখে বিশেষ উল্লেখ করে একটি চিঠিও দিয়েছেন। মুখ্যসচীব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট মন্ত্রকের সংগে বৈঠক ও আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে নিয়মিত তদবীর করছেন। গত ৯-ই জানুয়ারী ১৯৯৫ ইং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এস.বি. চাবনের সংগে ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আলোচনায় বিষয়টি উথ্যাপন করে অবিলম্বে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু আজও কোন ব্যবস্থা হয় নাই। মনে হয় অনুপ্রবেশের ফলে এবং সীমান্তকে অরক্ষিত রাখায় ত্রিপুরার উপর কি প্রভাব পড়বে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুরুত্ব নির্ধারন করতে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ হচ্ছেন। বিধানসভার মাননীয় সদস্যদের জানা আছে রাজ্য সরকার বিগত ১৯৭৭ ইং সনে কেন্দ্রের অনুমোদন নিয়ে ত্রিপুরায় একটি মোবাইল টাস্ক ফোর্স সৃষ্টি করেন। মোবাইল টাস্ক ফোর্সকে শক্তিশালী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা চেয়ে বার বার আবেদন করা হয়। এই ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্য মুলক একটি দৃষ্টান্তে উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরায় বর্তমানে মোবাইল টাস্ক ফোর্সের অনুমোদিত পদের সংখ্যা মাত্র ১৪৪। টাস্ক ফোর্সের এই ক্ষীন শক্তি নিয়েই রাজ্য সরকারকে কাজ করতে হচ্ছে। প্রতিবেশী রাজ্য আসাম-যার বাংলাদেশের সংগে আন্তর্জাতিক সীমানা মাত্র ২৬৭ কি.মি. তাদের বর্তমানে মোবাইল টাস্ক ফোর্সের অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৪,০০০ (চার হাজার)। রাজ্যের মোবাইল টাস্ক ফোর্সে মোট পদের অপ্রতু-

তুলতার বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্টিলিজেন্স ব্যুরোর একটি এক্সপার্ট কমিটির মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। উক্ত কমিটি রাজ্যের মোবাইল টাস্ক ফোর্সের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সুপারিশ করেছে। রাজ্য সরকার এক্সপার্ট কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মোবাইল টাস্ক ফোর্সের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিগত ৩০ শে এপ্রিল ১৯৯২ ইং তাং একটি প্রস্তাব প্রেরন করে। প্রস্তাবটিকে অনুমোদনের জন্য ৩ (তিন) বৎসর যাবৎ বিশেষ করে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাশীন হওয়ার পর বার বার চিঠির মাধ্যমে এবং ব্যাক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করে, দিল্লী গিয়ে আলোচনা করে ও কোন অগ্রগতি ঘটে নাই। সর্বশেষ সম্প্রতি ২/৩ মাস মোবাইল টাস্ক ফোর্সে পুনরায় ন্যুনতম পদের সংখ্যা উল্লেখ করে নতুন প্রস্তাব প্রেরনের জন্য কেন্দ্র থেকে অনুরোধ এসেছে। রাজ্যসরকার তার উত্তরে স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্টিলিজেন্স ব্যুরোর এক্সপার্ট কমিটি যে পদের ন্যুনতম সংখ্যা উল্লেখ করেছেন সেটাই রাজ্যের প্রস্তাব। কেন্দ্রীয় সরকার সেটাকেই বিবেচনায় রেখে সিধান্ত গ্রহণ করুন। সীমান্ত সিল করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষনা উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোন কোন রাজ্যের সীমান্ত এ কার্য্যকরী করার জন্য যদি কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু উদ্যোগ থেকেও থাকে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন্দ্র চোখ বুজে আছেন।

এই পরিস্থিতির পঠভূমিতে ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারের উদ্বেগে প্রকাশের সাথে সর্বসম্মত একটি প্রস্তাব গ্রহন করে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে যে অবিলম্বে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী প্রয়োজন অনুপাতে বৃদ্ধি করে সীমান্ত প্রহরাকে অধিকতর শক্তিশালী করা, ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্ত সিল করার সিদ্ধান্ত ও তাকে কার্য্যকরী করা এবং এক্সপার্ট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এম টি এফ এর প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদের অনুমোদন দিয়ে মোবাইল টাস্ক ফোর্সকে শক্তিশালী করে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ কারীদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য রাজ্য সরকারকে সহযোগিতাদান কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অবশ্যিক কর্তব্য। কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

শ্রীবিদ্যাদেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কত জন অনুপ্রবেশ করেছে তার সংখ্যা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি? এবং তাদের কোন চিহ্নিত করার কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা? তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, সংখ্যা কত জন তা এখন আমার কাছে নেই এবং সেই তথ্য আমার কাছে এখন তৈরী নেই। তা আলেদা প্রশ্ন করলে পরে বলতে পারব। ক্লারিফিকেশানের যে ক্লারিফিকেশন তাতে এই টুকু বলতে পারি, যখনি রাজ্যসরকার খবর পান যে এখানে বাংলাদেশী বা বিদেশী অবস্থান করেছেন, মোবাইল টাস্ক ফোর্স সেখানে গিয়ে তার আইনগত যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা গ্রহন করেন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কত সংখ্যক বাংলাদেশী আসছে তার যদি হিসাব না থাকে তা হলে কেন্দ্রীয়, সরকার কি ভাবে জানবে? সেই ব্যাপারে কি আমাদের কোন প্রস্তুতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা স্বীকৃত সত্য এবং সেন্সাস রিপোর্টেও তার প্রকাশ আছে। ১৯৯১ এর যে সেন্সাস রিপোর্ট এবং তার আগের যে সেন্সাস রিপোর্ট সব কয়টি সেন্সাস রিপোর্টে সারা

ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি এলাকায়, কোন কোন এলাকায় কি ধরনের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সেটার সঙ্গে তুলনা করে ত্রিপুরা রাজ্যের যে সংখ্যা বৃদ্ধি এটা অস্বাভাবিক এবং এটা কেন্দ্র স্বীকার করে নিয়েছেন। সারা ভারতবর্ষে একই সম্পর্কে যারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তারাও পরিষ্কার বলেছেন যে এই অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করা দরকার অবিলম্ব বর্ডার সীল করে এবং বিদেশী নাগরিকদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করেই এটা ব্যবস্থা করা সম্ভব।

শ্রীবিদ্যাদেববর্মা :— এই অনুপ্রবেশকারীরা হিন্দু হতে পারে, মুসলমানও হতে পারে, এটা বন্ধ করা হয়নি। এই অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যাটা কত এই সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে কোন রিপোর্ট এসেছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, সুনির্দিষ্টভাবে মাননীয় সদস্য হিসাব চাইছেন কি করে। সেনসাসের ভিত্তিতে বলছি ১৯৭১ এ ছিল একরকম, ১৯৮১ তে একরকম, ১৯৯৫ তে এক রকম। সেটা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ করা হয়েছে। জোট আমলে সমীর বাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন উনি তিন লক্ষের মত বলেছিলেন। তবে এটা স্বীকৃত যে ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং তার চাপ সবচাইতে বেশী উপজাতীদের উপর পড়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— পয়েন্ট অব কল্যারিফিকেশন স্যার, আমি জানি না মাননীয় মন্ত্রী সিল বলতে কি বুঝাতে চাইছেন। সিল করার আগে দরকার সীমানা চিহ্নিত করণ বর্ডার এরিয়ার। সেটা এখনও বাকী আছে। সীমানা চিহ্নিত করণের ব্যাপারে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সেই ব্যাপারটা রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টেক আপ করেছেন কিনা এবং করলে কবে করেছেন ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে দুটি বৈঠক কিছু দিন আগে হয়ে গেছে। ৮৩৯ কিঃমিঃ এরিয়া বর্ডার চিহ্নিত হয়ে গেছে। ইতি মধ্যে সেখানে বিভিন্ন বর্ডার এরিয়ায় বি এস, এফ দেওয়া হয়েছে, চৌকি স্থাপন হয়েছে। কিন্তু আরও দরকার প্রায় ১১ ব্যাটেলিয়ান। দুর্ভাগ্যের বিষয় ত্রিপুরার নামে যে বি, এস, এফ দেওয়া হয়েছিল সেগুলি কাশ্মীরে নিয়ে নিয়েছে। আমি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এস, বি, চৌহানের সংগে দেখা করেছিলাম তিনি বলেছেন যে কাশ্মীরের অবস্থা খারাপ এই মুহূর্তে ত্রিপুরাতে বি, এস, এফ দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী (সাব্রুম) :— পয়েন্ট অব কল্যারিফিকেশন স্যার, এখন ত্রিপুরাতে ৫০ হাজারের মত উপজাতি অনুপ্রবেশকারী শরণার্থী আছে। এদেরকে বাংলাদেশে পাঠাবার জন্য কোন উদ্যোগ রাজ্য সরকার নিয়েছেন কি না। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে কতটুকু করেছেন। আমরা দেখছি এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। এই ৮৩৯ কি, মি, বর্ডার এরিয়ার কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার জন্য আর কত দিন লাগবে এই কথাটা জানতে চাই। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের একটি দায়িত্ব আছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব আরো অনেক বেশী। সীমানা সীল করে এই যে কাটাতারের বেড়া এটা এখনও দেওয়া হয় নি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এই বেড়ার কাজ কবে সম্পূর্ণ হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার জানাচ্ছেন।

শ্রীসমরচৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সে তথ্যগুলি সামনে রেখে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানতে চাই, ত্রিপুরাকে রক্ষা করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। স্যার, ত্রিপুরাকে রক্ষা করলে ভারতবর্ষের ঐক্য, অখণ্ডতা, সংহতি রক্ষা পাবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন, গোলমাল কোথাও নেই ১/২টি জায়গা ছাড়া। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, খোয়াই, কৈলাসহর ও বিলোনীয়ার সীমান্ত নিয়ে ডিসপুট আছে। এগুলির ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কোন টেক্ –আপ করা হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে, কোন তারিখে হয়েছে পেসিফিক জানতে চাই। আর বর্ডার প্রজেক্টের জন্য ১৯৯২ সাল থেকে এ পর্যন্ত কত টাকা দেওয়া হয়েছে? সীমান্ত পাহাড়া দেবার জন্য যে টাওয়ার আছে তার গ্যাপ কমাবার জন্য (আরো নতুন টওয়ার নির্মানের জন্য) কেন্দ্র থেকে কোন টাকা দেওয়া হয়েছে কিনা তা পরিস্কার ভাবে জানতে চাই।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ৮০ এর দশক থেকে বর্ডার প্রজেকট এবং বর্ডার রোডের কাজ শুরু হয়েছে। তখন থেকে যে ভাবে কাজ এগুচ্ছিল ৯০ এর দশকে এসে তা কমে যাচ্ছিল। তখনত জোট সরকারই মন্ত্রী সভায় ছিলেন। তখন আপনারা এ ব্যাপারে কি করেছেন? স্যার, আমি খোয়াই, কৈলাসহর এবং বিলোনীয়ার কথা বলছি। স্যার, সীমানার ব্যাপারে আলোচনার জন্যত রাজ্য সরকারের লোক উপস্থিত থাকতে পারেন না। সেখানে উপস্থিত থাকেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাপয়েন্টেড লোক এবং বাংলা দেশের অ্যাপয়েন্টেড লোক। তারাই আলাপ আলোচনা করে কোথায় সীমানা নির্ধারনের খুঁটি বসবে ঠিক করেন। এইত সম্প্রতি বাংলাদেশ এবং কেন্দ্রের লোক এসে ছিলেন। তাঁরা খোয়াই ঘুরে দেখে গেছেন। স্যার, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সঠিক তথ্য পাঠাতে পেরেছি বলেই এই সমস্তগুলির মিমাংসা হচ্ছে। স্যার, আমি শুধু বলতে চাই, মাননীয় বিরোধি দলনে তা নিজে জোট সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯২ সালে এন.এফ.টি, এর জন্য তাঁদের প্রস্তাবগুলি কার্যাকরী করার জন্য আমরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, একটা কথাও বললেন না যে কেন্দ্রীয় সরকার অবহেলা করেছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন না। আমার প্রস্তাব হচ্ছে সর্ব্বসম্মত ভাবে সকলে মিলে এই বর্ডার সীল করা, বি, এস, এফ, বাহিনী যেটা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে গেছেন সেই বাহিনীকে আবার ফিরিয়ে আনা এবং এম, টি, এফকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আসুন আমরা সকলে মিলে এইবিধান সভায় সিদ্ধান্ত নেই।

GOVERNMENT RESOLUTION—MOVED

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো, - "গভর্ণমেন্ট রিজলিউশ্যান"। উক্ত রিজলিউশ্যানটি উংথাপন করবেন প্রাণী সম্পদ বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিজলিউশ্যানটি সভায় উংথাপন করার জন্য।

Shri Gopal Ch. Das (Hon' ble Minister) :— Sir, I beg to move the Resolution of the House that

WHEREAS this Assembly considers that is the desirable to have a uniform law throughout India for the regulaions of veterinary trnining and practice and for all matters connected therewith of ancillary and inrcidental thereto.

AND WHEREAS the Subjeot matter of such a law is relatable mainly to

matters enumerated in entires 15 and 32 of List II and entry 26 of List III in the Seventh Schedule of the Constituation of India.

AND WHEREAS Parliament has no power to make such a law for the States with respect to the matters enumerated in entnes 15 and 32 of List II aforesaid exceyt as provided in article 249 and 250 of the Constitution of India.

AND WHEREAS by virtue of the powers uuder clause (I) of article 252 of the Constitution and in pursuance of the resolutions passed by all the Houses of the Legislatures of the States Haryana, Bihar, Orissa, Himachal Pradesh, and Rajasthan. Perliament has passed the Indian veterinary Couucil Act 1984 (52 of 1994).

AND WHEREAS the Indian Veterinary Council Act 1984 (52 of 1984) extend in the first instance to the whole of the State of Haryana, Bihar, Orissa, Himachal Pradesh and Rajasthan and to all union Territories.

AND WHEREAS the said Act will extend to other States as may adopt this Act by resolution passes in that behalf in pursuance of clausa (1) of article 252 of the Constitutions.

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) should be adopted in the State of Tripura.

NOW THEREFOR, in pursuance of clause (1) of article 252 of the Constitution This Assembly hereby resolvcs that the Indier Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) be adopted in the State of Tripure".

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় উৎথাপিত রিজলিউশ্যানের কপিটি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য ।

PRESENSATION OF COMMITTEE REPORT

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো ঃ—

"প্রজেনটেশ্যান অব্ দি ফিফটি সেকেণ্ড রিপোর্ট অব্ দি কমিটি অন্ এ্যাসটিমেটস্" ।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী (চেয়ারম্যান অব্ দি কমিটি অন্ এ্যাষ্টিমেট) মহোদয়কে অনুরোধ করছি এ্যাসটিমেট কমিটির ৫২ তম প্রতিবেদন (ফিফটি সেকেণ্ড রিপোর্ট) সভায় উপস্থাপন করার জন্য ।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির ২২৫(১) ধারা অনুসারে এষ্টিমেটস্ কমিটির ৫২তম প্রতিবেদনটি এই সভায় উপস্থাপন করছি ।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে. আজকের সভায় উপস্থাপিত এ্যাষ্টিমেটস কমিটির ৫২ তম প্রতিবেদনটি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করবার জন্য।

BUDGET ESTIMATES FOR 1995—96.

General Discussion.

মিঃ স্পীকার :— বাজেটের উপর আলোচনা করবার জন্য আরো ৩ জনের নাম ছিল। সেই তিন জন হচ্ছেন শ্রীঅরুন ভৌমিক, শ্রীদেবব্রত কলুই, এবং মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী। মাননীয় সদস্যরা যদি এই বেলায় আপনাদের বক্তব্য শেষ করতে পারেন রিসেস এর পর মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখবেন। মাননীয় সদস্য-শ্রীঅরুন ভৌমিক।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক (বড়জলা) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৩ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তার উপর ভিত্তি করে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এই বাজেট কাল্পনিক, অনুমান ভিত্তিক, এই বাজেট না করে ভোট অন অ্যাকাউন্টস করে পাশ করানোর জন্য। মাননীয় সদস্য মাখন লাল চক্রবর্তী মহোদয় বলেছেন এই বাজেটটা নাকি একটা দিক দর্শনকারী বাজেট। আমি এই ২টাকে ঠিক সেইভাবে মেনে নিতে পারছিনা। বামফ্রন্ট সরকারকে আমরা সমর্থন করি,সেজন্য বাজেটকে আমরা সমর্থন করি। কাজেই আমি এখানে গঠনমূলক আলোচন করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করব যেটা ত্রিপুরা বাসীর জন্য কাজে লাগবে। গঠন মূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রাজ্যের মানুষ যাতে উপকৃত হতে পারে,শান্তিতে বাস করতে পারে সেদিকে আমাদের দেখতে হবে। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ভোট অন অ্যাকাউন্টস পাশ করালে ভাল হত বাজেট না করে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম,একটা দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে বিধানসভায় একটা প্রতিষ্ঠিত সরকার আছে ২ বৎসর ধরে, সেখানে এমন কি ঘটনা ঘটল যে সেখানে পূর্নাঙ্গ বাজেট না করে ভোট অনঅ্যাকউন্টস পাশ করার জন্য বললেন। এইখানে একটা প্রতিষ্ঠিত সরকার রয়েছে, সেখানে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যার জন্য ৩ মাসের জন্য ভোট অন অ্যাকাউন্টস পাশ করানো প্রয়োজন। এমন না যে সরকারের হাতে সময় নেই। এইখানে যে প্রতিষ্ঠিত সরকার রয়েছে তার হাতে সময় আছে, গত বৎসর বাজেট হয়েছে, এই বৎসর বাজেট হবে, এইরকম কোন পরিস্থিতি হয়নি যে ভোট অন অ্যাকাউন্টস এর প্রয়োজন রয়েছে। ভোট অন অ্যাকাউন্টস হতে পারে না।

স্যার, বাজেটে যে অনুমান নির্ভরতা সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টের জন্য বছরের শেষে আসতেই হয়। এইটা কিছুটা অনুমান ভিত্তিক থাকবেই, এইটা আগামী বছরের আয় ও ব্যায়ের প্রস্তাবনা। এইটা সঠিক নাও হতে পারে। কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা যেতে পারে এইটার পরিবর্তন হতেই পারে। কাজেই বিরোধী দলের যে বক্তব্য ভোট অন একাউন্স পাশ করা বা প্লেইস করা এইটা অত্যান্ত যুক্তিহীন ইস্যু, এইটার কোন যৌক্তিকতা নাই। আজকের বাজেটে আমাদের যে আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে, সারা রাজ্যে কি অবস্থা আছে এইটা বাজেট ভাষণে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী সেই সম্পর্কে বলেছেন, উনি যেটা বলেছেন সেটা সমস্বরে বলা উচিৎ বিরোধীদের এবং প্রত্যেক দলের লোকদের যারা ত্রিপুরায় এই বিধানসভায় সদস্য হয়ে এসেছেন। এইটা ঘটনা, নবম অর্থ কমিশন এই রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা করেছেন এইটা ঘটনা। রেল লাইন আমাদের দেয়নি, রেল লাইনের জন্য আমাদের কোন বরাদ্দ হয়নি। সেই ১৯৭৭ সনে জনতার প্রধনমন্ত্রী মুরারজি দেশাই কুমারঘাট পর্যন্ত রেল লাইনের এপ্রোভেল দিয়েছিলেন তাই এতটুকু হয়েছে। আর কংগ্রেস সরকার এতদিন পর্যন্ত কেন্দ্রে আছেন অথচ রেল

লাইন দিচ্ছে না। রেলের জন্য কোন বরাদ্দ করছে না। স্যার, উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে সমস্ত রাজ্য আছে সেগুলির প্রতি চরম অবহেলা করছেন। আমি অবাক হয়ে গেছি আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা সেটাকে এই যে কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা এইটা সম্পর্কে কথা বলতে নারাজ, এইটা নিয়েও ওনারা রাজনীতি করছেন। স্যার, বাজেটের প্রতিবেদনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সব কথা বলেছেন মুদ্রাস্ফীতির কথা বলেছেন, কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক নীতির কথা বলেছেন, আজকে যে বহুজাতী সংস্থা গুলিকে ভারতবর্ষে আনা হয়েছে এই সমস্ত মাল্টিনেশানালেরা সারা দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত বানিজ্য ছড়িয়ে বসেছে, তার পরিনতি আগামী দিনে কি হবে সেটাকে আমাদের চিন্তা করতে হবে। মুদ্রাস্ফিতির দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে, গনতন্ত্রের প্রশ্নে, সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রশ্নে। আজকে আমরা দেখেছি সারা ভারতবর্ষে এক সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্রমশ মাথাচারা দিয়ে উঠেছে। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার সেই অর্থনৈতিক নীতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রশ্নে এই ধরনের তার ফেলিউর, এটাকে সাম্প্রদায়িক শক্তি গুলি সুযোগ হিসাবে নিচ্ছে। এই সমস্ত প্রশ্ন গুলি আমাদের ভাবতে হবে। আমাদের এই ছোট্ট ত্রিপুরা যেখানে প্রায় শতকরা ৭৪ শতাংশ লোক দারীদ্র সীমার নীচে বাস করছে। এরা কারা ? এখানে ৩১ শতাংশ লোক আছে যারা ট্রাইবেল, হানড্রেড পারসেন্ট হচ্ছে এই ৭৪ ভাগের মধ্যে। ১৬ পারসেন্ট লোক আছে যারা এস সির তারাও এই ৭৪ শতাংশের মধ্যে পরে। বাক, ওয়ার্ড শ্রেনীর লোক আছে যারা ও, বি, সির লোক তারাও শতকরা ৯৫ ভাগ পরে সেই ৭৪ শতাংশের মধ্যে। স্যার, আজকে এদের উন্নয়নের প্রশ্নে কি সমস্যা সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তার বাজেট ভাষণে বলেছেন। বিরোধী দল থেকে বলা হচ্ছে আমরাও বলছি এইটা ঘটনা যে ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থীর সমস্যা আছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা রয়েছে, শিল্পের কারখানা স্থাপনের সমস্যা রয়েছে, বিদ্যুৎ নাই শিল্প করখানা হবে না, শিল্প কারখানা হওয়ার মত পরিবেশ সৃষ্টি না হলে শিল্প কারখানা হতে পারে না উপরন্তু গ্যাস রয়েছে। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্যের চেয়ে সম্পদে বলিয়ান হতে পারে কিন্তু আমাদের সেই প্রচেষ্টা নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য আমরা পাচ্ছি না। আমরা সব ইস্যু নিয়ে উন্নয়নের ইস্যু নিয়ে, উগ্রপন্থীর ইস্যু নিয়ে, সব কিছু নিয়ে আমরা রাজনীতি করছি। এইটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। এইটা ঘটনা। আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী কিছু আত্ম সমালোচনা করেছেন পত্র পত্রিকায় আমরা দেখি, হাউসেও আলোচনা হয়েছে, বিরোধী পক্ষ এইটার সুযোগ নিচ্ছে।

আজকে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান সভার মাননীয় সদস্য শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী কিছু আত্ম সমালোচনা করছেন, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আমরা দেখেছি, এই হাউসেও একটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং বিরোধীদলের সদস্যরা এইটার সুযোগ নিয়েছেন। কিন্তু উনি নিশ্চয়ই আত্ম সমালোচনা করতে পারেন। আমরা নিশ্চয়ই আত্ম সমালোচনা করতে পারি আমাদের ভুল ত্রুটি থাকতে পারে-যখন আমরা জনগনের ম্যানডেট নিয়ে এখানে এসেছি। কিন্তু আমরা জনগনের আশা-আকাংকারঅক্ষে কাজ করতে পারছি না। সরকার আমাদের এক নম্বর প্রয়োজন জল মানুষের পানীয় জল। ত্রিপুরা রাজ্যের কি প্রত্যন্ত অঞ্চলে, কি শহরাঞ্চলে আমরা আনুযে পানীয় জল দিতে পারছি না বিদ্যুতের কয়টা খুঁটি বসানো হয়েছে গত দুই বছরে ? কি করতে পেরেছি আমরা ? আমার বিধানসভা কেন্দ্রে নয়টি পঞ্চায়েত আছে তার মধ্যে গত বছরে মাত্র নয়টি খুঁটি, অর্থাৎ একটি পঞ্চায়েতেএকটি করে খুঁটি বসানো হয়েছে।

আজকে উগ্রপন্থী সমস্যা সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠেছে এই প্রশ্নে আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক দল বিশেষ করে ন্যাশন্যাল দল যেগুলি রয়েছে জাতীয় স্তরে, আমাদের একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে যে, কিভাবে এই উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান

করা যায়। এই জন্য রাজনীতি করার সুযোগ যদি কোন পার্টি নিতে চান এবং নেওয়ার অব্যাহত রাখেন তার পরিনতি ভবিষ্যতে চরম আকার ধারণ করবে এই সাবধান বাণী আমি আজকে এই বিধানসভায় দিতে চাই। এইটা আজকে আমরা দেখছি যে প্রত্যেকবারে যারা শাসনকর্তা থাকেন তারা বলেন যে বিরোধীরা এই উগ্রপন্থী সৃষ্টি করেছে, আর বিরোধীরা বলেন যে সরকার পক্ষ করছে। কিন্তু ঘটনা কি দেখি সেদিন বিজয় রাংখল সালেণ্ডার করার পরেও এই সমস্যা থেমে যায় নি। আমাদের সময়েও প্রায় ২৪০০ উগ্রপন্থী সালেণ্ডার করেছে, কিন্তু তাদের পুনরবাসন দেওয়া হচ্ছে না। চাকরী দেবার কথা ছিল—সরকার তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু হাইকোর্ট সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন। ভারতবর্ষের একটা সংবিধান আছে। সুপ্রীম কোর্ট আছে। সুপ্রীমকোর্ট বলেছে যে কোন বছরে ৫০ পারসেন্টের বেশী পোস্ট রিজার্ভ করতে পারবে না, চাকুরী দেওয়া চলবে না। সংবিধানে বলা হয়েছে যে প্রপার সিলেকসনে চাকুরী দিতে হবে, ব্যাক্ ডোর্ দিয়ে চাকুরী দেওয়া চলবে না। এখন সেই প্রশ্নে আটকে গেছে হাইকোর্টে। কারন এমন কোন্ যুক্তিতে করতে পারেন সরকার সেটা কন্‌স্টিটিউশন অ্যালাউ করে না, কন্‌স্টিটিউশনের ফাণ্ডামেন্টাল রাইট যেটাকে অ্যালাউ করে না। সেখানে সবগুলি পোস্টই রিজার্ভ সুতরাং আজকে সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তাদের পুনরবাসন দেওয়ার জন্য, তাদেরকে চাকুরী দেওয়ার জন্য, সে চাকুরী দিচ্ছে না। এইটা বিরাট সমস্যা। আবার কেন্দ্রিয় সরকারও আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন না। বিজয় রাংখল যখন সালেণ্ডার করেছিলেন তখন কেন্দ্রিয় সরকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য ৩৩ কোটি টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন যে বিরাট সংখ্যক উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রিয় সরকার কোন টাকা দিচ্ছে না। তারপর এই সালেণ্ডারেরও একটা সময় সীমা থাকা দরকার। কিন্তু শুনলাম এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখলাম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে একটা সময় সীমা বেঁধে দিতে হবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখলাম যে—সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হবে না, কারন এইটা পাঞ্জাবে নাই, কাশ্মীরে নাই, কোথাও নাই। কিন্তু আর কোথাও থাকুক বা না থাকুক সেটা আমাদের দেখে লাভ নেই, আমাদের এইখানে যদি একটা যুক্তিপূর্ণ হয় তবে এইটা বেঁধে দিতে তো কোন বাধা নাই। তারপর যারা উগ্রপন্থী তাদের কুয়ালি-ফিকেসানটা কি, তারা যে উগ্রপন্থী সেটা কিভাবে বুঝা যাবে? পাইপ দিয়ে তৈরী একটা গাদা বন্দুক নিয়ে এলে কি যে উগ্রপন্থী হবে? না কিভাবে হবে? পুলিশ মহল থেকেও এই ধরণের একটা ক্রাইটিরিয়া থাকা উচিত। সেখানে সেই সার্ফিষ্টিকেটেড্ অর্মস্ সেটা যদি কোন পুলিস থেকে জোর করে নিয়ে থাকে বা থানা থেকে লুঠ করে নিয়ে থাকে সে সমস্ত রেকর্ডের ভিত্তিতে কারা উগ্রপন্থী সেটা ঠিক করতে হবে। তা না হলে এই ব্যাপারে একটা কনট্রোভারসী রয়ে গেছে। এরা বলছেন যে ফেইক্ উগ্রপন্থী সালেণ্ডার করেছে, ওরা বলছে ফেইক উগ্রপন্থী সালেণ্ডার করাচ্ছে। কিন্তু দেয়ার শুড্ বি এ নর্মস্। কারা উগ্রপন্থী? যেকোন লোককেই উগ্রপন্থী বলে সালেণ্ডার করে নিলে চলবে না। তাতে হবে না। এইটার জন্য একটা নর্মস্ থাকা উচিত। এবং সেই নর্মস্ আমাদের জানা থাকা দরকার, রাজ্যবাসীর জানা থাকা দরকার আছে যে কিনা হলে যে সমস্ত লোককে উগ্রপন্থী বলে চিহ্নিত করা যাবে এবং তাদের সারেণ্ডার গ্রহন করা যাবে। এবং সেই সারেণ্ডারের সময়সীমা যদি এইভাবে বেঁধে দেওয়া থাকে তাহলে সেটা কি দেশের জন্য, দেশের নাগরিকের জন্য করা হচ্ছে, নাকি সেটাকে বন্ধ করার জন্য এইটা করা হচ্ছে সেটা মাননীয় মন্ত্রীরা চিন্তা করে দেখবেন। কিন্তু আমি মনে করি যে এইখানে একটা ডেড্‌লাইন

থাকা উচিত। তা না হলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। এবং অ্যান্টি দ্যা স্যাব্‌ টাইব তাদের পুনরবাসনের যে প্রশ্ন এইভাবে সারেণ্ডার করিয়ে দিয়ে তাদের পুনর্বাসন দিতে না পারলে তারা আবার ফিরে যাবে, তাদের আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। এবং তাদের রিহ্যাবিলিশেনের কথা চিন্তা করে তাদের চাকুরীর ব্যাপারটা হাইকোর্টে ঝুলে রয়েছে-কবে হবে জানি না-সেজন্য গতবারের বাজেটে যে সাড়ে দশ কোটি টাকা রাখা হয়েছিল সেটা কিভাবে খরচ করা হয়েছে তার দ্বারা তাদের রিহ্যাবিলিটেসন দেওয়া হয়েছে কিনা সেটা বলুন। আমি মনে করি এই যে উগ্রপন্থী সমস্যা এইটা খুবই জটিল-আজকে উগ্রপন্থীদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে. সে সব জায়গায় ব্যাংক রয়েছে সেগুলি গুটিয়ে নিয়ে আসছে। এইটা ঘটনা। এইখানে অফিস্‌ আদালত চলবে, ট্রাইবেল এলাকার যেখানে উন্নতি দরকার যেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা দরকার, সেখানে ৪ পরেন্ট বা ৫ পারসেন্ট পাশ করে মাত্র,সেখানে শিক্ষার প্রসার সম্ভব নয়।

এটা একটা মারাত্মক ব্যাপার। রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি এটাকে যদি প্রতিযোগীতামূলক একটি ব্যাপার হিসাবে গ্রহন করে থাকেন তাহলে ঠিক হবে না। আমি প্রস্তাব করতে চাই এই হাউসে যে-এই নিয়ে বিধানসভায় একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা উচিৎ। যার মধ্যে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি থাকবে। এই সমস্যাকে সর্বসম্মতভাবে, সুন্দর ভাবে ও যারা পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ রয়েছে তারা যাতে আর বিপথগামী না হতে পারে এবং যারা আত্মসমর্থন করেছে তাদের কিভাবে সুষ্ঠ পুনর্বাসন দেওয়া যায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে থেকে টাকা এনে এইসব ব্যাপারে সর্বসম্মত এবং সর্বদলীয় কমিটি চেষ্টা চালাতে পারে। তাহলেই এই সমস্যার একটা সুষ্ঠ সমাধান হতে পারে। এই আহ্বান আমি এখানে রাখছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। আপনাদের দু'জনের ১৫ মিনিট সময় নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আপনি একাই ১৫ মিনিট সময় নিয়ে নিচ্ছেন।

শ্রীঅরুন ভৌমিক :— স্যার, আমি দু-একটি কথাই বলব। স্যার, আমরা সরকারের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম মানুষকে তার মধ্যে একটি ছিল মণ্ডল কমিশানের রিপোর্ট কার্যকরী করা হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বলেছিলেন এবং টাকাও বরাদ্ধ করা হয়েছে এস.সি.এস.টি এবং ও.বি.সির জন্য। কিন্তু ও.বি.সি. কর্পোরেশন গঠনের কোন উদ্যোগ এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। এটা করা দরকার। ও.বি সির জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষন রাজ্যের মানুষের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুসারে পাওয়া উচিৎ। এটাকে করতে হবে। এই ধরনের সমস্যাকে জিয়ে রাখার ফলে ও.বি সি সম্প্রাদায়ের মানুষদের মধ্যে একটি হতাশার ভাব সৃষ্টি হতে পারে। এটা অবিলম্বে চালু করা দরকার বলে মনে করি। এছাড়াও প্রশাশনের অনেক সমস্যা আছে। যে সম্ভব নয় এত অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা করা। পুলিশের আধুনিকীরন এবং অস্ত্রাগার লুণ্ঠন রাজকোবরা পাড়ায় নয়জন খুন হয়েছে যে ধরনের হত্যা একবার হুরুরাতে হয়েছিল এবং সেটা নিয়ে একটি কমিশনও হয়েছিল। আমি মনে করি এই ব্যাপারে একটি কমিশন হতে পারত এবং মানুষ জানতে পারত কি অবস্থায় খুন হয়েছে। কোন সময়েই হয় না-এটা আমাদের দেখা দরকার। কোন সময়েই সরকারের এই দৃষ্টিভংগী নেওয়া উচিৎ হয় নাই-যেখানে খুন হবে অথচ কোন অফিসারের বিরুদ্ধে সাজা দেওয়ার উদ্যোগ্‌ নেই, যদি সেই অফিসার প্রাথমিকভাবে দোসী সাব্যস্ত হয়ে থাকেন। এইটুকু বলেই আমরা বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ। মাননীয় উপাধ্যাক্ষ মহোদয়কেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে সময় দেওয়ার জন্য।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এই সভা আজ বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবি রইল। ধন্যবাদ

AFTER RECCSS AT • 2.P-m

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য ...।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার নির্দেশ অনুযায়ী এই অনাহারে মৃত্যুর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আমরা মাননীয় আণ্ডার সেক্রেটারী মহোদয়ের কাছে জমা দিবে দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী দেবব্রত কলই।

শ্রী দেবব্রত কলই (অম্পিনগর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১০ ই মার্চ এই বিধানসভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দশরথ দেব মহোদয় কর্তৃক ১৯৯৫-৯৬ইং সালের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন এবং যে সমস্ত খরচের বরাদ্দ এ প্রস্তাব রেখেছেন এই প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এখানে দেখেছি যে, বাজেটে প্রতিটি দপ্তরে বাড়ানো হয়েছে ১৯৯৪-৯৫ইং সালের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। যেমন অতীতের বৎসরগুলির ধারাবাহিকতা যেমন আছে তেমনি বিভিন্ন দপ্তরকে গুরুত্ব সহকারে এখানে রাখা হচ্ছে। তারপর আমরা এখানে দেখেছিলাম রিসিপটে যেটা আছে ১২৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা এরমধ্যে আপনি ব্যালেন্স যেটা ডি, পি, সি ৯৮৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। এইভাবে দেখা গেল মোট বাজেট হচ্ছে ১১৬৪ কোটি ৪ লক্ষ টাকা, ১৮০ কোটি টাকা ঘাটতি বাজেট এইভাবে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে পরে দেখা যাব এখানে আমাদের মূল বাজেট ছিল ১৯৯৪-৯৫ ইং সালে রিসিপট ৯৬৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা সেটা রিভাইজড বাজেটে এসে দাঁড়াল ৮৫৮ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। কাজেই এই দিকে আমরা দেখলাম যে, এবারের বাজেট যেটা রিসিপশানএর দিকটা ৯ কোটি ৮৩ লক্ষ, ৮৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। কাজেই এইভাবে রিভাইজের সঙ্গে তুলনা করলে পরে আমরা যদি দেখি ১৯৯৫-৯৬ইং সালে যে রিভাইজডের হিসাব এর সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে পরে ডি, পি, সি, আমাদের খুব বেশী হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আজকে এ বাজেট প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা খুবই সময় কম অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা রাখতে হবে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বিস্তারিত ভাবে এর যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করছেন। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে, তৃতীয় বার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা গ্রহন করার পর থেকে এখানে একটা উন্নয়নমূলক কার্যসূচীতে বাস্তবমুখি করার জন্য গ্রামের দিকে, মানুষের দিকে তাকিয়ে এই বাজেট করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষনে পরিস্কার উল্লেখ করেছেন যে, ত্রিপুরার গ্রামের মানুষ, গ্রামের জনগনের শতকরা৭৩.৫৮ শতাংশ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছেন। এবং সেই দারিদ্র সীমার নীচে যারা বসবাস করছেন। তাদেরকে উন্নয়নের সুফলটা পৌঁ দেওয়ার লক্ষ্যে বামফ্রন্টই সরকার এখানে একটি নতুন জেলা, একটি মহকুমা এবং ৯ টি ব্লক গঠন করে তার প্রশাসনকে আরও বেশী গনমুখী করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেছে। এবং জেলাপরিষদের যে ক্ষমতা আছে সেখানে কংগ্রেস, যুব সমিতির হাতে ক্ষমতা আছে। তারা সহযোগিতা না করার এ,ডি সি,-এলাকার ভিতরে ভিলেজ কমিটি বা ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করা যায় নি। কাজেই সেই প্রচেষ্টা নিশ্চয় রাজ্যসরকারের থাকবে। কিন্তু এই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে এখানে দেখা

গেছে কৃষি খাতে, শিল্পের খাতে বিভিন্ন দিক থেকে রাখা হয়েছে । কিন্তু বিভিন্ন সময় আলোচনায় আমরা দেখেছি এখানে বিরোধী সদস্য বার বার অভিযোগ করেছেন যে, এখানে উগ্রপন্থী সমস্যা আছে ।

কিন্তু এই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে কৃষি খাতে শিল্পের খাতে এবং বিভিন্ন দিক রাখা হয়েছে । কিন্তু বিভিন্ন সময় আলোচনার মধ্যে দেখিছি বিরোধী দল সদস্যরা অভিযোগ করেছেন যে এখানে উগ্রপন্থী সমস্যা আছে উগ্রপন্থী আত্মসমপনের সময় সিমা বেঁধেদেওয়ার জন্য । আমি আজকে এটা বলতে চায় উগ্রপন্থী আত্মসমপনের সময় সিমা বেঁধে দেওয়া উচিত হবে না । সেটা বিবেচনা করেই রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে । আমি জিজ্ঞেস করতে চাই মাননীয় বিরোধী দল সদস্যদের এমন একটি কংগ্রেস শাশিত রাজ্য আপনারা দেখান যেখানে উগ্রপন্থী সমস্যা নেই এবং উগ্রপন্থী আত্মসমপনের জন্য সময় সিমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে । কাজেই এটা এককভাবে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না । যেমন উগ্রপন্থী আত্মসমপনের জন্য সময় সীমা বেঁধে দেওয়া যায় না কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সময় সিমা বেঁধে দিয়েছে এখানে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষনের মধ্যে আমরা দেখিছি বাজেট প্রস্তাবের মধ্যে জি এল সি প্রোগ্রামের জন্য । ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে স্বাক্ষরতা করে তুলার জন্য স্বাক্ষরতার অভিযান চলছে । কাজেই সিদ্ধান্তকে গঠনমূলক সিদ্ধান্ত বলতে পারি । আজকে আমরা দেখিছি এই বাজেট ভাষন দিতে গিয়ে এখানে বিরোধী সদস্যরা মন্তব্য করেছেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্তোও কেন তিনি বিধান সভায় থাকেন না । এখানে এই কথা বলতে হয় আমরা সবাই জানি যে উনার পরপর শরীর অসুস্থ । কিন্তু এটা তো বামফ্রন্টের আভ্যন্তরিন ব্যাপার আমাদের পরিষদিয় ব্যাপার । বিধান সভাও চলছে ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে । কিন্তু আমি জানতে চায় ও জিজ্ঞেস করতে চাই গত জোট আমলে দুটি জোট সরকার হয়ে গেল প্রথম এবং দ্বিতীয় জোট সরকার মাননীয় সুধীর রঞ্জন মজুমদার যিনি এখন এম পি এবং বিরোধী দলের নেতা সমীর রঞ্জন বর্মন তিনিও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শেষ মুহূর্তে । আমরা জানি রাজ্যের মানুষ সবাই জানে উনারা মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালীন এক মাসের মধ্যে দিল্লীতে থাকতেন ২০ দিন । সেই সময় উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যুব সমিতির নগেন্দ্র জমাতিয়া সমস্ত রাজ্য প্রশাশন চালাতেন । দুইটা জোট সরকারের আমলেই একা নগেন্দ্র জমাতিয়া রাজ্য পরিচালনা করতে পারে তাহলে পরে একটু উপমুখ্যমন্ত্রী এই বাজেট পরিচালনা করা ইহা কোথাও অসুরাই বা অসুবিধা হওয়ার কথা না ।

আজকে এই বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি বিরোধী দলের সদস্যরা বার বার অভিযোগ করেছেন যে এ ডি সি কে আমরা টাকা দিচ্ছিন না বামফ্রন্ট সরকার টাকা দিচ্ছে না । কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা জানি এ ডি সি প্রসাশন যে ভাবে চলছে তারমধ্যে কোন নীতি নেই । এখন এ, ডি. সি এলাকায় গ্রাম উন্নয়ন কমিটি রাজ্য সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা লুট পাত করে নিয়ে যাচ্ছে । এ ডি সির টাকা দিয়ে সেংক্রাক বাহিনী বা অন্যান্য উগ্রপন্থী সংস্থাকে সাহায্য করা হচ্ছে । এ ডি সির টাকা দিয়ে যুব সমিতি দলীয় সম্মেলন করে যাচ্ছে । মাননীয় অধ্যক্ষ্য মহোদয় আপনি শুনলে অভাক হবেন গত সপ্তাহে আমাদের বাজেট অধিবেশন চলা কালীন তুইদোর পুলিশ উগ্রপন্থীর বিরোদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে যে তথ্য আবিস্কার করেছেন সেই তথ্য দক্ষিণ জেলার এস পির কাছে আছে । আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করতে চাই এস পির কাছ থেকে অপনারা জেনে নিন । যে চিঠি পাওয়া গেছে এ টি টি এফ এর কাছ থেকে তাহাতে প্রকাশ টি. টি. ভি এফ এবং সেংক্রাক বাহীনি যৌথ ভাবে অপারেশন চালানোর জন্য গোপনে মিটিং করেছিল । চিঠির মধ্যে পরিষ্কার লেখা ছিল দীপকনাগ

এবং অশোক বৈদ্য নাথ না আসতে আজকের মিটিং হবে না, পরবর্তী সময়ে তারিখ ঘোষণা করা হবে। তার অর্থ কি দাড়'চ্ছে সেটি রাজ্যের মানুষের কাছে পরিষ্কার যে। একদিকে আমাদের রাজ্যসভার সদস্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তিনি কেন্দ্র সরকারকে দাবী জানাচ্ছেন রাজ্যকে উপদ্রুত ঘোষনা কর রাজ্যকে রাষ্ট্রপতি শাসন জারী কর, আইন শৃংখলা নেই, আবার এই দিকে দলে দলে গিয়ে উগ্রপন্থী সংস্থাকে মদত যোগিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যে উশৃংখল করার জন্য বিরোধী দলরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এটা না বুঝার কথা নয়। প্রাক্তন কৃষি মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া থেকে শুরু করে বিরোধী সদস্যরা পাঁচ জন অনাহারে মৃত্যু সম্পর্কে এখানে এনেছেন। যার কোন ভিত্তি নেই। পত্র পত্রিকাতে এটা প্রকাশ হতেই পারে। কিন্তু বিরোধী সদস্য বলে একটা দায়িত্ব থাকা দরকার যে এটা কতটুকু সত্য একটা বাস্তব চিন্তাধারা থাকা দরকার। একটা পত্রিকা নিয়ে আসলেই এখানে হৈ-হোল্লা বেঁধে দিলেন। বামফ্রন্ট শেষ—অনাহারে মৃত্যু। সেই রবীন্দ্র দেববর্মাকে জিজ্ঞেস করুন প্রাক্তন মন্ত্রী জোট সরকারের আমলের আগে তার কি ছিল। এখন আগরতলায় নামে বেনামে গাড়ী বাড়ী করে আছে। তারা গ্রামের খবর কিছু জানেন, সমস্ত ভুল তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়ন মূলক কাজকে স্তব্দ করার জন্য তারা এই ভুমিকা পালন করছেন। এটা গঠনামূলক ভূমিকা নয়। আমি মনে করি এই বাজেট অধিবেশনের মধ্যে বিরোধী সদস্য বলে বিরোধীতা করে যাওয়া এটা ঠিক নয়। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে সকলেরই দায়িত্ব থাকা দরকার। তাই বাস্তব মুখি যুক্তি সংগত বাজেটকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখার জন্য তাদেরকে আমি আহবান করছি। আপনারা এখানে যারা আছেন দেখুন এ, ডি, সিকে কত টাকা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৪—৯৫ সালে ৫০ কোটি ৯২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। এ ডি সি এলাকাকে আমরা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করি না পরিচালিত হউক কংগ্রেস এবং যুব সমিতি দ্বারা কিন্তু এ ডি সির এলাকার উন্নয়নের জন্য এ ডি সি এলাকাতে যারা বসবাস করছে তাদের উন্নয়নের জন্য এখানে ট্রান্সফার ফাণ্ডের টাকা স্ট্যাট প্ল্যানিং থেকে বাড়িয়ে ৪৩ কোটি ৯৫ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এখানে কোন কৃপনতা করা হয়নি। আমরা চাই সঠিক ভাবে সেই টাকা খরচ হউক। আমি মনে করি আপনারা যদি দপ্তর ভিত্তি মনযোগ সহকারে দেখেন এই বাজেটের মধ্যে বিরোধীতা করার আমি কিছুই দেখিনা। এখানে আর একটি দেখানো হয়েছে ১৮০ কোটি টাকা ঘাটতি। কিন্তু যদি আমরা দেখি ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় এক নজরে সেইখানে সেলারি ওয়েজের মধ্যে চলে যাচ্ছে ৯৯ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। এইভাবে যদি আমরা দেখি সেলারি ওয়েজের এবং ডিপেমেন্ট অব লোন তাহলে পরে সেখানে বিরোধীতা করার আর কিছুই থাকে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তার বাজেট ভাষণে পরিষ্কার ভাবে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার গঠন হওয়ার পরে একটি বারও এক দিনের জন্য ওভার ড্রাফ দিয়ে তিনি টাকা তুলেন নাই। কিন্তু আমরা জানি গত জোট সরকারের আমলে তারা অনেক বার ওভার ড্রাফ নিয়েছিলেন। এবং শেষ মুহুর্তে মাননীয় বিরোধী দল নেতা মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বাজেট করে যেতে পারেন নাই। ভোট অন একাউন্টস্ দিয়ে রাজ্যটাকে দিয়ে গেলেন। দলীয় কোন্দল এই চরম সীমায় ছিল তারা দিল্লী—দিল্লী করতে করতে মার্চ মাসের ক্যালেণ্ডারের পাতা শেষ হয়ে যায়।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে ৩য় বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বন্যা, খরা ইত্যাদি হয়েছে। এবং এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৫০ কোটি টাকা দাবী করা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার দেয়নি। এরপরে ১০০ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছিল ঋণ হিসাবে সেটাও দেয়নি। এরপরে এটা কি বলা যায় না যে ত্রিপুরা রাজ্যে গণতান্ত্রী একভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার পরোক্ষভাবে অস্বীকার করে

চলেছেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে উগ্রপন্থী সমস্যা সেই সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদেরও আছে। কাজেই বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশন এখানে আনা হয়েছে সেগুলিকে বিরোধীতা করে এবং এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ১০ই মার্চ তারিখে ৯৫-৯৬ সালের জন্য যে পূর্ণ বাজেট এখানে উপস্থিত করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি। ত্রিপুরা রাজ্যে একটা স্ট্যাবল গভার্ণমেন্ট আছে এবং ভোট অন অ্যাকাউন্ট করার কোন প্রয়োজনীয়তাই আমরা বোধ করি না। এখানে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলের নেতা যে এই সমস্ত কাল্পনিক, বছরের মাঝখানে টেক্স বাড়ানো হবে যেহেতু ঘাটতি বাজেট এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। এটা সবাই জানেন যে টেন্থ ফাইনেন্স কমিশন বসেছিল এবং নাইন্থ ফাইনেন্স কমিশনের রিকমেনডেশন এই বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে। টেন্থ ফাইনেন্স কমিশন এবং রিকমেনডেশন গত নবেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হয়েছিল এবং সময় মতো পার্লামেন্ট বসলে গত ২৮ ফেব্রুয়ারী হয়ে যেতো। ওদের কোন দলের জন্য সেটা হয়নি। টেন্থ ফাইনেন্স কমিশনের রিকমেনডেশন থাকবে এটা ধরে নিয়েই প্রত্যেক রাজ্যে বাজেট হচ্ছে, সেটা সবারই জানা আছে। দ্বিতীয়তঃ প্ল্যানিং কমিশনের সংগে চাপ সিটিংস হয়েছে, আলোচনা হয়েছে আগামী বছরে বাজেট কত হবে সে ভাইস চেয়ারম্যান, প্ল্যানিং কমিশনের ফুল বডি ছিল। এই আলোচনার উপর ভিত্তি করেই আমরা বাজেট করেছি। মাননীয় সদস্য অরুণ ভৌমিক এখানে বলেছেন যে ভোট অন অ্যাকাউন্ট এখানে আনার কোন যুক্তি ছিল না। আমরাও তাই মনে করি।

অতএব ভোট অন একাউন্ট এখানে আনার কোন যৌক্তিকতা ছিল বলে আমি মনে করি না। আর বিষয়টা কাল্পনিকও নয়। এখানে মাননীয় বিরোধী নেতা আরো কিছু কিছু প্রশ্ন তুলেছেন তার বক্তৃতার সময়। স্যার, ওভার ড্রপ্ট ? তিনিত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি জানেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বেশী দিনের জন্য স্থায়ী ভাবে ওভার ড্রাপ্ট রাখতে দেয় না। অল্প দিনের জন্য রাখা যায়। তা না হলে মুশকিল হয়ে যায়। সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে, পুলিশ, কন্ট্রাকটর পত্রিকার হকার এরা এদের পাওনা পাচ্ছে না ইত্যাদি অনেক কথা বলেছেন। সে সম্পর্কে আমি পরে আসছি। আমি এ ব্যাপারে তথ্য ভিত্তিক আলোচনা করব, এরা কি অবস্থায় সরকার রেখে গিয়েছিলেন। আমরা এবার বাজেটে প্রায় প্রতিটি দপ্তরেরই বরাদ্ধ বৃদ্ধি করেছি। এবং কয়েকটি দপ্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। তার মধ্যে শিক্ষা দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর এবং বিশেষ করে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরকে গুরুত্ব দিয়েছি বেশী। তারপরে পি ডাব্লু ডি. এ এবং অন্য কয়েকটি দপ্তরকে গুরুত্ব দিয়েছি। সাধারণ ভাবে প্রতিটি দপ্তরেরই বরাদ্ধ বৃদ্ধি করেছি যাতে করে বছরের প্রথম থেকেই পরিকল্পনা মত কাজ শুরু করা যায়। স্যার, আমাদের মাননীয় বিরোধী নেতা আরো অনেক কথা বলেছেন। কেন্দ্রের টাকা। কেন্দ্র এন, আই, এস, ৪৪ করেছে। কেন্দ্র থেকে আমরা ঋণ বা গ্র্যান্ট চেয়েছিলাম। বিরোধীতা করেছেন। তারপরে বলছেন যে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৫৩ তম এবং ৭২ তম সংশোধনী হয়েছে। আমরা নির্বাচন করেছি, তার মধ্যে বাহাদুরির কি আছে ? স্যার, ৯ম অর্থ কমিশনের কথাও বলেছেন। কিন্তু এটা সর্বজন জানে, বিশেষ করে ত্রিপুরার মানুষ জানে, ৯ম অর্থ কমিশন আমাদের উপর অবিচার করেছিল। রিসোর্স হবে। আমাদের কম টাকা

দিয়েছিল। আমরা ১০ ম অর্থ কমিশনের কাছে পয়েন্ট আউট করেছি। স্যার, কেন্দ্রের টাকা এটা কোন দলের টাকা নয়। কেন্দ্রই সারা দেশটাকে মোভিজ্ঞাই করছে। অর্থ কমিশনগুলির উপর দায়িত্ব রয়েছে, তাঁরা আলোচনায় বসে ঠিক করেছেন কোন ষ্টেট ফন্ড পাবে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও উত্তর পূর্বাঞ্চল অনেক পেছনে পড়ে আছে। ঠিক মত নজর দেওয়া হচ্ছে না।

দেশ ভাগ হওয়ার পর যারা উদ্‌বাস্তু হয়ে আসলেন, ছিন্নমূল হয়ে আসলেন যেখানে ১৯৫৬ ইংরাজীতে পার্লামেণ্ট মাননীয় মন্ত্রী বলেছিলেন এ তো সাংঘাতিক অবস্থা। তারপর লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে এসেছেন এবং ত্রিপুরা রাজ্য তাদের সাদরে গ্রহন করেছেন কিন্তু আমাদের কতগুলি অসুবিধা আছে, আমাদের দেশের কতগুলি বিশেষ সমস্যা আছে। সেই সমস্যাগুলি অনুন্নত অবস্থা সব কিছু মিলে এস, টি, এস, সি, ও, বি, সি সমস্ত সম্প্রদায় মিলে আমরা তো দাবী করতে পারি, ঋণ চেয়েছিলাম কখন? যখন আমরা ১৯৭৩ ইংরাজীতে এলাম, আসার পর, পর পর ৪ বার ফ্লাড হয়ে গেল, কেন্দ্রীয় সরকার টীম পাঠালেন, রিকমানডেশ্যান দিলেন। ১০০ কোটি টাকার উপরে আমাদের ক্ষয় ক্ষতি হয়ে গেল। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বা আমরা সরকারে যারা আছি আমাদের চাওয়া কি অপরাধ হয়েছে? মাননীয় বিরোধী দলনেতা তারও বিরোধীতা করেছেন, এটার অর্থ কি? এটার অর্থ হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জনগণের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখা বা তার বিরোধীতা করা। রেল লাইনের প্রস্তাব যখন এল সর্ট ডিউরেশান এলো মাননীয় বিরোধী সদস্য অমল মল্লিক তার বিরোধীতা করলেন। আমরা রেল লাইনের ব্যাপার তো জানি ওখানে প্রথম সার্ভের জন্য পয়সা মঞ্জুর হয়েছিল যখন মধুদণ্ডবতে ছিল জনতা গভর্ণমেন্টর আমলে তার আগ পর্য্যন্ত হয়নি। আমরা যখন আরম্ভ করলাম এক্সটেনশ্যানের জন্য তার পরবর্তী সময়ে সমস্ত ঘটনা কাগজপত্রে, দলিলে সমস্ত কিছু আছে। আমি এর আগেও একদিন বলেছি ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থের জন্য বিরোধী দলের সদস্যরা যারা আছেন একদিন একটা কথা বলেছেন যারা, বন্যা এবং অন্য বিষয়ে কথা বলেছেন, বলেন নি? স্যার, এখানে তো পার্লামেন্টের প্রতিনিধি রয়েছে। এটা এমন নয় যে কোন রাজ্যকে কেন্দ্রীয় সরকার ঋণ দেন না, সাহায্য করেন না এই ঘটনা তেমন নয়। স্যার, ন্যাশনাল হাই-ওয়ে তো সারা ভারতে করছে, কার টাকায় করছে, আমাদের দলের টাকায়। এটা তো যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে আছে। ওদের তো অভ্যার অল দায়িত্ব আছে একটা দুর্বল রাজ্য। স্যার, প্রশ্ন হচ্ছে ৭৩ তম পঞ্চায়েত আইনে সংশোধন, ৭২ তম ইত্যাদি কথার মধ্যে বলেছেন। তার আগে নির্বাচন হয় নি এখানে উত্তর প্রদেশ আইন এটা কার ভিত্তিতে। আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছি ওদের আমলে হয়নি। ওরা আসার পরে জোট আমলে সমস্ত নির্বাচিত সংস্থাকে ভেঙ্গে দিয়েছিল এমন কি ল্যাম্পস্-প্যাকসের একটা স্কুল কমিটি, কলেজ কমিটির নির্বাচন পর্যন্ত বাতিল করে রেখেছিল। ওদের জনগনের প্রতি কোন আস্থা পর্য্যাদাবোধ আছে তরা যদি বার বার কোর্টে না যেত তাহলে ইলেকশ্যান আরও আগেই হয়ে যেত। যার জন্য আলোচনা করেছি পৌর নির্বাচনের জন্য আইন করেছি, ওরা করেছিল (বিরোধীরা)। ওরা ২৬ বছর এডমিনিষ্ট্রেশানে ছিল আমরা পরিস্কার মনে আছে এবং তার পর স্যার, অনেক কথা বলেছে। আগে ঐ কথা যে বলতে যাচ্ছিলাম পুলিশ কর্মী, কনট্রাকটার, পত্রিকার সাংবাদিক অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমি তো ১০ বছর মন্ত্রী ছিলাম এই দপ্তর এবং আরও কয়েকটি দপ্তরে কিন্তু এক দিনের জন্যও আমার কাছে কোন কনট্রাকটার পেট্রোল পাম্পের মালিক ঐ ১০ বছরে কোন দিন আসেনি।

বিশেষ করে গত ১৪ বৎসর আমি মন্ত্রী ছিলাম, ১ দিনের জন্য কোন কণ্ট্রাক্টর, কোন পত্রিকার মালিক কেউ কোনদিন আসেনি পাওয়ার জন্য। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই তৃতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার মন্ত্রী হয়ে আসার পরে স্প্যান পাইপ যারা সাপ্লাই দিয়েছে তাদের থেকে শুরু করে কণ্ট্রাক্টার, পত্রিকার মালিক সবাই এসেছে পাওনার জন্য। পত্রিকায় অ্যাডভারটাইজমেণ্ট দিয়েছে সেই সমস্ত পাওনা রয়ে গেছে। সেই সমস্ত অস্বীকার করতে পারেন ? স্যার আমি তথ্য দিচ্ছি স্যার, সমীরবাবু এইখানে বলেছেন যে ২ বৎসরে বামফ্রন্ট কত টাকা ঋন এনেছেন। ওদের আমলে ১৯৭৮ ইংরাজীতে তার আগে স্যার ৭৭-৭৮-এ স্বল্পকালীন একটা কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট ছিলেন। ৭৮ সনের তখন অ্যাকরডিং টু ফিগার দেখা যায় ৭৮ সনে আমরা বললাম ৫৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ঋন। এই মার্কেটিং লোন, এল, আই, সি থেকে ঋন ইত্যাদি। ৭৮ থেকে ১লা এপ্রিল ৮৮ র ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন হল এই ১০ বৎসরের মধ্যে ২৮৭ কোটি ১৯ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা বিভিন্ন ফিনান্‌শিয়েল ইনষ্টিটিউশান থেকে লোন, অন্যান্য লোন। সমস্ত নিয়ে ১০ বৎসরে এবং তার ডিফারেন্স হচ্ছে ২২৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। স্যার, ওরা ৫ বৎসরে এইখানে ওদের আমলে সেই ঋনের পরিমান গিয়ে দাঁড়াল ৬৬০ কোটি ৭০ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। আগেরটা সহ। ৯৩ সনের ১লা এপ্রিলের মধ্যে ৩৭৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ঋন নিয়েছেন। আমরা ১০ বৎসরে ২২৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ঋন নিয়েছে, ওরা ৫ বৎসরে ৩৭৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ঋন নিয়েছেন। সেই টাকা দিয়ে ওরা কি করেছে ? গত বৎসরে আমাদের ৬৬ কোটি টাকা সুদ দিতে হয়েছে। স্যার, আর একটু তথ্য দিলে ভাল হয়। আমরা যখন সরকারে এলাম কত টাকা ওরা ঋনের বোঝা রেখে গিয়েছেন। একটা ত গেল ফিনান্‌শিয়েল ইনষ্টিটিউশান থেকে ঋন।

স্যার, আমরা গভর্ণমেন্ট থেকে যাই ১৯৮৮ তে তখন প্লাস তিন কোটি টাকা রেখে গিয়েছিলাম। তার আগেও বহুও বাজেট করেছিলাম। আমরা যেতার চলে গেলাম তার পর তারা ৮৮-৮৯ সালে বাজেট করলেন ৩৪.৯৪ মাইনাস ওপেনিং ব্যালেন্স নিয়ে শুরু করলেন। ৯০-৯১ এও মাইনাস ওপেনিং নিয়ে বাজেট করলেন। ৯১ ৯২ তেও মাইনাস ৩১.১২ এবং ৯২ ৯৩ তে মাইনাস ৬১.৪৬ব্যালেন্স ওপেনিং ধরে তারা বাজেট করেছিল। আমরা যখন আবার এলাম তখন তার জের হিসাবে আমাদের ১৪.১৫ কোটি টাকা মাইনাস ব্যালেন্স ধরে বাজেট করতে হয়েছিল। স্যার, এইটা উল্লেখ করা দরকার, এর আগে যে সমস্ত লাইবিলিটির কথা বললাম তার সঙ্গে আরও লাইবিলিটি আছে, বন্যা, ঋন, কনট্রাকটরদের ঋন, এই গুলি মোটামুটি আমরা শেষ করেছি। তারা যখন চলে যান তখন পি এল একাউন্টে ৫৯.২০ কোটি টাকা তারা কাগজে পত্রে দেখিয়েছিল আছে, কিন্তু প্রেকটিকেলী টাকা খরচ করে ফেলেছিলেন। ফলে এই লাইবিলিটিও আমাদের উপর আসল। তারপর পুলিশের ওখানে ১লা এপ্রিল ১৯৯৩ তে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কাছে কিছু দেনা ছিল, ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা তাদের দেনা ছিল প্রাইভেট গাড়ী যে তারা ভাড়া নিয়েছিল তার জন্য গাড়ীর মালিকদের কাছে। তারমধ্যে ইলেকশানের জন্য খরচ হয়েছিল ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা, আর বাকী ৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ছিল পুলিশের গাড়ী বাবদ দেনা। কাজেই এই টাকাটা তারা আমাদের জন্য ঋন রেখে গিয়েছিল তারপর এ ডি সির স্টেয়ার টেকসেস এই গুলির উপর কিছু বকেয়া ছিল সব গুলি মিলিয়ে আমরা দেখেছি যে ১৫৩.৭০ কোটি টাকা প্লাস ঋন বাবদ যে সমস্ত গুলি ছিল গভর্ণমেন্ট অফ্ ইণ্ডিয়ার বিভিন্ন ফিনান্‌শিয়াল ইনষ্টিটিউশান এইটা নিয়ে আমরা সরকারে এলাম এসে কাজ কর্ম শুরু করলাম। তারপরতো

আপনারা সবাই জানেন বন্যার ক্ষয়ক্ষতি এই গুলি মেরামত করতে গিয়ে আমরা অনেক কিছু কাজ করতে পারলাম না। কিছু কিছু কাজ করেছি, কিন্তু সব কাজ করতে পারিনি। এই অবস্থার এই যে বাজেট আমরা তৈরী করেছি তার পরে দশম অর্থ কমিশনে আমরা কি পেয়েছি তার মোটামোটি একটা হিসাব আমরা এখানে পেয়েছি।

দশম অর্থ কমিশন থেকে আমরা কি পেয়েছি তার মোটামোটি একটা হিসাব আমরা পেয়েছি। তাতে যে এওয়ার্ড করা হয়েছে গত ১৪.৩.৯৫ তারিখে পার্লামেন্টে যে রিপোর্ট পেস্ করা হয়েছে দশম ফিনান্স কমিশন তাতে দেখা যায় আমরা ১৯৯৫-৯৬ ইং আর্থিক বছরে ৪৮১.৩ কোটি টাকা পাচ্ছি। তার পরের বছর ১৯৯৬-৯৭ ইং বছরে-৫১৭,১৭ কোটি টাকা, তারপর ৯৭ ৯৮বছরে ৫৫৮.৬১ কোটি টাকা, ১৯৯৮-৯৯ বছরে ৫৯৩.১৬ কোটি টাকা, এবং ১৯৯৯-২০০০ বছরে ৬২৫.৮৮ কোটি টাকা। এই টাকা আমাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। এরমধ্যে গ্র্যান্ট আছে একটা অংশ। আর শেয়ার অব্ সেন্ট্রাল টেক্সেস্ এই দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। গ্রানেটর যে অংশ তাতে যেটা আছে সেটা হলো ১৯৯৫-৯৬ ইং আর্থিক বছরে ২১৮.৯২ কোটি টাকা। ৯৬ ৯৭ বছরে ১৭২.৯৮ কোটি টাকা, ১৯৯৭-৯৮ বছরে ৭১.৯৯ কোটি টাকা, ৯৮-৯৯ বছরে ২৪.৬৯ কোটি টাকা এবং ১১৯৯-২০০০ বছরে জিরো।

তাছাড়া দশম অর্থ কমিশন আমাদের জন্য যে রিকোমেন্ডেশন করেছে তাতে ক্যালামিটিড রিলিফ ফাণ্ডে পাঁচ বছরের জন্য দেওয়া হবে ১৭.৭৫ কোটা টাকা। এইটা ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বছর থেকে শুরু হবে। আরো কিছু অপগ্রেডেশন অব্ অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন যেটার জন্য আমরা অনেক বেশী টাকা চেয়েছিলাম কিন্তু খুব সামান্য টাকাই পেয়েছি ১৩ ৯০ কোটি টাকা। এইটা ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বছর থেকে পাব চার বছরের জন্য। তারপর জি.বি, হাসপাতালের আরো উন্নত করার জন্য ১০ কোটি টাকা টোট্যাল পেয়েছি চার বছরের জন্য সেটা ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে শুরু হবে। তার পর বাধারঘাট স্টেডিয়ামের জন্য ২ কোটি টাকা এইটাও চার বছরের জন্য পাব। পঞ্চায়েতের জন্য ১৩.৯৪ কোটি টাকা এইটা এই বছর থেকে পাব। তারপর আরবান লোক্যাল বডিজ এর জন্য ১,০৩ কোটি টাকা পাব।

আমাদের যে আউটস্ট্যান্ডিং লায়েবিলিটিস্ আছে—সেটা প্রচুর পরিমান জমে আছে—সেটাকে রাইট অফ্ করার জন্য দশম অর্থকমিশনের নিকট আবেদন করা হয়েছিল—কিন্তু তারা তাতে এগ্রি করেন নি। তারা শুধু বলেছেন যে আমাদের যে ইন্টারেষ্ট দিতে হয় তার ফাইভ পারসেন্ট মুকুব করার কথা তারা লিখবেন। যাই হোক আমরা যেভাবে দশম অর্থ কমিশনের কাছে ডিমাণ্ড প্লেস্ করেছিলাম এবং যতটুকু আমরা আশা করেছিলাম সেটা আমরা পাইনি।

এইখানে আমাদের যে ঘাটতি ১৮০.৭৬ কোটি টাকা যেটা সম্পর্কে আমাদের বিরোধী দলের মাননীয় নেতা খুব আশংকা প্রকাশ করেছেন যে-বছরের মাঝামাঝি সময়ে টেকসে বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

নেপথ্যে শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— এইখানে পাবলিক অ্যাকাউন্টস এর টাকা কে থায় ধরলেন,)

স্যার, এইটাতো গভার্ণমেন্ট এমপ্লয়িদের নিকট থেকে নেওয়া হয়েছে তাদের সেখানে ইন্টারেষ্ট দিয়ে ফেরত দেওয়া হবে।

স্যার, এই বছরের জন্য আমরা যে শেয়ার অব্ সেন্ট্রাল টেক্স যেটা বাজেটে ধরেছি তার চেয়ে আমরা

সেটা বেশী পেয়েছি। গ্রান্টস ইন-এইডে আমরা ধরে ছিলাম ৩৯৭'২৬ কোটি টাকা কিন্তু আমরা এইখানে পৌঁছালো পাব ৪০১.০৩ কোটি টাকা। আমাদের অতিরিক্ত বাজেট তাতে আমরা সাহায্য হিসেবে পাচ্ছি ১২৩.৭৭ কোটি টাকা। আমরা ৪১ কোটি টাকা ওপেনিং ব্যালেন্স ধরে এইটা করেছি। তারপরে ক্যালামিটি রিলিফ্ ফাণ্ডে আরো যা ধরেছি তার চাইতে এক কোটি বেশী পাব। এবং ১২৫ কোটি টাকা হচ্ছে। এই টাকা ১৮০'৭৬ কোটি টাকা থেকে বাদ দিলে ৫৫ কোটি টাকা তার মধ্যে ৪১ কোটি টাকা থেকে যাচ্ছে। এবং ডিফারেন্স যেটা হচ্ছে ১৫ কোটি টাকা যেটা আমরা অস্থায়ীভাবে হোক বা অন্য কোন ভাবে স্মল সেভিংস্ থেকেই হোক সেটা পূরণ করা হবে। প্ল্যানিং কমিশনের ভাইস্ চেয়ারম্যান মিঃ প্রনব মুখার্জির সঙ্গে আমার তিন বার কথা হয়েছে অফিশিয়েলী এবং নন্ অফিশিয়েলী। তিনি তখন আমাকে বলেছেন যে ৩৫০ কোটি টাকা আমাদের প্ল্যানের সাইজ হবে। এবং অডিশনাল সেন্ট্রাল অ্যাসিস্টেন্স আমরা পাব। কাজেই আমরা যে বাজেট এইখানে উপস্থাপন করেছি সেই বাজেট অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং বাস্তব সম্মত হয়েছে আমরা এই লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে যে গত দুই বছর আমাদের যে ঝামেলার মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয়েছে, আমাদের প্রচুর ঋণ জোট সরকার রেখে গেছেন যেটা আমাদের শোধ করতে হয়েছে। তাছাড়া ছিল বন্যা এবং খরা। আমরা যদি ঠিক ঠিক মত এই বাজেটকে আগামী অর্থ বছরের প্রথম থেকেই কাজে লাগিয়ে দিতে পারি তাহলে ত্রিপুরার মানুষরা যে বিভিন্ন দাবী তাদের যে সমস্যা রয়েছে সে সব সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণ করা যাবে এই কথা আমি বলছি না কিন্তু আমরা অনেকখানি করতে পারব। এবং আমি আশা করব বিরোধীদলের সদস্য যারা আছে তারা এইটা বিবেচনা করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ যে কাট মোশান এনেছেন সেগুলি তোলে নেবেন এবং এই বাজেটকে সমর্থন করবেন এই অনুরোধ রাখছি। বিগত পাঁচ বছরে তারা কি করেছেন ? একটু মনে করুন জনগণের দায়বদ্ধতার যে প্রশ্ন সে প্রশ্নে তারা দায়বদ্ধ ছিলেন না। স্যার, আমাদের কাছে একটা হিসেব আছে ১৯৯১-৯২ সালে সেন্ট্রেল অ্যাসিস্টেন্স ছিল ১১০ কোটি টাকা। ১৯৯২-৯৩ সালে এক বছর পরে সেটা হলো ২১১ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাত্র ১ কোটি টাকা বাড়লো তখনকার জোট সরকারের আমলে। একটা বছর পরে সেন্ট্রাল অ্যাসিস্টেন্স বাড়লো মাত্র এক কোটি টাকা। তার পরের বছর আমরা গভার্ণমেন্টে এলাম তখন এইটা পাওয়া গেল ২২৪.৫৮ কোটি টাকা এইটা দরবার করতে হয়েছে, ডিমাণ্ড করতে হয়েছে। কারণ এইটা কেন্দ্রের টাকা নয়, এইটা কারো ব্যাক্তিগত টাকা নয়, এইটা কোন দলের টাকা নয়। এইটা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। স্যার, পরের বছরেও এইটা বাড়লো এবং আমরা এসে এইটা করেছি। এবং এই বছরেও এইটা বাড়বে কাজেই সামান্য যে গ্যাপ্ রয়েছে এইটা মিটানো যাবে। কাজেই আমি আশা করব উনারা সমস্ত কাটমোশান তোলে নিয়ে এই বাজেটকে সমর্থন করবেন। এই কটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1995--96.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— ১৯৯৫-৯৬ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভায় উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহন। আজকে কার্য্যসূচীতে মোট ২৪ টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গন আজকে কার্য্যসূচীর আগে আজকে ব্যয় বরাদ্দের দাবী গুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশানস) পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত যে

সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট মোশানস্) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উৎথাপিত হয়েছে বলে গন্য করা হলো। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশানস্) উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শেষে আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশানস্) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয়-বরাদ্দের দাবী গুলি একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহন করবেন, তাঁদের নামের একটি তালিকা আমার দেওয়ার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, নিয়ম অনুসারে যিনি কাট মোশান এনেছেন তিনি কাট মোশান মোভ হওয়ার সময় অবশ্যই হাউসে উপস্থিত থাকবেন। আমার জানা মত মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক মহোদয় এখানে উপস্থিত নেই। উনি যেহেতু উপস্থিত নেই সেহেতু উনার কাট মোশানগুলি ফলস্ খেয়ো হয়ে যাবে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, প্রসিডিউর এ আছে, রুলস্ অনুসারে যা সার্কুলেট হয়ে গিয়েছে সেটা ফলস্ খেয়ো করা যায় না। রাজ্যপালের ভাষনের উপর যখন আমরা এনেছিলাম তখনও আমরা এরকম কিছু দেখি নাই। তাহলে এখন কেন হবে ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, সেদিন ছিল জেনারেল ডিসকাশান। আজ হচ্ছে ফিনান্সিয়াল বিজনেস। দুটিকে এক করা যায় না। যিনি অনুপস্থিত নিয়ম অনুসারে উনার কাট মোশান বাতিল হয়ে যায় এটাই নিয়ম।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গতবারও আমরা লক্ষ্য করেছি রাজ্যপালের ভাষনের উপর আমরা অর্থাৎ আমি এবং অমলবাবু কিছু সংশোধনী এনেছিলাম। সেদিন হাউস থেকে আমরা ওয়াক-আউট করার পর ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে বলা হয়েছিল যেহেতু আমরা হাউসে নেই সেই জন্য আমাদের সংশোধনীগুলি বাতিল বলে ঘোষনা দেওয়া হোক্। কিন্তু এই সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রুলিং দিয়েছিলেন যে যেহেতু এইগুলি একবার সার্কুলেট হয়ে গিয়েছে সেহেতু এইগুলি বাদ দেওয়া যাবে না। কাজেই এটাও যেহেতু গতকাল সার্কুলেট হয়েছে এটা এখন আপনার উপর নির্ভর করছে। রুলস্-এ দেখবেন সেটা আছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা হাউসের কনভেনসান বা নিয়ম নোটিশ যে কোন সদস্য দিতে পারেন। কিন্তু কাট মোশানের প্রশ্নে ডিমাণ্ড-ওয়াইজ্ যখন আলোচনা শুরু হবে এবং ভোটিং হবে তখন কাট মোশান যিনি এনেছেন তিনি উপস্থিত না থাকলে নিয়মমত ফলস্ খেয়ো হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আসলে কাট মোশান যাঁরা এনেছেন যদি উনারা অনুপস্থিত থাকেন তাহলে এমনিই ফলস্ খেয়ো হওয়ার কথা।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কাট মোশান দুইজন এনেছেন। একজন

হচ্ছেন মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া আর একজন হচ্ছেন অমলবাবু। দুই জনের মধ্যে একজন শুধু আছেন এবং যিনি অনুপস্থিত উনারটা ফলস্‌ থ্রো হয়েছে। এটা আপনি ঘোষনা করতে হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আমরা মনে করি যেহেতু এটা সারকুলেটেড হয়ে গেছে তাই আপনি ইচ্ছে করলে আলোচনার অনুমতি দিতে পারেন। যদি মাননীয় স্পীকার বলেন যে এটা হবে না, তাহলে আমরা আর কিছু বলব না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— নোটিশ দিলে সবই সারকুলেট হয়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— পাগলের মত হাসেন কেন আপনারা যখন বলেন তখন কি আমরা হাসি ? দিস ইজ ভেরি বেড।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, নোটিশ দিলে সব কিছু সারকুলেট হয়। সুতরাং, এটা হাউসে এডমিশনের প্রশ্ন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার হাউস যতক্ষন অ্যাপ্রুভ না করবে ততক্ষন পর্যন্ত এটা হতে পারে না। কাট মোশানটা সারকুলেট হয়েছে অফিস থেকে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটি চেম্বার অব্‌ স্পীকার, নট অন দি হাউস। হাউসে এখন মুভ হচ্ছে। আপনার জানা উচিৎ আপনিতো মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এখন বিরোধী দল নেতা। সুতরাং হাউসে যখন মুভ হয় সেই সময়ে ফিনান্সীয়াল বিজনেসে কাট মোশান যারা আনবেন তাদের তো উপস্থিত থাকতে হবে। উপস্থিত না থাকলে মুভ হবে না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, আপনি রুলিং দিন, আমরা রুলিং চাই। আপনার রুলিং আমরা মেনে নেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— যারা কাট মোশান এনেছেন এবং যারা উপস্থিত আছেন এটা এখানে গ্রহণ করা হবে। আর যারা এনেছেন অথচ অনুপস্থিত হাউসে এটা ফলস্‌ থ্রো হবে।

এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলির উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনার শেষে আমি প্রথমে ছাটাই প্রস্তাবগুলি ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূবে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয় অংশ গ্রহণ করবেন তাদের একটি নামের তালিকা আমার দেওয়ার জন্য।

এখন আমি মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি আলোচনা আরম্ভ করতে। তারপর আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এপেনডিকস্‌ যেভাবে দেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রীগন সেইভাবে উনাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলির উপর আলোচনা করবেন এবং অন্যান্য সদস্য মহোদয়গণও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন পরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় ছাটাই প্রস্তাবের উপর জবাবী ভাষণ দেবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার কাট মোশন সহ মাননীয়

সদস্য অমলবাবুর কাট মোশনকে সমর্থন করে এবং গত ১০ই মার্চ মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে হাউসে বাজেট পেশ করেছেন তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। কেন বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশান আনতে হয়েছে তার বিস্তৃত আলোচনা করার আগে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যারা মাফিয়াদের হাতে পুলিশের হাতে বামফ্রন্ট কেডার-এর হাতে মারা গেছেন তাদের আত্মার প্রতি সংগতি কামনা করে এবং যারা মাফিয়া উগ্রপন্থী এইভাবে আক্রমন করছে নির্যাতন করছে তাদেরকে এই হাউস থেকে তিব্র ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি। মিঃ উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করেছি এই বাজেটে যে টাকা রাখা হয়েছে আর অধিক রাখলেও আমাদের আপত্তি থাকার কথা না, কাট মোশন রাখার কথা না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য যেভাবে আলোচনা শুরু করেছেন আমার মনে হয় জেনারেল আলোচানা করছেন। স্যার, হাউসের কনভেশন যেটা উনার যে কাট মোশান সেই কাট মোশন নিয়ে আলোচনা করা দরকার আমার মনে হয়।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— এখানে কেন কাট মোশান আনতে হয়েছে সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে এখানে সেই সমস্ত কথা বলতে হচ্ছে। বিগত কয়েক দিন এই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে বিশেষ করে চেলেঞ্জ করেছেন মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী। তিনি কার বিরোদ্ধে চেলেঞ্জ করেছেন জানি না। হয়ত এই রাজ্যে কমিনিষ্ট-এর জনক নৃপেনবাবুর প্রতিধ্বনি উনি শুনলেন তাই হয়ত নৃপেনবাবুর প্রতিধ্বনির প্রতি তিনি চেলেঞ্জ করছেন। গতকাল উনি উনার বাজেট ভাষণ উনি রেখেছিলেন। আমার কাট মোশন আছে এখানে ফোড-এর উপর। এখানে অর্থ বরাদ্দ দেখানো হয়েছে ১১শত ৬৪ কোটি টাকা ৪ লক্ষ টাকা সেখানে দেখা গেছে ঋণের বোঝা নিয়ে তারা বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন স্যার, আমার কাট মোশান হচ্ছে ডিমাণ্ড নম্বর-২১ হেডের ২৪০৮, এই ডিমাণ্ডের উপর আমি কাট মোশান এনেছি। এখানে খাদ্য মন্ত্রী চেলেঞ্জ করেছেন যেহেতু নৃপেনবাবু বলেছেন দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনা যাচ্ছে সারা পাহার অঞ্চলে। তার বক্তব্যের এই যে প্রতিধ্বনি সেইজন্য খাদ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবুকে চেলেঞ্জ করেছেন। আমার মনে হয় উনি তাকে ভয় পেয়েই চেলেঞ্জ করেছেন। আমি উনকে বলতে চাই ভাববেন না, এই আগরতলা শহর, আগরতলা শহরতলী ত্রিপুরা। জম্পুই এবং সম্পূর্ন হয়ে যেতে, আঠারমুড়া-লংতোরাইয়ের উপর উঠতে সাখানটাং এর উপরে উঠতে আমি যদি প্রশ্ন করি এই গত দুবছর ক্ষমতায় আসার পর বড়মুড়া গাঁও পঞ্চায়েতের উত্তর বড়মুড়া গাঁও পঞ্চায়েত আজ অব্দি এক ফুটা কেরাসিন যায় নাই। আজ অব্দি এক কিলো চাল যায় নাই। কারণ ১০ কি মি হেটে তাদের পক্ষে রেশন নেওয়া সম্ভব না। তারফলে সেখানে অভাব। চেলেঞ্জ এখানে করতে পারে। এখানে চেলেঞ্জ করে বক্তব্য রাখার কথা না। কারণ এখানে কেউ কারও শত্রু নয়। আমি চাই সমস্যা সমাধান করোন। কিন্তু স্যার, উনি কার নির্দেশে সেটা বলেছেন, তার সেক্রেটারীর নির্দেশে না তার পি -এর নির্দেশে না তার কমিশনারের নির্দেশে না খাদ্য দপ্তরের ডাইরেক্টরের নির্দেশে। স্যার কথায় আছে বেড়ালে দৃষ্টি শক্তি নাকি মাত্র ১২ হাত। তার পিছনে যারা চোর চোর করতে আর পি এ তার কমিশনার, তার ডিরেক্টর তাদের কাছ থেকে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে না। কাজেই দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র ১ হাত। আপনার কাছ থেকে ১২ হাতের বেশী তারা যায় নি। তারা যায় নি লংতরাইয়ের উপর এড়া যায় নি দক্ষিণ বড়মুড়া দার্জিলিং-এর উপর আজ পর্যন্ত যায় নি। এবং যাদের ১২ হাত দৃষ্টি ভঙ্গি তারা তার আশে পাশে ঘোর পাক করছে। কাজেই আমাদের কথা না শুনে যত কাজ করতে পারবেন ততই সারা রাজ্যের মানুষ

উনাকে প্রসংশা করবেন। চলুন আজকে আপনি পর্যবেক্ষণ করোন। আপনাকে অবশ্য আমি অবমাননা করছি না। রাজ্য কি অবস্থায় রয়েছে। রাজ্যের হাজার মানুষ খাদ্যের অভাবে খিদায় তাড়নায় নিরাপত্তার অভাবে কাজের অভাবে রাজ্যান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এটা মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী উনিও স্বীকার করেছেন গত ১০ তারিখে। কেন একজন দায়িত্বশীল খাদ্যমন্ত্রী এই হাউসকে স্ন্যাপ করছেন এই হাউসে যারা দর্শক আছে অফিসার আছে তাদের কাছ থেকে যাহারা পাওনার জন্য চেলেঞ্জ করেছেন এটা ঠিক নয়।

সেই ডিপার্টমেন্টে কত চাওয়া হয়েছে? টোটেল ৫০ কোটি ৯০ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। সেই জায়গার এই মেজর হেডে, এই ডিমাণ্ডে যে ডিমাণ্ডের কথা বলেছিলাম সেখানে রাখা হয়েছে ৪৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। এই বাজেটের দ্বারা রাজ্যের মানুষের কোন উপকার হবে না। এটা কাল্পনিক বাজেট। এটা গণমুখী বাজেট নয়। যেহেতু ওরা উগ্রপন্থীর কারণায় ক্ষমতায় এসেছে সেই জন্য ওরা উগ্রপন্থীদের জন্য এ বাজেট করেছে। এই সভায় মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার দুই কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা দিয়েছে এর মধ্যে দুই কোটি রাখা হয়েছে কর্মসংস্থানে। ডিমাণ্ড নং ২১ এখানে বলা হয়েছে "ফেলিউর টু কনট্রোল অ্যাণ্ড ইলিমিনেট দি ওয়াস্টফুল এক্সপেনডিচার অন পারচেজ অব এসেনশিয়েল কমোডিটিস ফর বাফার।" এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরই হয় তাদের কপালে খরা নয় তো ঝড়। টেক্ এপ্রিল ওরা ক্ষমতায় আসার পরই বন্যা হয়ে গেল এবং গত বছর থেকে আরম্ভ হয়েছে খরা। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য এখনও বাফার স্টক করা হয়নি। আমাদের সময়ে সেটা পূরণ ছিল। একটা পরিকল্পনা ছিল সমস্ত মানুষকে দেওয়ার জন্য। সেই জন্য আমি খাদ্য মন্ত্রীকে বলছি গ্রামাঞ্চলে গিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখুন। ব্যবস্থা গ্রহন করুন। রাজ্যের মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে বলা হয়েছে রাবার সম্পর্কে। মাননীয় একজন সদস্য মালাকার উনি এখানে বলেছেন যে রাবার অর্থ করী লাভ হবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, উনি এক সময় কংগ্রেস করতেন এখন সি, পি, এম-এ আছেন।

স্যার, উনি ত আগে কংগ্রেস করতেন। ১৯৬৭ সালের পর কি ঘটেছে? আজকে কি ঘটছে? এখানে বলা হচ্ছে, আজকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে রাবার চাষে ত্রিপুরা দ্বিতীয় হতে পারত বর্তমানে আমরা প্রথম। কিন্তু হতে দেননি আপনাদের নেতা নৃপেন বাবু, হতে দেননি আপনাদের নেতা, দশরথবাবু। সেদিন তাঁদের নেতৃত্বে ১৯৬৯ সালে উদয়পুরে রজ মোহন ত্রিপুরাদের লেলিয়ে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন হাজার হাজার মানুষের উপর পঙ্গপালের মত ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। সেদিন জীবন দিতে হয়েছিল, মোহিনী ত্রিপুরাকে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিং চেয়েছিলেন, রাবার বাগান করতে। কিন্তু আপনারা তার বিরোধিতা করেছিলেন। তখন যদি শচীনবাবুকে এটা করতে দিতেন, তাহলে ত্রিপুরা প্রথম হত। আজকে বড়াই না করে অতীতের দিকে তাকান। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার, ২৭, মেজর হেড—২৪০১ এ আছে আমার কাট মোশান। কাট মোশান হচ্ছে, "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on I P,R.D. আর একটি কাট মোশান Demand No- 28, Major Head-2401 "Failure to implement the Hort. & Vegitable corps Scheme in Tribal pockets with the proper care for full execution. "স্যার, মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর দপ্তর। সেখানে মাননীয়, মন্ত্রী মহোদয় কি চেয়েছেন? ব্যাপারটা শুনুন। চিৎকার করবেন না। হার্টিকালচার, অ্যাগ্রিকালচারের মধ্যে বলা

হয়েছে, ১২,৭১,৩ হাজার টাকা দিতে। এত টাকার মধ্যে একমাত্র এনিমেল হাজব্যেণ্ডটারিতেই চাওয়া হয়েছে, ৭, ৬৬, ৮৪ হাজার টাকা। স্যার, আমরা জোট আমলে দেখেছি, ট্রাইবেল পকেটের মধ্যে ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকা অমরপুরে, সেখানে আমরা আলুর গোটা থেকে বীজ তৈরী করেছি। আমাদের ত্রিপুরাই প্রথম। আলু আলু থেকে নয়, গোটা থেকে।

এটা কোন সময়ে, এটা কি জোট সরকারের আমলে ? ট্রাইবেল পকেটগুলিতে সেখানে আপনারা কিছুই করে না কাজেই এই দেশটা আজকে পঙ্গু হয়ে গেছে। সেরিকালচার, হার্টিকালচার যার কথাই বলুন একই অবস্থা। কারণ সেরিকালচারের একটা প্রশ্ন এসেছিল এই এসেমব্লীতে এবার যেখানে হাজার হাজার কাজু বাদাম গাছ আছে সেই হাজার হাজার কাজু বাদাম গাছ থেকে মাত্র ২০ কেজি বাদাম পাওয়া গেছে। এই হচ্ছে এগ্রিকালচারের অবস্থা কাজেই এই যে অবস্থা এই সমস্ত অবস্থার জন্য এটা আমাদের পক্ষ সমর্থন করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। ডিমাণ্ড নং ১৯, মেজর হেড-২২২৫ Disapproval of Govt. policy on the Rehabilitation of surrendered Extremists.

স্যার, আমি আগেই উল্লেখ করেছি ওরা উগ্রপন্থীদের কাঁধে চড়ে ক্ষমতায় এসেছেন তাই উগ্রপন্থীদের বসিয়ে বসিয়ে ৫০০ টাকা করে দিতে হচ্ছে। আসলে তাদের পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। কারণ আমরা দেখেছি কুমারী টিলাতে সেখান থেকে কি ভাবে বানের পর বান টিন পাচার হয়েছে সেটা পত্র পত্রিকায় বের হয়েছে, এনকোয়ারী করা হয়েছে, ধরাও পড়েছে। এটা গভর্ণমেন্টের কি পলিসি ? পুনর্বাসনের জন্য গভর্ণমেন্টের পলিসি কি ? ১৯৯৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর উগ্রপন্থীরা প্রথম সালেণ্ডার করে তার পর থেকে তাদের বসতি দেওয়া হলো না কেন ? এই পলিসি ? কেন দেওয়া হবে না। এই সমস্ত উগ্রপন্থীদের বসিয়ে বসিয়ে টাকা দেওয়া হচ্ছে তাই অন্যরাও প্রলোভনে পড়ে গিয়ে উগ্রপন্থী হয়ে আত্ম সমর্পন করছে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহন করার জন্য কাজেই এই ক্ষেত্রে এটাও সমর্থন যোগ্য নয়। কাজেই এই রাজ্যের মানুষ কোন প্রকারেই এখানে কিছু করতে পারছে না করার মানুষিকতা কেন তৈরী করা হয় নি। কারণ, আমরা প্রত্যেক জায়গায় দেখছি আক্রোস মূলক, প্রতিহিংসামূলক আক্রমন চলছে কারণ, এই জন্যই উত্তেজনা থেকে এই রাজ্যের মানুষ দিশেহারা হয়ে গেছে।

স্যার, এইজন্য আজকে উপজাতিরা দিশেহারা হয়ে গেছে। স্যার, আজকে মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবু কি বলছেন উপজাতিদের সম্পর্কে। এই নৃপেনবাবু একজন রাজনীতিতে পোড় খাওয়া মানুষ। এই নৃপেনবাবু যদি ১৯৫০ সনে ত্রিপুরাতে না আসতেন তাহলে ত্রিপুরার মাটিতে কমিউনিষ্ট পার্টি হত কিনা সন্দেহ। এই নৃপেন চক্রবর্ত্তীকে বলতে শোনা গেছে, আমি কমরেডদের বলি, ত্রিপুরাতে জুমিয়ারা হল সবচেয়ে বেশী সর্বহারা, ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। স্যার, নব্য সাম্যবাদীরা কাউকে পরোয়া করে না। আজকে নৃপেন বাবুকে বলতে শুনি উপজাতিদের সঙ্গে, নব্য সাম্যবাদীরা জন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এইটা আমার বক্তব্য না, আপনাদের নৃপেন বাবুর মুখের কথা। এই নৃপেন বাবু শহরের ট্রাইবেল যারা আছেন তাদের কাছে আবেদন করেছেন, আমি শহরের উপজাতিদের বলি, আপনাদের অন্য বাড়ী-টাড়ী দেখা আছে তো ? যে কোনও সময় ভিটে ছেড়ে চলে যেতে হবে কিন্তু।" খাদ্যের অভাবে, উগ্রপন্থীর তাড়নায়, উগ্রপন্থীর যন্ত্রনায়, পুলিশের অত্যাচারে পুলিশ উগ্রপন্থীদের সহায়তা করার ফলে এই যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে সেটাকে বহন করেই ভিত্ত এবং বীতশ্রদ্ধ হয়ে বলেন রাজ্যের পরিস্থিতিটা এখন বারুদের স্তুপের উপর দাঁড়িয়ে। যে কোন সময় বিস্ফোরন ঘটে যেতে পারে।

নৃপেন চক্রবর্ত্তী একজন পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ। ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে জীবনের বেশীরভাগ সময় তিনি অতিবাহিত করে এসেছেন। কাজেই এই জিনিস উনাদের আজকে উপলব্ধি করতে হবে। বড় বড় কথা বলে লাভ নেই। বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া। এখানে টাকা ধরা হয়েছে, আমো ধরেন আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু কিসের জন্য। সালেওয়ার করার জন্য? ত্রিপুরার ২৭ লক্ষ মানুষ সি, পি, এম, কংগ্রেস, উপজাতি সবাই যদি সালেওয়ার করে তাহলেও উনারা খুশী হবেন না। কারণ উনারা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে না। উনারা সাম্যবাদী। গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রের তিলক পরে মানুষকে ধাপ্পা দেওয়া ভাওতা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেন না। একজন অসুস্থ ট্রাইবেল মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে সমস্ত ট্রাইবেলকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা চলছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় উনারা না মানেন গণতন্ত্র না মানেন সাম্য তো আপনি জিজ্ঞাসা করুন স্যার, আপনি একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক। ওদের কাছে কি আশা করতে পারি। একটা গল্প আছে স্যার, সাধারণ গল্প। গল্পটা হল মুসলিম ধর্ম এবং হিন্দু ধর্ম নিয়ে ঝগড়া। মুসলিম ধর্মাবলম্বী লোকটি বলছে আমার আল্লা বড় আর হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকটা বলছে আমার হরি বড়।

স্যার, মুসলিম বলে আমার আল্লা বড় আর হিন্দু বলে আমার হরি বড়। কে বড় পরীক্ষা করতে গিয়ে তারা একটা বিরাট পাহাড়ের উপর উঠলেন এবং দুই জনেই ঝাপ দেওয়ার জন্য গেলেন, যখন দেখা গেল মুসলিম ঝাপ দিলেন আল্লা আল্লা বলে আর মাঝ পথে বেঁধে গেলেন নীচে পড়লেন না। তখন হিন্দু বেটাও হরি হরি বলে ঝাপ দিলেন এবং যখন দেখলেন যে তিনি পরে যাচ্ছেন তখন তিনি ভাবলেন আল্লা বললেই বোধ হয় আমি বেঁচে যাব, এই মনে করে সে একবার আল্লা আর একবার হরি বলে বলতে লাগলেন এবং তার বিশ্বাস স্থির না হওয়ার ফলে সে নীচে পড়ে গেলেন। তাদের অবস্থাও হয়েছে তাই। স্যার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দশরথবাবু ওনার বাজেট ভাষণে বলেছেন যে দশম অর্থ কমিশন কি সুপারিশ করেছেন তা আমার জানা নাই। ওনার জানা নাই অথচ উনি ১৮০ কোটি টাকা এখানে বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন। কিসের আশায় তিনি এই ঘাটতি বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন, কোন আশায় বাজেটকে বাড়ানো হল। তাই আমি মনে করি এই বাজেট সম্পূর্ণভাবে গনমুখী বাজেট না হয়ে নাশকতা মূলক বাজেট এবং উগ্রপন্থীর উপর নির্ভরযুক্ত বাজেট বলেই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। সমর্থন করতে পারছি না বলেই আমি এখানে কতগুলি কাট মোশান এনেছি, আমি আশা করব এখানে আপনারা যারা আছেন তারা আমার এই কাটমোশানকে সমর্থন করে এবং বাজেটকে সমর্থন করে বাজেট পাশ করানোর চেষ্টা করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রতিবাবু তার কাট মোশান সম্পর্কে অনেক কথাই বললেন। স্যার, আমি এই সদস্যকে লবিতে তাদের টি, ইউ, জে, এস এর যে লবি সেখানে খুঁজে পাইনি, গিয়ে দেখলাম সেখানে তিনি নাই। পরে খোঁজ নিয়ে দেখলাম তিনি কংগ্রেস লবিতে চলে গেছেন। তাহলে তিনি এখন আর টি ইউ জে এস না, তিনি যে আগে বলতেন যে আমরা লালও না সাদাও না, আমরা কারও দলে থাকি না। তিনি আজকে এইটা প্রমান করে দিলেন যে তিনি কংগ্রেসের লেজুর হয়ে গেছেন। ১৯৯৭ ইং সালে যখন বামফ্রন্ট এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসলেন তখন এই হাউসে কংগ্রেসর কেউ ছিলেন না। ছিলেন রতিবাবু ও উনার দলের অন্য তিন জন সদস্য। কিন্তু আজকে এই হাউসে দেখা যাচ্ছে না উনার সঙ্গিদের

বা সেদিনকার সদস্যদের। কোথায় গেলেন সেই চার জন্য টি, ইউ, জে, এস সদস্য? কেন এমন হল? উপজাতিদের জন্য উনারা কি কাজ করেছেন এবং করলে তার কতটুকু করেছেন তারই ফলশ্রুতিতে আজকে তাদের এই অবস্থা। এটা আজকে চিন্তা করা দরকার। আজকে উপজাতিদের পুর্ণবাসনের উপর উনি কাট মোশান এনেছেন। এটা কি উনি চিন্তা করেছেন—উনি কি করতে চাইছেন? বামফ্রন্ট সরকার উপজাতিদের জন্য রাবার ভিত্তিক জুমিয়া পুর্ণবাসন প্রকল্প চালু করেছিল সেটা কি রতিবাবুরা জানেন না? উপজাতিদের পুর্ণবাসনের জন্য গত পাঁচ বছরে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা উনারা ক্ষমতায় থাকাকালীন নিয়েছিলেন কি? কি ধরনের মানসিকতার পরিচয় দিয়ে উপজাতিদের কল্যাণের উপর যা বরাদ্দ করা হয়েছে তার উপর কাট মোশান এনেছেন। কংগ্রেস যুব সমিতির এই অশুভ জোট এবং তাদের এই ধরনের আচরকে রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষ আজকে জানতে পেরেছেন ভাল করেই। এটা কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না যে উপজাতিদের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার উপর কাট মোশান এনেছেন আমাদের মতই আর একজন উপজাতি সদস্য। আমি অনুরোধ করছি উনাকে উনার কাট মোশান তুলে নেওয়ার জন্য। উপজাতিদের জন্য বিশ্রামাগার এবং তপশিল জাতি ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেণ্ডেরও বিরোধীতা করে কাট মোশান এনেছেন তিনি। এটা কি ঠিক হয়েছে? কুমারী মধুতী রূপশ্রী নামে আগরতলার উপর উপজাতি বিশ্রামাগার যেটি ছিল, সেটা জোট সরকারের আমলে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে? আমবাসায় উপজাতিদের জন্য একটি বিশ্রামাগার ছিল সেটিও জোটের সমাজদ্রোহীরা এমন ভাবে দখল করে রাখছে যে সেখানে দূর-দূরান্ত থেকে আগত কোন উপজাতিই তাদের উৎপাতে থাকতে পারত না। আজকে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সেই অবস্থার উন্নতি হতে চলছে। জি,বি, হাসপাতালের উপজাতিদের জন্য বিশ্রামাগারটিও একই ভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল তখন। আজকে যখন এগুলি ঠিক করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে তখন এইগুলির উপরও কাট মোশান আনা হচ্ছে। আমরা কি সেটা সহ্য করতে পারি? এখানে উন্নয়ন কাজে ব্যহত করার জন্য এখানে খরচ কমানোর প্রস্তাব এনেছেন, কাট মোশান এনেছেন এটা কি আমরা সহ্য করতে পারি? তারজন্য আমি রতিবাবুকে বলব যে এই কাট মোশান প্রত্যাহার করে নিন।

তারপর উপজাতি ছাত্রদের স্টাইপেণ্ডের ব্যাপার এবং এস, সি, ছাত্রদের স্টাইপেণ্ড-এর ব্যাপার। আমি জানি, কমলপুরের মহারাণী হাইস্কুলের ষ্টাইপেণ্ডের টাকা সব এই কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এসের নেতারা লুটপাট করে নিয়ে যাওয়াতে এখন পর্য্যন্ত স্টাইপেণ্ড পাওয়া যায় নি। কিন্তু টাকা দেওয়া হয়েছে এই রকম ঘটনা আছে। আজকে কাট মোশান নোটিশ দিয়েছেন মাননীয় সদস্য অমলবাবু। উনার যে কাট মোশান, এই কাট মোশানের উত্তর কি হবে এটা বুঝতে পেয়ে আজকে এই নোটিশ দেওয়ার পরও উনি অনুপস্থিত। উনি খুব ভালো বুঝেছেন অবস্থাটা কি। আমি অনুরোধ রাখব মাননীয় সদস্য রতিবাবুকে যাতে উনি উনার কাট মোশান প্রত্যাহার করে নেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য ফৈয়জুর রহমান মহোদয়।

শ্রী ফৈয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এখানে বিরোধী সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশন এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমি সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রেন্টস যেটা ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে কিছুক্ষন আগে রতিবাবু বক্তব্য রেখেছেন। এখানে কংগ্রেস এবং

টি, ইউ, জে, এসের দুইজন হাউসে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন যে সমস্ত ডিমাণ্ডের উপরে তাতে আমরা বুঝতে পারছি এরা ত্রিপুরা রাজ্যে বা এই রাজ্যের জাতি উপজাতি অংশের মানুষের সার্বিক কল্যান তারা চায় না। যদি সার্বিক কল্যান-এর জন্য নতুন ত্রিপুরা গড়ার জন্য ত্রিপুরাতে একটা কর্মযজ্ঞ শুরু করার জন্য যদি উনাদের কোন উদ্যোগ থাকত তাহলে এই ধরনের কাট মোশান উনারা আনতেন না। বামফ্রন্ট সরকার জনগনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই রাজ্যে আমরা শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করব। এই রাজ্যের জাতি উপজাতি সব অংশের মানুষের সার্বিক কল্যানের জন্য আমরা কাজ করব। এই রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করব এই সমস্ত মাথায় রেখে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এখানে এই বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেট সারা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থকে মাথায় রেখে এই বাজেট আনা হয়েছে। এই বাজেটকে আমি অভিনন্দন জানাই। সমস্ত কাট মোশানকে আমি বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক দেববর্মা।

শ্রীঅশোক দেববর্মা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য ককবরকে রাখছি যদি আপনি অনুমতি দেন।

শ্রীঅশোক দেববর্মা :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাংনাই ১০ তারিখ এই হাউস যে, বাজেট পেশ খালাইমানি অর্থনি কিছা কিছা জাগাঅ যে ছাটাই প্রস্তাব তাবী মানি মাননীয় সদস্য রতিবাবু আং অমন সমর্থন খালাই কক্ কিছা সানা নাইঅ। তিনিনি কক্ আংথা এই যে, বাজেট অমন সম্পূর্ণ সমর্থন খালাইয়া বা সম্পূর্ণ বিরোধিতা খালাইয়া। কিন্তু যে বাজেট তাবীমানি অম' ঠিক ঠিক জাগা খরচ আংয়া। অপচয় আংগাই তংগ। অপচয় রোধ খালাইনানি বাগাই চাং রাং ঠিক ঠিক জাগাঅ খরচ খালাইখা হানখে যে রাংনি দরকার আসাক রাং বাজেট খালাইখে হানখে সরকারনি কোন ঘাটতি বাজেট খালাইনানি দরকার কারাই। অমনি বাগাইন রতিবাবু যে কয়েকটা কাট-মোশান তাবীমানি আং অমন সমর্থন খালাইঅ। প্রশাসননি খরচ বাংগাই থাংখা হানর থাংনাই সরকারনি আমল যে গাড়ী ভাড়া নাহারমানি অম'রগন ফিরগাই রহর বাইথা। তথাপি থাংনাই দুই বৎসরজ সরকারন প্রশাসননি কোন রকম খরচ আং কামি রামানি নাগরা। চাং যদি ঠিক মত জাগাঅ রাং পাইসান খরচ খালাই ত্রিপুরানি যে আর্থিক অবস্থা অমন তাইসা কম' খালাই খরচ খালাই সানখাই আর' চিনি পক্ষে অনেক হামকামু। রতিবাবু যে ছাটাই প্রস্তাব তাবীমানি অমন টেজারী রেঞ্জানি প্রশান্ত বাবু যে রানাম সাংসা হানম যে, সামানি অমন আং সানা নাইঅ যে, ব' মাসা উপজাতি অংশনি চারাই আ হিসাবাই আং সাঅয় মান উপজাতিনি গণতান্ত্রিক সরকারনি মন্ত্রীরগনি কক্‌ন বা নিদের্শন অমানা খালাই বিভিন্ন office নি অভিজ্ঞ officer রগ গ্রাম পাহাড় বিভিন্ন রকম বঞ্চিত খালাই তংগ চিনি ত্রিপুরাবাসীগণ। এই ভাবে যে বঞ্চিত আংমানি অম' ত' লেখা জাখা কারাই। যেমন চানি ওগনি মাইচালাই ঠিক সময় মত রামা ঠিক সময় মত ওগনি মাই কাইনানি সময় আংথা চৈত্র, বৈশাখ মাস।

অথচ চাং নাগজাগ অম' আষাঢ়, শ্রাবন মাসসে মাই চালাই মান। অব ত' তংগন ছুগ' মুড়াঅ তাই ক্ষেত কাইজাগনাই মাইচালাই খতন' আলাদা আলাদা। আষাঢ় শ্রাবন মাস যখন অফিসাররগ' মাইচালাই রাঅ অমতাই সময়অ হুগনি মাইচালাই মানথকয়া। বাজারনি মাইচারগ পাইজাম অমতাই জাতীর মাইচালাই পাইঅর

বাগয় রাঅ। চাঁও অমতাই সাধারন ব্যাপার, রগন ঠিক ঠিক মত মাইচাঁলাই পাইঅর উপযুক্ত সময়অ বরকন রাঅর মান সেই ব্যবস্থা খালাইনানি দরকার। এছাড়া রাং কিছা খরচ খালাইমানি বাইস চাগাই খাংগ। অর যে বাজেটঅ কাট মোশান তাবাঁমানি বাং কিছানি ব্যাপার। বনি' বগোই বাজেটনি কোন ক্ষতি অাংগোজাগ। যেটা সভা অমন খালাইয়াই চাঁও বাঁথাই অমন খালাইনাই। আনি দাবী আরন। এছাড়া Hor'icultur^ নি মাধ্যমে বেনিফিসারীরগন' সাহার্য্য খালাইমান। অমতাই জাগাঅ জাথাবি বেদেক রগন কাইঅর রাঅয় জসাবি কলস ক ইঅাই রাঅ গীনর সাঅ। সিচু বেদেক কাইঅায় রাঅ কিন্তু সিচু কলম কাইঅায় রাঅা হীনর সাম। কাজেই, মাননীয় অাক মতে দন সা'ব সানি অনুরোধ তিনি অর' যে, কাট মোশান তাবাঁমানি অম' বিরোধীতা খালাইবা কিন্তু আনি মতে হীনযে Pro>er ieuplewentation খালাই মানন'ই অম' চাং তাখালাইনা নাংনাই। ত'ইব চাং নাগ Tribal নি উপর নির্যাতন দিনকে দিন বারিঅাই তংগ। তিনি চিনি Triba! বারাইরগ সুরক্ষিতয়া। গ্রাম, পাহাড় যে অবস্থা অাংখাই তংগ' অম' চাং লাচিনানি কক্। গ্রাম পাহাড় থাংগাই পুলিশ মেন্টেরীরগ চিনি বারাইরগন মান'। অম' যে কত্টুকু লাচিমা সিংসা কক্। তদুপরি চাং অমতাই জিনিস রগন' উপজাতি দরদী হীনয় যত ববকন কাব'। অথচ চাং যে বরক-রগন রক্ষা খালাইনানি দরকার বরকন রক্ষা খালাই মানয়া। আং ট্রেজারী বেঞ্চনি মাননীয় সদস্য রগন' তিনি আর যে, রতিবাবু কাট মোশান তাবামানি অমন সমর্থন খীল ই আগামী দিন' তিনি বমতাই আখোই লামা' কাহাম আং-নাই অমন নাইথাং হীনর-আং আনি কক্ অরম পাইরাখা। ধনব্যাদ। (বঙ্গানুবাদ)

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ১০ তারিখ এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন তার কিছু কিছু অংশে মাননীয় সদস্য রতিবাবু যে ছ'টাই প্রস্তাব এনেছেন আমি এটাকে সমর্থন করে কিছু কথা বলছি। এই বাজেটকে আমি সম্পূর্ণভাবে বিরোধিতা বা সমর্থন কোনটাই করছি না। কিন্তু এখানে যে বাজেট আনা হয়েছে সেটা ঠিক ঠিক জায়গা মত খরচ করা হচ্ছে না। অপচয় করা হচ্ছে। আর এই সব অপচয় যদি রোধ করতে হয় তবে যেখানে যত টাকা দরকার তত টাকা বাজেট করা হলে পরে আর ঘাটতি বাজেট করার কোন প্রয়োজন হয় না। এ জন্য রতিবাবু যে, কয়েকটা কাট মোশন এনেছেন এটাকে আমি সমর্থন করছি। প্রশাসনের খরচ বেশী বেড়ে যাচ্ছে বলে গত জোট সরকারের আমলে যে সব গাড়ী ভাড়া করা হয়েছিল ঐ সব গাড়ী ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ২ বৎসর যাবৎ এই সরকারের কোন রকম প্রশাসনিক খরচ কমানোর মত কিছু দেখছি না। আমরা যদি ঠিক ঠিক মত জায়গায় খরচ করতে পারি বা কিছু কমিয়ে খরচ করতে পারি তবে হয়ত কিছুটা আর্থিক অবস্থার উন্নতি সম্ভব হত। রতিবাবু যে ছ'টাই প্রস্তাব এখানে এনেছেন ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য প্রশান্তবাবু যে এটা অত্যন্ত চিন্তার ব্যাপার বলেছেন এটাকে আমি বলতে চাই যে, উনি একজন উপজাতি অংশের মানুষ। এই যে, গনতান্ত্রিক সরকারের মন্ত্রী মহাশয়ের নির্দেশকে অমান্য করে বিভিন্ন office এর অভিজ্ঞ officer রা গ্রাম পাহাড়ের Tribal অংশের মানুষদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। এইভাবে যে, বঞ্চিত করা হচ্ছে তার কোন রকম রেকর্ড নেই। যেমন জুমের বীজ ধান ঠিক সময় খত দেওয়া হয় না। জুমের ধান বা বীজ ধান জুমে লাগানোর সময় হচ্ছে চৈত্র এবং বৈশাখ মাস। অথচ আমরা দেখি যে আষাঢ়, শ্রাবন মাসে দেওয়া হয় জুমের বীচ ধান। এটা তো আছেই। জুমের বীজ ধান এবং ক্ষেতের বীজ ধান আলাদা। এটা দুইটা সম্পন দুই রকম। যখন আষাঢ় শ্রাবন মাসে officer রা' জুম ধানের বীজ বলে ধানের বীজ দিয়ে থাকেন ঐ সময় জুম ধানের বীজ পাওয়া যায় না। বাজার থেকে মহিষগুল, পাইজাম

ঐসব জাতীয় ক্ষেত্রের ধানকে জুম বলে দেওয়া হয়। আমাদের উচিত জুম চাষীদের সময় মত এবং ঠিক ঠিক জমের বীচ ধান এদের হাতে পৌঁছে দেওয়া। সামান্য কিছু টাকা খরচ করলে পরে ঐসব সমাধান করা যায়। এখানে যে বাজেটে কাঁট মোশান আনা হয়েছে সেটা সামান্য কিছু টাকার ব্যাপার, তারজন্য বাজেটের কোন ক্ষতি হওয়ার কথা নয়। যেটা সত্য এটাকে না করে আমরা অন্য কিছু করতে পারিনা। আর আমার দাবী হচ্ছে, এটাই। এছাড়া আরও আছে। যেমন, Horticulture এর মাধ্যমে বিনিফিসারীগনদের সাহার্য্য দেওয়া যায়। ঐ সব DEPH. এ দেখা যায় লেবুর ডালে লাগিয়ে লেবুর কলম বলে ফাঁকি দিচ্ছে। লিচুর ডাল মাটিতে পুড়ে দিয়ে বলছে লিচুর কলম। এই হচ্ছে বাস্তব অবস্থাটা। কাজেই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় স্যার. আমি অনুরোধ করছি এখানে যে, কাট মোশান আনা হয়েছে, এটা হিংহাপিহো নয়। আমার মতে power iueple mentation করার জন্য আমাদের সত্যায় ভেবে দেখতে হবে। আরও দেখি যে, Tribal দের উপর নির্যাতন দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। Tribal মা-বোনেরা আজকে সুরক্ষিত নয়। গ্রাম, পাহাড়ে যে অবস্থা চলছে, আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। গ্রাম, পাহাড়ে, মিলিটারীরা শুধু মাত্র Tribal মা-বোনদের দেখছে। এটা যে কতটুকু লজ্জার কথা সেটা ভাবা যায় না। তদুপরি আমারা সভাই উপজাতি দরদী বলে নিজেদেরকে জাহির করার চেষ্টা করি। অথচ যে সব মানুষদের রক্ষা করার কথা রক্ষা করতে পারছিনা। আমি টেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি যে, রতিবাবু যে, কাট মোশান এনেছেন এটাকে সমর্থন করে আগামী দিনে কিভাবে আমরা সাবার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারব ঐ পথ সুগম করার জন্য বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রীবাজুবন রিয়াং মহোদয়।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধক্ষ্য মহোদয়, আমার ডিমাণ্ড নম্বর ২৭ যেখানে আছে এগ্রিকালচার, সয়েল কনজারভেশন হর্টি কালচার। ডিমাণ্ড নম্বর ২৭ এ আমি প্ল্যান নন প্ল্যান সেণ্ট্রাল স্পনার স্কীমে মাত্র ৩৯ কোটি ৭৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এই হাউসে অনুমোদনের জন্য এই হাউসে পেশ করেছি। আগামী ৩১ শে মার্চ অনুমোদন চাইছি। স্যার, আমার ডিমাণ্ড নম্বর ২৮ হর্টি কালচার, এই ডিমাণ্ডে প্ল্যান এবং নন্ প্ল্যানে এবং সেণ্ট্রাল স্পনার স্কীমে মাত্র ১২ কোটি ৭১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা আগামী ৩১ শে মার্চের মধ্যে অনুমোদন চাইছি। আমার দপ্তরের মূল কর্মসূচী হচ্ছে রাজ্যের মানুষের খাদ্য যোগান—ভাত সব্জি তার সঙ্গে ফল ইত্যাদি। রাজ্যের কৃষকদের জমিতে যাহাতে উন্নত ধরণের ফসল ফলন যায় সেইভাবে জমি তৈরীর কাজে সহায্য করা। এই লক্ষ্য নিয়ে আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানের যে কয়েকটি দিক ফসল ভিত্তিক ক্ষেত্রে সেই কর্মসূচী রোপায়নে জন্য রাজ্যে যাহাতে কৃষকদের প্রয়োজনীয় সার ঔষধ এবং উন্নতমানের কৃষি যন্ত্রপাতি যাহাতে দেওয়া যায় আমার দপ্তর সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করে চলছে। এই অল্প সময়ে আমার দপ্তরের কাজ কর্ম বিস্তারিত-ভাবে বিশ্লেষণ করার সময় হয়ত আমার নাই। যে কয়েকটি কর্মসূচী আমাদের হাতে নিয়েছি, বিশেষ রকমে গরীব চাষি ও প্রান্তিক চাষিদেরকে নিয়ে। রাজ্যে এখনো কেন্দ্র সরকার সারের ভর্তুকী তুলে দেওয়ার পরেও আংশিক হলেও সারের ভর্তুকী আমরা দিচ্ছি কেন্দ্র সরকার এই সার নিয়ন্ত্রণ বন্টন এবং উৎপাদন এই দুটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রন ছেড়ে দিলেও। সারা ভারতবর্ষে কৃষকদের দুর্ভগ আমরা দেখছি আমাদের রাজ্যেও আমরা দেখছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— সারের নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ার ফলে, আমরা টেনডার কল করছি, যারা দয়া করে দের তাদের দেওয়া মূল্যে সার সংগ্রহ করতে হচ্ছে। অতীতে কোন রাজ্যে কত সার লাগবে, তার দাম, তার উৎপাদন কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যকে বরাদ্দ করতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া অর্থনীতির ফলে সেটা উঠে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহকর্মীরা এখানে বিরোধী দলে যারা আছেন তারা এটাকে সমর্থন করছেন কি না জানি না। কৃষকদেরকে সার এবং ঔষধ আমরা সরকারী নিয়ন্ত্রন রেখে কাজ করে যাব, সরবরাহ করব এখানে কৃষি দপ্তরের একটা কর্মসূচীর উপর মাননীয় সদস্য রতি মোহন বাবু কাট মোশন এনেছেন। সেটা হলো সেন্ট্রালী স্পনসর্ড— স্কীম, স্কীমটার নাম হচ্ছে আই, পি, আর, ডি! যে সকল মহকুমার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত ফসল কম হতো সেখানে এই স্কীম চালু করা হয়েছিল। এটার ৭৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করে এবং ২৫ ভাগ রাজ্য সরকার বহন করেন। এই স্কীমটার নাম এখন বদল করা হয়েছে। এটার সংগে দানা শস্য যোগ করা হয়েছে। এই স্কীমে উন্নত মানের ধান কিভাবে ঔষধ প্রয়োগ করে ফলন কিভাবে বাড়ানো যায় এটা তার একটা অংগ। আমরা এই স্কীম ১৯৯৩-৯৪ সালে চালু করেছি। দেখা গেছে ধান এবং অন্যান্য শস্যের ফলন অধিক হয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্য রতি মোহনবাবু কি করে এটাকে বাতিল করতে চাইছেন বুঝি না। তিনি কি না ধানের উৎপাদন বাড়ুক। এই স্কীমে আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে এবং হাউস আশা করছি এই কাট মোশন বাতিল করবেন। স্যার, সারের সমস্যা-সম্পর্কে আমরা খুব সচেতন। আমরা লক্ষ্য করেছি গত কয়েক দিন আগে সর্বভারতীয় সার সম্পর্কে যে বাংলাদেশে সারের চাহিদা বেড়েছে, সার নিয়ে আন্দোলন চলছে কৃষকদের মধ্যেতদন্ত বেশ কয়েক জায়গায় আন্দোলন হয়েছে, গোলাগুলি হয়েছে, মানুষ মারা গেছে।

স্যার, বাংলাদেশে সারের চাহিদা নিয়ে কৃষকদের আন্দোলন হয়েছে তাতে বেশ কয়েক জায়গায় বিশৃংখলা হয়েছে, গোলাগুলি হয়েছে, মানুষ মারা গেছে। এই অবস্থায় আমরা আশংকা করছি, আমাদের রাজ্যের, আমাদের সরকারের সার বা বে-সরকারী কিছু ডিলারের হাতে যে সার আছে, ঐ সার চোরাপথে বাংলাদেশে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেজন্য আজকেই আমি আমার দপ্তরের ডাইরেক্টর এবং অফিসারদের ডেকে সমগ্র রাজ্যের সব জায়গাগুলিকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য বলেছি। হয়ত এতক্ষণে নির্দেশ চলে গেছে, যাতে আমাদের স্টোর থেকে সার বাংলাদেশে চলে যেতে না পারে। আমরা খুব কষ্ট করে সার সংগ্রহ করেছি কৃষকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে। আপনারা লক্ষ্য করেছেন, গত এক বছরে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজন মত না হলেও কিছুটা সার দিতে পেরেছি। স্যার, দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় একটি খবর উঠেছে, আমতলীর কাছে সারের জন্য রাস্তা রোখো আন্দোলন করে কৃষকরা সার নিয়ে গেছেন। বুরো চাষের জন্য সার নিয়ে থাকলে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ সার যদি বাংলাদেশে পাচার হয়, তাহলে দুঃখ জনক বলে ঘটনা। যাতে একটু সারও বাংলা দেশে যেতে না পারে সেটা আমাদের দেখতে হবে। স্যার, রতি বাবু হর্টিকালচারের উপর একটি কাট মোশান এনেছেন। আমাদের রাজ্যের উপজাতি কৃষকদের বাঁচার জন্য বিশেষ করে আলু এবং অন্যান্য সব্জী যাতে সরকারী সাহায্য নিয়ে করতে পারে তারজন্য এখানে কর্মসূচী রয়েছে। প্রতিটি কৃষি মহকুমায় আমরা একটি করে স্কীম আবার ১৭টি কৃষি মহকুমার মধ্যে কোথাও ২টি স্কীম নিয়ে আমরা মোট ২৬টি স্কীম নিয়েছি। এই প্রকল্পে বিনা পয়সা আলু বীজ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চারা করে দিই। কাজেই এখানে যে কাট মোশান আনা হয়েছে তা বাতিল করতে হবে ভোটের মাধ্যমে। আগে যারা আলু চাষ করতেন না, এখন তারা বেশী

হলেও ৫০ থেকে ১০০ কুইন্টাল আলু চাষ করেছেন। স্যার গত পরশু এই আলু কোল্ড স্টোরেজ নিয়ে একটি কলিং এটেনশান এসেছিল।

স্যার, আমি তখন বলেছি রাজ্যের কৃষকদের স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে যাতে জমির ফসল উপযুক্ত মূল্যে বিক্রি করতে পারে সেই ব্যবস্থা আমার সরকার করছে এবং আমার দপ্তরের অনেক কর্মচারীকে নিয়ে কৃষকদের ফসল উৎপাদনে যেখানে অসুবিধা হচ্ছে সেখানে কৃষকদের সাহার্য্য করা হচ্ছে শুধু সমতল জমিতে চাষ বাদেও বিভিন্ন ফল কমলা, আনারস থেকে সুরু করে নারকেল, সুপারি ইত্যাদি করছি যতে কৃষকরা ধান ফসলের সঙ্গে অন্যান্য ফসল উৎপাদন করে যাতে তারা কিছু পয়সা পায় এবং সংসার রক্ষনাবেক্ষন করতে পরে সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সে জন্যই এই ক্ষেত্রে আমি অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ নিয়েছি। আশা করি এই হাউস সর্ব সম্মতিক্রমে এটা গ্রহন করবেন। বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর মাননিয় বিরোধী সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন তার বিরোধীতা করে এবং বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— মাননীয় প্রানী সম্পদ মন্ত্রী শ্রীগোপাল দাস।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি দুটি ডিমাণ্ডের উপর আমার বক্তব্য রাখব। প্রথমটি হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ২৯ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ডিমাণ্ড নং ৫৬। ডিমাণ্ড নং ২৯-এ ১৬ কোটি, ৫৬ লক, ৪৫ হাজার টাকা গ্রান্ট চাওয়া হয়েছে এবং ডিমাণ্ড নং—৫৬-এ ২ কোটি, ৭১ লক্ষ, ৫৮ হাজার টাকা গ্রান্ট চাওয়া হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যায় মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বিশেষ করে কংগ্রেস-এর সদস্যরা কোন কাট মোশান আনেন নি, উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা এনেছেন। আমার মনে হয় কংগ্রেসের মাননীয় সদস্যরা পাবলিকের থেদাপি খাওয়ার ভয়ে কোন কাট মোশান আনেন নি। এই যে জন কল্যাণ মূলক বাজেট এই বাজেটের বিরোধীতা করলে যদি পাবলিক দুরমোজ করে সেই ভয়ে আনেননি। মাননীয় বিরোধী দল নেতা দুমুজ শব্দটা খুব ব্যবহার করেন সে জন্যই আমিও দুরমুজ শব্দটা ব্যবহার করলাম। স্যার, এনিম্যাল হাজবেণ্ডারির ডেভলপমেন্টের জন্য আমাদের এখানে জন কল্যাণ মূলক পরিকল্পনা আছে সে জন্য ১৪,৮৪,৪৫,০০০। টাকা ধরা হয়েছে। সেখানে আমাদের প্রায় ৪৪০ টার মত বিভিন্ন এষ্টিমেট আছে। ভেটেনারী হাসপাতাল এবং ভেটেনারী ডেসপেনসারি আমাদের পরিকল্পনা আছে। তাই সেই জায়গায় এইগুলি হচ্ছে প্রিভেনটিভ মেজার।

স্যার, এইগুলি হচ্ছে প্রিভেনটিভ মেজর, যাতে করে কোন রোগ, শোক মহামারীর প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে না পড়ে প্রাণী সম্পদের ক্ষেত্রে। এখানে বিশেষ করে মানুষের যে সম্পদ সেই সম্পদ যাতে রক্ষা করা যায় এইজন্য এই বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তার মধ্যে একটা আইটেম আছে অ্যানটি র‍্যাবিট ভেক্সিন স্যার, এমন একটি প্রানী আছে যেটা কামড়ালে জলাতংক রোগ হয় সেটা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রিভেনটিভ মেজর হিসাবে অ্যানটি র‍্যাবিট ভেক্সিন সেখানে আমরা বরাদ্ধ রেখেছি। স্যার, আপনার মাধ্যমে বলতে চাই। বিরোধী দলের সদস্যদেরও মধ্যে মধ্যে জলাতংক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। উনারা চেষ্টা করেন উনারা যদি ইচ্ছা করেন উনদের জন্য ১১টা ভ্যাক্সিন প্রিজার্ভ রাখতে পারি। যাতে এইটা থেকে মানুষ রক্ষা পেতে পারে। অন্যান্য যেসমস্ত রোগ আছে যেমন ফুট অনও মাউথ ডিসিস, তারপর শুকরের মধ্যে একটা রোগ হয় তার জন্য সুয়াইন ফিবার ভেক্সিন এগুলি প্রিভেনটিভ মেজর হিসাবে রাখা হয়েছে। তারপর বিভিন্ন সময়ে গরুর রোগ হয়। বিরোধী দলের সদস্যদের

চিন্তার কোন কারন নেই। স্যার, ক্যাটেল ডেভেলাপমেন্ট এর জন্য ২টি প্রজেক্ট আছে যেটা আই.সি.ডি, পি ইনটেনসিভ ক্যাটেল ডেভালাপমেন্ট এর মধ্যে ১টা প্রজেক্ট আছে। যার মধ্যে সারা রাজ্যে একটা কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা আছে। বিশেষ করে নিউ টেকনলজি ফ্রোজেন সিম্যান টেকনলজি যেটা বলা হয় হিমায়িত শুক্র দ্বারা এখন গরুকে প্রজনন করা হয়, আগে যেটা ছিল তরল শুক্র ইনসিমিনেশান করা হত এখন হিমায়িত শুক্র দ্বারা ইনসিমিনেশান করা হয়। এইভাবে গরুকে আমরা সেখানে ক্রস ব্রীড করছি। উন্নতমানের ইনসিমিনেশান এর দ্বারা আমরা ক্যাটেল আপ গ্রেডেশান করছি। কারণ আগামীদিনে এই রাজ্যে দুধের যে চাহিদা আছে সেটা যাতে পূরণ করা যায়। মানুষের জীবনের পরিপূরক শক্তি হচ্ছে দুধ তাকে লক্ষ্য করে এই প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। সারা রাজ্যে এখন পর্যন্ত আমরা ৯৫ টার মত ফ্রোজেন সিম্যান করেছি, আমাদের টারগেট আছে ১২৫ টার মত। আশা করি আমরা আমাদের টারগেটে আগামী বৎসরে পেঁছাতে পারব। তাছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন বিভিন্ন ধরনের স্কীম আছে যেমন পলট্রি ফার্ম, পিগারী ফার্ম আছে, ক্যাটেল ডেভালাপমেন্টর জন্য যে স্কীম আছে এইটাকে অ্যাকসপানশান করার জন্য আমাদের আরো পরিকল্পনা আছে। স্যার, এইটা আপনি জানেন এই হাউসের সদস্যরা অবগত আছেন গত ৫ বৎসরে অ্যানিম্যাল হাজবেণ্ড্রী যে ডিপার্টমেন্ট আছে এই ডিপার্টমেন্টের যে গুরুত্ব আছে বিশেষ করে কৃষি নীতির ক্ষেত্রে এটাকে তার, ধ্বংস করে ফেলেছিল। এই ডিপার্টমেন্টের কোন অস্তিত্বই ছিলনা। গত ৫ বৎসরে জোট আমলে সেখানে ভেক্সিনেব প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছিল ইনসিমিনেশানের প্রথা তুলে দিয়েছিল। এনিম্যাল হাজবেণ্ড্রী ডিপার্টমেন্টকে ড্রাই করে দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে ক্যাটল ফার্মকে শেষ করে ফেলা হয়েছিল। আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর এটাকে ষ্ট্রেংদেন করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে এই সমস্ত অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হয়েছে পিগ ডেভেলাপমেন্টের জন্য স্পেশাল প্রোগ্রাম হিসাবে নবীনছড়া, জমরপুরে সেটাকে আরো এক্সটেণ্ড করব। বীরচন্দ্র মনুতে যে ফার্ম আছে সেটাকে একসটেনশান করবে না। সমৃদ্ধ করব এর জন্য এখানে টাকা বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে, স্যার, আমাদের আরও অন্যান্য ক্ষেত্রেও এখানে যে ডাক আছে সেটা হচ্ছে আমাদের খাগি ঝেমেল ডাক, এইটা শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চলেই নয় এশিয়াতে এইটা প্রসিদ্ধ এবং আমরা আমাদের এ রাজ্য থেকে বাহিরে হাঁসের বাচ্চার সাপ্লাই করছি। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, রাজস্থান, আন্দামান বিভিন্ন জায়গায় থেকে এইটার ডিমাণ্ড সেখানে আছে এবং আমরা আমাদের রিজোনাল ফার্ম থেকে বাচ্চা সরবরাহ করি। এইটাকে আরও ষ্ট্রেংদেন করতে হবে তার জন্য আমরা সেখানে প্রজেক্ট করেছি। এছাড়া আমাদের ডায়রী ডেভেলাপমেন্টের জন্য সেখানে বরাদ্দ আমরা চেয়েছি ৩২ লক্ষ টাকা, এখানে আমাদের আরও রেশন গ্রিডংস, সর্ট সিমেন্ট ইত্যাদির জন্যও চাওয়া হয়েছে, তা ছাড়া আমাদের যে কোপারেটিভ গুলি আছে সেগুলিকে সার্বসিডি দিতে হয়, তার জন্য বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। তাছাড়া আগামী পরিকল্পনাতে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর একটা প্রজেক্ট-এর জন্য পেশ করেছি, সেটাও প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার মত প্রজেক্ট। আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত যে খবর আছে তাতে আগামী অর্থ বছরে এই নর্থ ডেইলী প্রজেক্ট-এর অনুমোদন আমরা পেয়ে যাব এবং এইটা আমরা উত্তর ত্রিপুরায় করতে পারব। কাজেই এই পরিকল্পনাগুলি সেখানে আছে। এনিমেল হাজবেনডারীর ক্ষেত্রে, তারপর জেলের ক্ষেত্রে—সেখানে জেলকে মডারেশন করার জন্য আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা আছে সেখানে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় কারাগারের নিরাপত্তার জন্য সেখানে ইলেকট্রনিক এলার্ম ইত্যাদির উদ্যোগ সেখানে গ্রহন করা হয়েছে। তাছাড়া সেখানে কয়েদীদের জন্য তাদের পুনর্বাসনের জন্য যে স্কীম সেখানে নেওয়া হয়

বিশেষ করে হ্যাণ্ডিক্র্যাফটদের ট্রেইলারিং বুক বাইন্ডিংস প্রিন্টিং ইত্যাদি পরিকল্পনার মাধ্যমে সেখানে যারা কয়েদী আছে তাদেরকে শিক্ষিত করে তারা যখন কারাগার বাসের পর সামাজিক জীবনে ফিরে আসবেন তখন সেখানে যাতে তারা এই সমস্ত ট্রেড গ্রহন করে তাদের জীবন জীবিকা অর্জন করতে পারে তার জন্য এই উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। তাছাড়া আমাদের মহিলা কারাগারে আমাদের সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে সেখানে মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহন করেছি এবং আগামী দিন যাতে এই কারাগার শুধু অত্যাচারের কারাগার না হয় তার জন্য আমরা সেটাকে সংশোধন করে আমরা দেখি আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সামাজিক ভাবে তারাও যে মানুষ এবং তাদের এই কাজের জন্য শুধু তারাই দায়ী নয়, যারা আজকে তাদেরকে ক্রিমিনাল করেছে সেই জায়গাটাকে আজকে আমাদের বুঝতে হবে। কাজেই তাদেরকে যারা ব্যবহার করেছে তারা অন্তরালে থেকে এই গুলি করাচ্ছে। এটা বুঝতে হবে। সেই দিক থেকে আমরা আজকে তাদের প্রতি মানবিক দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে দেখছি এবং এইজন্য এই সমস্ত স্কীম আমরা এখানে এনেছি। আমি আশা করি আজকে এখানে বাজেটে যে সমস্ত অনুমোদন চাওয়া হয়েছে এটা এই হাউস অনুমোদন করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যারা কাট মোশান এনেছেন তাদের এই কাট মোশানগুলি আনার কি প্রয়োজন আছে জানি না। আমার মনে হয় না বুঝেই অনেকে কাট মোশান এখানে এনেছেন। যেমন একটা কাট মোশানে এখানে বলা হয়েছে যে গেষ্ট হাউসকে অপব্যবহার করা হচ্ছে এটা স্যার তাদের আমলে করা হত, এটা তাদের বোঝা দরকার। এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই সব করা হয় না। গেষ্ট হাউসের ব্যবহার গেষ্ট হাউস হিসাবেই হয়। কাজেই আমি আশা করব ওনারা যে সমস্ত কাট মোশানগুলি এখানে এনেছেন সেগুলিকে প্রত্যাহার করে নেবেন এবং এই বাজেটকে সমর্থন করবেন। এই কথা বলে আমাদের এখানে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবীসমূহ উত্থাপন করা হয়েছে সেগুলির সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজেন্দ্র মগচৌধুরী।

শ্রীব্রজেন্দ্র মগচৌধুরী (ক্রমাসীবাড়ী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১০ই মার্চ ৯৫ ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৯৫-৯৬ ইং আর্থিক বছরের যে বাজেট প্রস্তাব করেছেন আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি এবং এই বাজেটের বিভিন্ন দপ্তরের ডিমাণ্ডের উপর বিরোধী পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া এবং শ্রীসমর মল্লিক মহোদয় যে কাট মোশান এনেছেন সেগুলির পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া যে কাট্-মোশান এনেছেন তারমধ্যে একটি হলো ডিমাণ্ড নাম্বার-১৯, মেজর হেড্-২২২৫ তাতে তিনি বলেছেন যে উপজাতি কল্যান দপ্তরের যে টাকা চাওয়া হয়েছে সেটার প্রপারলি ইউটিলাইজ না হওয়ার জন্য এটাকে সমর্থন করতে পারি না। এইখানে উপজাতি কল্যান দপ্তরের যে মাননীয় মন্ত্রী উনি জানেন কি না জানি না আসলে উনার দপ্তর উপজাতি কল্যান দপ্তর নয়, একটি হচ্ছে এ, টি, টি, এফ, পুনরবাসন দপ্তর। কারন এ, টি, টি, এফ যারা সারা রাজ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে, অনেক মানুষ তাদের জন্য চলাচল করতে পারছে না, কোন যান চলাচল ঠিকমত করতে পারছে না। যারা উত্তর ত্রিপুরায় বাস করেন তারা তাদের আত্মীয়স্বজন বা অন্য কারনে চলাচল করতে পারছে না, তাহা অনেক দুর্ভোগ পাচ্ছেন। আর সেখানকার মাননীয় মন্ত্রী বা এম, এল, এ, রা তো সিকিউরিটি নিয়ে চলাচল করছেন-ফলে তাদের

এতটা কষ্ট হয় না, কিন্তু সাধারন মানুষের খুবই দুর্ভোগ হচ্ছে। এটা সারা ত্রিপুরার মানুষ জানে। কাজেই আপনারা অতিসত্বর এই উগ্রপন্থীদের পুনরবাসনের জন্য যে টাকা ডিমাণ্ড করেছেন সেটা বাতিল করুন-তাহলে আমরা আপনাদের বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করব। তাছাড়া এখন পর্য্যন্ত উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছেন ২৪৬৫ জন, কিন্তু তথাপি আজও উগ্রপন্থী হামলায় সারা রাজ্যের মানুষ তটস্থ। গত কালকে মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল-বাবু আমার বিরোধে অভিযোগ করলেন যে আমি নাকি মন বংকুলে গিয়ে উগ্রপন্থী করছি। কিন্তু আমি এটার প্রতিবাদ পর্যন্ত অবং অর্ভাবে সঙ্গে সঙ্গে করি। উনি আরো বলেছেন যে, আমি নাকি মনু বংকুলে যেতে পারব না, কিন্তু আমি একজন এম, এল, এ, হিসাবে বলব যে-আমি কেন সেখানে যেতে পারব না, আমার সেখানে যাবার প্রিভিলেজ আছে-আসুন আমার সঙ্গে-আমি সেখানে যেতে পারি কি না সেটা দেখুন। আর মাননীয় মন্ত্রী শ্রীজীতেনদা উনি আমার বড় ভাই- উগ্রপন্থীদের একজন বড় সাপোর্টার। উনার আত্মীয় ভাগিনা দাদার একজন ভাগিনা কিছুদিন আগে বি এস, এফ, এর গুলিতে মারা গেছেন। জিজ্ঞেস করুন উনাকে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার আমাকে আর দুটি মিনিট সময় দিন। আমি নিউ কামার স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনারা এমনিতেই বেশী বলেছেন। মাননীয় সদস্য রতিবাবু ৩৫ মিনিট বলেছেন।

শ্রীব্রজেন্দ্র মগচৌধুরী :— স্যার, আমার দাদা এখানে আছেন, সাউথে উগ্রপন্থী আছে কিনা তিনি সেটা বলতে পারবেন।

ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯-এর উপর আমি আর একটু বলতে চাই। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে উপস্থিত আছেন। জেলা পরিষদের জন্য যা বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে বলতে হচ্ছে গত দুটি বছরে আপনারা জেলা পরিষদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছেন। জেলা পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রাখার জন্য একটি কমিটি করা হয়েছিল। কিন্তু সেই কমিটিকে আপনারা কতটুকু দাম দিয়েছেন? জনসাধারণ অবশ্য সেটা জানে। কিন্তু এতে হচ্ছে কি-জেলা পরিষদের উন্নয়ন-মূলক কাজ-কর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। একদিকে আপনাদের ক্যাডাররা জেলাপরিষদ এলাকায় উন্মুক্তভাবে অরাজকতা সৃষ্টি করে রেখেছে, অন্যদিকে জেলা পরিষদকে তার প্রাপ্য টাকা থেকে নিয়মিত বঞ্চিত করা হচ্ছে। আপনারাই আবার বলছেন যে উপজাতিদের জন্য এই সরকার অনেক কিছুই করছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও একজন ট্রাইবেল আমিও একজন ট্রাইবেল। বলুনতো কেন আপনারা জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে উন্নয়ন মূলক কাজ হতে দিচ্ছেন না? উগ্রপন্থীদের জন্য আপনারা ৭৫ হাজার টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে চেয়েছেন। কিন্তু ত্রিপুরার উপজাতিদের জন্য একটি পয়সাও চাচ্ছেন না কেন্দ্রীয় সরকার থেকে। কেন?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার— মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

শ্রীব্রজেন্দ্র মগচৌধুরী :— স্যার, আর এক মিনিট স্যার। আজকে যারা উপজাতিদের মধ্যে বি, এ, পাশ করেছেন তাদেরকে চাকুরী দিতে পারছেন না। এইভাবে চলতে পারে না। আমার বড় ভাই অরুণবাবু এখানে কয়েকটা অভিযোগ করেছেন এবং আমিও উনার বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষন করছি। রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের উন্নতির জন্য আপনারা আরোও সচেষ্ট হউন। এবং নির্বাচনের আগে যে প্রতিশ্রুতিগুলি জনগনের কাছে রেখেছিলেন সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করুন।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিগত ২২ মাসে চুরি করে যে সমস্ত চাকুরীগুলি দিয়েছেন সেগুলির জন্য আপনাকে

জনগন রেহাই দেবে না। ১৫০ জনকে আপনি চাকুরী দিয়েছেন। অন্যদিকে সরকার থেকে বলা হচ্ছে যে চাকুরী দেওয়ার কোন নিয়ম নীতি এখনও প্রণয়ন করা হয় নাই। তাহলে এটা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী ব্যাপার।

সুতরাং, বিরোধী দলের পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য রতিবাবু যেসমস্ত কাট মোশান এনেছেন সেগুলি মেনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি এবং পাশাপাশি রতিবাবুর কাট মোশানগুলিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মিনিষ্টার শ্রীজীতেন চৌধুরী মহোদয়। রীফ করবেন।

শ্রীজীতেন চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৩ই মার্চ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী মহোদয় ১৯৯৫-৯৬ ইং সালের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে একজন সদস্য কয়েকটি দপ্তরের উপর যে সমস্ত কাট মোশাস এনেছেন সেগুলি যুক্তিহীন কাট মোশান বলে বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, যেখানে এই বাজেট বরাদ্দ নিয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা অনেক কথাই বলেছেন যে, এটা যুক্তিহীন বাজেট ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা বলতে গিয়ে বিরোধী সদস্যরা বলেছেন যে দশম অর্থ কমিশন কি দেবে না দেবে এটার উপর আন্দাজ করে প্রায় ১৮০ কোটি টাকার ঘাটতি রেখে এই বাজেট পেশ করেছেন। আমি আশা করব, একটু আগে এই বাজেটের উপর আলোচনা শুরু হওয়ার আগে এই সভার নেতা তথা এখানে দশম অর্থ কমিশনের যে রিপোর্ট সঠিকভাবে আমরা আন্দাজ করেছি এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য যে দাবী আমরা জানিয়েছি এটা সম্পর্কে বিস্তারিত দিয়েছেন। দেখা গেছে দশম অর্থ কমিশন যে অ্যাওয়ার্ড করেছেন আমাদেরকে আমরা যে ঘাটতি রেখেছিলাম তার উপরে সমান অর্থাৎ আগামী অর্থ বছরে একটি ঘাটতিহীন বাজেটের মত আমাদের বাজেট পেশ করা হয়েছে। এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের জনগনের স্বার্থে যেখানে আমাদের একটা যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে একটা রাজ্যসরকার এখানকার অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে এককভাবে এই রাজ্যের যে রিসোর্স, আয়-ব্যয়ের উপর নির্ভর করে না। এটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক গতি প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই দেশের অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি এটা সারা দেশের মানুষ আজকে এটা সম্পর্কে আলোচনা করছে এই হাউসের মধ্যে এবং বিভিন্ন ভাবে আলোচনা হয়েছে। কিরকম অর্থনীতি কিছু দিন আগে পার্লামেন্টে বাজেট পেশ করা হলো প্রায়-সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি সেখানে। এবং সেই ঘাটতি মেটানোর জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কোন রকম-এর বক্তব্য নেই যে, কিভাবে এটাকে এই অর্থবছরের জন্য মেকাব করা হবে। আমরা স্বাভাবিক ভাবে বুঝতে পারি যে, কেন্দ্রীয় সরকার আছেন তারা যেভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের উপর অর্থাৎ বিদেশী এক চেটিয়া পুঁজির উপর যারা নির্ভরশীল হয়ে বাজেট করেছেন আগামী দিন এই পাঁচ হাজার কোটি টাকা বা আরও বেশী এই দেশের যে বৃহৎ বুর্জোয়াগোষ্ঠী একচাটিয়া পুঁজিপতি তাদের স্বার্থকে দেখার জন্য ঘাটতি আরও বাড়বে এবং তখনই আরও বেশী ট্যাকস্ বাড়াবে আরও বেশী করে জিনিষ পত্রের দাম বাড়বে।

সেই হেতু কেন্দ্রীয় সরকারের যে টালমটাল অর্থনৈতিক অবস্থা এই নতুন করে ট্যাকস্ চাপানো বা বিদেশে থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য বেশী দামে যে সমস্ত সুদ দিতে হবে, এইগুলি আমাদের রাজ্যের অর্থনীতিতে ব্যাপক ভাবে তার চাপ আসবে। সেই জায়গাতে সব কিছুকে এক্সেপ্ট করে এই রাজ্যের সীমিত যে রিসোর্স যদিও এখানকার

বিরোধীদল সেই রকম সীমিত না। আমাদের মাটির নিচে সম্পদ আছে, আমাদের এখানে কর্মক্ষম বেকার যুবক আছে, ২৮ লক্ষ মানুষ আছে আমরা সেগুলি ব্যবহার করে অনেক কিছু করতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতি, জাতীয় অর্থনীতি আমাদের এই প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেখানে যে বাজেট তৈরী করা হয়েছে, এখানে আমাদের এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যেগুলিকে বেশী লক্ষ্য রেখে একটু জনগনের জন্য একটা ইতিবাচক আগামী দিনে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে গড়ে তোলার জন্য একটা প্রগতিশীল বাজেট।

লক্ষ্য করেছেন স্যার, এখানে আমরা দুইটি জিনিষকে অগ্রাধিকার দিয়েছি একটা হচ্ছে শিক্ষা। যে শিক্ষা খাতে এক টাকায় ষোল পয়সা খরচ করতে চাইছি। কেননা আমরা জানি যে, শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি কোন দেশ উন্নতি করতে পারে না। কেননা শিক্ষা জাতীয় সর্বদিক থেকে বিকাশ ঘটানোর জন্য অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার হয়। আমরা শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছি। তারপরে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি এই ইরিগেশন, এগ্রিকালচার, রুরাল ডেভেলাপমেন্ট ইত্যাদির উপর ২০.৭ শতাংশ অর্থাৎ একদিকে মানুষকে শিক্ষিত করা, তার বুদ্ধিবোধ, তার জীবন যাত্রার মান উন্নত করা।

অর্থাৎ একদিকে মানুষকে শিক্ষিত করা, তার রুচী বোধ তার জীবনযাত্রার মান, আরেক দিকে যে মানুষকে তার এই জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে যাতে আমরা এই রাজ্যে অর্থনীতি ব্যালেন্স করতে পারি, আগামীদিনে এই রাজ্যের বেকারদের সমস্যা সমাধান, এই রাজ্যের মানুষকে দুইবেলা পেট ভরে ভাত খাওয়ানো এই রাজ্যে সব ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যে স্বনির্ভর আনার জন্য সেই লক্ষে আমরা এগোচ্ছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে বিরোধী দলের ১১ জন সদস্য আছেন, তারা কাট-মোশান আনবেন কি আনবেন না করে এখানে একজন সদস্য কাটমোশান এনেছেন। কাটমোশানটা কিসের উপরে ? কো-অপরেশান, এস টি, এস সি, ও বি সি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এগ্রিকালচার আরেকটা হচ্ছে সেক্রেটারীয়েট এডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্ট। সেক্রেটারীয়েট এডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্টের উপর না হয় বাদল কিন্তু যদিও সেটাও বুদ্ধিহীন। কেন রাখতে হয়েছে তাতে আমি বিস্তারিত যাচ্ছি না। এই যে কো অপারেটিভ, সমবায় এইসমবায়কে গত পাঁচ বৎসরে ধ্বংশ করে দেওয়া হয়েছে। এখানে ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যে যে ভাবে সমবায় গড়েতুলা হয়েছিল গড়পতি হারে, ল্যাম্পস এবং মৎস জীবীসমবায় এবং অন্যান্য বিভিন্ন অংশের মানুষের সমবায় যাতে করে গ্রামিন অর্থনীতি সুদৃঢ় হতে পারে গ্রামিন মানুষ তাদের উৎপাদিত পন্যকে সমবায়ের হাতে দিয়ে তারা আয় করতে পারে এবং সেই সমবায় থেকে সংস্থান। ঋন গ্রহন করে তাদের অর্থনীতিকে তাদের জীবন জীবিকার মানকে শক্তিশালী করতে পারেন। আর আমরা দেখছি এখানে গত পাঁচ বৎসরে কো-অপারেটিভকে ধ্বংশ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা এটির পুন নবীকরন করার জন্য শক্তি যোগানোর জন্য আমরা টাকা চাইছি, তারা তার বিরোধিতা করছে অর্থাৎ তারা চান এই রাজ্যের কো অপারেটিভগুলি গ্রামের গরীব মানুষগুলি, গ্রামিন মানুষগুলি তাদের বিকাশ না হোক, এই গুলি তাদের লক্ষ্য, তাদের কাটমোশানের ডাইরেকশান। তার পর এস টি, এস সি, ও বি সি এখানে উগ্রপন্থী সম্পর্কে প্রশ্ন উত্তর পর্বে, কলিং এটেনশানে নানাভাবে আলোচনা হয়েছে। কেন এই রাজ্যে উগ্রপন্থা ? আমি ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরের উদাহর দিতে চাইনা। আজকে এই রাজ্যের মধ্যেই বিগত দিনে যারা এ টি টি এফ করেছেন বা টি এন ভি হয়েছেন তারা আগে এ টি পি এল ও হয়েছেন তারা কাদের বংশধর ? যে উপজাতি এই ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চাশের দশকে, ষাটের দশকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের পূর্নবাসনের জন্য তাদের মানবিকতার হাত প্রসারিত

করেছেন তাদেরকে জায়গা দিয়েছেন, জল দিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন নিজের পরিবারের লোকের মত করে, তাদের বংশধরেরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই ৩০ বৎসরের বঞ্চনা। গত পাঁচ বৎসরে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে হতাশা জনক অবস্থা ছিল তাতে মাধ্যম করা হয়েছে। একদিক থেকে তাদেরকে উষ্কানি দেওয়া হয়েছে আরেকদিক থেকে তাদের প্রতি বঞ্চনা ও শোষের কারনে কিছু যুবক বিভ্রান্ত হয়েছে। সেটা কিসের কারন ? তা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেই না গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চল, সেই কাস্মিরই হোক, পাঞ্জাবই হোক তা কাদের নীতি ? ভারতবর্ষের জাতীয় সরকারের নীতি। এই জাতীয় সরকার যদি যুব সমাজকে তাদের বাঁচার জন্য, খাওয়ার জন্য পড়ার জন্য, খেলার জন্য এবং, সুস্থ মানুষের বাঁচার জন্য যদি ব্যবস্থা করতেন তা হলে পরে এই সুন্দর মাঠ ছেড়ে স্কুল ছেড়ে, যৌবনের মেলা ছেড়ে কোন যুবক জঙ্গলে যাবেন না। এটা কোন লজিক্ কোন ফিলসফি বলেনা। কিন্তু আমাদের যে অর্থনীতি, জাতীয়অর্থনীতি গত ৪৭ বৎসরের যে জনবিরোধী নীতি আজকে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে যুব সমাজকে না, আজকে ভারতবর্ষের যেখানেই এই বিভ্রান্তি আজকে যেখানেই এই হতাশা তৈরী হচ্ছে তা তাদেরই ফল। আজকে তারাই এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে, বামফ্রন্ট সরকার গত ২২ মাসে এবং ১৯৯৫-৯৬ এর অর্থবৎসরের বরাদ্দে আমাদের লক্ষ্য যে কার ছেলে, সে কার ঘরের তা আমাদের, প্রশ্ন না. এরা ভুল বুঝাচ্ছে। এখানে গতকাল ও আলোচনা হলেছে, একটু আগে এখানে মাননীয় বিরোধী দলের একজন সদস্য বলছিলেন সাক্রুমের একটা উদাহরন, আমি হাউসে দাঁড়িয়ে বলছি, গতকাল আমি ছিলামনা। আমি চীপ্ হুইপের ঘরে বসে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যের বক্তৃতা শুনছিলাম, একটা নাম আশারাম ত্রিপুরা, ও জীতেন চৌধুরীর আত্মীয়, হ্যাঁ, আমার আত্মীয় আমার মাসতুত ভাই। কিন্তু আমার মাসতুত ভাই বড়কথা না।

একটু আগে মাননীয় বিরোধী দলের একজন সদস্য বলেছিলেন সাক্রুমের একটি উদাহরণ, গতকালে আমি হাউসে ছিলাম না। মাননীয় চিফ হুইফ-এর চেম্বারে বসে শুনেছিলাম, এটার নাম আশারাম ত্রিপুরা। ও জীতেন চৌধুরীর আত্মীয় আমার মাসতুত ভাই। কিন্তু আমার মাসতুত ভাই বড় কথা নয়। কার দলের লোক। সেই লোক ছিল টি-ইউ-জে-এস সেই লোক ছিল টি এন ভি ১৯৮৪ সালে টি এন ভি হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল। ১৯৮৮ সালে আত্মসমর্পন করার পর আসাম রাইফেলস গেল চাকুরী করার জন্য কিন্তু পারল না ফিরে চলে অসল মাননীয় বিরোধী দল নেতা তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। উনি তাদেরকে এন-এল এফ-টি সাজিয়ে আগরতলা শহরে অস্ত্র সমর্পণ করালেন। তখন তাদেরকে বলা হল ৩৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। কিন্তু ৩৫ হাজার টাকা পাই নি বার বার ধরণা দিচ্ছেন তার পরে এখনের বিরোধী দল নেতা মুখ্য মন্ত্রী হয়েছেন। তখন তাদেরকে বলা হল দুই চার জন খুন কর তারপরে তোমাদেরকে ৩৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে। সে কোন দিন রাজনৈতিক আদর্শে আমার ভাই হতে পারে না। সে আমার বিরোধী। আজকেও ব্রজ মগচৌধুরী বলেছেন তার কথা। কালকে যদি কেউ জুলাই বাড়ী যান আসন্ন ত্রিপুরাকে তার বাড়ীতে দেখবেন। আজকে তারা বিভ্রান্ত। আজকে তারা আমাদের রাজনৈতিক বিরোধী লোক হতে পারে, তাহা আমরা চাই এই বিরোধী দল রাজনৈতিক দলে যারা পরিচালিত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে বিপথগামী হয়ে যে যুবসমাজ আজকে বাংলাদেশে আছে যে যুবসমাজ অপহরণ করছে যে যুব সমাজ ত্রিপুরার শান্তির ভাতাবরণকে নষ্ট করতে চাইছে আমরা তাদেরকে আমাদের ভাই বলি, আমরা চাই মূলস্রোতে ফিরে আসুক। তারাও ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ্যের নির্মান কার্যে হাত লাগাক, আমরা চাই আমাদের পাশে বসে সেই বিধানসভার লবিতে হউক বিধানসভার হাউসে হউক গণতান্ত্রিক পথে এই রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের মধ্যে একজন হয়ে দাড়াক। জঙ্গলে না, অন্ধকারে না মাটির দিকে চেয়ে না। আমরা চাই পুরুষ পুরুষের মত কথা বলোক মানুষ মানুষ মানুষের মত কথা বলোক। তার জন্য চাইছি আমরা এই দপ্তরের বরাদ্দ। তারপরে মাননীয় সদস্য রতিবাবু ফোড ডিপার্টমেন্টে উপর কাট মোশন এনেছেন। কি কি কাট মোশান খাদ্য পায় না এই পায় সেই পায় না।

আমাদের খাদ্য মন্ত্রী জবাব দিয়েছেন, যাদের জন্য আমরা ফোড কর্পোরেশনে টাকা অগ্রিম জমা দিয়েছি -- অগ্রিম দিয়েও চাল পাওয়া যায় না ! সেটি তাদের জন্য। হ্যাঁ, জে আর ও আই মাধ্যমে আরও অধিক কাজ

চাই। আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের চাহিদা মত চাল দেওয়া যায় না। আর এখানে কাট মোশান। অর্থাৎ কি ইঙ্গিত করে, যে বামফ্রন্ট সরকার আরও বেশী করে চাল তার স্ট্যাবিলিটি রাখার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করেক। তা চাই না। তারা চাই তাদের সেই পাঁচ বছরের মত অনাহারে মৃত্যুর মিশিল হউক। তারা চাই সেই বড়মুড়া সেই দামছড়া সেই গণ্ডাছড়া সেই দিনগুলি আবার ফিরে আসুক। এপ্রিকালচারে আজকে কাট মোশান এনেছেন, মাননীয় কৃষি মন্ত্রী জবাব দিয়েছেন। ত্রিপুরাতে আছে তা কি ? এখানে একটি ইণ্ডাস্ট্রি নেই। গত কয়েক দিন আগে কেন্দ্রের বাজেট হয়ে গেছে—আমরা ভারতবর্ষের মানুষ এই ত্রিপুরা কি ভারতবর্ষের বাইরে এই ত্রিপুরার তিন তিন জন সদস্য আছেন একজন তো পার্লামেন্ট সদস্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। রাজ্যে এক ইঞ্চি বরাদ্দের কথা বলা হল না। একটা জবাব নেই। মুখ্য মন্ত্রী চিঠির জবাব দেয়নি। তারা কি জানে না। রাজ্যের মানুষ চল্লিশ বছর ধরে আন্দোলন করে এসেছেন দাবী করে এসেছেন এই রাজ্যের যুব সমাজ দিল্লী গিয়ে পর্যন্ত ধরণা দিয়ে এসেছেন ওদের চুখে পরে না। আবার নূতন করে সন্তোষ মোহন দেবকে চিঠি লিখলে পরে তারা বিবেচনা করবেন এখানে রেল আসবে কি আসবে না।

চিঠি দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী উনাকে চিঠি দিতে হবে, এটা আশা করে কি হবে ? এটা হলো মূর্খামী। এখানে তো ওরা এগার জনে নেমে এসেছে। রতি বাবুরা ছিল ৮ জন এখন হয়েছে একজন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার তিনটা দপ্তর, এখানে কোন কাট মোশন নেই। সোশিয়েল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট সেখানে আমরা বরাদ্দ ৪০ শতাংশ বাড়িয়েছি। দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই রাজ্যে বার্ধক্য ভাতা চালু করা হয়েছিল। ১৯৭৫-৭৬ সালে ৭৫ টাকার জায়গায় আমরা ১০০ টাকা করব। যারা বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে সোশিয়েল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে রিহেবিলিটেশন এর মত আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ৭৪ শতাংশ শিশু পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। সেখানে আমরা ৮০ পয়সা থেকে বাড়িয়ে একটাকা পাঁচ পয়সা করব। এটা সোশিয়েল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্টের একটা বৈপ্লবিক উদ্যোগ। গত পাঁচ এই রাজ্যে মহিলারা ঘর থেকে বের হতে পারতো না। ধর্ষিতা হলে থানায় কেইস্ নিত না। আজকে মহিলারা নূতন দিন পেয়েছে। এখন যে সমস্ত ছেলেরা নষ্ট হয়েছে, নারী ধর্ষণ, খুন খারাপি করবে তাদেরকে মহিলা কমিশন ঘাড় ধরে আনবে। এখানে সাক্ষরতা সম্পর্কে কাট মোশন এনেছেন। এই সম্পর্কে এখানে নানা রকম উক্তি করেছেন। করবেনই তো, কারণ শিক্ষিত হলে ওদের বিপদ। মানুষ যদি লিখতে শিখে, পড়তে শিখে তাহলে তো তারা হিসাব চাইবে। জহরবাবু যখন এম, এল, এ ছিলেন তখন ভাংগা ঘরে ভাড়া থাকতেন। কিন্তু মন্ত্রী হওয়ার সংগে সংগে অনেক কিছু করেছেন। আরেক জন খাদ্য মন্ত্রী হওয়ার আগে একটা ভাংগা ট্রাক ছিল। কিন্তু খাদ্য মন্ত্রী হওয়ার সংগে সংগে কত ট্রাক হয়ে গেল, মনে হয় যেন তিনি টাটা কোম্পানীর শেয়ার নিয়েছেন।

স্যার, মন্ত্রী হবার সাথে যেন টাটা কোম্পানীর অর্ধেক শেয়ার কিনে ফেলেছেন। মানুষ যদি গুণতে শিখে যায়, তাহলে বলবে, সাদা পোষাকের ভেতরের কালো অংশ প্রকাশ করতে। কাজেই সাক্ষরতার বরাদ্দ দেখকেই জলাতঙ্কের মত আতংক তাঁদের উপস্থিত হয়। স্যার, ক্রীড়া কর্মসূচীতে আমরা ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি করেছি। গত বছর ছিল ১ কোটি টাকা, এবার দুই কোটি টাকা।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্রীফ করুন। আপনার পরে আরো দু'জন মন্ত্রী মহোদয় আছেন। তারপর এগুলি ভোটে দিতে হবে।

শ্রীজীতেন চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, কিউবার মত একটি ছোট দেশ যার জনসংখ্যা ১ কোটি ১৫ লক্ষের মত সেও অলিম্পিকে ৫ম স্থান আর ৯৭ কোটি লোকের দেশ ভারতবর্ষের স্থান শূণ্য। কারণ, যুব সমাজ সঠিক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। একা রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা যুব সমাজের জন্য কিছু করতে গেলেই বিরোধী সদস্যরা বিরোধীতা করছেন। খেলার মাঠে জীবনের জয়গান করুক এটা তাঁরা চায় না। তাঁরা চায়, যুব সমাজের হাতে বন্দুক, রাম দা তুলে দিতে। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ১০ তারিখ যে

বাজেট এই বিধান সভায় পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থ করে বিরোধী দল কর্তৃক যে কাট মোশান আনা হয়েছে তা প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা মহোদয়। ঠীক করবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার ডিমাণ্ডের উপর ২টি কাট মোশান আছে। কিছুতো বলতেই হবে। কাজে কাজেই, সংক্ষিপ্ত করা কি ভাবে সম্ভব ?

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, আপনি বক্তৃতা আরম্ভ করুন। সংক্ষেপ করার চেষ্টা করবেন। তারপরে আছেন ব্রজগোপাল বাবু। আপনিও খুব সংক্ষিপ্ত আকারে দেবার চেষ্টা করবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি প্রথমেই গত ১০ তারিখে এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বাজেটকে সমর্থন করে এবং এখানে ব্যয় বরাদ্দের উপর বিশেষ করে ডিমাণ্ড নাম্বার ১২ এবং ১৯ এই ২টির নম্বরের উপর মাননীয় সদস্য রতিমোহন বাবু কর্তৃক উত্থাপিত ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। খুব সংক্ষিপ্তাকারে বলতে গেলেও মূলতঃ আমাকে বলতে হচ্ছে, আমার ধারনা ছিল, রতি বাবু বা বিরোধী দলের সদস্যরা অন্তত ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের কথা সামান্যতম হলেও বলবেন। বলা উচিত ছিল। কিন্তু দেখা গেল, আমরা যে যে কারনে বাজেটে বরাদ্দের উল্লেখ করেছি উপজাতিদের কল্যাণের জন্য ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য।

স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া তিনি এখানে এ, টি, টি, এফ বা উগ্রপন্থীদের সম্পর্কে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯, মেজর হেড-২২২৫-এ একটা মোশান এনেছেন। স্যার, এখানে আর কি বলব, যারা এর জন্মদাতা তাদের ছেলেদেরই তো দেওয়া হবে। প্রথম জোট সরকারের আমলেই টি,এন,ভি র সঙ্গে চুক্তি হয়েছে এবং বাড়ী গাড়ী দেওয়া হয়েছে। তাঁরাই আজকে বিরোধী আসনে বসে উগ্রপন্থীদের পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তার বিরোধীতা করছেন। স্যার, আমরা চাই এই উগ্রপন্থীদের সামগ্রিক ভাবে স্বাভাবিক তারা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক। কিন্তু যারা আজকে এই উগ্রপন্থীদের তৈরী করে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছেন তারাই এখন চিৎকার করেছেন কারণ উনারা চান না ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি-শৃংখলা আবার ফিরে আসুক। এই ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯-এ সেন্ট্রাল স্কীমে আমরা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে গত বছর ৬ কোটি টাকা চেয়েছিলাম কিন্তু আমাদের মাত্র দেওয়া হয়েছে ৩ কোটি সামথিং। ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রে তাদের বর্ডিং হাউস, বিভিন্ন ধরনের স্টাইপেণ্ড ইত্যাদির জন্য আমরা চেয়েছিলাম কিন্তু সে ক্ষেত্রেও পুরপুরি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের অনুমোদন লাভ করে নি। এটাকে অনুমোদন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় কারণ এটা পুরপুরি সেন্ট্রাল স্কীম।

মিঃ স্পীকার :— আমি হাউসের কাছে অনুমতি নিতে চাই যে এখন ৫টা বেজে গেছে তাই আজকের বিজনেস্ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত হাউস চলবে। মাননীয় মন্ত্রী আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের উপরও কাট মোশান এনেছেন মাননীয় বিরোধী সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ডিমাণ্ড নাম্বার ১২-এ। গরীব অংশের মানুষ যারা গ্রামে গঞ্জে বাস করে তাদের উন্নতির জন্যই আমরা এইগুলি এনেছি কিন্তু এখানেও তারা বিরোধিতা করা হচ্ছে। জোট সরকারের আমলে তো নিজেদের পছন্দ মত লোকদের বসিয়ে দিয়ে গ্রামে গঞ্জে কো-অপারেটিভ চালু করেছিলেন এবং সেগুলি থাইয়ে থাকার ক্ষেত্রে পরিনত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার সে জায়গা থেকে এইগুলিকে উদ্ধার করে নিয়ে কতগুলি প্রস্তাব এনেছেন। মাননীয় সদস্য রতি বাবু মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি গুদাম তৈরী করেছিলেন কিন্তু এটা এখন তিনি অস্বীকার করেছেন। আমি এই কথাই বলতে চাই এখন সেই জায়গাও তিনি কাট মোশান এনেছেন। এই ছাটাই প্রস্তাব থেকে এটাই বুঝা যাচ্ছে যারা জন স্বার্থ বিরোধী কাজ করেন তারা ক্রিমিন্যাল। ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতির জন্য তারা করবেন না এবং তার জন্য কাট মোশান এনেছে তাই ছাটাই যে প্রস্তাবগুলি এসেছে তার বিরোধীতা করে এবং বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী ব্রজগোপাল রায়।

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার মহোদয় আমার ৩টি ডিপার্টমেণ্টে ৩টি ডিমাণ্ড আছে। ডিমাণ্ড নং—৯, তাতে দাবী করা হয়েছে ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এইটা হল সেনসাস সার্ভে অ্যাণ্ড স্টেটিসটিক্স। ডিমাণ্ড নং—৩৮ স্টেশনারী অ্যাণ্ড প্রিন্টিং তাতে টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ২ কোটি ৮৬ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। আর ফুড ডিপার্টমেণ্টের জন্য ডিমাণ্ড নং—২১ তাতে দাবী করা হয়েছে ৫০ কোটি ৮৯ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। আমি প্রথমোক্ত যে দুটো সেনসাস সার্ভে অ্যাণ্ড স্টেটিস্টিক্স, স্টেশনারী অ্যাণ্ড প্রিন্টিং যেহেতু এই দুটোতে কাট মোশান আসেনি, ধরে নিতে পারি এইগুলি সম্পর্কে কারো কোন বক্তব্য নাই। আমিও এর উপর কোন বক্তব্য রাখব না। ডিমাণ্ড নং—২১ ফুড স্টোরেজ অ্যাণ্ড ওয়েরহাউসিং, সিভিল সাপ্লাইস, ক্যাপিটেল আউটলে অনফুড স্টোরেজ অ্যাণ্ড ওয়ের হাউসিং এইটার জন্য বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ৫০ কোটি ৮৯ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। আমাদের এই ডিমাণ্ড কেন? এইটা খুব স্পষ্ট যে খাদ্য দপ্তর ত্রিপুরায় খাদ্য আমদানী করা হয় এফ, সি, আই এর কাছ থেকে। এফ, সি, আই এর কাছ থেকে যে খাদ্য আনা হয় সেটা আমাদের ধর্মনগর, আগরতলা গুদামে পৌঁছে দেয়। সেখান থেকে বিভিন্ন গুদামে পাঠাতে হয়। তার জন্য পরিবহন খরচ আছে, ডিলারসদের কমিশন দিতে হয়। এর জন্য আমরা এই টাকা চেয়েছি। আমরা দেখলাম মাননীয় বিধায়ক রতিমোহন বাবু বলেছেন ফেলিউর টু কনট্রোল টু এলিমিনেট ওয়াস্টফুল অ্যাক্সপেনডিচার অন ফুড গ্রেইনস আর একটা কাট মোশান এনেছেন ফেলিউর টু কনটোল অ্যাণ্ড এলিমিনেট দি ওয়াস্টফুল অ্যাক্স-পেনডিচার অন পারচেইজ অফ অ্যাসেনশিয়েল কমোডিটিস ফর ফার। আমি জানি না তিনি কাট মোশান না বুঝে এনেছেন কিনা। আমি বলেছি স্যার, আমাদের যে খাদ্যের বরাদ্দ আছে সেই বরাদ্দকৃত খাদ্য আমরা এফ, সি, আই এর কাছ থেকে সংগ্রহ করি। অনেক সময় দেখা যায় এফ, সি, আই সময়মত আমাদের বরাদ্দকৃত খাদ্য সরবরাহ করতে পারে না। তার জন্য আমরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে গৌহাটী থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে আনি।

তার জন্য আমরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে গৌহাটী থেকে কারিমগঞ্জ থেকে বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে আনি এবং তার জন্য আমাদের প্রচুর খরচ হয়েছে। আমি আগেও বলেছি আবার বলছি মাননীয় সদস্য রতিবাবু আজকে বলেছেন হাজার হাজার লোক নাকি খাদ্যের অভাবে মারা গেছে। এইটা কি যারা মারা গেছেন তারা ওনার কাছে এসেছিলেন না কি অন্য কোথায়ও গিয়েছিলেন সেটা আগে জানা দরকার তার আগেও আরও মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে হাজার হাজার লোক খাবার অভাবে মারা গেছে। আমিতো বলছি একটা প্রমাণ দিন যে সে খাবার অভাবে মারা গেছে। একটা প্রমাণ দিন যে রেশনের চাউল সরবরাহ করা হয়নি বলে কোন লোক মারা গেছে। আজকে হাউসে একটা প্রশ্ন এনেছেন বিলোনীয়ার রজনী সরকার ত্রিপুরা

নামে একজন লোক রেশনের চাউল না খেতে পেয়ে মারা গেছেন। স্যার, আমরা দায়িত্ব নিয়ে খবর নিয়ে দেখেছি তিনি রেশন কার্ড বাতিল হওয়ার কারণে মারা যান নি, তার কার্ড নাম্বার হল ১৬৪ এবং এই কার্ড নাম্বারে কেউ চাউল নিতে কোন দিন আসেনি। খবরে আর একটু জানা যায় যে এই লোক মাননীয় বিধায়ক দীলিপ চৌধুরীর কোন এক আত্মীয়ের বাগানে কাজ করতেন এবং সেখান থেকে সে রেশন আনতে যেতে পারতেন না। স্যার, মৃত্যু হওয়াটা মানুষের একটা স্বাভাবিক রীতিনীতি, মানুষ নানাভাবে মরতে পারে, কিন্তু কোথায়ও কোন মানুষ মারা গেলেই তাকে যদি এই বিধানসভার মধ্যে টেনে আনেন তো বিপদের কথা স্যার একটা একটা ব্যাপারে এই ব্যাখ্যা হওয়া ঠিক না স্যার, এই সব বলে আমি আর আমার বক্তব্যকে বাড়াতে চাই না। এখানে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে যে কাট মোশানগুলি এনেছেন সেগুলিকে প্রত্যাহার করার জন্য আমি অনুরোধ রাখব এবং আমি বলব এই কাট মোশানগুলিকে বাতিল করা হোক এবং আমাদের যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী এখানে উত্থাপন করা হয়েছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করেছেন তাকে সমর্থন করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মি. স্পীকার – মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৯৫ ৯৬ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে

আমি এখন আলোচিত ১৯৯৫-৯৬ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব সেক্ষেত্রে প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাটাই প্রস্তাবগুলো বা (মোশানস্) ভোটে দেব। তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

এখানে ছাটাই প্রস্তাবগুলো এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক এবং শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়। যেহেতু মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক আজকে অনুপস্থিত তাই উনার আনীত ছাটাই প্রস্তাবগুলো মুভড্ হয়নি বলে ধরে নিচ্ছি এবং সেগুলি বাতিল বলে গণ্য করা হলো।

(On Demands No. s 4, 19. .7, & 29)

মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশানস্) আমি একসঙ্গেই ভোটে দিচ্ছি।

VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS FOR 1995 96

Mr. Speaker :—Now. I am putting all the Cut Motions raised by Shri Rati Mohan Jamatia to Vote The Cut Motions are as follows—

1. On Demand No. 3, Major Head—2070

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1000/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on the Govt.

Guest House & Hostels."

2. On Demand No. 3, Major Head—2052—That the amount of Demand be reduced by Rs. 10,000/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on the use of Helicapter."

3. On Demand No. 12, Major Head-2425- That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/-to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :-

"Disapproval of Govt. policy on Assistance Credit Co-operatives."

4. On Demand No. 12, Major Head-4425- That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/-to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz :-

"Disapproval of the Govt. policy on the investment in multi-purpose Rural Co-operative."

5. On Demand No. 19, Major Head-2225- That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/ to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :-

"Disapproval of policy of the State Govt. in implementing the scheme."

6. On Demand No. 19, Major Head-2225- That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/-to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :-

"Disapproval of the Govt. policy on the T. T. A. A. D. C. in respect of providing grant-in-aid."

7. On Demand No. 19, Major Head-2225- That the amount of the Demand reduced to Re/-1 to represent disapproval of the policy underlying Demand viz :-

"Disapproval of Govt. policy on the Rehabilitation of Surrendered Extremists."

8. On Demand No. 21 Major Head-4408- That the amount of the

Demand be reduced by Rs. 1000/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz .-

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Food grains."

9. On Demand No 21, Major Head 4408 That the amount of the Demand be reduced by Rs, 1000/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & to eliminate the wastcful expenditure on purchase of essentia' commodities for Buffer."

10. On Demand No. 27, Major Head 2401- That the amount of the Demand be reduced by Rs 1000/-to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :-

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on I P R.D."

11. On Demand No. 28, Major Head-2401- That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100-to ventilate the specific grievance that ,-

"Failure to implement the Horti, & Vegitable Corps Scheme in Tribal pockets with proper care for full execution."

ALL THE CUT MOTIONS WERE LOST BY VOICE VOTE

Mr. Speaker :- How I am putting the Demand No 1 to vote The question before the House is the Demand No 'I moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs 1,47,12,000/-(excluding the charges expenditure of Rs. 1.55,000/) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 1 under the following Major Heads :-

2011—Parliament/State/Union Territory Legislature. Rs. 1,47,12,000/-

THE DEMAND IS PASSED BY VOICE VOTE

Mr Speaker :- Now I am putting the Demand No. 3 to vote. The question before the House is the Demand No. 3 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs, 6, 85, 76,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year

ending 31st March, 1996, in respect of Demand No. 3 under the following Major Heads.

2013 —	Council of Ministers.	Rs.	35,14,000/-
2052 —	Secretariat General Services.	Rs.	5,58,27,000/-
2070 —	Other Administrative Services.	Rs	87,38,000/-
3451 —	General Economic Services.	Rs.	4,97,000/-

THE DEMAND IS PASSED BY VOICE VOTE.

Mr Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 4 to vote The question before the House is the Demand No. 4 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 1, 07, 17,000/- be granted to defray the chargee which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March, 1996 in respect of Demand No. 4 under the following Major Heads :—

2015 —Election	Rs.	1,07,17 000/-

THE DEMAND IS PASSED BY VOICE VOTE.

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 5 to vote. the question before the House is the Demand No. 5 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 4, 55,77,000/- Excluding the charges expenditure of Rs 60,02,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March, 1996 in respect of Demand No. 5 under the following Major Heads—

2014—	Administration of Justice.	Rs.	3,6[illegible],76,000/-
2070 —	Other Administrative Services.	Rs.	1,000/-
4070—	Capital Outlay on Administrative Services	Rs.	90,00,000/-

THE DEMAND IS PASSED BY VOICE VOTE.

Mr. Speaker :- Now I am putting the Demand No. 7 to vote The question before the House is the Demand No. 7 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs 27,48,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on

the 31st, March, 1996 in respect of Demand No. 7 under the following Major Heads :—

2070— Other Administrative Services. Rs. 27,48,000/-

THE DEMAND IS PASSED BY VOICE VOTE.

Mr. Speaker :- Now I am putting the Demand No 8 to vote. The question before the House is the Demand No. 8 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 7,25,000/- (Excluding the charges expenditure of Rs. 47,55,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 8 under the following Major Heads :—

2070— Other Administrative Services. Rs. 7,25,000/-

THE DEMAND IS PASSED BY VOICE VOTE

Mr. Speaker :- Now I am putting the Demand No. 18 to vote. The question before the House is the Demand No. 18 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 31,20 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. Mareh, 1996 in respect of Demand No, 18 under the following Major Heads :--

2070—	Other Administrative Services.	Rs.	5,000/-
2235—	Social Security and Welfare.	Rs.	23,55.000/-
2232—	Other Social Services.	Rs.	7,60,000/-

THE DEMAND IS PASSED BY VOICE VOTE.

Mr. Speaker : Now, I am putting the the Demand No. 22 to vote. The question before the House is the Demand No. 22 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 9,11,82,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 22 under the following Major Heads :—

2225—Social Security and Welfare. Rs. 9,11,82,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and PASSED)

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 34 to vote. The question before the House is the Demand No. 34 moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs 20,74,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 34 under the following Major Heads : –

3451—	Secretariat Economic Services.	Rs.	74,00,000/-
4070—	Other Administrative Services.	Rs.	20,00,00.000/-

(The Demand was put to Voice Vote and PASSED)

Mr. Speaker : Now, I am putting the Demand No. 43 to vote, The question before the house is the Demand No. 43 moved by the Hon'ble Chief Minister that minister that a sum not exceeding Rs. 71,88,00,000/- (Excluding the charges expenditure of Rs. 103,27,00,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 43 under the following Major Heads :—

22. 3.

2047—	Other Fiscal Services.	Rs.	35,99,000/-
2070 -	Other Administrative Services	Rs.	35,00,00,000/-
2071—	Pension and Other Retirement Benefits.	Rs.	33,99,00,000/-
2075—	Miscellaneous General Services.	Rs.	3,00,000/-
5464—	Investment in General Financial Trading Institution.	Rs.	1,000/-
7610—	Loans to Government Employees	Rs.	2,50,00,000/-

Mr Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 12 vote. The question before the House is the Demand No. 12 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department that a sum not exceeding Rs. 9,15,27,000/- (Excluding the charges expenditure of Rs. 1,13,67.000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1996 inrespect of

Demand No. 12 under the following Major Heads :-

2425—	Co-operation	Rs	3,90,12,000/-
4425—	Capital outlay on Co-operation	Rs.	3,87,20,000/-
6425—	Loan to Co-operative	Rs.	1,37,95,000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED).

Mr Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 19 to vote. The question before the House is the Demand No. 19 moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 55,62,57,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 19 under the following major Heads :—

2225 –	Welfare of Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes	Rs.	47,83,97,000/-
2236—	Nutrition	Rs.	2,76,60,000/-
3604—	Compensation and Assigment to Local Bodies and Panchayat Raj Institution.	Rs.	5,02,00,000/-

(The Demand was put to Voice vote and passed).

Mr Speaker :- Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs 3,94,93,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 32 under the following Major Heads :—

2225—	Welfare of S. C./S. T and Other Backward Classed.	Rs.	3,22,00,000/-
2406—	Forestry and Wildlife.	Rs.	72,93, 000/–

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 27 to vote. The question before the House the demand No. 27 moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 39,79,17,000/- be granted to defray the charges which will come of payment during the

year ending on the 31st March. 1996 in respect of Demand No. 27 under the following Major Heads :—

2401—Crop Husbandry.	Rs	27,73,17,000/-
2403—Food storage & Warehousing.	Rs.	34,00,000/-
2415—Agricultural Research and Education	Rs.	25,00,000/-
2435—Other Agricultural Programme.	Rs.	41,00,000/-
2552—North Eastern Areas.	Rs.	6,00,000/-
4401—Capital Outlay on Crop Husbandry.	Rs.	11,00,00,000/-

(The demand was put to Voice Vote and Passed).

Mr. Speaker :- Now, I am putting the Demand No. 12 to vote The question before the House is the demand No. 12 moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 9,15 27,CC0 (excluding the charges expenditure of Rs. 1,31,67,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of demand No. 12 under the following Major Heads :—

2425—Co-operation	Rs.	3,90,12,000/-
4425—Capital outlay on Co-operation	Rs.	3,87,20,000/-
6425—Loans to Co-operative Societies.	Rs.	3,37,95,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr Speaker :- Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs 12,71,03,000/- (Excluding the charges expenditure of Rs. 1,70,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 28 under the following Major Heads :—

2401—Crop Husbandry	Rs.	7,66,85,000/-
2402 -Soil and Water Conservation	Rs.	4,39,18,000/-
4401—Capital Out Lay on Crop Husbandry	Rs.	65,00,000/-

(The Demand was put to Voice vote and PASSED).

Mr Speaker :- Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs 16,56,45,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 29 under the following Major Heads :—

2403—Animal Husbandry	Rs.	14,84,45,000/-
2404—Diary Development	Rs.	1,70,50,000/-
2552—Noth Eastern Areas	Rs.	1,50,000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED).

Mr. Speaker :- Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs 2,71,58,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 36 under the following Major Heads :—

2056—Jails	Rs.	2,71,58,000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED)

Mr. Speaker :—Now, the question before the House in the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 1,17,53,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March 1996 in respect of Demand No. 9 under the following Major Heads :—

3454—Census, Survey and Statistics	Rs.	1,17,53,000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED).

Mr Speaker :- Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 50,89,96,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March, 1996 in respect of Demand No. 21 under the following Major Heads :—

2408—Food Storage and Warehousing	Rs.	2,44,50,000/-
3456 –Civil Supplies	Rs.	1,20,46,000/-
4408 -Capital Outlay on Food Storage & Warehousing.	Rs.	47,25,00.000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED).

Mr. Speaker :- Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 2,86,17,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March, 1996 in respect of Demand No. 38 under the following Major Heads :—

2058—Stationary and Printing	Rs.	2,86,17,000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED)

Mr. Speaker :- Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in charge that a sum not exceeding Rs 15,91,91,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 30 under the following Major Heads :—

2402—Soil and Water Conservator	Rs.	1,47,76,000/-
2406—Forestry and Wildlife	Rs.	13,97,15,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs.	5,00,000/-
5465—Investment in General Financial and Trading Institution.	Rs.	42,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED).

Mr. Speaker :- Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 2,30,58,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 33 under the following Major Heads :—

3425— Other Scientific Research	Rs.	90,23,000/-
2501 – Special Programme for Rural Development	Rs.	10,70,000/-

2810—	Non-Conventional Fnergy	Rs.	18,00,000/-
4810—	Capital Outlay on Non-Conventional Energy Programme	Rs.	95,65,000,-
5425—	Capital Outlay on Other Scientific Research	Rs.	16,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED)

Mr Speaker :- Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister - in - charge that a sum not exceeding Rs. 21,39 66,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st Mareh, 1996 in respect of Demand No. 41 under the following Major Heads.

2202—	General Education	Rs.	10,31,36,000/-
2235—	Social Security & Welfare	Rs.	9,91,30,000/-
2236—	Nutrition	Rs.	1,17,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED)

Mr Speaker :- Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 3,20,57,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 42 under the following Major Heads :-

2204—	Sports and Youth Services	Rs.	1,95,67,000/-
2552—	North Eastern Areas	Rs.	8,40,000/-
4202—	Capital Outlay on Education Sports Culture Arts and Culture	Rs.	1,16,50,000,-

(The Demand was put to voice vote and PASSED)

Mr. Speaker :- এই সভা আগামী ২৩শে মার্চ, বৃহস্পতিবার, ১৯৯৫ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল ।

ANNEXURE –"A"

ADMITTED STARRED QUESTION No. 35

NAME OF M L.A SHRI SUDHAN DAS

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state : -

১) রাজ্যে মোট কতজন ডি. ডি. টি. শ্রমিক কর্মচারী আছেন ? তারা বৎসরে কতদিন কাজ পায় ?

২) তাদের ন্যূনতম মজুরী কত ?

৩) এই মজুরী রাজ্য সরকারের ঘোষিত মজুরীর সমান কিনা ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI KESHAB MAJUMDER

১) রাজ্যে মোট ৯৩০ জন ডি ডি. টি. শ্রমিক কর্মচারী নিযুক্ত আছে। তারমধ্যে ১৫ জন দলপতি (মেট) এবং ৯১৫ জন শ্রমিক। তারা বৎসরে ৭৫ দিন করে দুই দফায় মোট ১৫০ দিন কাজ পায়।

২) এতদিন প্রতি দলপতি বা মেট দৈনিক ২২ টাকা এবং প্রতি শ্রমিক দৈনিক ২০ টাকা হারে মজুরী পেত। ১৯৯৫ ইং সনের প্রথম দফা (মার্চ মাস) থেকে প্রতি মেট দৈনিক ২৬.৫০ টাকা এবং প্রতি শ্রমিক দৈনিক ২০.৫০ টাকা হারে মজুরী পাবে।

৩) অর্থ দপ্তরের মেমো নং F 4(16)-Fin (PC) 88 dated 26-4-1984 অনুযায়ী ঘোষিত মজুরীর ব্যাপারে ডি. ডি, টি, শ্রমিক কর্মচারীদের নামে উল্লেখ ছিল না। পরবর্তী কালে ম্যালেরিয়া দপ্তর কতৃক সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে অর্থ দপ্তরের F 10(14 -Fin (G -80 dated 1-11-94 মেমো মূলে ১লা নভেম্বর, ১৯৯৪ইং হইতে এই মজুরী নির্দ্ধারিত হয়।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 38

NAME OF M L.A SHRI SUDHAN DAS.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য, কংই—টি. ইউ. জে. জোট সরকারের আমলে বিলোনীয়া বিভাগের বড় পাথারীতে একটি হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল ?

২) যদি সত্য হয়, এই হাসপাতালের কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে এবং তারজন্য এখন পর্যান্ত কত টাকা ব্যয় হয়েছে ? এবং

৩) যে জায়গাটিতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, সেই জায়গাটির মালিক কে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI KESHAB MAJUMDER

১) ইহা সত্য যে ২২শে মার্চ, ১৯৯২ইং তারিখে বিলোনীয়ার বড়পাথারীতে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল।

২) প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ এখন ও শুরু হয়নি এবং কোন টাকা ও ব্যয় করা হয়নি।

৩) জায়গাটির মালিক -

১) লালমোহন সোম।

২) মনীন্দ্র কুমার চৌধুরী।

৩) সুধীর রঞ্জন চৌধুরী।

৪) পেলুরাম সরকার।

৫) হেমন্ত কুমার সরকার।

ঠিকানা—পুরান রাজবাড়ী, থানা বড়পাথারী, বিলোনীয়া।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 56

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :-

১) ধর্মনগর মহকুমার লক্ষীনগরের Sub centre টিকে সংস্কার করে পি, এইচ, সি, তে উন্নিত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) না থাকিলে তার কারণ কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI KESHAB MAJUMDER.

১) বর্তমানে পরিকল্পনা নেই।

২) ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে নূতন কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র না খোলে আগের প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির মধ্যে যেগুলিতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে সেগুলিতে স্বাস্থ্য সেবাকে একত্রিত করে প্রসারিত করার লক্ষ্যে অধিক পরিমাণ ঔষধ পত্র শয্যাসামগ্রী এবং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরিসেবা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

যেহেতু নূতন ১২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বাড়ী তৈরীর কাজ চলছে সেগুলির কাজ শেষ করতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে বৎসর ভিত্তিক বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে থেকে এগুলিকে চালু করতে হবে।

এই ১২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু করার আগে নূতন কোন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করা সম্ভব নয়।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 57

NAME OF M. L. A SHRI UMESH CHANDRA NATH.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১ ধর্মনগর মহকুমার গঙ্গানগরের Sub-centre টিকে বর্তমান বৎসরে পি, এইচ সি করার সিদ্ধান্ত আছে কি ?

২) যদি সিদ্ধান্ত থাকে তবে কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে ?

ANSWER

MINISTER-IN CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI KESHAB MAJUMDER

১) নেই।

২) প্রশ্ন আসে না।

ASSEMBLY QUESTON

Admitted Question No 7. (STARRED)

Name of the Member : Shri Amal Mallik

Will the Hon'blc Minister-in-charge of the Industries & Commerce be pleased to state.

প্রশ্ন নং (১)

রাজ্য সরকারের কোন শিল্পনীতি আছে কিনা ?

উত্তর নং (১)

রাজ্য সরকারের সুনির্দিষ্ট ঘোষিত শিল্পনীতি আছে।

প্রশ্ন নং (২) থাকিলে তাহা কি ? এবং

উত্তর নং(২) ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা, স্থানীয়ভাবে কাঁচামালের অপ্রতুলতা এবং বিপননে বাস্তব সমস্যাজনিত কারণে স্থানীয় উদ্যোগীদের অসম প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হতে হয়। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার লক্ষ্যে রাজ্যসরকার ১৯৯০ইং সালের ১লা এপ্রিল থেকে বিভিন্ন ভর্তুকীর (Subsidy) মাধ্যমে শিল্প গড়ে তোলার জন্য "Tripura Industries Government Policy and Incentives" নামে শিল্পনীতি ঘোষণা করেছে। এই শিল্পনীতির মেয়াদ ৫ বছরের জন্য, যা ৩১শে মার্চ্চ ১৯৯৫ সালে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।

বর্তমানে প্রচলিত শিল্পনীতিগুলির মধ্যে বিশেষ বিশেষ শর্তগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল :—

ক) প্রকল্প রচনায় ভর্তুকী।

খ) শিল্পের জমি এবং কারখানা গৃহের ভাড়ায় ভর্তুকী।

গ) শিল্পভূমি উন্নয়নে ভর্তুকী।

ঘ) বিদ্যুৎ ব্যবহারে ভর্তুকী।

ঙ) বৈদ্যুতিক জেনারেটার, H. T. Power Line স্থাপন ইত্যাদিতে ভর্তুকী।

চ) ব্যাঙ্ক থেকে শিল্পঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে সুদের উপর ভর্তুকী।

ছ) ষ্ট্যাম্প ডিউটি, শ্রমিকের মজুরী এবং বিক্রয় করে রেহাই জনিত ভর্তুকী।

জ) শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণের সুদের উপর ভর্তুকী ইত্যাদি।

প্রশ্ন নং (৩) যদি না থাকে তাহলে সরকারের কোন নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করার পরিকল্পনা আছে কি না ?

উত্তর নং (৩) যেহেতু সরকারের সুনির্দিষ্ট শিল্পনীতি আছে, তাই বিষয়টি প্রযোজ্য নয়।

Admitted Question No. 160 (STARRED)

Name of the Member : Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce be pleased to state.

প্রশ্ন (১) ইহা কি সত্য রাজ ইন্ট্রারন্যাশনেল জুটমিল চালু করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করেছে ?

উত্তর (১) রাজ্য সরকারের সহিত রাজ ইন্টারন্যাশনেলের কোন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। সুতরাং সরকারের সহিত চুক্তি ভঙ্গের কোন প্রশ্ন উঠেনা। তবে জুটমিল কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি রাজ ইন্টারন্যাশনেল একতরফা ভাবে ভঙ্গ করেছে।

প্রশ্ন (২) যদি সত্য হয় তার কারণ কি ?

উত্তর (২) জুটমিলের সাথে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি রাজ ইন্টারন্যাশনেল একতরফাভাবে ভঙ্গ করেছে এবং এ ব্যাপারে উক্ত সংস্থা আজ পর্যন্ত কোন গ্রহণযোগ্য কারণ দর্শাতে পারে নি।

প্রশ্ন (৩) রাজ ইন্টারন্যাশনেলের বিরুদ্ধে সরকার কোন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন কিনা ?

উত্তর (৩) জুটমিল এবং রাজ ইন্টারনেশনেলের মধ্যে ৪৯টি শর্ত সম্বলিত একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয় ৭ই জুলাই, ১৯৯৪ সালে একতরফাভাবে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইনগত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

Admitted Starred Question : 214

Name of Member : Sri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to State :

Question

১। বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্যের কারাগারগুলি আধুনিকী করণের সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বা করা হয়েছে ?

৩। রাজ্যের কারাগারগুলি আধুনিকী করণের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে কোন আর্থিক অনুদানের জন্য রাজ্য সরকার যোগাযোগ করেছেন কি না ?

Answer

১। হ্যাঁ।

২। বর্তমান আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কারাগারগুলিকে আধুনিকী করণের জন্য নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ক) কেন্দ্রীয় কারাগারে নিরপত্তার জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরে Electronic Alarm, Door Fr Metal Detector, P. B. X —12 point ও Close Circuit T. V. বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া কয়েদীদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি Semi Automatic Handloom কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং কারাবাসীদের স্বাস্থ্যের জন্য (বিজ্ঞান সম্মত ভাবে) প্রত্যেকটি নর্দমার উন্নতি সাধনের প্রকল্পের নেওয়া হয়েছে।

খ) অমরপুর ও কমলপুর মহকুমা কারাগারের দুইটি Prison Ward নবীকরণের পরিকল্পনা ও বর্তমান আর্থিক বৎসরে গ্রহণ করা হয়েছে।

গ) মহিলা কারাবাসীদের প্রশিক্ষনের জন্য মহিলা কারাগারের অভ্যন্তরে একটি Vocational trade শুরু করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

ঘ) ডাক বিলি ও অন্যান্য জরুরী কাজকে তরান্বিত করার জন্য দুই জেলা কারাগারে দুইটি মোটর সাইকেল ও কেন্দ্রীয় কারাগারের জন্য একটি মোটর সাইকেল ক্রয় করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ঙ) উপরি উক্ত সমস্ত প্রকল্পগুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের অনুদানের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে।

Admitted Question No. : 230 (STARRED)

Name of the Member : Shri Makhanlal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce be pleased to state :—

প্রশ্ন (১) রাজ্যে গ্যাস ভিত্তিক সারকারখানা খোলার ব্যাপারে সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে?

উত্তর (১) বে-সরকারী সংস্থাকে দিয়ে রাজ্যে গ্যাস ভিত্তিক সারকারখানা স্থাপনের ব্যাপারে রাজ্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন (১) এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কোন অনুদান দিয়েছে কিনা?

উত্তর (১) এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কোন অনুদান দেয় নি।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 253

NAME OF M.L.A. SHRI MAKHAN LAL CHAKRABORTY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state :—

১) রাজ্যে বর্তমানে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা কত এবং ঐ কেন্দ্রগুলিতে নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা কত?

২) ইহা কি সত্য যে প্রতিটি কেন্দ্রে ২ জন করে কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ কেন্দ্রে ১ জন করে কর্মী নিয়োজিত আছেন?

৩) সত্য হইলে তাহা পূরণ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

৪) ইহাও কি সত্য যে কল্যানপুর গ্রামীন হাসপাতালের অন্তর্গত ইয়াথাবা বাজারের কেন্দ্রটিতে কোন স্বাস্থ্য কর্মী নাই এবং দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে?

৫) সত্য হইলে তাহা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কি?

৬) প্রতি গাঁওসভায় ১টি করে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা কবে পর্যন্ত কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়?

ANSWER

১) ৫৩৬ টি। ঐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা ১০৪৯। তারমধ্যে পুরুষ স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা ৫০১ জন এবং মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা ৫৪৮।

২) কিছু কিছু ক্ষেত্রে ১ জন করে কর্মী নিযুক্ত আছেন।

৩) ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

৪) ইহা সত্য।

৫) উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি খোলার প্রযোজনীয় ব্যবস্থ্যা নেওয়া হয়েছে।

৬) পরিকল্পনা নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 257

NAME OF M.L.A. SHRI AMAL MALLIK.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state :—

১) সদর জেলা হাসপাতাল করার জন্য এই পর্যান্ত কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কত টাকা সাহায্য পাওয়া গেছে ?

ANSWER

১) সদর জেলা হাসপাতাল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোন অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় নি।

Admitted Starred Question No. : 260

Name of M. L. A. Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Appointment & Services Department be pleased to state.

১) তৃতীয় বামফ্রট ক্ষমতাধীন হওয়ার পর ১৯৯৫ ইং ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত মোট কতজনকে অবসর গ্রহনের পর এক্সটেনশন বা অন্য কোন প্রকারে পুনরায় চাকুরীতে নিযুক্ত করা হয়েছে ? (দপ্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

২) সরকারী নীতি অনুসারে একজনকে অবসর গ্রহনের বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর সর্বোচ্চ কতমাস এক্সটেনশান দেওয়া সম্ভব ?

৩) এক্সটেনশান প্রাপ্তদের মধ্যে কতজনকে ঐ সীমার পর পুনরায় এক্সটেনশান দেওয়া হয়েছে এবং তার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-charge of the
Appointment & Services Department Chief Minister.

১নং ২নং এবং ৩নং ৪ প্রশ্নের উত্তর : – তথ্য সংগ্রহাধীনে আছে।

Admitted Starred Question No 263

Name of M.L.A. : Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Appointment & Services Department be pleased to state

১) ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ত্রিশ শতাংশ আসন সংরক্ষন করার কোন পরিকল্পনা সরকারে আছে কিনা ?

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা কার্যাকর করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge of the
Appointment & Services Department Chief Minister.

১ নং প্রশ্নের উত্তর :— মহিলাদের জন্য সরকারী চাকুরীতে ত্রিশ শতাংশ আসন সংরক্ষণে কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নেই।

২ নং প্রশ্নের উত্তর :— প্রশ্ন ওঠে না।

Admitted Starred Question : 265

Name of the Member : Shri Ratan Lal Nath.

Will the Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to State :

প্রশ্ন (১) ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৫ ইং সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কতজন বেকারকে চাকুরীর অফার দেওয়া হয়েছে ?

২) যদি দেওয়া হয়ে থাকে তবে কোন্ কোন্ দপ্তরে কি কি পদে দেওয়া হয়েছে তার হিসাব ?

Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department : Shri Ranjit Debnath.

উত্তর : তথ্য সংগ্রহাধীন।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 309

NAME OF M.L.A. SHRI SUNIL KR. CHOUDHURY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state :—

১) সাব্রুমের মহকুমা হাসপাতালটি তার নতুন ঘরে কবে পর্যান্ত স্থানান্তরিত হবে বলে আশা করা যায় ?

২) এখন পর্যন্ত না হওয়ার কারণ কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI KESHAB MAJUMDER.

---

১) অতিসত্বর নূতন ঘরে স্থানান্তরিত হবে বলে আশা করা যায়।

২) প্রয়োজনীয় ষ্টাফ কোয়ার্টার-এর কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ার জন্য নূতন ঘরে স্থানান্তরিত করা যায় নি।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 310

NAME OF M. L. A. SHRI SUNIL KR. CHOUDHURY,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :-

১) সাব্রুমে ছোটখিল ডিসপেন্সারীতে ডাক্তার posting থাকা সত্বেও ডাক্তার না যাওয়ার কারণ কি ?

২) কবে পর্যান্ত পুনরায় ডাক্তারবাবু যাবেন বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI KESHB MAJUMDER.

---

১) সাব্রুমের ছোটখিল ডিসপেনসারীর ডাক্তার অসুস্থ থাকার দরুন কাজে যেতে পারছেন না।

২) অতিসত্বর ছোটখিল ডিসপেনসারীতে ডাক্তার পাঠানোর প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Admitted Question No. : 312 (STARRED)

Name of the Member : Shri Pabitra Kar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce be pleased to state :—

প্রশ্ন (১) ত্রিপুরায় এখন পর্যান্ত বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহারের জন্য কি পরিমাণ গ্যাস মজুত আছে ?

উত্তর (১)—ত্রিপুরায় এখন পর্যান্ত বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য দৈনিক 1·62 MMSCMD (16 2 লক্ষ কিউবিক মিটার) গ্যাস মজুত আছে।

প্রশ্ন (২)—ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরায় গ্যাস ভিত্তিক শিল্প স্থাপন করার জন্য বিভিঃ প্রতিষ্ঠান আবেদন করেছিল ?

উত্তর (২) হাঁা ; বে সরকারী উদ্যোগে গ্যাসভিত্তিক শিল্প স্থাপনে কিছু কিছু সংস্থা আবেদন করেছিল ।

প্রশ্ন (৩) সত্য হলে কবে এবং কারা আবেদন করেছিল ? এবং

উত্তর (৩) (ক) M/s. RPG Industries, Calcutta, Ammonia/Urea সার প্রকল্প স্থাপনের জন্য 28.11.91 তারিখে শিল্প মন্ত্রকের নিকট IEM (Industrial Entrepreneurs Memorandum) দরখাস্ত দেয় ।

খ) M/s, KRIPCO (Krishak Bharati Co-operative Ltd). New Delhi গত 16.7.92 তারিখে কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রকের Department of Industrial Development এর কাছে Ammoni a/Urea সার প্রকল্পের জন্য IEM দরখাস্ত দেয় ।

(গ) M/s. Oswal Agro Mills Ltd. ১৯৯৩ইং সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যে Ammonia/Urea সার প্রকল্প ও Methanol প্রকল্প স্থাপনের জন্য গ্যাস বরাদ্দ চেয়ে M/s GAIL এবং তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের কাছে আবেদন করে ।

প্রশ্ন (৪) এতদিন পর্য্যন্ত এই শিল্পগুলো স্থাপন না করার কারণ কি ?

উত্তর (৪) উপরিবর্ণিত তিনটি প্রকল্প এতদিন পর্য্যন্ত স্থাপিত হয়নি । কারণ, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক থেকে এখনো পর্য্যন্ত তাহারা কোন গ্যাসের বরাদ্দ এবং ভর্তুকীমূল্যে গ্যাস পায়নি ।

Admitted Question No. : 314 (STARRED)

Name of the Members : Shri Pabitra Kar.
Shri Madhab Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce be pleased to state :—

Question

১। PMRY Scheme চালু হবার পর আমাদের রাজ্যে এখন পর্যন্ত কত বেকার যুবক যুবতী ঋন পাওয়ার জন্য বিবেচিত হয়েছেন ?

২। এখন পর্যন্ত ঋন নিয়ে কতজন শিল্প গড়ে তুলেছেন ?

৩। S. E. P. Scheme কতজনকে ঋণ পাওয়ার জন্য বিবেচিত হয়েছিল ।

৪। এখন পর্য্যন্ত কতজনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর : ১। ১৯৯৩-৯৪ ইং সনে প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা (PMRY) প্রকল্পটি চালু হয়। এখন পর্য্যন্ত ১২৮০ জন যুবক যুবতীকে এই ঋণ প্রদানের জন্য সুপারিশ করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে পাঠনো হয় ।

২) এখন পর্য্যন্ত (২৮ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ ইং) মোট ৯৩জন যুবক যুবতী ঐ ঋণের মাধ্যমে তাদের প্রকল্প গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।

৩) SEP State Scheme এ ১৯৮৩-৮৪ আর্থিক বছর থেকে মোট ১২,৪৮০ জন উদ্যোগী ঋণ পাওয়ার জন্য Task Force কর্তৃক বিবেচিত হয়েছিল। এদের প্রকল্পগুলি যথা-যথভাবে বানিজ্যিক ও ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্কে ঋণ প্রদানের জন্য সুপারিশ করে পাঠানো হল।

৪) ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ ইং পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে মোট ৪,৭৫৭ জন যুবক যুবতীকে এই ঋণ মঞ্জুর তথা বিলি করা হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 326

NAME OF M. L. A. SHRI ARUN BHOWMIK.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state -

১। জি, বি, হাসপাতাল ও আই জি এম, হাসপাতালকে আধুনিকিকরণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI KESHAB MAJUMDER.

১) আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 328

NAME OF M L.A. SHRI ARUN BHOWMIK.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family welfare Department be pleased to state :

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরায় পিয়ারলেস কোম্পানি একটি আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন করার প্রস্তাব দিয়াছে ?

২) যদি সত্য হয় তবে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI KESHAB MAJUMDER.

১) বিষয়টি দপ্তরের জ্ঞাত নয়।

২) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No : 331

Name of the Member : Shri Arun Bhowmik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce be pleased to State :

প্রশ্ন (১) ত্রিপুরা রাজ্যে রাবার ও গ্যাসভিত্তিক বৃহৎ বা মাঝারী কোন শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর (১) রাজ্যে গ্যাসভিত্তিক বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে। রাবার ভিত্তিক বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প গড়ে তোলার কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমান বছরেও নেই।

প্রশ্ন (২) রাবার ও গ্যাসভিত্তিক কি কি শিল্প বর্তমানে ত্রিপুরায় আছে এবং

উত্তর (২) (ক) বর্তমানে M/S TNGCL (Tripura National Gas Company Ltd) নামীয় M/S. TIDCL ও M/S. AGCL এর একটি যৌথ সংস্থা রাজ্যে বাড়ীবাড়ী গ্যাস সরবরাহ এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহের জন্য কিছু কাজ করছেন। এখন পর্যন্ত 450 জনকে বাড়ীবাড়ী গ্যাসের লাইন দেওয়া হয়েছে। এতে দৈনিক 700 কিউবিক মিটার গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে।

(খ) এছাড়া রাজ্যে ছোট আকারে কিছু রাবার শিল্প গড়ে উঠেছে। যথা :— সাইকেল ও রিক্সার টায়ার ও টিউব উৎপাদন, গাড়ীর চাকা রিট্রেডিং এর জন্য ব্যবহৃত ট্রেড রাবার উৎপাদন কারখানা, রাবার লেটেক্স থেকে তৈরী স্মোক্ সীট ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৩) ভবিষ্যতে কি কি শিল্পে উদ্যোগ নেওয়ার সম্ভাবনা আছে ?

উত্তর (৩) ভবিষ্যতে গ্যাসভিত্তিক শিল্প যথা :— Ammonia/Urea সার, Methanol ইত্যাদি প্রকল্প রাজ্যে স্থাপনের সম্ভাবনা আছে। এতদ্ব্যতীত চা-শিল্প, ফুড, প্রসেসিং ইত্যাদি প্রকল্প স্থাপনের সম্ভাবনাও আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 343

Name of Member : Shri Sunil Kumar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce be pleased to state :—

প্রশ্ন (১) জোট সরকারের আমলে জুটমিলে কোন শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল কি ?

উত্তর (১)—জোট সরকারের আমলে জুটমিলে শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল।

প্রশ্ন (২)—কতজন শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল ?

উত্তর (২)—জোট সরকারের আমলে ত্রিপুরা জুটমিলে সর্বমোট ১০৭ জন শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল ;

প্রশ্ন (৩) —নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন ছিল কিনা ? এবং

প্রশ্ন (৪) —যদি অর্থ দপ্তরের অনুমোদন না থাকে তবে বে-আইনী নিয়োগের জন্য নিয়োগ কর্তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর (৩)—জুটমিলে নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থদপ্তরের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না।

উত্তর (8)—প্রশ্ন উঠে না।

Admitt d Starred Question No. 365

Name of M. L. A. Shri MADHAB CHANDRA SAHA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১) রাজ্যে কয়টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে ?
২) তারমধ্যে চালু কতটি এবং বন্ধ কতটি ?
৩) কতটিতে ডাক্তার আছে কতটিতে নেই ?
৪) যেগুলিতে ডাক্তার নেই সেগুলিতে ডাক্তার দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI KESHAB MAJUMDER.

---

১) রাজ্যে মোট ৩২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে।
২) সবকয়টি চালু আছে ।
৩) ৬০টিতে ডাক্তার আছে। ২টিতে ডাক্তার নেই ।
৪) পরিকল্পনা আছে ।

Admitted Starred Question No. 400.

Asked by Shri Khagendra Jamatia, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১) সারা রাজ্যে কয়টি ন্যায্য মূল্যের দোকান আছে ?

২) ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলি হইতে নিয়মিত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হয় কিনা ? এবং

৩) যদি না করা হয় তবে তার বিরুদ্ধে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWERS

To be replied by : DR. Braja Gopal Roy.

Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department

Date of Reply :—22/2/95.

১) ১৩০৮ টি।

২) ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলি থেকে নিয়মিত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

৩) প্রশ্ন ওঠেনা।

Assembly Question

Admitted Question No. 408 (starred)

Name of the Member : Shri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce be pleased to state

প্রশ্ন (১) শিল্প দপ্তর হইতে গুচ্ছ গ্রাম পরিকল্পনায় চা বাগান করার জন্য সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা ? এবং

প্রশ্ন (২) যদি থাকে তবে কখন থেকে তা কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর (১) গুচ্ছ পরিকল্পনায় চা-বাগান গড়ে তোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে। ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম (TTDC) ত্রিপুরা সরকারের একটি সংস্থার মাধ্যমে এবং শিল্প দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় এই প্রকল্প রূপায়ন করা হয়ে থাকে।

উত্তর (২) ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে গুচ্ছ গ্রাম পরিকল্পনা তথা এলাকা ভিত্তিক নিবিড় চা চাষের জন্য কমলপুর এবং বিশালগড় এলাকাকে চিহ্নিত করা যায়। ঐ সব ক্ষুদ্র চা চাষীদের চা চাষের উপযোগী সামগ্রী, ঔষধপত্র সার ও উন্নতমানের চারা ইত্যাদি দিয়ে সহায়তা করা হয়েছে।

Assembly Admitted Starred Question No. 409

Asked by Shri Khagendra Jamatia, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

QUESTION

১) ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য দপ্তরের অধিনে যে সমস্ত গুদাম আছে তাহার মধ্যে কয়টি ভাড়া করা এবং কয়টি নিজস্ব ?

২) তারমধ্যে কয়টি গুদাম ব্যবহৃত হচ্ছে ? এবং কয়টি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে ?

৩) গণ্ডাছড়া মহকুমাধীন গঙ্গানগরে সরকারী গুদাম আছে কিনা ?

ANSWERS

To be replied by Dr. Braja Gopal Roy,
Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.
Date of Reply :—22.3.95.

১) ১০টি ভাড়া করা এবং ৮০টি খাদ্য দপ্তরের নিজস্ব গুদাম আছে।

২) এর মধ্যে ৮৯টি ব্যবহৃত হচ্ছে। (৭৯টি নিজস্ব ও ১০টি ভাড়া করা) এবং ১টি অব্যবহৃত অবস্থায় আছে।

৩) হ্যাঁ আছে।

Admitted Starred Question No. 417

Name of M. L. A. Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in–charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state .—

১। ইহা কি সত্য আনন্দবাজার ও দামছড়া প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে প্রতিবৎসর রোগীদের খাওয়ার জন্য অর্থ মঞ্জুর হইয়া থাকে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI KESHAB MAJUMDER.

১) সরাসরি কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নামে পথ্য বাবদ অর্থ বরাদ্দ করা হয় না।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 419

Name of the Member : 1) Shri Amitabha Datta.
2) Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Minister-in-charge of the Manpower Employment Department be pleased to state : -

প্রশ্ন (১) রাজ্যে ১৯৯৫ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত রেজষ্ট্রীকৃত বেকারের সংখ্যা কত এবং এর মধ্যে বয়সোত্তীর্ণ বেকারের সংখ্যা কত ?

২) সুষ্ঠ নিয়োগনীতি প্রনয়ন করে জব ফর্ম পূরণের মাধ্যমে কবে থেকে নিয়োগ শুরু হবে।

Minister-in-Charge of the Manpower and
Employment Department : Sri Ranjit Debnath.

উত্তর (১) রাজ্যে ১৯৯১ইং সনের ৩ শে জানুয়ারী পর্যন্ত রেজিস্ট্রীকৃত বেকারের সংখ্যা হল ২,২৪,৭৮৩ জন এবং এর মধ্যে বয়সোত্তীর্ণ বেকারের সংখ্যা হল ২৪,৩৯৯ জন।

২) সরকার অতি সত্বর সুষ্ঠ নিয়োগনীতি প্রনয়ন করে জব ফর্ম পূরণের মাধ্যমে নিয়োগ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No 424

Tabled by Shri Dilip Kumar Chowdhury, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state -

QUESTION

১) ইহা কি সত্য যে, বিলোনীয়া মহকুমার ঝরঝরী গ্রামের রজনী সর্দার ত্রিপুরা নামে ৯০ বৎসরের বৃদ্ধকে রেশন কার্ড থাকা সত্বেও ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে রেশন দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ার ফলে গত ১৮/১১/৯৪ইং তারিখে মারা যায়?

২) ইহা ও কি সত্য যে উক্ত স্বর্গীয় রজনী সর্দারের বিধবা পত্নী শ্রীমতী হামশীশ্রী ত্রিপুরা (বয়স ৭৫) এখনও রেশন না পাওয়ায় অর্ধাহারে অনাহারে মৃত প্রায় অবস্থায় দিন যাপন করছে?

৩) যদি সত্য হয়, তাহলে এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?

Answer

To be replied by Shri Braja Gopal Roy. Minister in Charge of Food & Civil Supplies Department.

Date of reply 22nd March, '95.

১) সত্য নহে।

২) সরকারের কাছে এখন কোন তথ্য নেই।

৩) প্রশ্নই ওঠে না।

ASSEMBLY QUESTION

Admitted Question No. 430 (STARRED)

Name of the Member :- Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries & Commerce be pleased to state :—

প্রশ্ন ১) জোট সরকারের আমলে খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে স্বজন পোষণ অথবা দুর্নীতির অভিযোগ আছে কিনা?

উত্তর ১) জোট সরকারের আমলে খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে স্বজনপোষনের অভিযোগ সরকারের গোচরে আসে। তিনি প্রচলিত নিয়ম বহির্ভূতভাবে এবং মঞ্জুরীকৃত পদ (Sanctioned Post) না থাকা সত্বে ও ১৫ জন তৃতীয় শ্রেণীর এবং ৪৮ জন চতুর্থশ্রেণী ও কন্টিনজেন্ট কর্মচারী নিয়োগ করেছেন। এই নিযুক্তিতে কোন সরকারী অনুমোদন ছিল না। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

প্রশ্ন ২) যদি থাকে তবে তাহার তথ্য ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর ২) এখানে উল্লেখ থাকে যে, জোট সরকারের সময়ে খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান ২৭,৪৩৩ টাকার জিনিষপত্র বোড অফিস থেকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে গেছেন যা তিনি এখন ও ফেরৎ দেননি। এছাড়া বোর্ডের ক্যাশ থেকে ৪৪,৩১০ টাকা বিভিন্ন সময়ে অগ্রিম (Advance) হিসাবে তিনি নিয়েছেন, এবং ঐ টাকার হিসাব তিনি এখনও দেননি এবং টাকাও ফেরৎ দেননি।

Admitted Starred Question No. : 438

NAME OF THE M.L.A :- SH. I ASHOK DEBBARMA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :

১) ইহা কি সত্য চড়িলাম বাজারের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি এখন অচল অবস্থায় আছে ?

২) ঐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কি কোন এম বি বি এস ডাক্তার নিযুক্ত আছে ?

৩) সরকারী নিয়মে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি খোলার এবং বন্ধের সময় কতটা হইতে কতটা পর্যন্ত নির্দ্ধারিত ?

৪) ইহা কি সত্য যে ক্লাক্রমালা গ্রামীন হাসপাতাল নির্মাণ কাজটি এখন ও পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে ?

৫) যদি সত্য হয় তবে উক্ত হাসপাতালে নির্মাণ কাজ পুনরায় আরম্ভ করার ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI KESHAB MAJUMDER

---

১) ইহা সত্য নয়। চড়িলাম উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি চালু আছে।

২) হ্যাঁ, একজন এম. বি. বি এস. ডাক্তার নিযুক্ত আছে।

৩) সকাল ৮টা হইতে দুপুর ২টা পর্য্যন্ত।

৪) নির্মাণ কাজ পরিত্যক্ত নয়. সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ আছে।

৫) পূর্ত্ত দপ্তর থেকে অসম্পূর্ণ কাজের এষ্টিমেট না পাওয়া পর্যন্ত কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

ANNEXURE—' B"

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No. 34

Name of M L.A : SHRI RATI MOHAN JAMATIA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১) সারা রাজ্যে মোট কয়টি হাসপাতাল, কয়টি গ্রামীণ হাসপাতাল, কয়টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (P. H. C.) ও কয়টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে এবং কোথায় কোথায় ?

২) বর্তমান আর্থিক বছরে কয়টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কয়টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কয়টি গ্রামীন হাসপাতাল স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে এবং কোথায় কোথায় ?

৩) বাগমা দাতব্য চিকিৎসালয়টিকে গ্রামীন হাসপাতালে উন্নতি করার পরিকল্পনা আছে কি, না থাকিলে তার কারণ ?

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI KESHAB MAJUMDER.

১) রাজ্যে মোট ৫৩৬টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৬২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১০টি গ্রামীন হাসপাতাল ৮টি মহকুমা হাসপাতাল ২টি জেলা হাসপাতাল এবং ৪টি রাজ্য হাসপাতাল রয়েছে। নামের তালিকা সঙ্গে দেওয়া হল।

২) বর্তমানে ১২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ চলছে। তারমধ্যে বোরাখা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র চলতি মাসের ২৫ তারিখ খোলা হবে এবং ৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (শিকারিবাড়ী, ৮২ মাইল, কালাছড়া) অতিসত্বর খোলার সম্ভাবনা আছে। বাকী ৮টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র হল—ব্রজেন্দ্রনগর, বুংনাং, উপ্তাখালি, গোলাঘাটি, বামুটিয়া, মাছমারা, চেলাগাং এবং আমবাসা। নুতন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিষেধ বলবৎ আছে। ২টি গ্রামীন হাসপাতালের কাজ চলছে যথা—মনু (উত্তর) ও মনুবাজার।

৩) পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু আর্থিক সংগতির অভাবে ৮ম পরিকল্পনাতে কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হবেনা।

POSITION OF STATE HOSPITAL, DISTRICT HOSPITALS & SUB-DIVISIONAL HOSPITALS

Name of Sub-Division	State Hospital	District Hospital	Sub-Divisional Hospital
Sadar	G. B. Hospital I. G. M. Hospital Cancer Hospital Dr. B. R. Ahmedkar Memorial Hospital	—	—
Sonamura	— —	— —	Melaghar Hospital
Khowai	— —	— —	Khowai Hospital
Udaipur	— —	Tripur Sundari Hospital	— —
Amarpur	— —	— —	Amarpur Hospital
Belonia	— —	— —	Belonia Hospital
Sabroom	— —	— —	Sabroom Hospital
Gandacharra	— —	— —	Gandacharra Hospital
Kamalpur	— —	— —	Kamalpur Hospital
Dharmanagar	— —	— —	Dharmanagar Hospital
Kailasahar	— —	Rajiv Gandhi Memorial Hospital	— —

Contd. P/2

POSITION OF RURAL HOSPITALS, PRIMARY HEALTH CENTRES AND SUB-CENTRES

Name of Block	Rural Hosp.	P H.C.	Sub-Centre
Agartala Municipality area.			1) Abhoynagar
			2) Jagaharimura
			3) Dhaleswar
			4) Bhati-abhoynagar
			5) Golchakkar
			6) Unnayan Sangha
Jirania	Jirania		1) Jirania
			2) Mandai
			3) Ranirbazar
			4) Old Agartala
			5) Sachindranagar Co ony
			6) Guiupada Colony
			7) R. K. Nagar
			8) Champaknagar
			9) Purba Noagaon
			10) Brajanagar
			11) Kobrakhamar
			12) Kashipur
			13) Rajchantaipara
			14) Bhrigudasbari
			15) Borakha
			16) Mekhlipara (Belmura)
			17) Golakthakurpara
			18) Dasharambari
			19) Patnipara
			20) Ashigahr
			21) Madhabbari
			22) Uttar Joynagar
			23) West Noabadi
			24) Bridhanagar

contd. P/3

Name of Block	Rural Hosp.	P.H.C.	Sub-centre
			25) Belbari
			26) Paschim Barjala
			27) Joynagar
			28) Durganagar
			29) Purba Debendranagar
			30) Champabari
			31) Jiraniakhola
			32) Radhapur
			33) Dinakobra
			34) Wakhinagar
Mohanpur		Mohanpur	1) Mohanpur
		Narsingarh	2) Narsingarh
		Katlamara	3) Katlamara
		Chachubazar	4) Chachubazar
			5) Airport
			6) Ishanpur
			7) Gandhigram
			8) Durjoynagar
			9) Simnacherra
			10) Nripendranagar
			11) Laxmipara
			12) Tamakari
			13) Lefunga
			14) Hezamara
			15) Barakathal
Mohanpur (Contd.)			16) Gamchakobra
			17) Gopalnagar
			18) LaxmiLunga
			19) Abhicharanbazar
			20) Mantala
			21) North Debendranagar (Tulabagan)

Contd. P/4

Name of Block	Rural Hosp	P. H. C.	Sub-Centre
			22) Bamutia
			23) Shankhola
			24) Sanmura
			25) S C. Para
			26) Surmalunga
			27) Balurban
			28) Nandannagar
			29) Taranagar
			30) Noagaon (Tairajbari)
			31) East Simna
			32) Maityabari
			33) Bijoynagar
			34) Kalagachia
			35) Fatikcherra
			36) Ichamura
			37) Rangacherra
			38) Damdamia
			39) Indira Bikash Colony
			40) South Rangutia.
			41) Dugangi
			42) Kambukcherra
			43) Nepalibasti
Bishalgarh	Bishalgarh	Anandanagar	1) Bishalgarh
	Takarjala	Madhupur	2) Takarjala
		Bishramganj	3) Anandanagar
			4) Madhupur
			5) Bishramganj
			6) South Nehal Chandra Nagar.
			7) Champamura
			8) Charilam
			9) Ishanchandranagar
			10) Jogendranagar

Contd. P/5

Name of Block	Rural Hosp	P. H.C.	Sub-centre
Bishalgarh (Contd)			
			11) Madhuban
			12) Gakulnagar
			13) Arundhutinagar
			14) Amtali
			15) Schoolpara
			16) Jampuijala
			17) Debipur
			18) Golaghati
			19) Konaban
			20) Jarulbachai
			21) Purba Laxmibill
			22) Durganagar
			23) Nabinagar
			24) Purathal Rajnagar
			25) Nabasantiganj
			26) Warangbari
			27) Kanchanmala
			28) Sipahijala
			29) Pandabpur
			30) Pratapgarh
			31) Gabordi
			32) Surjyamaninagar
			33) Hermabari
			34) Lalsinghmura
			35) Amarendranagar
			36) Nagicherra
			37) Chandranagar
			38) Kendraicherra
			39) Sankumabari
			40) Aralia
			41) Gajaria
			42) Badharghat

Contd. P/6

Name of Block	Rural Hosp	P, H.C.	Sub-centre
Bishalgarh (Contd)			
			43) Bridhirbazar
			44) Madhya Ghaniamara
			45) Bikramnagar
			46) RajLaxminagar
			47) Charipara
			48) Srinagar
			49 Pekuarjala
			50) Ratanpur
			51) Padmanagar
			52) Latiacherra
			53) Swarnamoyee
			54) Kayadhepa
			55) Jangalia
			56) Ghaniamara
			57) Promodenagar
			58) South Charilam
			59) Gopinagar
			60) Bangshibari
			61) Ujan Ghaniamara
Melagarh	Sonamura	Boxanagar	1) Sonamura
		Kathalia	2) Boxanagar
		Matinagar	3) Kathalia
		Kamalnagar	4) Matinagar
			5) Kamalnagar
			6) Dhanpur
			7) Microsapara
			8) Taksapara
			9) Taibandal
			10) Veluarchar
			11) Bhavanipur
			12) Nidaya
			13) Durlavnarayan

Contd. P/7

Name of Block	Rural Hosp	P. H. C.	Sub-Centre
Melagarh (Contd.)			
			14) Manaipathar
			15) Urmai
			16) Mohanbhog
			17) Nalchar
			18) Bashpukur
			19) Kalikrishnanagar
			20) Kalamcherra
			21) Anandanagar
			22) Telkajla
			23) Thalibari
			24) Bardwal
			25) Rudijala
			26) Bagabasa
			27) Laxmandhepa
			28) Kemtali
			29) Rahimpur
			30) Putia
			31) Kathalia
			32) Rabindranagar
			33) Begimara
			34) Paharpur
			35) Nirvoypur
			36) Sonapur
			37) Kulubari
Khowai		Baijalbari	1) Baijalbari
		Rajnagar(PH-I)	2) Rajnagar
			3) Asharambari
			4) Gandabasti
			5) Ramchandraghat
			6) Behalabari
			7) Champahowar
			8) Ratanpur

Contd P/8

Name of Block	Rural Hosp.	P H.C.	Sub-Centre
			9) West Laxmicherra
			10) Gopalnagar
			11) Dhalabil
			12) Bagabil
			13) Chebri
			14) West Singicherra
			15) Maidanbari
			16) Bhati Maidan
			17) Purba Ramchandraghat
			18) Gournagar
			19) Esat Ganki
			20) Sonatala
			21) East Singicherra
			22) Gayamanibari
			23) Belcherra
			24) Banbazar
			25) Durgabari (Santinagar)
			26) Maraicherra
			27) Samatal Padmabill
			28) Paharmura
			29) Jambura
			30) South Padmabil
			31) East Chebri
			32) West Ganki
			33) North Padmabil
Teliamura	Teliamura	Mungiabar	1) Teliamura
	Kalyanpur		2) Kalyanpur
			3) Mungiabari
			4) Krishnapur
			5) Belucherra
			6) Uttar Maharani
			7) Ampura

Contd. P/9

Name of Block	Rural Hosp.	P.H.C	Sub-centre
Telia mura (Contd.)			
			8) Howaibari
			9) Gilatali
			10) Gourangatilla
			11) Durgapur
			12) Rankhalbazar
			13) Manik Debbarma Para
			14) Maidanbazar
			15) Madhya Bramacherra
			16) [illegible]
			17) Lembucherra
			18) Tuichindrai
			19) Trishabari
			20) Kamalnagar
			21) Laxmipur
			22) Gakulnagar
			23) West Kalyanpur
			24) East Kalyanpur
			25) West Kunjaban
			26) Dwarikapur
			27) Hadrai
			28) Karoilong
			29) Khasiamangal
			30) 43 Miles
Salema		Kulai	1 Kulai
		Maracherra	2) Maracherra
		Nakashipara	3) Nakashipara
		Kulaihower(PH-I)	4) Kulaihower
		Ambassa (PH-I)	5) Ambassa
			6) Manikbhander
			7) Salema Colony
			8) Halahali
			9) Chankup

Contd P/10

Name of Block	Rural Hosp.	P. H. C.	Sub-Centre
			10) Sanbirbazar
			11) Balaram
			12) Satrai
			13) Joyantibazar
			14) West Amtali
			15) Harincherra
			16) Sikaribari
			17) Srirampur
			18) Kuchianala
			19) Kalachari
			20) Jagannathpur
			21) Avanga
			22) Kamalacherra
			23) Purba Nalicherra
			24) Machuria
			25) Katalutma
			26) Tetuiya
			27) Bamancherra
			28) Halhuli
			29) Noagaon
			30) Lambhcherra
			31) Debicherra
Kumarghat	Kumarghat	Kanchanbari	1) Kumarghat
		Fatikroy	2) Kanchanbari
		Irani	3) Fatikroy
			4) Irani
			5) Howerbazar
			6) Bhadrapalli
			7) Rangauti
			8) Chinibagan
			9) Jagannathpur
			10) Rajkandhi
			11) Jolaibazar

Contd. P/11

Name of Block	Rural Hosp	P. H.C.	Sub-centre
Kumarghat (Contd.)			
			12) Baburbazar
			13) Ishabpur
			14 Srinathpur
			15) Halaicherra
			16) Manuvelly
			17) Srirampur
			18) Gournagar
			19) Jarultali
			20) Krishnanagar
			21) Fatikcherra
			22) Laljuri
			23) East Ratacherra
			24) Betcherra
			25) Sonaimuri
			26) Deovelly
			27) West Ratacherra
			28) Samrurpar
			29) Demdum
			30) Saidabari
			31) Muraibari
			32) Gakulnagar
			33) Bhagyapur
			34) Chantail
			35) Bhagabannagar
			36) Darchui
			37) Masauli
			38) Laxmipur
Chawmanu		Chawmanu	1) Chawmanu
		Manu(North)	2) Manu (North)
		Chailengta	3) Chailengta
			4) Masli
			5) Dhumacherra

Contd. P/12

Name of Block	Rural Hosp.	P.H.C.	Sub-centre
Chawmanu (Contd.)			
			6) Manikpur
			7) Thalcherra
			8) Lalcherra
			9) Karaticherra
			10) Nepaltilla
			11) Durgacherra
			12) Sindhukumarpara
			13) Karamcherra
			14) 82 Miles
			15) Ghagracherra
			16) Chichingcherra
			17) Mainama
			18) Nalkata
			19) Jamircherra
Panisagar		Tilthai	1) Tilthai
		Panisagar	2) Panisagar
		Kadamtala	3) Kadamtala
			4) Sanicherra
			5) Jalebassa
			6) Brajendranagar
			7) Kalikapur
			8) Churaibari
			9) Uptakhali
			10) Ganganagar
			11) Satsangam
			12) Laxminagar
			13) Bungnung
			14) Krishnapur
			15) North Padmabil
			16) Bakbaki
			17) Barukandi
			18) Urangbasti
			19) Ichailalcherra
			20) Hurua (South)

Name of Block	Rural Hosp.	P H.C.	Sub-Centre
			21) Rajnagar
			22) West Radhapur
			23) Mangalkhali
			24) Saraspur
			25) Kurti
			26) West Tilthai
			27) Raghna
			28) Tangibari
			29) Balidum
			30) Deocherra
			31) Rowa
			32) Pekacherra
			33) Jaithung
			34) Ramnagar
			35) Haflong
			36) North Hurua
			37) Juri R. F.
Kanchanpur	Kan hanpur	Petharthal	1) Kanchanpur
		Jampui	2) Petharthal
		Anandaba/ar	3) Jampui
		Damcherra	4) Anandabazar
			5) Damcherra
			6) Dasda
			7) Machmara
			8) Satnala
			9) Sermun
			10) Krishnatilla
			11) Laljuri
			12) Kh dacherra
			13) Hmangchuang
			14) Sabual
			15) Bhati Masmara
			16) Nabincherra
			17) Th ncharaipara
			18) Bh ndarima

Name of Block	Rural Hosp	P. H.C.	Sub-centre
Kanchanpur (Contd.)			19) Kamarmara
			20) Bahadurpara
			21) North Dhanicherra
			22) Lungthirak
			23) Ujan Masmara
			24) South Dasda
			25) Kalapani
			26) Tlansung
			27) Rahumcherra
			28) Santipur
			29) Kangrai Re-group Colony
			30) Tuisama
			31) Bellianchip
Matabari		Maharani	1 Maharani
		Kakraban	2) Kakraban
		Garjee	3) Garjee
		Atharabhola	4) Atharabolla
		Killa	5) Killa
			6) Chandnapur
			7) Salgarah
			8) Mirja
			9) Bagma
			10) Tepania
			11) Palatana
			12) Tulamura
			13) Gangacherra
			14) Baisabari
			15) Samukcherra
			16) Amtali
			17) Dataram
			18) Pawramura
			19) Pitra
			20) Kupilong
			21) Jamjuri

Name of Block	Rural Hosp	P. H. C.	Sub-Centre
Matabari (Contd.)			22) Laxmipati
			23) Dhuptali
			24) Kalamkaibari
			25) Khilpara
			26) Dhajanagar
			27) Matabari
			28) South Maharani
			29) Thelakum
			30) Murapara
			31) Shilghati
			32) Garjanmura
			33) Dudpuskarini
			34) Holakhet
			35) Hachupara
			36) Kalabon
			37) Bagabassa
			38) Sarabhaya
			39) Riabari
Rajnagar		Hrishyamukh	1) Hrishyamukh
		Niharnagar	2) Niharnagar
		Barpathari	3) Barpathari
			4) Matai
			5) Nalua
			6) Radhanagar
			7) Dimatali
			8) Chotakhola
			9) Gourangabazar
			10) Jasgmura
			11) Kalabaria
			12) South Sonaichari
			13) Uttar B. C. Nagar
			14) Ishanchandranagar
			15) Sar hima
			16) Joy igar
			17) Kri nanagar

Name of Block	Rural Hosp.	P.H.C.	Sub-centre
Rajnagar (Contd.)			18) R jnagar
			19) Siddinagar
			20) Rangamura
			21) Debipur
Bagafa		Santirbazar	1) Santirbazar
		Jolaibari	2) Jolaibari
		Muhuripur	3) Muhuripur
		Kalashi	4) Kalashi
			5) Kathaliacherra
			6) Khowaifung
			7) Birchandramanu
			8) Ramraibari
			9) Debdaru
			10) West Charakbai
			11) Rajapur
			12) Laxmicherra
			13) Chaigharia
			14) Paikhola
			15) Radhakishoreganj
			16) South Takmacherra
			17) Abhangacherra
			18) Kanchannagar
			19) Patichari
			20) Subhash Colony
			21) East Bagafa
			22) East Charakbai
			23) Ratanpur
			24) Gardhang
			25) Muhuripur R. F.
			26) West Pilak
			27) Debipur
			28) Manirampur
			29) West Jolaibari
			30) Gardhang PGP Colony

Name of Block	Rural Hosp	P. H.C.	Sub-centre
Bagafa (Contd.)			31) Pitraipara
			32) Tairuma
Satchand		Silachari	1) Silachari
		Manubazar	2) Manubazar
		Srinagar	3) Srinagar
		Manubankul	4) Manubankul
		Kalacherra(PH-I)	5) Kalacherra
			6) Harina
			7) Chotakhil
			8) Ghorakappa
			9) Satchand
			10) Sonaichari
			11) Manughat
			12) Ludhua
			13) Baishnabpur
			14) Samarendraganj
			15) Ailmara
			16) Bishnupur
			17) Sindupathar
			18) Tuichama
			19) Chalitachari
			20) South Bhuratali
			21) Amlighat
			22) Santipalli
Amarpur	Nutanbazar	Tirthamukh	1) Nutanbazar
	Ampi	Karbook	2) Ampi
			3) Tirthamukh
			4) Karbook
			5) Taidu
			6) Chelagang
			7) Jalaya
			8) Jatanbari
			9) Nagrai
			10) Bampur

Name of Block	Rural Hosp.	P. H. C.	Sub-Centre
Matabari (Contd.)			11) Paharpur
			12) Kurmabari
			13) West Sarbang
			14) Chelagangmukh
			15) Kuschbazar
			16) Damburnagar Onstee Colony-1
			17) Chechua
Damburnagar		Raishyabari	1) Raishyabari
			2) Ratannagar
			3) Jagabandhupara
			4) Ganganagar
			5) Karnamanipara

Admitted Un-Starred Question No. : 35

NAME OF M.L.A :- SHRI RATI MOHAN JAMATIA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :

১) বর্তমান আর্থিক বছরে জানুয়ারী পর্যন্ত সময়ে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে Indoor চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কত ছিল ?

২) এই সমস্ত রোগীদের জন্য মাথাপিছু পথ্য এবং ঔষধের গড় খরচ কোন হাসপাতালে কত হয়েছে ? এবং

৩) বর্তমানে কোন শ্রেণীর রোগীর জন্য In 'oor হাসপাতালে পথ্যের খরচ কত বরাদ্দ আছে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

(NAME OF THE MINISTER) : SHRI KESHAB MAJUMDER.

১) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৩) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 41

Name of the Member : Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister of the "JAIL" Department be pleased to state :—

১) সারা রাজ্যে মোট কতজন জেলবন্দী আছে এবং

২) তন্মধ্যে সাজাপ্রাপ্ত কতজন এবং কতজন বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে ? (বিভিন্ন জেলের আলাদা আলাদা হিসাব)

ANSWER

Minister : SHRI GOPAL DAS (Jail Department)

১) ত্রিপুরা রাজ্যের জেলগুলিতে সর্বমোট ৪৪১ জন জেলবন্দী আছে (১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ইং হিসাব অনুযায়ী)

২) সর্বমোট ৪৪১ জন জেলবন্দীর মধ্যে ৯১ জন সাজাপ্রাপ্ত ও ৩৫০ জন বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে ।

জেলাভিত্তিক হিসাব কারাগারের নাম :

	কারাগারের নাম	সাজাপ্রাপ্ত	বিচারাধীন
১)	কেন্দ্রীয় কারাগার আগরতলা	৮০	৭৬
২)	উদয়পুর জেলা কারাগার	০৫	৪৪
৩)	কৈলাশহর জেলা কারাগার	০৩	৫৯
৪)	ধর্মনগর মহকুমা কারাগার	০১	৪৭
৫)	কমলপুর মহকুমা কারাগার	০০	১০
৬)	খোয়াই মহকুমা কারাগার	০০	২৭
৭)	সোনামুড়া মহকুমা কারাগার	০১	১৮
৮)	অমরপুর মহকুমা কারাগার	০০	২৬
৯)	সাব্রুম মহকুমা কারাগার	০০	১১
১০)	বিলোনিয়া মহকুমা কারাগার	০১	২০
১১)	মহিলা কারাগার আগরতলা	০০	০১

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No. 42

Name of M.L.A. : SHRI MAKHAN LAL CHAKRABORTY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

১) ১৯৯০-৯১ হইতে ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বৎসরগুলিতে কত লোক ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক এবং কলেরায় মারা গিয়েছিল তার বৎসর এবং বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

২) ম্যালেরিয়া রোগ নির্মূলের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে?

৩) রাজ্যে প্লেগ রোগের কোন লক্ষণ পাওয়া গিয়েছে কি?

৪) পাওয়া না গিয়ে থাকলে প্লেগ রোগের আতংক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সরকার কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন?

ANSWER

MINISTER-IN CHARGE OF THE HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NAME OF THE MINISTER : SHRI KESHAB MAJUMDAR.

১) ১৯৯০-৯১ হইতে ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বৎসরগুলিতে রাজ্যে ম্যালেরিয়ায় মোট ৭১ জন মারা গিয়াছে। তার জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

	পশ্চিম জেলা	দক্ষিণ জেলা	উত্তর জেলা
১৯৯০-৯১	—	১	৩
১৯৯১-৯২	—	—	৭
১৯৯২-৯৩	১	১	৫
১৯৯৩-৯৪	২	৬	১৫
	৩	৮	৩০

উক্ত সময়ে রাজ্যে কলেরা রোগে কেউ মারা যায় নাই। আন্ত্রিকে মৃত্যু সংখ্যার তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২) ম্যালেরিয়া নির্মূলী করণ কার্যক্রমে সরকারী পদ্ধতির মধ্যে বাড়ী বাড়ী ঘুরে রক্ত সংগ্রহ করে ম্যালেরিয়া রোগী খুঁজে বের করে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরন করা হচ্ছে। এ ছাড়াও গ্রামীন স্বেচ্ছাসেবী মারফত ম্যালেরিয়া নিবারক বড়ি বিনামূল্যে বিতরনের ব্যবস্থা আছে।

ম্যালেরিয়া জীবানু স্ত্রী এনোফিলিস মশা ধ্বংস করার জন্য ম্যালেরিয়া সংক্রামন কালিন সময়ে বছরে দুইবার করে ডি. ডি. টি ছড়ানোর ব্যবস্থা আছে। জনসাধারণের সহযোগিতার জন্য সংবাদপত্র ও রেডিও মারফত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন গাঁওসভাগুলিকেও এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

বিভিন্ন ধাপে ধাপে স্বাস্থ্য কর্মী লবোরেটরী টেকনিসিয়ান এবং মেডিকেল অফিসারদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনে আই. সি. এম আর., দিল্লী, রিজিওন্যাল অফিস, কলিকাতা, শিলং থেকে রিসার্চ টিম এসে বিভিন্ন গবেষণার কাজ করে যাচ্ছেন।

ন।

প্লেগ সন্দেহভাজন ব্যক্তিদেরকে আলাদা করে রেখে রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য রাজ্য থেকে সন্দেহভাজন প্লেগ রোগী এলে আসলে তাদেরকে সনাক্ত করা এবং চিকিৎসার জন্য আগরতলা বিমানবন্দরে এবং ধর্মনগর রেল ষ্টেশনে চিকিৎসক দল নিযুক্ত করা হয়েছে। জিলা ও মহকুমাস্তরে প্লেগ রোগের প্রতিরোধের প্রয়োজনে কীটনাশক এবং ঔষধপত্রাদি মজুত করা হয়েছে। জনগনকে প্লেগ রোগ নিবারনের জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে (যথা দূরদর্শন, রেডিও ও সংবাদপত্র) প্লেগ রোগ সম্বন্ধে স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Admitted Un Starred Question No. 43.

Asked by Shri Rati Mohan Jamatia, M.L.A

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :

QUESTION

১) রাজ্যে রেশন দোকানের মাধ্যমে যে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হচ্ছে বর্তমানে উক্ত দ্রব্যগুলির মূল্য কি কি হারে নির্ধারিত করা হয়েছে ?

২) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঘোষিত পাবলিক ডিষ্ট্রিবিউশন সিষ্টেম অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যের সঙ্গে ত্রিপুরার শহর ও বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে এফ. পি. সপ (F. P. Shop) এর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির মধ্যে পার্থক্য হওয়ার কারণ কি ? এবং

৩) কি কি নিয়ম নীতির ভিত্তিতে উক্ত দ্রব্যগুলির মূল্য নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে ?

ANSWER

To be replied by Dr. Braja Gopal Roy Minister-in Charge of the Food & Civil Supplies Department.

১। রাজ্যে রেশন দোকান এর মাধ্যমে যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য বর্তমানে দেওয়া হচ্ছে উক্ত দ্রব্যগুলির মূল্য নিম্নলিখিত হারে নির্দ্ধারিত করা হয়েছে।

দ্রব্যের নাম	গনবণ্টন পদ্ধতির মূল্য সাধারন এলাকার জন্য (পি, ডি, এস,)	নিবিড় উপজাতি উন্নয়ন প্রকল্প (আই, টি,ডি,পি, এলাকা)
	মূল্য প্রতি কিলোগ্রাম হিসাবে	
ক) চাল (সাধারণ মান)	৫.৯০ টাকা	৫.৪০ টাকা
খ) চাল (মিহি ফাইন)	৬.৭০ ,,	৬.২০ ,,
গ) চাল (অতি মিহি সুপার ফাইন)	৭.০০ ,,	৬.৫০ ,,
ঘ) গম	৪.৫৫ ,,	৪.০৫ ,,
ঙ) আটা	৫.১০ ,,	—
চ) পামোলিন তৈল (কেবল পৌর এলাকায় দেওয়া হয়। (প্রতি লিটার)	৩২.০০ ,,	—
ছ) আয়োডিন যুক্ত লবন (আয়োডাইজড)	১.৪০ ,,	১.৪০ ,,
জ) চিনি	৯.০৫ ,,	৯.০৫ ,,

২) রাজ্য সরকার কর্তৃক ভারতীয় খাদ্য নিগম থেকে মাসিক বরাদ্দ অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত মূল্যে চাল, গম, চিনি ইত্যাদি সংগ্রহ করে থাকে। উপরোক্ত দ্রব্যগুলো এফ. সি, আই-এর গুদাম থেকে রাজ্যসরকারের বিভিন্ন গুদামে প্রেরণের জন্য পরিবহন বাবত খরচ, খাদ্য সংরক্ষন, ডিলারের কমিশন ইত্যাদি যোগ করে সরকার বিক্রয় মূল্য নির্দ্ধারন করে। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঘোষিত মূল্য তালিকা থেকে কিছুটা পার্থক্য ঘটে থাকে।

৩) না লাভ না ক্ষতির ভিত্তিতে দ্রব্যগুলোর মূল্য নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে।

ADMITTED QUESTION 44 (UN-STARRED)

Name of Member :- Shri Rati Mohan Jamatia.

Question

প্রশ্ন (১) সারারাজ্যে সরকার নিয়ন্ত্রনাধীন ইটভাটার সংখ্যা কত এবং কোথায় কোথায় ?

উত্তর (১) সারারাজ্যে সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন, ক্ষুদ্রশিল্প নিগম পরিচালিত ইটভাটার সংখ্যা ১০টি। ঐ সমস্ত ইট ভাটাগুলি বর্তমানে বন্ধ অবস্থায় আছে। ভাটাগুলির মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ক) কুমারঘাট ১টি
খ) ময়নামা— ১টি
গ) রামচন্দ্রঘাট ১টি
ঘ) জয়নগর— ১টি
ঙ) জিবানীয়া— ১টি
চ) মজলিশপুর— ১টি
ছ) বাগমা ১টি
জ) বড়পাথারী— ১টি
ঝ) অমরপুর— ১টি
ঞ) মনুঘাট [সাব্রুম]—১টি

মোট - ১০টি

প্রশ্ন (২) ঐ সমস্ত ইটভাটাতে বছরে কতজন শ্রমিক কাজ করে থাকেন ?

উত্তর (২) পুরোদমে কাজ চালু থাকার সময়ে ঐ সমস্ত ইটভাটায় গড়ে ১৫০ জন শ্রমিক কর্মচারী কাজ করত। কিন্তু বর্ত্তমানে ইট উৎপাদন বন্ধ থাকায় কোন শ্রমিক নিয়োগ করা হয়নি।

প্রশ্ন (৩) ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে ঐ সমস্ত ইটভাটা-গুলিতে কত ইট উৎপাদিত হয়েছিল ও তার বিক্রয়মূল্য কত ?

উত্তর (৩) ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বছরে ঐ সমস্ত ইটভাটা চালু না থাকায় উৎপাদিত ইটের সংখ্যা বা বিক্রয়মূল্যের প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন (৪) বর্ত্তমান আর্থিক বছরে কতটি ইটভাটায় কাজ চলিতেছে এবং কতজন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে ?

উত্তর (৪) কার্যাকরী মূলধনের অভাবে (Working Capital) বর্তমান আর্থিক বছরে কোন ইটভাটা চালু করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং শ্রমিক নিয়োগের প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. : 54

NAME OF M.L.A. :- SHRI MAKHAN LAL CHAKRABORTY

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :-

---

১) রাজ্যে বর্তমানে হোমিওপ্যাথিক ও আয়োর্বেদ চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা কত ? (স্থানের নাম ও ঠিকানা)

২) বর্তমান আর্থিক বৎসরে নতুন করে অনুরূপ চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে কি ?

৩) থাকিলে কোথায় এবং কয়টি ?

৪) মোহরছড়া আয়ুর্বেদিক কেন্দ্রটির উন্নয়ন সাধনে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কি ? (যেমন রোগীদের খাবার ব্যবস্থা, ডাক্তার কোয়াটার ইত্যাদি)

ANSWER

১) রাজ্যে বর্তমানে হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদক চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৪ এবং ৩০। (তালিকা সঙ্গে দেওয়া হল)

২) নাই।

৩) প্রশ্ন আসে না।

৪) আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগীদের থাকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন পরিকল্পনা নাই। ডাক্তারের কোয়াটার তৈরীর চিন্তাভাবনা সরকারের আছে।

List of Homoeopathic and Ayurvedic Dispensary so far established.

	Homoeo Dispensary	Block		Ayurvedic Dispensary	Block
1.	State Homoeo Disp.	Agartala	1.	State Ayurvedic Disp.	Agartala
2.	Sri Durga Chowmuhani	Municipality			Municipality
3.	Abhoynagar	area.			area
4.	Arundhutinagar	do	2.	Teliamura	Teliamura
5.	College Tilla	do	3.	Moharcherra	do
6.	Bholagiri	Mohanpur	4.	Uttar Maharanipur	do
7.	Ramkrishna Sevalaya	do	5.	Madhabbari	Jirania
8.	Indranagar	do	6	Jirania	do
9.	Taranagar	do	7.	Kalabagan	do
10	Kalkalia	do	8.	Dukli	Bishalgarh
11.	Bikramnagar	Bishalgarh			
12.	Joypur	do	9.	Bishalgarh	do
13.	Bankimnagar	Jirania	10.	Melagarh	Melagarh
14.	Mungiabari	Teliamura			

Homoeo Dispensary	Block	Ayurvedic Dispensary	Block
15. Totabari	do	11. Kamalghat	Mohanpur
16. Tuichindrai	do	12. Mohanpur	do
17. Nidaya	Melagarh	13. East Singicherra	Khowai
18. Urmai	do	14, Rajnagar	Rajnagar
19. Rabindranagar	do	15, South Sonaichari	do
20. Mohanbhog	do	16. Fulkumari No 2	Matabari
21. East Ganki	Khowai	17. Peratia	do
22. South Padmabil	do	18. South Bhuratali	Satchand
23. Kakraban	Matabari	19. Kusharghat	Bagafa
24. Matabari	do	20. Santirbazar	do
25. Banduar	do	21. Jatanbari	Amarpur
26. Jolaikhamar	do	22 Amarpur Town	do
27, Mogpuskarini Bazar	do	23. Kumarghat	Kumarghat
28. Jolaibari	Bagafa	24. Kailasahar Town	do
29. Kanchannagar	do	25. Dharmanagar Town	Panisagar
30. Baikhora	do	26. Panisagar	do
31. Thakurcherra	do	27. Laxminagar	do
32. Latuatilla	do	28 Salema	Salema
33. Jalefa	Satchand	29. Ambassa	do
34. Sonaichari	do	30, Kamalpur Town	do
35. Rangamura	Rajnagar		
36. Dalak	Amarpur		
37. Jatanbari	do		
38. Gandacherra	Dumburnagar		
39. Gournagar	Kumarghat		
40. Kumarghat	do		
41. Dhupir Bandh	Panisagar		
42. Karamcherra	Chawmanu		
43. Kanchanpur	Kanchanpur		
44. Kalachari	Salema		

Admitted Un-Starred Question No. 71

NAME OF M L.A. :— SRI RATIMOHAN JAMATIA

Will the Hon'ble Minister -in-Charge of the Industries & Commerce be pleased to state

Question

১) ফেক্টরীজ অ্যাক্ট অনুযায়ী রাজ্যে রেজিষ্ট্রিকৃত শিল্পে কোন মহকুমায় কত সংখ্যক শ্রমিক ১৯৯২ইং জানুয়ারী হইতে কর্মে নিযুক্ত আছেন, স্থায়ী অস্থায়ী (Temporary) এবং সাময়িক (Casual) শ্রমিক নিযুক্তির সংখ্যা কত ?

উত্তর : তথ্য সংগ্রহাধীন।

১) ১৯৯২ইং ডিসেম্বরে কোন মহকুমাতে এই সকল কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

উত্তর : তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un Starred Question No. 77.

NAME OF M.L.A : SHRI RATAN LAL NATH

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Appointment & Services Department be pleased to state : –

১) রাজ্যে ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৫ ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর সরকারী কর্মচারীদের জন্য কোন বদলী নীতি চালু হয়েছে কিনা ?

২) এই সময়ের মধ্যে কতজন সরকারী কর্মচারীকে সারা রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে বদলী করা হয়েছে (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩) এই বদলীর ফলে টি, এ, ডি, এ, এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বাবদ কত টাকা সরকারী কোষাগার থেকে ব্যয়িত হয়েছে ?

ANSWER

১ নং প্রশ্নের উত্তর = না।

২ নং প্রশ্নের উত্তর }
৩ নং প্রশ্নের উত্তর } – তথ্য সংগ্রহাধীনে আছে।

Admitted Un-Starred Question No : 91

NAME OF M.L.A. :- SHRI ANIL CHAKMA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Department of Industries & Commerce be pleased to State.

প্রশ্ন ১) ইহা কি সত্য কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস, জোট সরকারের শাসনকালে খাদি বোর্ড' হইতে প্রাক্তন এম. এল, এ, সুশীল চাকমা পঞ্চাশ হাজার টাকার চে্ক স্বয়ং রিসিভ, করে নিয়েছিলেন কি ?

উত্তর ১) সত্য নহে।

প্রশ্ন ২) যদি নিয়ে থাকেন তবে উক্ত টাকা কোন্ মহকুমার অন্তর্গত কতজন বেনিফিসারীর নামে মঞ্জুর করা হয়েছিল (বেনিফিসারীদের পূর্ণ ঠিকানা ও তাব হিসাব) ?

উত্তর ২) প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday, the 23rd March, 1995.

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 00 A. M, on Thursday, the 23rd March 1995.

PRESENT.

Shri Bimal Sinha, Speaker, in the Chair, the Deputy Chief Minister, The Dy, Speaker, 13 Ministers and 39 Members were Present.

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃস্পীকার ঃ— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী-মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকবো তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী-মহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য উমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৪৮ আই, সি, এ, টি, ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশ্চন নং ৪৮

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্য সরকারের তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়েতে লোকরনজন শাখাগুলিতে গান ও বাজনার জন্য যে সব যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়েছিল তাহা পুরাতন কমিটি কর্তৃক নতুন কমিটির হাতে অর্পণ করা হইয়াছে কি না ?	১। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরাতন লোক রন্জন শাখার কমিটি থেকে যন্ত্রপাতি এনে নূতন কমিটিকে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন	উত্তর
২) যদি না করা হয়ে থাকে তাহলে কবে নাগাদ করা হবে এবং	২) পুরাতন সকল কমিটিগুলো থেকে যন্ত্রপাতি এখনও অবধি পাওয়া যায় নি। তাছাড়া যে সব বাদ্যযন্ত্র পাওয়া গেছে তার সবগুলো মেরামত না করে হস্তান্তর করা যাবে না। আর্থিক অসংগতির কারনে মেরামতের কাজ করা যাচ্ছে না। দপ্তরের আর্থিক সংগতি হলেই মেরামত করে পুরানো বাদ্যযন্ত্র হস্তান্তর করা হবে।
৩) কি কারণে এখনও ঐ সব যন্ত্রপাতি হস্তান্তর করা হচ্ছে না ?	৩) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, এই দপ্তরের কিছু কর্মী ছাঁটাই করা হয়েছিল তাদের পুনর্নিয়োগ করার ব্যাপারে সরকার কোন চিন্তা ভাবনা করছেন কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা ভিন্ন প্রশ্ন।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এটা শুনা যায় যে এই দপ্তরের নিজস্ব বাড়ী থাকা স্বত্বেও ভাড়া করা ঘরে কাজ চলছে ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের সঙ্গে এটা যুক্ত নয়।

শ্রীসমীরদেব সরকার (খোয়াই) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সমস্ত লোকরনজন শাখাগুলিতে বাদ্য যন্ত্র, ছিল সেগুলি নূতন যে সমস্ত কমিটি হয়েছে সেই কমিটিগুলির হাতে এখনও তুলে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে এই উদদেশ্যই সফল হচ্ছে না। কাজেই তাড়াতাড়ি বাদ্য যন্ত্র, সতরঞ্জি ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত বছর আর্থিক বরাদ্ধ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অল্প। দপ্তরের কর্মচারীদের মাইনে দিয়ে আর কিছু করার ছিল না। এইবার বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারাম বাড়ী) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কতটি লোক রনজন শাখা আছে ? এবং সবগুলিতে বাদ্য যন্ত্র দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা রাজ্যে লোকরনজন শাখা হলো ৪৪৩ টি। এগুলিতে যে বাদ্য যন্ত্র দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে অনেক নষ্ট হয়ে গেছে। জোট রাজত্বে এগুলি ঠিকমত ব্যবহার হয় নি। এর মধ্যে ১০৭টিতে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিভিন্ন লোকরনজন শাখাগুলিতে বাদ্য যন্ত্র দেওয়া হয়েছিল যেমন তবলা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি। এগুলির বেশীর দেখা যায় কংগ্রেস কর্মী-দের বাড়ীতে এগুলি দিয়ে হরি কীর্ত্তন হচ্ছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে এর আগে দুই তিন বার বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। কাজেই নূতন করে বলার জন্য আমার প্রস্তুতি নেই।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— স্যার, লোকরঞ্জন শাখাগুলি বৎসরে ২১৪টি প্রোগ্রাম করে থাকেন। কিন্তু তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর থেকে এ জন্য ন্যূনতম খরচও দেওয়া হয় না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, দপ্তর থেকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় খরচ দেওয়া হবে কিনা।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্যের লোক রঞ্জন শাখার প্রোগ্রামের আখাঙ্খা কত প্রবল এই প্রশ্নের দ্বারাই প্রমানিত। তবে দপ্তরের আর্থিক সঙ্গতি কম বলে দেওয়া যাচ্ছে না। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

শ্রীসেন প্রসাদ মালসাই (কাঞ্চনপুর) :— স্যার, জোট সরকারের আমলে আমাদের কাঞ্চনপুর লোক রঞ্জন শাখাকে তথ্য ও সংস্কৃতি পর্যটন দপ্তর থেকে যে টি. ভি. এবং দোতারা দেওয়া হয়েছিল তা তাঁদের চেলা চামুণ্ডার বাড়ীতে আছে। কিন্তু গাড়ীর অভাবে গত ২ বৎসর যাচৎ সেগুলি উদ্ধার করা যাচ্ছে না। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় গাড়ীর ব্যবস্থা দপ্তর থেকে করা হবে কিনা।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, সংগ্রহ করার জন্য প্রথম দরকার অফিসারের ইচ্ছা। আর ইচ্ছা থাকলে গাড়ী ভাড়া করা যায়।

শ্রীসেনপ্রসাদ মালসাই :— গাড়ী ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট থেকে টাকা দেওয়া হয় না। এজন্য এগুলি উদ্ধার করা যাচ্ছে না বলে অফিসার আমাকে বলেছেন। কাজেই, এ ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই, কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোন অফিসারের এরকম বলা উচিত নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৮৭।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৮৭।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৮৭।

প্রশ্ন

১। ১৯৯৪-৯৫ ইং বর্ষে পশুপালন দপ্তরের বিভিন্ন বেনিফিসারি স্কীমে মোট কত টাকা বরাদ্ধ ছিল।

২। বর্তমান সময় পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে,

৩। ১৯৯৪-৯৫ইং বর্ষে দপ্তরের ঔষধ ক্রয় করার জন্য কত টাকা বরাদ্ধ ছিল। এবং এখন পর্য্যন্ত কত টাকার ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৯৪-৯৫ইং বর্ষে পশু পালন দপ্তরের বিভিন্ন বেনিফিসারী স্কীমে বাজেট বরাদ্ধ ছিল ৬৪ লক্ষ টাকা।

২। বর্তমান সময় পর্য্যন্ত ২৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

৩। ১৯৯৪-৯৫ইং বর্ষে দপ্তরের ঔষধ ক্রয় করার জন্য ৫২ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ ছিল। এবং এখন পর্য্যন্ত ১৭,৫০ লক্ষ টাকার ঔষধ ক্রয় করা হয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন, এইচ, আর, এস, এই সেণ্ট্রাল শেয়ার এবং স্টেট শেয়ার প্লানে প্রায় ৪৮ লক্ষ টাকা ধরা ছিল ১৯৯৪-৯৫ইং বর্ষে। এখন পর্য্যন্ত কত খরচ হয়েছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে হাইফার রিয়ারিং স্কীমের কথা বলেছেন তা সেণ্ট্রাল শেয়ার স্কীম নয়।

১৯৯১-৯২ অর্থ বর্ষ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ৫০ পারসেণ্ট এবং রাজ্য সরকারের ৫০ পারসেণ্ট শেয়ার ছিল এবং তারপর থেকে এটা রাজ্য সরকারের বাজেট বরাদ্ধেই করা হয়। আমি আগেই বলেছি ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বর্ষে প্রথমে বেনিফিসিয়ারি স্কীমে ২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ ছিল এবং পরবর্ত্তী সময়ে রিভাইজড্ বাজেটে বেনিফিসিয়ারী স্কীমের জন্য মোট ৬৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

এই টাকায় হাইফার রেয়ারিং স্কীমের নির্বাচিত বেনিফিসিয়ারীদের জন্য সাবসিডি রেটে গোখাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বৎসরে মোট ২০০১ জন কৃষক এই স্কীমের আওতায় আছে। এই প্রকল্পে ভর্তুকীর পরিমান ক্ষুদ্রচাষী ও প্রান্তিক চাষীদের ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ এবং কৃষি মজুরের ক্ষেত্রে শতকরা ৬৬ ⅔ ভাগ।

QUESTION & ANSWER

বাকী বরাদ্দ ক্লিয়াইজড্ স্টেইজে ধরার এখনও পুরো টাকা খরচ হয়নি। আরও কিছু নতুন বেনিফিসিয়ারী সিলেকশ্যান চলছে। প্রয়োজনীয় রেশন কিনে রাখা হচ্ছে।

ঔষধ ও ভেকসিনের বরাদ্দকৃত ৫২ লক্ষ টাকার সাপ্লাই অর্ডার দেওয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে ৩১শে মার্চ ১৯৯৫ইং এর মধ্যে অব্যয়িত টাকা খরচ হয়ে যাবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন এই স্কীমে সাবসিডিতে পোখাদ্য সাপ্লাই করা হচ্ছে। কিন্তু বিলোনীয়ায় এটা অনেক দিন ধরে বন্ধ আছে। এই স্কীম কবে চালু করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, বিলোনীয়ার যে এটা বন্ধ সে সম্পর্কে আমি খোঁজ নিয়ে দেখব এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিভিন্ন স্কীমে হাঁস, মুরগী ইত্যাদি যে সাপ্লাই দেওয়া হয় সেগুলি মরে গেলে রিপ্লেসমেণ্ট করার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, এই প্রশ্নের সঙ্গে এটা যুক্ত নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬১।
শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬১।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যে টাডা আইন চালু আছে ?
২। সত্য হলে এই আইনটি কবে থেকে চালু হয়েছে ?
৩। এই আইনে ১৯৯৫ইং ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ? (নাম সহ তাদের পূর্ণ ঠিকানা)

উত্তর

১। বামফ্রণ্ট সরকার টাডা আইন কার্য্যকরী করেন নাই।
২। প্রশ্ন উঠে না।
৩। ১৯৯২ইং সনে ৪৭ জন এই আইনে ১৯টি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিল। বামফ্রণ্ট সরকার

ক্ষমতাসীন হওয়ার পর টাডা আইনের কার্য্যকারিতা প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে আটক বন্দীরা

এই আইনের আওতা থেকে মুক্ত হয়েছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, এই টাডা আইন ত্রিপুরাতে চালু নেই, তাহলে পরে যে ৪৭ জনকে এই আইনে আটক করা হল তাদের মধ্যে বঞ্জন রায় নামে সি, পি. এমের প্রবীন নেতা উনাকেও আটক করা হয়েছিল কিনা এবং এই ৪৭ জনের নামের লিস্টটা যদি জানান ভাল হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে এই টাডা আইন জোট সরকার কার্য্যকরী করেছিল এবং এই আইন দ্বারা ৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যে ৪৭ জনের নামে লিস্ট একটা ত একটা বিরাট নামের লিস্ট।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এখন আর আটক নেই, আগে আটক ছিল।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লি.মেন্টারী স্যার, মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা যে এই টাডা আইন রাজ্যে আর প্রয়োজ্য হবে না।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মন্ত্রীসভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে টাডা আইন তার বিরুদ্ধ প্রতিবাদ জানিয়েছেন যে টাডা আইন তুলে দেওয়া হোক, এই হল রাজ্য সরকারের বক্তব্য।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ভবিষ্যতে যাতে আর ত্রিপুরাতে টাডা আইন চালু না হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকার চিঠিপত্র দিয়ে যোগাযোগ করেছেন কিনা এবং এই আইন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কতগুলি রাজ্যে এখনও চালু হয়নি যেমন উড়িষ্যা, নাগাল্যাণ্ড, সিকিম। কাজেই এই টাডা আইন যাতে এই ত্রিপুরা রাজ্যে আর চালু না হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকার যোগাযোগ করেছেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার শুধু যোগাযোগ নয়, বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাডা আইনে আটক হয়ে যারা জেলে মধ্যে ছিলেন তাদেরকে এই আইনের আওতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। শুধু তাই নয় টাডা আইন, বিনা বিচারে আটক করা এই আইনের বিরুদ্ধে আমাদের রাজ্য

সরকার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এইটা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে। আমাদের মুখ্য-মন্ত্রী দিল্লীতে গিয়ে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং পরিস্কার ভাষায় বলে এসেছেন। আমি নিজে গিয়েছি আলোচনা করে পরিস্কার ভাবে বলে এসেছি যে টাডা আইন, বিনা বিচারে আটক আইন এই ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার যতদিন পর্যান্ত ক্ষমতায় থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত চালু করতে দেবে না।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীবাহাদুর জানাবেন কিনা টাডা নামক কালো আইন গত জোট আমলে প্রয়োগ করে ১৪টি মামলার মধ্যে ৪৭জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আমার জানামতে বেশীরভাগই উপজাতি অংশের লোক বিনা বিচারে টাডা আইনে আটকেআছে। স্যার, তাদের পরিবারের অনেকে মারা গেছে,এদিকে তাদেরকে টাডা আইনে আটকে রাখার ফলে তারা তাদের নিজের সদ্যসকেও শেষ বারের মত একবার দেখতে পারেনি। নিকট পরিবারের আত্মীয়ের মৃত দেহটাও তাদের দেখার সুযোগ হয়নি এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তা সত্য, আমি দেখেছি যারা আটক আছেন তাদের মধ্যে দুই একটা নাম পাওয়া যাবে অউপজাতি অংশের মানুষের। স্যার, এই টাডা কেইসে যারা আটক আছেন আমি তাদের নামগুলি পড়ছি।

1) Shri Parendra Reang, of Sikaribari Upanagari,

2) Shri Rabi Deb, of Golabherra,

3) Shri Dipendra Marak, of Balaram.

3) Shri Suresh Marak, of Balaram,

4) Shri Krishna Deb Barma, of Setrai,

5) Shri Albesh Marak, of Uttar Balaram,

6) Shri Jyoti Ch, Marak, of Uttar Balaram,

7) Shri Dhamanik Halam, of Sambocherre,

8) Shri Musabini Gansa Tripura, of Kalasila.

9) Shri Purnamohan Dhanya Tripura, of Ujan Pani Tilla.

10) Shri subhas Marak, of kuchacherra.

11) Shri Biswajit Halam of Balaram.

12) Shri Dhainya Giri Halam, of sumbok Cherra.

13) Shri subhas Marak, of Kachucherra.

14) Shri Malin Deb Barma, of Bhuban Chentai,

15) Shri Charan Kr. Tripura, Utpanna Tripura. Gobinda Tripura, Baidyamohan Tripura. Chittaranjan Tripura. mantri Tripura, Bhim Deb Barma, Subi Rn. Tripura, Kai Deb Barma. Durga Deb Barma. Dasuda Tripura, Matai Tripura, of Manu,

16) Shri Jasaoya Deb Barma, of Gangarai.

17) Shri Dhanuk Kalai. of Khamar Bari.

18) Shri Kanu Saha, of ABS.

19) Shri Kanu Saha, of ABS.

20) Shri Arun Reang. of ABS.

21) Shri Anil Reang, of Laxmicherra.

22) Shri Drimyarai Reang, of East Bagafa.

23) Shri Chandra Kumar Reang of East Bagafa.

24) Shri Narendra Reang, of East Bagafa.

25) Shri Parendra Reang, of East Bagafa.

26) Shri Ashit Reang, of East Bagafa.

27) Shri Bishu Prasad Jamatia, of Hadrai.

28) Shri Haridhad Deb Barma, of Promodenagar.

29) Shri Nimai Sanoma, of Kathalia.

30) Shri Ranjit Kr. Reang. of GNR.

31) Shri Taisaram Reang, of Taidu.

32) Shri Gatiram Reang, of GNR.

33) Shri Manorangan Majumder, of GNR.

34) Shri C/3662, Satyamani Tripura, of DAR South.

35) Sari Hemanta Deb Barma, of Mainama,

36) Shri Aswini Deb Barma. Maharani,

37) Shri Chandan Deb Barma, Laxmipur.

এই সমস্ত যাদের টাডা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং অন্যান্য কেইসে জড়িত ছিল তার সঙ্গে টাডা আইন যুক্ত করে তাদের আটক করে রাখা হয়। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্ত গ্রহন করে যে জেলে যারা এই সমস্ত টাডা আইনে আটক রয়েছে তাদের টাডা আইন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এরপর থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে আর টাডা আইনে কাউকে গ্রেপ্তার করা হবে না- টাডা আইন এই রাজ্যে আর কার্য্যকরী না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড্‌ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৯।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড্‌ স্টার্ড কোয়েশ্চান নং-২২৯।

প্রশ্ন ১) : রাজ্যে বর্তমানে কৃষি গুদামের সংখ্যা কত ?

উত্তর : রাজ্যে বর্তমানে কৃষি গুদামের সংখ্যা হলো—১২৭ টি।

প্রশ্ন ২) হিমঘরের সংখ্যা কত (নাম ও ঠিকানা) ?

উত্তর : রাজ্যে বর্তমানে হিমঘরের সংখ্যা হলো—৪ টি। নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপ :—

১ আগরতলা আইস্ অ্যাণ্ড কোল্ড স্টোরেজ মেসার্স্ ভুতোরিয়া ব্রাদার্স্, আগরতলা,

২) সেণ্ট্রাল ওয়্যার হাউস্ করপোরেশন কোল্ড ষ্টোরেজ, হাফানিয়া, আগরতলা,

৩) খুমতারা কো-অপারেটিভ কোল্ড স্টোরেজ, বাদারঘাট, আগরতলা,

৪) বাইখোরা কৃষি কোল্ড স্টোরেজ, বাইখোরা, বিলোনীয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

প্রশ্ন নং ৩) তেলিয়ামুড়াতে একটি হিমঘর করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহন করিবেন কি ?

উত্তর : এইরূপ কোন পরিকল্পনা আপাততঃ সরকারের নাই।

প্রশ্ন নং ৪ কল্যাণপুর বাজারের কৃষি গুদাম তৈরী করার কাজে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাহা কিভাবে দূর করে গুদাম তৈরীর কাজ শেষ করা হবে ?

উত্তর :— কল্যাণপুর কৃষি গুদাম নির্মানকার্য্যে নিয়োজিত ঠিকাদারের বিরোধ্য সময়মত কাজ সমাপ্ত না করায় এবং নির্ধারিত সময়ের পরেও সরকার কর্তৃক দের জি. সি. আই, শীট্ ফেরত না দেওয়ার জন্য।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে হিমঘরের কথা বলছেন তাতে দেখা যায় যে তেলিয়ামুড়ায় আপাততঃ কোন হিমঘর নেই। অথচ সেখানে একটি হিমঘরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারন তেলিয়ামুড়া থেকে সারা ত্রিপুরাতেই শুধু নয় বহিঃ রাজ্যেও এইখানকার উৎপাদিত সব্জি যায়। ফলে এইখানকার কৃষকরা তাদের উৎপাদিত সব্জি বা অন্যান্য ফসল হিমঘরে রাখার সুযোগ না থাকার ফলে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হন এবং এ ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কাজেই আগামী দিনে সেখানকার কৃষকরা যাতে হিমঘরের সুযোগলাভ করে

করে ন্যায্য মূল্যে তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য বিক্রি করতে পারে সেজন্য তেলিয়ামুড়াতে একটি হিমঘর করার জন্য সরকার চিন্তা ভাবনা করে দেখবেন কি না ? কারন এখন তো ই, এ, এস, আমাদের হাতে রয়েছে কাজেই তার মাধ্যমে এইটা করার ব্যবস্থা করা হবে কি না ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই হিমঘরের প্রয়োজনীয়তা শুধু তেলিয়ামুড়ায় নয় সমস্ত রাজ্যেই এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ ত্রিপুরাতে হিমঘর রয়েছে ১টি, পশ্চিম ত্রিপুরায় রয়েছে ৩টি। এখন আমাদের নেক্সট চেষ্টা হবে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কুমারঘাটে একটি হিমঘর করার। সেটি করার পর তেলিয়ামুড়ায় করার জন্য চিন্তাভাবনা করা হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :- সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে কল্যাণপুরের কৃষি গুদামের যে তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিয়েছেন—এই বিগত জোট সরকারের আমলে এই গুদামের জন্য যে বাজেট ছিল প্রায় ৮ লক্ষ টাকা সেই সমস্ত নিয়ে গেছে—এখন পর্য্যন্ত তার কোন কাজই হয়নি। আর এখন মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে বিষয়টি আদালতে মামলা চলছে। কিন্তু স্যার, এই মামলার অপেক্ষা করলে এই গুদামের এখন পর্যন্ত যা কাজ হয়েছে তাও সব ধ্বংস হয়ে যাবে, টিনগুলি সমস্ত স্যাবোটেজ হয়ে যায় এখানে। স্যার, এই গুদামের কার্যকারীতা না থাকার ফলে —এই কল্যাণপুর একটি কৃষি মার্কেট, সেখানে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল এনে গুদামের রাখার কোন সুযোগ পাচ্ছে না ফলে তারা অতি অল্পদামে তাদের ফসল বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কাজেই এই মামলার রায়ের সাপেক্ষে কৃষকদের গুদামের সুযোগ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হবে কি না (যদিও কাজল দাস এবং তার সহকর্মীরা যারা আমাদের স্যাবোটেজ করতে চেয়েছিল, লক্ষ লক্ষ টাকা গুটিয়ে নিয়েছে। অথচ এখনো তারা প্রকাশ্য রাস্তা ঘোরাফেরা করছে— তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন) কাজেই কৃষকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তাদের গুদামের সুযোগ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কল্যানপুর গোদাম নির্মানের কাজ জোট সরকারের আমলে হয়েছিল। এই নির্মান কাজের জন্য ৩০০ জি, সি, আই সীট কনট্রাকটরকে বরাদ্দ করা হয়েছিল এবং তার থেকে মাত্র ২৩২টি সীট কাজে লাগানো হয়েছে। বাকীগুলি অন্যভাবে চলে গিয়েছে। অর্থাৎ সেটা আমাদের কাছে নেই। গোদাম নির্মানের জন্য সব টাকা তুলে নিয়েছে কিনা এই তথ্য এক্ষুনি আমার হাতে নেই তবে পরে আমি দেখব। তাছাড়া কেইস দীর্ঘদিন ধরে চলতে পারে। সেই সাপেক্ষে এবং আইনে যদি কোনরূপ বাধা না থাকে তাহলে কনট্রাকটা বাতিল করে নূতন করে কনট্রাকটার নিয়োগ করে কাজটি করার চেষ্টা করব এবং এটা করা হবে কেবল কৃষকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই। মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী পান্নালাল ঘোষ মহোদয়।

শ্রীপান্নলাল ঘোষ (রাকিশোরপুর):— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নামম্বার — ২৪৭।

মিঃ স্পীকারঃ— এড্মিটেড্ কোয়েশ্চান নামবার — ২৪৭।

শ্রীসুকুমার সাহা (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্মিটেড্ কোয়েশ্চান নামবার — ২৪৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে মহারানীতে (উদয়পুরের) কিসারী কলেজ স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।

২। যদি সত্য হয় তবে কলেজ স্থাপন না করার কারণ কি।

৩। অধিগৃহীত জমিতে এখন কাজ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১। না, ইহা সত্য নহে। এই সম্পর্কে গত ২১ তারিখে আমি একটি বিবৃতি দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে, এটা নিয়ে আর বলতে হবে না। আপনি বসুন।

মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব সাহা মহোদয়।

মাধব সাহা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার—২৭২।

মিঃ স্পীকার ঃ - এড্মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭২।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ - মিঃ স্পীকার স্যার, এড্মিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭২।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের আই, এ, এস, টি, সি, এস, অফিসারের ব্যক্তিগত লাইসেন্স করা পিস্তল বা রিভলবার আছে কি, যদি থাকে তার সংখ্যা কত ?

২। শ্রীননীগোপাল ভট্টাচার্য্য টি, সি, এস, গ্রেড ওয়ান এবং ত্রিপুরা জুট মিলের এম, ডির কোন ব্যক্তিগত লাইসেন্স করা পিস্তল রিভলবার আছে কি,

৩। যদি থাকে ইহা ঠিক সময়মত রিনিউ করা হয় কিনা ?

উত্তর

১। ইণ্ডিয়ান আ্যার্মস এ্যাক্ট অনুযায়ী আর্মস রাইফেলস্ দেওয়া হয়। নির্দিষ্টভাবে আই. এ, এস, টি, সি এস, অথবা সে কি ধরনের কোন অফিসার প্রশ্ন উঠে না।

২। হঁ্যা।

৩। হঁ্যা।

শ্রীমাধব সাহা :—সাপ্লিমেন্টার স্যার, ত্রিপুরা জুট মিলের এম, ডি, ননীগোপাল ভট্টাচার্য জোট সরকারের আমলে আমতলী থানায় একটি এফ আই' আর, করেছিলেন যে উনার পিস্তলটি খোয়া গিয়েছে এই বলে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— না স্যার, এই মুহূর্তে আমার কাছে সেই তথ্য নেই।

শ্রীমাধব সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি যতটুকু জানি যে, জুট মিলের এই এম, ডি, তার এই পিস্তল খানা জোট আমলে তৎকালীন জুট মিলের চেয়ারম্যান তাকে ভোটের কাজে ব্যবহৃত করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। এবং পরবর্তী সময় একবার পিস্তল হারিয়েছে বলে জোট আমলে তিনি আমতলী থানায় রেজিস্টিভুক্ত করেছেন। যখন নির্বাচনে জিততে পারল না জোট সরকার এইগুলি ব্যবহার করেও তখন আবার তিনি আমতলী থানাকে জানিয়েছেন যে আমার পিস্তল পাওয়া গেছে, এই ধরনের তথ্য মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী :— না স্যার, যে সমস্ত তথ্য বললেন এই মুহূর্তে সেই সমস্ত তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা একবার খোয়া যাওয়া পিস্তল কিংবা রিভেলবার খোয়া গেলে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী (সাব্রুম) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে যে অভিযোগটা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় মন্ত্রী এটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, আই, এস, এবং টি, সি, এস, অফিসারদের কাছে পিস্তল দেওয়া হয় এটা আইন মোতাবেক আছে। কিন্তু সংখ্যাটা কত এটা প্রশ্নের মধ্যে ছিল। যদি থাকে তাহলে তার সংখ্যা কত, কতজনের কাছে আছে ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- স্যার, সংখ্যাটা আমার সংগ্রহ করতে হবে। আমি সংগ্রহ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। তথ্য এখনও আমার হাতে এসে পৌঁছায় নি।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে একবার রিভলবারের লাইসেন্স, রিভলবার নিজের হাতে রেখে হারিয়ে গেছে এই রকম থানাতে রিপোর্ট করার পরে তারপর আবার সেই রিভলবার যে পাওয়া গেছে তার রিভলবার রাখার মত ক্ষমতা আছে কিনা বা তার যোগ্যতা আছে কিনা পিস্তল রাখার ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, যে বিষয়টা তদন্ত করে দেখতে হবে সেটা সম্পর্কে এখন বক্তব্য রাখা অসম্ভব।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ব্যাপারে আমি একটি অভিযোগ করেছিলাম, এই অভিযোগের তদন্ত চলছে। আমি যেসমস্ত অভিযোগ করেছি সমস্ত অভিযোগের প্রমাণও হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত উনার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ? এটা এখনও জানা যায় নি। এই ব্যাপারে কিছু জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কি অভিযোগ, এটাতো রিলেটেড না। উনার পিস্তল সম্পর্কে আপনি কোন অভিযোগ করেছিলেন কোথাও ?

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :- হ্যাঁ করেছি, আমার অভিযোগের মধ্যে পিস্তল ছিল।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- স্যার, আমি বলেছি এই বিষয়টি সম্পর্কে এই মুহূর্তে আমার কাছে কোন রিপোর্ট নেই, তদন্ত না করে খোঁজ না নিয়ে কিছুই জানাতে পারব না।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার কাছে সি, এস, জানিয়েছেন এই তদন্তের রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে গত ফেব্রুয়ারীতে। এরপরও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমাকে জানিয়েছে এই কাগজে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- স্যার, আমার কাছে সুনির্দিষ্টভাবে এই সমস্ত তথ্য এখন নেই। আমি খোঁজ না নিয়ে তদন্ত না করে বলতে পারব না

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে রিভলভার তার নাম্বার কত এবং হারানো যাওয়ার পর কত নাম্বার রিভলবার পেয়েছেন এবং এম, ডি, সাহেবের নাম কি?

মিঃ স্পীকারাঃ- মাননীয় সদস্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন উনার কাছে এটা নেই।

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর):- সাপ্লিমেন্টেরী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলেছেন কারা কারা রিভলবার এবং পিস্তল—এর লাইসেন্স পেয়েছেন সেই সংখ্যাটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে নেই। আমরা স্যার, কতগুলি জিনিষ জানি সাধারণতঃ রেকর্ড আনতে সময় লাগে, এমন ব্যাপার থাকে বিভিন্ন রিপোর্ট এরিয়া থেকে খবর আনতে। কিন্তু এখানে আমরা জানি বা জানা থাকা উচিৎ কাউকে রিভলবার বা পিস্তলের লাইসেন্স দেওয়া হয়, সেই লাইসেন্সটা দেওয়ার সময় বলা থাকে এত দিনের মধ্যে পিস্তল কেনার পর আবার সেটাকে যে ডিস্ট্রিক্ট [illegible] এস. ডি. এম-এর কাছে বা আমার অফিসারদের কাছে ইস্যু করতে হয়।

শ্রীমতিলাল সাহা :- মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলেছেন, কার কার রিভলবার বা পিস্তলের লাইসেন্স আছে তার কাছে সেই হিসাব নেই। স্যার, কতগুলি জিনিষ জানি রেকর্ড আনতে দেরি হয়ে, যায় এমন অনেক ব্যবস্থার আছে যেমন বিভিন্ন রিমোট এরিয়া থেকে কিন্তু এটা আমাদের জানা থাকা উচিৎ যদি কাউকে রিভলবার বা পিস্তল লাইসেন্স দেওয়া হয়ে থাকে সেই লাইসেন্সটা দেওয়ার সময় বলা থাকে যে এত দিনের মধ্যে সেই পিস্তল কিনতে হবে আবার পিস্তল কেনার পর সে পিস্তলকে নিয়ে আবার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা

আমার অফিসারদের কাছে এটা ইস্যু করাতে হয়। তারপর প্রতি তিন বৎসর অন্তর অন্তর এটাকে রিনিও করাতে হয়। কিন্তু এটা তথ্য সংগ্রাহাধীন হতে পারে না। এটা ইচ্ছে করলেই ডি. এম বা অনান্য অফিসারদের কাছে থেকে জেনে নিতে পানের স্যার,। কতজনের কাছে পিস্তল রিভালবার আছে সেইগুলি তথ্য সংগ্রধীন হতে পারে না।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— স্যার, রাজ্যে তিন জন ডি. এম আছেন, তাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়েই বলতে হবে।

শ্রীমতিলাল সাহা :— না স্যার, এই রাজ্যে কত জনের কাছে পিস্তল আছে সেটি তথ্য সংগ্রাধীন হতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :— না, না, আপনি উত্তর শুনতে ভুল করেছেন, উনি কখনো বলেন নি যে তথ্য সংগ্রাহাধীন, উনি বলেছেন এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। এখন মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথ।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৩৬।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৩৬।

প্রশ্ন

১। এই পর্যন্ত আই, সি, এ, টি, দপ্তর ট্যুরিজম্ থেকে কতগুলি ট্যাক্সি লাক্জারি বাস ও জীপ ক্রয় করা হয়েছে ?

২। বর্তমানে যেই সব গাড়ী অচল আছে কিনা।

৩। ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে গাড়ীগুলির মাধ্যমে কত আয় হয়েছে ?

উত্তর

১। এই পর্য্যন্ত আই, সি, এ, টি, দপ্তরে ট্যুরিজম্ থেকে নিম্ন লিখিত গাড়ীগুলি ক্রয় করা হয়েছে :—

ক) কার একটি

খ) লাক্‌জারি বাস তিনটি,

গ) জীপ একটি

২। কার ছাড়া সব গাড়ী চালু আছে।

৩। ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে এপ্রিল, ৯৪ থেকে জানুয়ারী ৯৫ গাড়ীগুলির যে আয় হয়েছে তার হিসেব দেওয়া হল :—

টি আর ওয়াই-৬৩ — ২৮, ৯১৬, (আটাশ হাজার নয় শত ষোল) টাকা।

টি আর ওয়াই ১০৯, — ৭০, ৩০৬ সত্তর হাজার তিনশত ছয়) টাকা।

টি আর—৩, — ৫৯,০০৫ (উনষাট হাজার পাঁচ) টাকা।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে গাড়ীটার কথা এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এটা সচল নয়। আমি জানি সেটি টি আর জি-১৮০, এই গাড়ীটি অন্য একটি ডিপার্টমেন্টে সচল অবস্থায় চালু আছে অন্য দপ্তরে কাজ কর্মও করছে।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, ইদানিং কালে টি আর জি ১৮০ গাড়ীটাকে রিজার্ভ ভেলু হিসেবে পলিট্যাকনিক্যাল কলেজকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলেছেন যে গাড়ীটিকে রিজার্ভ ভ্যালুতে বিক্রি করা হয়েছে। বিক্রয় করার সময় কোন অক্‌শন দেওয়া হয়েছিল কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এটা কোনটাই সত্য না।

শ্রীরতনলাল নাথ :— উত্তরটা এটা না স্যার, তাহলে কখনো কোয়েশ্চন করব না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী বলুন এটা কোন অক্‌শন করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—আমি বলেছি রিজার্ভ ভ্যালুতে পলিটেকনিক্যাল কলেজকে দেওয়া হয়েছে, এর বিস্তৃত ফাইন্যান্সিয়েল ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না।

শ্রীব্রজনলাল নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, এই গাড়ীটা অকেজ হয়ে যাওয়ার আগে ঐ গাড়ীটার আয় কত ছিল ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :- এই তথ্য আমার কাছে নেই, আলাদা প্রশ্ন করা হলে উত্তর দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য প্রণব দেববর্মা।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা (সিমনা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশন নম্বর—৩৩৯।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চন নম্বর—৩৩৯।

প্রশ্ন

১। এডমিনিস্ট্রেশনের সুবিধার্থে পুলিশ স্টেশন বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা আছে কি,

২। যদি থাকে সিধাই থানা এলাকাধীন সিমনা এলাকায় একটি পুলিশ স্টেশন করার সরকারের পরিকল্পনা আছি কি না।

উত্তর

১। বিষয়টি বিবেচনাধীন।

২। এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদাস খগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নম্বর—৩৪০।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নম্বর - ৩৪০।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে কওটা জল বিবাচিকা প্রকল্প আছে,

২। ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া ব্লক অধীন মহারাণীতে একটি জল বিবেচিকার প্রকল্প আছে,

৩। বন্ধ থাকিলে পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা আছে কি না ?

উত্তর

১ সারা ত্রিপুরায় কোন এন এ. সির জল বিবেচিকার প্রকল্প নেই।

২। না, তবে ১১৮৭ ৮৮ইং পর্যন্ত প্রকল্পটি চালু ছিল।

মিঃ স্পীকারঃ-- মাননীয় সদস্য সুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮০।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— এডমিটেড কোয়েশ্চন নম্বর—৩৮০

প্রশ্ন

১। এই বছর সারা রাজ্যে বরু ফসল কত পরিমাণ জমিতে করার লক্ষ্য মাত্রা ঠিক হয়েছে ? তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

২। তারফলে মোট কত মেট্রিকটন খাদ্য উৎপাদন হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। এই বছর সারা রাজ্যে যে পরিমাণ বরু ফসল করার লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে তার কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ঃ—

কৃষি মহকুমার নাম	কৃষির পরিমাণ	
পানি সাগর	৫৬০	হেঃ
কাঞ্চনপুর	৫৮০	,,
কুমারঘাট	২৪৫০	,,
ছামনু	১১৫০	,,
ছালেমা	১০০০	,,

খোয়াই	৩০১৫	,,
তেলিয়ামুড়া	২৯২০	,,
জিরানিয়া	৪০৫০	,,
মোহনপুর	২০৫০	,,
বিশালগড়	১০০০	,,
মেলাঘর	১০,৪৭৫	,,
উদয়পুর	১৭০০	,,
অমরপুর	২৬০০	,,
গণ্ডাছড়া	৬০০	,,
বগাফা	২৪৫০	,,
রাজনগর	২৩০০	,,
সাতচান্দ	২৩০০	,,

সারা ত্রিপুরায় মোট ৫৮ হাজার হেক্টর।

২। এক লক্ষ ৬১ হাজার চাল উৎপাদন হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রী বাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— বিশালগড় ৯৮০০, মেলাগড় ১০, ৪৭৫, পশ্চিম ত্রিপুরা ৩২, ৩১০ হেক্টর। উদয়পুর — ৯, ৭০০, অমরপুর ২,৬০০' গণ্ডাছড়া ৬০০' বগাফা ২, ৪৫০, রাজনগর২ ৩০০, সাতচাদ, ২, ৩০০, দক্ষিণ ত্রিপুরা ১৯, ৯৫০. মোট ৫৮,০০ হেক্টর।

প্রশ্ন	উত্তর
২) তার ফলে কত ম্যাট্রিক টন খাদ্য উৎপাদন হবে বলে আশা করা যায় ?	(২) ১ লক্ষ্য ৩১ হাজার ম্যাট্রিক টন চাউল উৎপাদন হবে

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে লক্ষ্য মাত্রা ৫৮ হেকটর ব্যাপক খরার ফলে কত কার্য্যাকরী হয়েছে এবং কত হয়নি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ব্যাপক উৎপাদনের ক্ষতি হলো এই ক্ষতিটা কৃষি দপ্তর কিভাবে পূর্ণ করবে ?

শ্রীবাজুবান রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, খরায় ক্ষতি হয়েছে এটা অস্বীকার করার উপায় নাই। আমরা খতিয়ে দেখব কতটুকু ক্ষতি হয়েছে এবং যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের জন্য কি করা যায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য দিলীপ চৌধুরী।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী (খয়েরপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার অ্যাডমিটেড কোয়েশচন নং ৪৫৭।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার কোয়েশচন নং ৪৫৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে গত ১৪-২-৯৫ইং বিলোনীয়া থানাধীন লাউগাং বাজার থেকে বিলোনীয়া থানার বড়বাবু পুদি মগকে ধরে নিয়ে আসেন, এর পরের দিন কর্ণ ত্রিপুরাকেও ধরে আনা হয়। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থানায় বা আদালতে না থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ৬দিন লকআপে রেখে পুলিসী নির্যাতন চালানো হয় ?	১) ইহা সত্য নহে।
২। উক্ত পুদি মগ এবং কর্ণ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ আছে কি না ?	২। হঁ্যা।
৩। যদি না থাকে দোষী পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে কোন ব্যাবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা।	৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, পুদি মগ ও কর্ণ ত্রিপুরাকে গত ১৪. ৩. ৯৫ইং তারিখে সি. পি. আইয়ের কিছু ছেলে পুলিশের গাড়ীতে উঠিয়ে দেয় ওর বিরুদ্ধে কোন এফ. আই. আর নেই। কোর্টে উঠানো হচ্ছে না। ও. সি. বললেন যে ওদেরকে ইনভেসটিগেশনের জন্য আনা হয়েছে। কোন কেসের ইনভেষ্টিগেশানের জন্য আনা হয়েছে জানতে চাইলেও আমাকে তা বলা হয়নি। কোন কেসের ইনভেষ্টিগেশানের জন্য যদি আনা হয়, তাহলে ২৪ ঘণ্টার বেশী সময় তাকে থানায় আটকে রাখার নিয়ম আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ জানতে চাই ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এ সম্পর্কে আমার কাছে যে সমস্ত তথ্য এসেছে তা হচ্ছে গত ১১ ২, ৯৫ তারিখে বিলোনীয়া থানার শ্রীমতী হেমলতা বৈদ্য এবং শ্রীমতী দিব্যবালা বৈদ্য তাদের পুত্র রাজেশ্বর এবং নেপাল গত এ. ডি. সি. নির্বাচনের অনুষ্ঠিত পূর্ব ৭. ৭. ৯০ইং থেকে সন্ধানহীন অবস্থায় খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না উল্লেখ করে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তারা রাজেশ্বর ও নেপালকে হত্যা করে গাবুছাড়ায় মাটির নীচে পুঁতে রাখা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

তারা তাদের অভিযোগ পাঁচ মগ, সাগর চাকমা, কালা চাকমা, রবি পাল, প্রিয়রঞ্জন বৈদ্য প্রভৃতি দুষ্কৃতকারীদের নাম উল্লেখ করে সন্তানদের তারাই খুন করেছে বলে উল্লেখ করেন।

অভিযোগ বিলোনীয়া থানার জি.ডিতে নথীভুক্ত করার পর পাঁচ মগকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাত্র ৮টা ৪০ মিনিটে ডেকে আনা হয়। ডেকে আনার তারিখ ১৪, ২.৯৫ইং। পাঁচ মগের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে পাওয়া তথ্য থেকে পুলিশ কর্ণ চাকমাকেও থানায় ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

ইনভেস্টিগেশান অফিসার অ্যাকসাকিউটিভ মেজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করে যে, গাবুছড়ায় মৃতদেহ পুতে রাখার সন্দেহজনক স্থান খনন করে মৃতদেহ উদ্ধারের আইনতঃ ব্যবস্থা গ্রহনের আদেশ।

১৮, ২. ৯৫ইং তারিখে পাঁচ মগ ও কর্ণ চাকমা দু' জনকেই আবার ডেকে এনে মেজিস্ট্রেটের সাথে ইনভেস্টিগেশন অফিসার যান এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানটি দেখিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু তারা প্রকৃত স্থান দেখিয়ে দেয়নি।

তাদের গ্রেপ্তার করা হয়, এবং ১৯, ২, ৯৫ তারিখে উভয়কেই মাননীয় সি, জি, এম, কোর্টে প্রেরণ করা হয়। তাদের ১৯ ২.৯৫ তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ, সি, আই, শ্রীফণীন্দ্র জমাতিয়া।

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তরপত্র গুলো এবং তারকা চিহ্নিত বিহীন প্রশ্নগুলোর লিখিত উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। (ANNEXURE 'A, 'B')

শ্রীঅমল মল্লিক : - স্যার, জিরো আওয়ারে আমি একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এবারকার হাউস আমাদের শেষ হওয়ার পথে। কিন্তু এই অধিবেশনে আমরা বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর পেলাম না। সবগুলোই প্রায় তথ্য সংগ্রহাধীন আছে। আমরা এই প্রশ্নগুলো ডিসেম্বরে করে যে উত্তর পেলাম, জানুয়ারীর ৩১ তারিখ করেও একই উত্তর পেলাম। এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে ছিল রাজনৈতিক খুন, চাকুরী বিভিন্ন ধরেনের। স্যার, সব থেকে আশ্চর্য্য হচ্ছে, গত সেসানে আমি এক প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম। কিন্তু এই সেসানে একই প্রশ্নের উত্তর পেলাম, তথ্য সংগ্রহাধীন আছে। স্যার, আমার প্রশ্ন ছিল, কোর্টে এ, পি, পি.রা কেন শত শত কেস্‌ উঠিয়ে নিচ্ছেন। উত্তর পেলাম, তথ্য সংগ্রহাধীন আছে। এই ভাবে অনেকগুলি স্যার, এল, আই, সি ডিপার্টমেন্ট আছে এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সমস্ত জিনিষগুলি এবং আর একটা ল. ডিপার্টমেন্টর কেইস

স্টেইম পজিশ্যান এবং যতটা কেইস পেন্ডিং আছে তারও একই অবস্থা তথ্য সংগ্রহাধীন। স্যার, এই যে গুরুত্ব পূর্ণ সমস্ত বিষয়গুলি রাজ্যে কয়জন সরকারী কর্মচারী আছে, কয়টা পোস্ট খালি আছে তাও সংগ্রহাধীন, কয়টা মার্ডার হয়েছে তাও সংগ্রহাধীন। এই সমস্ত জিনিষগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জনস্বার্থ সম্পর্কিত গুরুত্ব পূর্ণ জিনিষগুলি সমস্ত এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে স্যার।

মিঃ স্পীকারঃ-- না, না, এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে না। মাননীয় সদস্য আপনিই তো বলেছেন গত সেশানে উত্তর দেওয়া হয়েছিল, আপনার কথা মত যদি ঠিক হয়ে থাকে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— না, না, এছাড়াও যেমন ১০, ৭, ৯২ হইতে ২০,১২,৯৪ পর্যন্ত বিভিন্ন মাসে, ডিসেম্বর জমা দিয়েছি কয়টা রাজনৈতিক খুন হয়েছে থানা ভিত্তিক হিসাব, বিভিন্ন দপ্তরে কতজন কর্মচারী আছেন দপ্তর ভিত্তিক হিসাব, অনেক প্রশ্ন, বিভিন্ন মেম্বাররা করেছেন শুধু আমি একা নই। যেমন নোটিফায়েড এরিয়া।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার দপ্তরের এই রকম ধরনের কিছু কিছু বিষয় আছে তথ্য সংগ্রহ করতে হচ্ছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— এল, এস, জি, ডিপার্টমেন্ট ১৯৯৩ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে ৯৫ সালের ১০শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বিভিন্ন নোটিফায়েড এরিয়া অর্থ বিধির............ ।

মি : স্পিকার :— মাননীয় সদস্য আপনার প্রবলেম বুঝা গেছে অনেক প্রশ্ন তথ্য সংগ্রহাধীন বলে এড়িয়ে আছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক — এটাই স্যার।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এমন জাতীয় প্রশ্ন যে প্রশ্নগুলির আনষ্টার্ড ধরনের সে প্রশ্নগুলি কালকশ্যান করতে হয়। সেই ধরনের কিনা প্রথম একবার ষ্টার্ড আসার ফলে সেগুলিতে একবার যখন দপ্তরের কাছে এসে পড়ে তখন যখন দেখতে পাই যে তারও প্রয়োজনীয় তথ্যের দরকার এবং আবার তা পাঠাতে হয় এবং সংগ্রহ করে আনতে হয়। এই রকম কিছু কিছু প্রশ্ন আমার নিজের দপ্তরে আছে। এই রকম প্রশ্ন আনার জন্য এই ধরনের করতে হয়েছে। এটা ঠিক নয় যে সমস্ত কেবল তথ্য সংগ্রহাধীন আছে স্যার, মাননীয় সদস্য বলেছেন শত শত কেইস তুলে নেওয়া হচ্ছে এ, পি, পি, দিয়ে। স্যার, কোন, জায়গায় কত তথ্য এই ধরনের রয়েছে এইগুলিকে সংগ্রহ করাটা এই রকম নয় যে নির্দ্দিস্ট একটা জায়গায় সব তথ্য থাকে। কাজেই এই জাতীয় কিছু প্রশ্ন থাকবেই সেগুলির তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।

শ্রীমতিলাল সাহা :— স্যার, নিশ্চয়ই কোন জায়গায় গ্যাপ রয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— আমাদের বক্তব্য আমরা এইগুলি জানতে চাই। তাহলে আমাদের প্রশ্ন করা না করা সমান।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্য মন্ত্রী) :— স্পেডড আউট ইনফরমেশ্যান থাকে যেগুলি কালেক্ট করতে সময় লেগে যায়। যেমন একটা প্রশ্ন এই পিরিয়ডের মধ্যে কতজন কর্মচারী ট্রান্সফার হয়েছে, কতটা কি হয়েছে, কতটা ইনভলমেন্ট হয়েছে এইগুলি তো সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ার মত ব্যাপার নয়। এই রকম অনেক প্রশ্ন আছে তার জন্য আনস্টার্ড বা পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চানের রীতি আছে যেটা পারে না সেটা লে করা দেওয়া।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এইটা সিস্টেমেই আছে যে পোস্টপণ্ড কোয়েশ্চান লে করা হয়।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এইটা নিয়ে কোন বিতর্কের বিষয় হতে পারে না। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে টোট্যাল কত প্রশ্ন এসেছে, তার মধ্যে এইধরনের কতগুলি তথ্য সংগ্রহাধীন আছে। ৫00-এর উপরে প্রশ্ন তার মধ্যে ৫ ৭টা প্রশ্ন হতেই পারে। এইটা ত অস্বাভাবিক কিছুই না। এইটা নিয়ে এত হৈ চৈ করার কি আছে ?

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, এখানে ২-৩-জন মেম্বারের ১৫-২০টা করে প্রশ্ন আছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যরা আপনারা বসুন। মাননীয় সদস্য অনেক প্রশ্নে আছে আপনারা লেটার জমা দেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আমি ২ মাস আগে জমা দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য, আপনাদের দেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন দেরী হয়. অস্বীকার করতে পারবেন না তেমনি টাইমলি সেগুলি সরবরাহ করার ক্ষেত্রে অনিবার্য কিছু অসুবিধা আছে, কিছুটা অনিচ্ছাকৃত আমাদের কিছু কারসাজি আছে। কিছুটা অ্যাভয়েড করতে চায় এইটা যেমন ঠিক, আবার সিরিয়াসলি অ্যাভয়েড করছেন এইটা ভাবটাও ঠিক নয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে মন্ত্রী মহোদয় এটা গুরুত্ব সহকারে দেখবেন কিনা ?

REFERENCE PERIODS

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকারঃ— সব অফিসারের কর্মদক্ষতা সমান নয়, এটাও ভাবতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— এটাত স্যার, অদ্ভুত ব্যাপার চলছে........

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— স্যার, আমার একটা প্রশ্ন ছিল রাজ্য সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে কতজনের চাকুরী হয়েছে, আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থী ব্যতীত দপ্তরওয়ারী হিসাব' মন্ত্রীরা ওপেনলি বলে দিচ্ছে হয়নি। এইটা কি করে সংগ্রহ হবে স্যার ?

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনারা বসুন আপনারা আমাকে হাউস চালাতে দিন আজকে

REFERENCE PERIODS.

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্য্যসূচীতে ৩ (তিনটি) উল্লেখ্য বিষয়ের (রেফারেন্স পিরিয়ড) উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি গত ১৬,৩,৯৫ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো ঃ— "গত ১৪,৩,৯৫ইং তারিখ উদয়পুরের কিল্লা থানাধীন বাহাদুর কলই পাড়ায় আনুমানিক সকাল ৭টায় দুইদল উগ্রপন্থীরগুলি বিনিময়ে এ, টি, টি, এফের ২জন নিহত এবং ১জন আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, গত ১৪।৩।৯৫ইং তারিখে কিল্লা থানাধীন বাহাদুর কলই পাড়ায় দুইটি উগ্রপন্থী দলের পরস্পর সশস্ত্র সংঘাতে দুইজন উগ্রপন্থী ঘটনাস্থলে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে এই সংবাদ ১৫-৩-৯৫ইং তারিখে পেয়ে দক্ষিন ত্রিপুরার এস, পি. শ্রী পি, এন, রায় উদয়পুর থেকে পুলিশ স্টাফ নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যান এবং কিল্লা থানার দারোগাকে সংগে রেখে বাহাদুর পাড়ার ঘটনাস্থল থেকে দুইটি মৃতদেহ উদ্ধার করেন, এবং নিকটবর্তী স্থান থেকে আহত ইন্দ্রকুমার জমাতিয়া, পিতা নবকৃষ্ণ জমাতিয়া, সাং-সরবং, অমরপুর, উদ্ধার করা হয়। তাকে গ্রেপ্তার অবস্থায় উদয়পুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরন করা হয়। মৃতদেহ দুইটি পোষ্ট মর্টেমের জন্য উদয়পুর হাসপাতালে প্রেরন করা হয়।

মৃত ব্যক্তিদের সনাক্ত করার পর জানা যায় একজন মধু কলই, পিতা কুসুমচন্দ্র কলই, সাং- তুইছারাংচাক, টাকারজলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, এবং অপরজন কুমার জমাতিয়া, পিতা-অজ্ঞাত, সাং-দলুমা, অমরপুর, দক্ষিন ত্রিপুরা।

ইতিমধ্যে টাকারজলা থানাধীন তুইছারাংচাক গ্রামের শ্রীকুসুম চন্দ্র কলই এর পুত্র শ্রীঅহিত কলই-এর অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮,১৪৯,৩০২ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় ৩,৯৫ নং মোকদ্দমা ১৫,৩,৯৫ইং সন্ধ্যা ৬,৪৫ মিঃ কিল্লা থানায় নথিভুক্ত করা হয়। অপরদিকে ১৫,৩, ৯৫ইং তারিখেই কিল্লা থানাধীন বাহাতুর বাড়ী গ্রামের মৃত তৈলবাসী কলই-এর পুত্র শ্রীধ্রুবরায় কলই কিল্লা থানায় জানায় যে, ১৪,৩,৯৫ইং তাং বাহাতুর বাড়ী কলই পাড়ায় সকালে একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী দলকে ডাকাতির উদোশ্যে ঘোরা-ফেরা করিতে গ্রামবাসী দেখিয়াছিলো। পরবর্তী সময়ে গ্রামবাসীগণ ইন্দ্রকুমার জমাতিয়া নামক একজন ডাকাতকে রক্তাক্ত ও আহত অবস্থায় একটি লুঙ্গায় ধরতে সক্ষম হয়। আহত লোকটি ডাকাত দলেরই লোক। উক্ত অভিযোগ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০০ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৫(১)(ক) ধারায় কিল্লা থানায় ৪,৯৫ নং মোকদ্দমা ১৫,৩,৯৫ তাং লিপিবদ্ধ করা হয়। কিল্লা থানার ও সি, এস, আই, পিণ্টু দেববর্মা উভয় মোকদ্দমার তদন্তের দায়িত্ব গ্রহন করে তদন্ত কার্য্য শুরু করেছেন।

তদন্তকালে জানা যায় ১৪,৩,৯৫ইং সকালে ৭ জনের এন এল, এফ, টি দল ডি এম দেববর্মার নেতৃত্বে বাহাতুর বাড়ী কলই পাড়ায় আসে। তাদের হাতে ৩০৩ রাইফেল এবং এস, এল, আর, শ্রেণীর অস্ত্র ছিলো। ১৩,৩,৯৫ইং তাং এই গ্রামে একটি বিবাহ অনুষ্ঠানে খেয়ে সকাল সাতটায় ঘটনাস্থলের পথে ১০-১১ জন যুবক এগিয়ে আসার সময় এন, এল, এফ, টি, দলটি তাদের আক্রমন করে। এই আক্রমনের ফলেই দুই জনের মৃত্যুর হয় এবং একজন আহত হয়। তদন্তে আরো জানা যায় এন, এল, এফ, টি, দলটি আক্রমন সংঘটিত করার পর পাড়ায় ঢুকিয়া এলাকার সি পি আই (এম) নেতা শম্ভু কলই এর খোঁজ করে এবং শম্ভু কলই-এর পুত্র সুকুমার কলই এবং স্বর্নপদ কলইকে পিঠমোড়া করিয়া বাধিয়া তাদের সঙ্গে নিয়া চলে এবং বলে পাড়ায় কেহ সি, পি, আই, (এম) করিতে পারিবে না। দলটি এই পাড়ার ধ্রুবরায় কলই জয়সিং কলই, পূর্ণ কলই এবং বুদ্ধিমন্ত কলই চারজন যুবককে তাদের জিনিষ পত্র ৬, ৭ কিঃ মিঃ দূর পর্য্যন্ত বহন করিতে বাধ্য করে এবং সি পি আই (এম) না করার হুশিয়ারী দিয়া ছাড়িয়া দেয়।

তদন্তে আরো জানা যায় এন, এল, এফ, টি, দলের আক্রমন হইতে আত্ম রক্ষার জন্য উপজাতি যুবকদের দলবদ্ধ হইতে চেষ্টা করে তাদের বিরুদ্ধে এন, এল, এফ, টি এই ভাবেই আক্রমন সংঘটিত করছে তদন্ত কার্য্য চলছে এবং উগ্রপন্থী দলটিকে ধরার জন্য পুলিশের তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

REFERENCE PERIODs.

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া : - পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি না যে, বিগত ১০,২,৯৫ইং তারিখ কিল্লা বাজারের সেক্রেটারী শ্রীজহর দাস তাকে এ, টি, টি, এফ, টাইগার নাম দিয়ে 'মি, রেজিমেন্ট এই নাম দিয়ে তাদের অফিস শীল সহ অফিসটি নাম হচ্ছে অফিস এভাবে জহরদাসকে ৪০ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাকে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এই টাকা খেদাখুম্ এ শম্ভুনাথ কলই এর কাছে দিয়ে দেওয়ার জন্য। পরবর্তী সময়ে ১১ তারিখে শ্রীজহর দাস এই নোটিশটি নিয়ে থানার ও, সি, শ্রীপিন্টু দেববর্মাকে দেখিয়েছেন যে আমার কাছে এইভাবে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এটার কি করা যায়? নোটিশ দাতা হলো রত্ন সিং জমাতিয়া। তখন থানার ও, সি, পিন্টু দেববর্মা জহর দাসকে আশ্বস্ত করে বলেন যে রত্ন সিং জমাতিয়ার কাছে কোন বন্দুক নেই কিছু নেই কাজেই তাকে ধরার কোন প্রশ্নই উঠেনা সে এখানে থাকবে। কাজেই, তার কাছ থেকে তোমার কোন ভয় পাবার কারন নেই। এরপর এই ১০ তারিখ থেকেই রত্ন সিং জমাতিয়া দলবল নিয়ে এই এলাকায় ঘোরাফেরা করছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি না যারা ঐদিন শুধু দুইজনই নিহত হয়েছে এবং একজন আহত হয়েছে যাদের জায়গাতে পাওয়া গেছে। কিন্তু আরো ২-৩ জন আহত অবস্থায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে এবং এক্ষণে তারা বিভিন্ন জায়গাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। কিল্লা থানার ও, সি, এবং এস, পি, এইসব জানা সত্ত্বেও তাদের গ্রেপ্তার করছে না, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কি না?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, পুলিশের তদন্ত কাজ অব্যাহত আছে, তারা এই সমস্ত খবর নেবে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি না যেটা প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছে ইন্দ্রকুমার জমাতি, সর্বাং এর-তার কাছে যখন তারা গিয়েছেন এই ১৪ তারিখে ঐ ঘটনায় সে যখন আহত হবে পড়ে আছে তখন সে প্রত্যক্ষদর্শী-দের যে, "তোমরা আমাকে পিন্টু দেববর্মার কাছে নিয়ে যাও, সে আমাকে সাহায্য করেছেন, আমাকে পিস্তল দিয়েছে সব কিছুরই ব্যবস্থা করেছে আমাকে তাড়াতাড়ী পিন্টু সাহেবকে এনে দাও, তাহলে আমি বেঁচে যাব উনি আমাকে সাহায্য করবেন, টাকা দিবে।" এইভাবে প্রত্যক্ষদর্শীরা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না? এবং যারা আহত হয়েছে তাদের দুই জন ঠানডাইহড়ার দীননাথ জমাতিয়ার বাড়ীতে এবং আরো তিনজন ঐ ঠানডাইহড়ার ব্রজগোবিন্দ জমাতিয়ার বাড়িতে চিকিৎসাধীন আছে। এই তথ্য জানা সত্ত্বেও কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ- স্যার, কোথায় কে আহত হয়েছে সেটা আমার জানা নেই আর আগের যে অংশটা সেটা সম্পূর্ণ অসত্য। স্যার, পুলিশ রিপোর্টে পরিস্কার করে বলা হয়েছে যে এস, পি নিজে গিয়ে ইন্দ্রজিৎ জমাতিয়াকে উদ্ধার করে আনেন এবং ডেড বডিগুলিও পুলিশই এনেছে। সেখান থেকে অন্য কেউ আনেনি। স্যার, পাশাপাশি দুটি কেইস হলো, দ্বিতীয়টি ৪০০ ধারার। কিন্তু এই কেসের মধ্যে দুই জন মারা গিয়েছে বলে এই ধরনের কোন ইনফরমেশান কেসের মধ্যে নেই। এই জিনিষগুলি পুলিশের কাছে যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। সমস্ত ঘটনাগুলি পুলিশ তদন্ত করছে। সত্যিকারের ঘটনা পুলিশ খুঁজে বের করবে। এন, এল, এফ, টির লোকেরা সেখানে আক্রমন করেছে এবং গ্রামের বেশীরভাগ সি, পি. এম বাড়ী ঘরে আক্রমন করেছে ও তাদের খুঁজেছে। এই সমস্ত তথ্যাবলী পুলিশের কাছে রয়েছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— এস, পি, বা ও সিরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ১৫ তারিখে কিন্তু ঘটনা হয়েছিল আগের দিন সকাল সাতটা নাগাদ। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনার বিবৃতিতে বলেছেন ইন্দ্রকুমার জমাতিয়া একজন ডাকাত। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুসারে রথসিং জমাতিয়ার নেতৃত্বে টাইগার ফোর্সের'সি' রেজিমেন্টের একজন সদস্য হচ্ছেন ইন্দ্রকুমার জমাতিয়া। কাজেই এখানে আমার প্রশ্ন রথসিং জমাতিয়ার সঙ্গে ইন্দ্রকুমার জমাতিয়ার কোন সম্পর্ক রয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, গত ১৪.৩.৯৫ইং তারিখে বাহাওরবাড়ী কলই পাড়ায় সকালে একদল সশস্ত্র দুস্কৃতকারীকে ডাকাতির উদ্যেশ্যে ঘুরা-ফেরার সময় গ্রামবাসীরা দেখেছিল। এই ধরনের তথ্য দিয়ে বাহাওরবাড়ী কলই গ্রামের তৈলবাসী কলই-এর পুত্র শ্রীধ্রুবরাই কলই অভিযোগ দায়ের করেন। সেখানে মৃত্যু বা সংঘর্ষের কোন খবর নেই। শুধু মাত্র আছে ইন্দ্রকুমার জমাতিয়া একজন ডাকাত। পুলিশ ইন্দ্রকুমার জমাতিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে এবং সে এখন চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। এন, এল, এফ, টিকে এই গ্রাম থেকে খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা চলছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে আমি সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাই যে রথসিং জমাতিয়া বিভিন্ন জায়গাতে কর্মচারী শিক্ষকদের নোটিশ দিচ্ছে চাঁদা দেওয়ার জন্য, এমনকি সে আমাকেও দিয়েছে এবং হুমকি দিচ্ছে চাঁদা না দিলে হত্যা করবে বলে। অবিলম্বে তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য কোন নির্দেশ এস, পিকে দিবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, যে কোন অভিযোগেই কেউ ডাকাত বললেই ডাকাত হয়ে যায় না তার বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত হতে পারে এবং প্রয়োজনে এভিডেন্স ইত্যাদি সংগ্রহ করার পর কোর্টে সেটা জুড়ে দেওয়া যেতে পারে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ২০,৩,৯৫ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাস্ট্রদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :—" গত ১৯,৩,৯৫ইং তারিখে পূর্ব আগরতলা থানাধীন চন্দ্রপুর স্কুলটি আগুনে পুড়ে যাওয়া এবং জিরানীয়া থানাধীন রাধাপুর বাজারটি আগুনে পুড়ে যাওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ১৯,৩.৯৫ইং তারিখে পূর্ব আগরতলা থানা এলাকার রেশম বাগানস্থিত চন্দ্রপুর হাইস্কুলটিতে আগুন লাগার সংবাদ আগরতলা ফায়ার সার্ভিস অফিসে সন্ধ্যা ৬ ৫০ মিনিটে পৌছায় এবং আগরতলা ফায়ার সার্ভিস ইহাতে দ্রুত অগ্নি নির্বাপক বাহিনী ঐ স্কুলে উপস্থিত হয়ে আগুন আয়ত্বে আনার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টাবৃত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই স্কুলের ৩টি গৃহেই অতিদ্রুত সব দিক থেকে আগুন জ্বলিয়া উঠে এবং স্কুলটির আসবাবপত্র সহ ভস্মীভূত হইয়া যায়। উক্ত হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীননীলাল দে মহাশয়ের এক অভিযোগমূলে পূর্ব আগরতলা থানায় ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৩৬ ধারায় ৪৩,৯৫নং মোকদ্দমা ২০,৩,৯৫ইং তারিখ নথীভুক্ত করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। অগ্নি কান্ডের ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও নিরুপন করা সম্ভব হয় নাই।

তদন্তে জানা গেছে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ক্লাসরুম থেকে আগুন জ্বলিয়া ওঠে। স্কুলটিতে বিদ্যুতের কোন সংযোগ ছিলো না। দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করিয়া অগ্নি সংযোগ করা হয়েছিল বলিয়া পুলিশ মনে করে। পূর্ব থানার এস, আই, শ্রীবিমল দেব, আই, ও, নিযুক্ত হয়েছেন এবং ঘটনার তদন্ত চলছে। এখনও কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

অপর একটি অগ্নিকান্ডের খবর ১৯,৩,৯৫ইং তারিখে বেলা ১-৩৪ মিনিটে পাইয়া রাধাপুর বাজারের উদ্দেশ্যে আগরতলা অগ্নি নির্বাপক বাহিনী পৌঁছে আগুন আয়ত্বে আনে। অগ্নিকাণ্ডে ১৮টি দোকান ঘর এবং একটি আবাসিক পাকা বাড়ী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি রাধাপুর গ্রামের শ্রীললিত দেববর্মার পুত্র শ্রীরবি দেববর্মার এজাহার মুলে রাধাপুর ফাঁড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য-কারক ৪১৮নং দৈনিকিতে ১৯,৩,৯৫ইং তারিখে এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করে। পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। ঘটনার তদন্ত চলছে।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে বিশেষ করে এই নাশকতামূলক বিভিন্ন অগ্নিকাণ্ড এই

চন্দ্রপুরের স্কুল পোড়ানো এটা রিপোর্ট পরিষ্কার হয়েছে। এলাকাবাসীর যে বক্তব্য সেটা হচ্ছে চারিদিকে পেট্রোল ঢেলে কিংবা কেরোসিন বা ডিজেল তেল ঢেলে দিয়েছে এবং দশ মিনিটের মধ্যে ৩টি ঘর একটি পাকা ঘরও আছে সেটাও জ্বলে গেছে। এর পেছনে এই নাশকতামূলক কাজ যারা করছে, যারা রাজ্যের মধ্যে শান্তিশৃংখলা নষ্ট করছে তাদের হাত কিনা?

রাধাপুর বাজারটিও, এখানে দুটি বাজার করা নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে একটা হচ্ছে এ, ডি, সি, হেড কোয়ার্টার এ, ডি, সি, থেকে একটি বাজার করা হয়েছে এবং আর এক ফার্লংয়ের মধ্যে রাধাপুর বাজারটি এটা একটা ট্রাইবেল বাজার এই সমস্ত দোকান ট্রাইবেলদের যেগুলি পোড়া গেছে। তাদেরকে এ, ডি সি, থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল ঐখানে তাদের বাজার সরিয়ে নেওয়ার জন্য। কিন্তু এলাকার লোক এই পুরোনো প্রতিষ্ঠিত বাজার এটা সরিয়ে নিয়ে যায় নি। আমি এলাকায় গিয়েছিলাম এলাকার লোকের সন্দেহ এটা আরও বদ্ধমূল হচ্ছে এই জন্য যে, এ, ডি, সি, হেড কোয়ার্টার থেকে এটা এক ফার্লং এবং এ, ডি, সির অফিসার এবং নির্বাহী সদস্য যারা আছেন তারাও বিভিন্ন সময় সেখানে বাজার করতে যান। এই আগুন লাগার সাহায্যতো দূরের কথা একটু সমবেদনা জানানোর জন্য জেলা পরিষদ থেকে দেখা যায় নি। আমরা কথাবার্তা বলার পরে মাত্র এস, ডি, ও, থেকে ২শ টাকা দিয়েছে। এই বিষয়টি এই নাশকতার পেছনে কংগ্রেস যুব সমিতির হাত আছে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- স্যার, তদন্ত কার্য্য অব্যাহত রাছে, তদন্তে পুলিশ সবই দেখবেন।

শ্রী পবিত্র কর : — আমার আর একটি পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশ্যান স্যার, জিরানীয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সাব ব্লক হেড কোয়ার্টার এবং জেলা পরিষদের হেড কোয়ার্টার সেখানে অবস্থিত। রাজ্যের পুরোনো ব্লকের প্রায় সবগুলিতে ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন আছে। কিন্তু জিরানীয়াতে আমার যতটুকু জানা সরকারের সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত হয়নি। এবং এই রাধাপুর বাজার সেখানে ট্রাইবেল লোকা এ, ডি, সি, এলাকার পাশেই ফায়ার ব্রিগেড যদি জিরানীয়ায় থাকত তাহলে হয়ত এত বড় অগ্নিকাণ্ড হতে পারত না। সেখানে ট্রাইবেল যারা দোকানদার তারা আজকে সর্বনাশ হয়ে গেছে। এই বিষয়গুলি বিবেচনা করে জিরেনীয়ার যে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন এটা অবিলম্বে স্থাপন করা হবে কিনা, এটা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, বামফ্রন্ট সরকার গত ১০ বৎসর যখন ক্ষমতায় ছিল তখনই এই নীতি গ্রহণ করেছিল প্রতি ব্লক হেড কোয়ার্টারে এই ধরনের ফায়ার সার্ভিস স্টেশন দেওয়ার কথা। বর্তমানে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে আর্থিক চরম অবস্থা তার ভেতরেও কোথায় কি করা যায় তা দেখছেন এবং তার ভেতরে জিরানিয়া বাদ পড়বেনা। অন্যান্য এলাকাকেও

নজরে রেখে যখন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যখন চিন্তা করা হবে তখন সীমানিয়ার কথাও চিন্তা করা হবে।

শ্রীপবিত্র কর :-- পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশান স্যার, জিরানীয়াতে আগেই সিদ্ধান্ত ছিল এবং সেই অনুযায়ী জায়গাও নির্ধারিত ছিল। সুতরাং, আমার মনেহয় একটার সঙ্গে বোধয় অন্য বিষয় দেখানো ঠিক হবেনা, সেটা তো আলাদা। সেটা অনেক পুরানো সিদ্ধান্ত এবং সেখানে জায়গাও দেখা হয়েছিল। এবং সেটার ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপন হয়েছিল জোট সরকারের আমলে। যদিও এটা বামফ্রণ্ট সরকারের আমলেই সিদ্ধান্ত ছিল। এটা না হওয়ার ফলে সেই এলাকাতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। তার সর্ব্বশেষ দৃষ্টান্ত রাধাপুর বাজারটা পুড়া গেল।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার,গত ৫ বৎসর যখন জোট সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন বামফ্রণ্ট সরকারের বহু সিদ্ধান্ত, জায়গা ঠিক করা, সব ধরনের পাকা সিদ্ধান্ত যেটা কার্যকরী হবে উন্নয়নের প্রকল্প সেইগুলি সমস্তই ধ্বংস হয়েছে বাতিল হয়েছে। কাজেই সেই পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের সবকিছুই নূতন করে দেখতে হচ্ছে।

মিঃ ডেপুটী স্পিকারঃ— উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি গত ২৭,৩.৯৫ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় উৎথাপন করেছিলেন এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লিখিত বিষয় বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য, বিষয় বস্তুটি হলো। "গত ১৬ই নভেম্বর, ৯৪ইং বেলা অনুমান ১০ ঘটিকায় সিধাই থানাধীন গোপাল নগরে শিক্ষক হারাধন দেবনাথকে বোমা মেরে এবং গুলি করে হত্যা করা সম্পর্কে।"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার. গত ১৬, ১১,৯৫ইং তারিখে আনুমানিক ১০.৫৫ মি, সময়ে গোপালনগরের শিক্ষক হারাধন দেবনাথ তাহার স্ত্রী শ্রীমতি মিনতি দেবনাথকে নিয়ে টি. আর, এম. ৫৮৭৯ নং ভেস্পা চড়ে অন্যান্য দিনের মত শ্রীমতি দেবনাথকে মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের (শ্রীমতি দেবনাথ মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের করনিক) পৌঁছে দেওয়ার পথে যখন গোপাল নগরে তারিনী দেবনাথের বাড়ীর নিকটে আসে তখন অনুমান ১১ ঘটিকায় দুস্কৃতিকারীরা ঐ স্থানে তাহাকে উদ্দেশ্য করে তিনটি বোমা ছোড়ে। এর আঘাতে হারাধন দেবনাথের ঘটনাস্থলে মৃত্যু এবং তাহার স্ত্রী শ্রীমতি মিনতি দেবনাথ অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

ঘটনাটি হারাধন দেবনাথের ভাই শ্রীরনজিৎ দেবনাথের অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২।৩৪ ধারা মূলে এবং বোমা বিষ্ফোরক আইনের ৩ ধারা মূলে সিধাই থানায় ১৬০।৯৪ নং মোকাদ্দমা রুজু করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

এফ, আই, আরে. নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের আসামী হিসাবে উল্লেখ করা আছে।

১, শ্রীযতীন্দ্র দেবনাথ, পিতা স্বর্গীয় অমরচাঁদ দেবনাথ, সাং গোপালনগর।

২. শ্রীকুটন ঘোষ, ওরফে উত্তম, পিতা শ্রীটুকু ঘোষ, সাং শনিতলা।

তদন্তকালে পুলিশ নিম্নলিখিত পাঁচ ব্যক্তিকে ঐ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার করেন তাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল :—

১) শ্রীপরিমল দেবনাথ, পিতা শ্রীনিবাস দেবনাথ, সাং পশ্চিম তারানগর।

২) শ্রীমানিক দেবনাথ, পিতা শ্রীমতিলাল দেবনাথ, সাং শনিতলা।

৩) শ্রীগোবর্ধন গোপ, পিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণধন গোপ, সাং শনিতলা।

৪) শ্রীপরিমল দেবনাথ, পিতা শ্রীরাধারমন দেবনাথ, সাং তারানগর।

৫ শ্রীস্বপন দাস, সাং তারানগর।

তদন্তে প্রকাশ নিহত হারাধন দেবনাথ একজন কংগ্রেস সমর্থক ছিলেন ঘটনার তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, প্রয়াত শিক্ষক হারাধন দেবনাথ কংগ্রেস সমর্থক ছিলেন এবং জাতিয়তাবাদী কর্মচারী সমিতির মোহনপুর আঞ্চলিক সমিতির যুগ্ম সচিব ছিলেন। এবং এই হারাধন দেবনাথ গত ২৭,৮.৯৫ইং পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর একজন অনুগত দীলিপ কুমার দে ধলেশ্বরের শিক্ষক ওর বিরোদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। এবং পরবর্তী সময় ৩,১০,৯৪ইং তারিখে শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনুদিতভাবে এবং আক্রোশমূলক তাকে রগাফা স্কুলে ট্রান্সফার করা হয়। এবং ট্রান্সফারের পর এই হারাধন দেবনাথ তার ট্রান্সফারের বিরোদ্ধে মাননীয় আদালতে একটি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর আক্রোশের ব্যাপারে নিয়ে এবং দুর্নীতির কারণে চেল্যাঞ্জিং দ্য ট্রান্সফার একটি মামলা দায়ের করেন। এবং যেহেতু ঐ মামলায় মাননীয় শিক্ষক মন্ত্রীর ব্যাক্তিগত কথা বলা আছে সেইজন্য মাননীয় আদালত (হাই কোর্ট) তাকে আসতে বলে। যেহেতু শিক্ষা মন্ত্রীর ব্যাপারে ব্যাক্তিগত কথা বলা হয়েছে। এবং ১৬, ১১.৯৪ হারাধন কোর্টে আসার পথে আক্রান্ত হয়। এর পিছনে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কোন হাত আছে কি না, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানাবেন কি ?

REFERENCE PERIODS.

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, পুলিশ আমাকে বলেছেন এই সব এলাকায় এদেরকে কেন্দ্র করে তৈরী করা হয়েছে যার ফলে পুলিশকে অনেক অসুবিধায় পরতে হয়েছে। তাহা সত্বেও প্রকৃত তথ্য কিনা খুঁজে বের করার জন্য পুলিশ চেষ্টা করেছে। এবং প্রকৃত আসামীদের খুঁজে বের করার জন্য পুলিশ সচেষ্ট।

শ্রীরতনলাল দেবনাথ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন তদন্তের কাজ চলছে। এখানে একটি তথ্য বলতে হয় ঈশানপুর প্যাক্‌সের সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন পুলিশের গুলি চালনা নিয়ে একটি কমিশন বসিয়েছিলেন এ. ডি, এম, এস, আর ...কে দিয়ে এই কমিশনের ব্যাপারে ও এ ডি এম হারাধন দেবনাথকে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই সাক্ষ লোকানোর জন্যই হারাধন দেবনাথকে পরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয়েছে। এবং যখন তদন্ত কার্য্য প্রোপাবলি চলছি ঠিক পরবর্তী সময় এ, এস ডি পি ও সদর এবং এডিশন্যাল এস পি আরবান মিঃ নেপাল দাস সাক্ষি নেওয়ার সময় যখন নামটা শিক্ষামন্ত্রীর এসে আরছিন তখনেই তদন্ত কার্য্যকে প্রভাবিত করার জন্য সাক্ষিদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে চেক্ করা হয়েছে এবং উহাদের তদন্ত কার্য্যে ব্যাহত হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— ইনভেস্টিগেশন অফিসার তথ্য বের করার জন্য চেষ্টা করছেন। যে সব চারিদিকে নানা রকম কথা বলা এবং এখন মাননীয় সদস্য বিধান সভায় যে ধরনের কথা বলছে সেটি আমার পক্ষে বুঝা সম্ভব না সেটি কতটুকু সত্য কতটুকু গল্প। একমাত্র ইনভেস্টিগেশন অফিসারাই বুঝবেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, যেহেতু হাই অফিসিয়াল এবং মন্ত্রীর নাম জরিত। এবং হারাধন দেবনাথ মারা যাওয়ার আগে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সম্বন্ধে যে আমাকে মারতে পারে এই ধরণের কথা বলে গেছেন এস, পির কাছে। যেহেতু হাই অফিসিয়াল এবং মন্ত্রী ইনভল্ব এই ব্যাপারে সত্য তথ্য উৎঘাটনের জন্য সি বি আই তদন্ত করবে কিনা

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি শুধু এইটুকু বলব, মাননীয় সদস্য এত সব গোপণীয় তথ্য জানেন কার ঘরের ভীতর কোথায় কি সমস্ত তিনি জানেন সেটি পুলিশকে বলেন পুলিশ নিরপেক্ষার তদন্ত করবে।

শ্রীহরিচরণ সরকার :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই হারাধন দেবনাথ যিনি শিক্ষক ছিলেন এবং খুন হয়েছেন তিনি বেশ কয়েক জন খুনের সঙ্গে ঝরিত এবং খুনের আসামী ছিলেন। এবং তার ব্যাক্তিগত শত্রু তার কারণে তিনি খুন হয়েছিলেন, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, পুলিশের তদন্ত পুলিশ সব কিছু সংগ্রহ করে নিচ্ছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, পুলিশ সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ করে নিচ্ছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই হত্যা কাণ্ডের সংগে জড়িত আসামীরা প্রকাশ্য দিনের বেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেহেতু তারা মন্ত্রীর লোক এবং মন্ত্রীর চাপে এই তদন্ত কাজ হচ্ছে না সেই জন্য তাদেরকে পুলিশ ধরছে না। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য, সব কিছুই জানেন। আপনি পুলিশকে বলুন।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— হারাধন দেবনাথের সংগে মাননীয় সদস্য রতন নাথের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। ওরা কণ্ট্রাকটারী কাজে নামে বেনামে কাজ করতো। এই কাজ নিয়ে তাদের মধ্যে বচসা হয় এবং এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন পুলিশ এগুলির উপর নজর রাখছে।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, হারাধন দেবনাথের স্ত্রীর বাড়ী আমার বাড়ীর কাছে, আমি ভাল করে চিনি। হারাধন দেবনাথের বদলি হওয়ার কথা ছিল, তিনি বদলি হওয়ার জন্য চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কণ্ট্রাকটারীর কাজ নিয়ে ওদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি ছিল, উনার জীবনের নিরাপত্তা ছিল না। কিছুদিন আগে তিনি ট্রান্সফারও হয়েছিলেন। এই ঝগড়াঝাটি থেকে এই ঘটনা হয়। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— না স্যার এই সব তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রীজমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর ঈশানপুরের ঘটনায় বাদী এবং বিবাদী ছিলেন মন্ত্রী এবং একজন বিধায়ক। যারা হারাধন দেবনাথকে খুন করেছে তারা মন্ত্রীর লোক বলে পুলিশ তাদেরকে ধরছে না। এবং এই কেসে যারা সাক্ষী দিয়েছিল যেমন বাবুল দেবনাথ, তপন দেবনাথ ইত্যাদি তাদেরকে খুন করার জন্য একটা চক্রান্ত চলছে ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—পুলিশ সত্যিকারের আসামী যারা তাদেরকে ধরবে এবং চার্জশীট দিবে।

CALLING ATTENTION

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক মহোদয় উত্থাপন করেছেন। দৃস্টি আকর্ষনী নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনুমতি দেওয়া হয়েছে উত্থাপনের জন্য। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো "বর্তমানে রাজ্যে লবন সংকট ঘটনা সম্পর্কে।" আমি আকি মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্তী একটি তারিখ জানাতে পারেন।

ডঃ ব্রজগোপাল সাহা (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামীকাল অর্থাৎ ২৭-২-৯৫ ইং তারিখে এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে ১৪-৯-৯৫ ইং বিবৃতি দেবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— গত ডিসেম্বর' ৯৪ ইং উদয়পুর জজকোর্টের মালখানা থেকে মালখানার তালা ভেঙ্গে একটি রাইফেল চুরি হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, গত ১৬-১-৯৫ ইং তাং বিকাল ৩ ০৫ মিনিট সময়ে কোর্ট দারোগা এস. আই, শ্রীব্রজেন্দ্র গোপ আর. কে. পুর থানার ও. সি. এর নিকট একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে, ১৩. ১ ৯৫ ইং তারিখ বিকাল পাঁচ ঘটিকার পর হইতে ১৬. ১.৯৫ ইং তারিখ সকাল দশ ঘটিকার মধ্যে কোন এক সময় উদয়পুর পুলিশ কোর্টের মালখানার এক নং রুম-এর দরজার তালা ভাঙ্গিয়া দরজা খুলিয়া কোন দুষ্কৃতকারী মালখানা হইতে নিম্ন লিখিত জিনিষগুলি চুরি করিয়া নিয়া গিয়াছে।

১) ১টি ০. ৬২ রাইফেল ২) ৩টি ৭, ৬২ তাজা কার্তুজ, ৩) ১টি ৭,৬২ কার্তুজের খালি খোল, ৪) ১টি এইচ. এম. টি. ঘড়ি. ৫) ১টি বুলেট হেড, ৬) কিছু বৈদ্যুতিক তার, ৭) ১টি এ্যালুমিনিয়াম কড়াই, ৮) ১টি গামলা. ৯) ২টি ডেকচির ঢাকনা, ১০) ২টি থালা, ১১) ৩টি কড়াই (ছোট), ১২) ১টি হাতা।

উক্ত অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭।৩৮০ ধারায় ১১।৯৫ নং মোকদ্দমা নথীভুক্ত করিয়া উদয়পুর থানার এস, আই, শ্রীকেশব মজুমদার আই, ও. নিযুক্ত হইয়া থানার তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। মালখানা তল্লাসী করা হয় এবং তাহাতে মালখানায় রক্ষিত অন্যান্য সকল আলামত যথাস্থানে রক্ষিত আছে দেখা যায়।

ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে তদন্ত ভার সি, আই, ডি,র উপর ন্যস্ত করা হয় এবং ২৫. ১. ৯৫ইং তারিখের পর থেকে মোকদ্দমাটি সি, আই, ডি, এর তদন্তাধীন রয়েছে। এখন পর্য্যন্ত কোন আসামীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তদন্ত চলা অবস্থায় উদয়পুর কোর্টের কর্মরত একজন (C/4102) সি, কনষ্টেবল, ৪১০২ নং কনস্টেবল রাজেন্দ্র ঘোষকে কর্তব্যে অবহেলার জন্য সাসপেণ্ড করা হয়েছে। এস, আই, দেবকী দুলাল ভট্টাচার্য্যকে উদয়পুর কোর্টে পোস্টিং করা হয়েছে। এবং শ্রীব্রজেন্দ্র গোপের নিকট থেকে মালখানার আলামত ও মামলার নথীপত্র বুঝে নেওয়ার কাজ চলছে।

তদন্তের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী চুরি যাওয়া অস্ত্র উদ্ধার ও প্রকৃত আসামীকে খুঁজে বের করা এবং উদয়পুর কোর্টে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ও স্টাফ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের প্রস্তুতি চলছে।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— স্যার, ঘটনা হচ্ছে, টি, এস, আর, এর একজন রাইফেলম্যান বিধানচন্দ্র দে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১এ টি, এস, আর, একজন অফিসারকে গুলি করে হত্যা করে। এই বিধানচন্দ্র দে তাকে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে তার যাবৎ জীবন কারাদণ্ড হয়েছে এবং সে কারা দণ্ড থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ডিসট্রিক্ট জজ কোর্টের রায় তাকে সংশোধনের জন্য আবেদন করেছেন হাই কোর্টে। সেই মামলা চলছে এবং সেই মামলার আলামত জজ কোর্টের থানায় রয়েছে সেটাকে হাফিজ করার জন্য পরিকল্পিত ভাবে জজ কোর্টের জি, জি, এস, আই এটা করছেন এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কিছু জানা আছে কিনা এবং সেটা পরিস্কার করবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- স্যার, দপ্তর থেকে যেটা বেরিয়েছে এই কথা ঠিক যে বিধানচন্দ্র দে টি, এস, আর'র ফাস্ট বেটেলিয়ান ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারীতে টি, এস আর অফিসারকে খুন করেছিল এবং সেই খুন করার ক্ষেত্রে এই রাইফেলটি ব্যবহার হয়েছিল। এই মোকদ্দমায় টি, এস, আর কনেষ্টবলের যাবৎজীবন কারাদণ্ড হয় এবং সে এখনও জেলেই আছে এবং সে আপিলের জন্য কেইসও করেছে এই কথাও ঠিক। সেই রাইফেলটি নূতন বাজার থানায় কেস নাম্বার ৬২ । ১৯৯১ইং আণ্ডার সেকশ্যান ৩০২ আই, পি, সি, এ্যাণ্ড ২৭ অব আনসেট নির্দিষ্ট ভাবে রাইফেলটি আলামৎ হিসাবে রেকর্ড আছে। এই সমস্ত তথ্য পুলিশের কাছে আছে এবং পুলিশ তদন্ত কার্য্য অব্যাহত রেখেছে।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, সাধারনতঃ এই কোর্টের যে মালখানা তার দায়িত্বে রয়েছেন সি, টি, এস, আই আর এই দায় চাপিয়ে দিয়ে একজন কনেষ্টবলকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে যুক্ত থাকতে পারে কিন্তু সি, জি, এস, আইয়ের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত নেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, তদন্ত কার্য্য চলছে। যে সি, টি, এস, আই ছিলেন ওখানে তার একজন সি, টি, এস, আই, নিযুক্ত করে মাল বুঝে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যে এফ-আই, আর করা হয়েছে কোর্টে এবং যে সমস্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কনষ্টেবল থাকেন তাদের কারও কোন দায়িত্ব থাকে না। রাত্রিবেলা মালখানা পাহারা দেওয়ার জন্য। যেটা পরিষ্কার হতে চাই সেটা হলো ঘটনা ঘটেছে ১৩ থেকে ১৬ তারিখের মধ্যে, জানুয়ারীর ১২ তারিখ কোর্ট বন্ধ ছিল, ঘটনাটা কখন ঘটেছে সেটা সম্পর্কে পরিষ্কার বলা হয়নি। সেখানে দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসার সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হলো না। কিন্তু একজন কনষ্টেবলের উপর ব্যবস্থা নেওয়া হলো এটা পরিষ্কার হতে চাই। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল এই বিষয়টার সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সি.আই.ডির উপর। সি.আই, ডি আমার যতটুকু মনে আছে জে.কে ভট্টাচার্য এস.পি তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া দেওয়া হয়েছে। আমি যতটুকু জানি সেটা প্রপারলি এখনও কাজ করছে না এবং সেই এনকোয়ারী যাতে যথাযথ হয় কারণ এই মালখানার মধ্যে আরও অনেক অস্ত্র ছিল কিন্তু কোন অস্ত্র চুরি হলো না শুধুমাত্র একটা রাইফেল চুরি হয়ে গেল একটা নির্দিষ্ঠ কেইসের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে করলো অন্ততঃ পরিকল্পিত ভাবে। যে তদন্ত কার্যভার সি,আই,ডির হাতে দেওয়া হয়েছে সেটা যাতে দ্রুততার সঙ্গে করা হয় সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা সম্পর্কে আরও দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এবং তদন্ত কার্য্য শেষ করার জন্য নজর দেওয়া হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ঘটনাটা এইখানে দেখা যাচ্ছে মালখানা থেকে মাল চুরি হয়েছে। কোন মাল ? রাইফেল চুরি হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে সারা রাজ্যে বিভিন্ন মালখানা থেকে একটা জিনিষই চুরি হচ্ছে আরমস। ঘটনায় বলা হয়েছে বিধান দে কনভিকটেড, কনভিকশান হয়েছে, সেনট্রাল জেলে আছে। বিধান দে আপীল করেছে হাই কোর্টের কাছে। সেই আপিল করতে হলে স্যার, আদালতের ত দরকার হয় না। তাহলে স্যার, এটা একটা

বানানো হয়েছে। আলামত সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিধান দেকে বাঁচানোর জন্য। স্যার, যখন অ্যাপীল হয়, আপীলের রায়ে তার ল পয়েন্টের উপর আরগুমেন্ট হবে। কি হয়েছে না হয়েছে। বিধান দেকে শিখণ্ডী বানিয়ে একটা প্রভাবশালী গোষ্ঠী এইসমস্ত মালগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই যে বিধান রায়ের ঘটনা এটা সরকারের তদন্তের মধ্যে আছে। সামগ্রিকভাবে সরকার তদন্ত করছে, কোন কিছুকে বাদ দিয়ে তদন্ত হচ্ছে না। তদন্তের জন্য সি,আই,ডি ডিপার্টমেন্টের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সি,আই,ডি এইগুলি দেখবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুশীলকুমার চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— মোহনপুর ব্লকে কালাছড়া গ্রামে বিপিন মুণ্ডার বাড়ীতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ বাবুল মিঞা নামে এক ব্যাক্তি গ্রামবাসী কর্তৃক ধৃত প্রহৃত ও জি,বি, হাসপাতালে মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, গত ১৮-৩-৯৫ ইং বেলা আনুমানিক ২-৪৫ মিঃ কালাগাছিয়া টি এ আর ক্যাম্পের এ,এস, আই শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী একটি খবর পান যে কালাছড়া সরকারী কোয়ার্টারে উগ্রপন্থী হামলা হয়েছে। উক্ত খবরটির সত্যতা যাচাই করার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়া এ,এস আই দেখিতে পান যে জনসাধারন রিভলবার সহ একটি লোককে ঘিরে রেখেছে। এ,এস,আই, জনসাধারণের ভিতর থেকে উগ্রপন্থী যুবকটিকে গ্রেপ্তার করার সময় দেখেন যে উগ্রপন্থীটি জনসাধারণের প্রহারে আহত। উগ্রপন্থী শ্রীবাবুল মুণ্ডা পিতা দাশু মুণ্ডার সাথে একটি দেশী রিভলবার ও ২টি তাজা ৯ এম এম গুলি ছিল। জনসাধারণের সম্মুখে উপযুক্ত সাক্ষীদের সামনে জখমি উগ্রপন্থী বাবুল মুণ্ডার নিকট পাওয়া ঐ রিভলবার ও গুলি ২টি চীজ করে এ,এস, আই বাবুল মুণ্ডাকে নিয়ে আসে ও তদন্তকার্য শুরু করেন। ঘটনার স্থল থেকে সাক্ষীদের মধ্যে শ্রীবিপীন মুণ্ডার স্বাক্ষরকৃত বিবৃতি অনুযায়ী শ্রীবাবুল মুণ্ডা ও শ্রীকার্ত্তিক মুণ্ডা তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করে একটি রিভলবার দেখিয়ে টাকা পয়সা দিতে দাবী করিলে শ্রীবিপীন মুণ্ডা টাকা পয়সা দিতে অস্বীকার করিলে উগ্রপন্থী বাবুল মুণ্ডা রিভলবার হইতে তাহাকে গুলি করিতে উদ্যত হয়। শ্রীবিপীন মুণ্ডার চিৎকারে তাহার বাড়ীর লোকজন ও এলাকার জনসাধারণ চতুর্দিক হইতে ছুটিয়া আসিলে কার্ত্তিক মুণ্ডা পালাইয়া যাইতে সমর্থ হয় ও বাবুল মুণ্ডা রিভলবার ও ২টি গুলিসহ জনসাধারনের হাতে ধরা পরে যায়।

উপরোক্ত ঘটনাবলী ডি এ আর ক্যাম্পের এ,এস,আই শ্রীসুভাষ চক্রবর্তীর লিখিত রিপোর্টমূলে এবং আসামী বাবুল মুণ্ডার চিহ্ন করা মালামাল জমা পেয়ে সিধাই থানার ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক ২৫ (১) (ক) ধারায় ৩৫/৯৫ নং মোকদ্দমা নথীভুক্ত করে সিধাই থানার আই ও শ্রীসুব্রত দেববর্মা তদন্তকার্য আরম্ভ করেন। বাবুল মুণ্ডাকে চিকিৎসার জন্য সেই দিনই আগরতলা হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং সেখানে বাবুল মুণ্ডা ১৯-৩-৯৫ ইং তারিখ চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় হাসপাতালে মারা যায়।

মামলায় অভিযুক্ত আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার জোর তল্লাসী চালানো হচ্ছে। তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে কার্তিক মুণ্ডা এবং বাবুল মুণ্ডা দুইজনের কথা বলা হয়েছে। বাবুল মুণ্ডা ধরা পড়েছে এবং আহত অবস্থায় জি,বি হাসপাতালে মারা গেছে, তা সে কোন স্টেটমেন্ট দিয়েছিল কিনা প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, কার্তিক মুণ্ডার কাছে একটা রিভলবার ছিল সেটাকে ধরতে পারেনি পুলিশ। তাহলে দেখা যাচ্ছে রিভলবার আর একটা ছিল। বাবুল মুণ্ডা যে ধরা পড়েছে তার সঙ্গে দুইটা বুলেটও পাওয়া গেছে তা এই বুলেট দুইটা কোন কারখানায় তৈরী।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : স্যার, বাবুল মুণ্ডা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে, তার স্টেটমেন্ট নেওয়া হয়েছে কিনা আমার কাছে সেই তথ্য নেই। তবে অন্যান্য যে সমস্ত ষ্টেটমেন্ট নেওয়া হয়েছে তাতে কার্তিক মুণ্ডার নাম নির্দ্দিষ্টভাবে এসেছে এবং কার্তিক মুণ্ডা সশস্ত্র ছিল সে পালিয়ে গেছে তাকে খোঁজে বের করার জন্য পুলিশ চেষ্টা করছে, সে এখন পুলিশের ওয়াচে আছে।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, কার্তিক মুণ্ডা এবং বাবুল মুণ্ডা নিয়মিত ওখানে টি টি পি এফ-এর নামে যে উগ্রপন্থী দল আছে তাদের নিয়মিত চাঁদা তুলত এই তথ্যটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— হ্যাঁ, এইটা সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে পুলিশের কাছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, বিপিন মুণ্ডা ও যোগেশ মুণ্ডার কাছে ঘটনার দিন বাবুল মুণ্ডা কার্তিক মুণ্ডা ও বুচুরিয়া মুণ্ডা এই তিনজন তাদের কাছে টাকা নিতে যায় এবং বলে "তোমাদের কাছে কতগুলি চাঁদার নোটিশ দিয়ে গেছি, কথা ছিল চাঁদার টাকা পাঠানোর জন্য। পরবর্তী সময়ে আজকে আবার গুনমনি উড়িয়া, কালাছড়া বাগান পঞ্চায়েত সে যে কোন দলেরই হোক এই গুনমনি উড়িয়ার

কাছে এই বাবুল মুণ্ডা বলেছে যে তার কাছে কিছু চাঁদার নোটিশ বই দিয়ে গেছি এইগুলি সার্ভ করে দেবে এবং আগামী পরশু দিনের মধ্যে টাকা গুলি নিয়ে সুবল সিং যাবে। এই ধরনের তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কিনা ? এবং যখন বাবুল মুণ্ডাকে ধরা হয় এবং এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, যেসব জায়গার এই চাঁদার নোটিশ মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা ঠিক, চাঁদার নোটিশ দেওয়ার ফলে কালাচড়া চা বাগান অঞ্চলে কালাচড়া বাগান চলছে না বর্তমানে এব ওখানকার পোষ্ট অফিসটাও কলাগাছি বাজারে শিফ্ট হয়ে গেছে। তারপর ওখান থেকে এই বাবুল মুনডাকে ধরার পর প্রত্যক্ষ দর্শীদের কাছ থেকে শুনা তার কাছে একটা বাঘমার্কা চাঁদার নোটিশ বই পাওয়া গেছে ব্যাংক, এই ধরনের তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- স্যার, বিপিন মুণ্ডা নির্দিষ্টভাবে তার স্বাক্ষরিত বিবৃতি দিয়েছেন এবং সেই বিবৃতির মধ্যে কার্তিক মুণ্ডা অভিযুক্ত। কাজেই কার্তিক মুণ্ডাকে ধরার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। স্যার, শুধু কার্তিক কেন এই গ্রুপটার সঙ্গে এই যে ডাকাতি গুলি করছে বিভিন্ন সময়ে নাম দিয়ে এবং এলাকার মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে যারা তাদের এই সম্পূর্ণ গ্রুপটাকে পুলিশ ধরার জন্য তল্লাসী চালিয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি এইটা বলিনি, আমি বলেছি গুনমনি উড়িয়ার কাছে চাঁদার নোটিশ গেছে, মানে কোলাবোরেশান, এই বাগান পঞ্চায়েতের সদস্য এই গুনমনি উড়িয়ার সঙ্গে কোলাবোরেশান যারা করছে তাদের যোগাযোগ আছে এটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নজর করবেন কিনা জানাবেন কিনা। তার সঙ্গে উগ্রপন্থীদের একটা যোগসাজ আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্যকে বলব এই সব তথ্য পুলিশকে দেবার জন্য তাতে পুলিশের তদন্ত কার্য্য সহায়তা হবে।

স্যার, গতকালকে অনাহারে মৃত্যু সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী যে তথ্য দিয়েছিলো। আপনি অনুমতি দিলে যদিও এই সম্পর্কে আগামী ২৪শে মার্চ ১৯৯৫ইং তারিখে আমার বিবৃতি দেবার কথা ছিল তা, আমি এক্ষনি দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার :- ঠিক আছে দিতে পারেন।

STATEMENT BY MINISTER

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতন চক্রবর্ত্তী জানতে চেয়েছিলেন ডেথ্ অন্ স্টারভেশন অব্ ফাইভ্ পারসনস্, দেয়ার নেমস্ ১) শুক্লশ্রী ত্রিপুরা, ২) ধর্মশ্রী ত্রিপুরা

REFERENCE RERIODS.

৩) পূর্বশ্রী ত্রিপুরা. ৪) প্রেমাশ্রী ত্রিপুরা এবং জগদীশ ত্রিপুরা।

Sir, death of five persons of Uttar Longtari due to starvation was totally fale. Fact is as follows :

1. Dharmasree Tripura w. o. Rabi kumar Tripura, Age-45 years. Died in June, 1994 due to Chronic Asma,

2. Purbasree Tripura w/o-Dhairja kumar Tripura, Age-70 years, died on 16. 3. 95 due to old age with slight fever,

3, Sulasree Tripura W/O Lt. Jyogendra Roaja, Agc. 65 years. died on 16. 3. 95 due to old age, with slight ailment, She belongs to Natinmanx area·

4 Pumasree Tripura W/O Lt. Mohan Kumar Tripura age :8 years, died in February, 1995 due to old age witn slight fever,

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়টি উৎথাপন করেছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতন চক্রবর্তী মহাশয়। উনি এখনো হাউসে এসে পৌছাতে পারেননি মনে হয় গাড়ীর কোন অসুবিধা হতে পারে। কাজেই এই বিষয়টি উনি এলে পরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিলে ভাল হবে। তাছাড়া এই বিষয়ের উপর আগামী ২৪শে মার্চ তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বিবৃতি দেবার কথা ছিল। কাজেই আমি আপনাকে অনুরোধ করব সেটা পরে বিবৃতি দেবার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— শ্রীজগদীশ ত্রিপুরা নামে যার কথা বলা হয়েছে সে নামে কাউকে সেখানে পাওয়া যায়নি যে মারা গেছে। আর যে মারা গেছে সে হল জগদীশ দেববর্মা বয়স ৬৫ বৎসর ডাইড্ ওয়ান্ ইয়ার ব্যাক্ ডিউট্ু ওল্ড এজ্।

Sir, Abl the 8 paras under Uttar Longtarai contacted and found employment work is going on. During last tnree months 5000 mandaysa work issued only for Jttar Logntaroi. Govt. Fair Price Shops dealers lifted rice regularly and Ration Card holders and Labour Card holders drew as well,

কাজেই স্যার, এই এলাকাকে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেভাবে বলা হয়েছে এইটা সঠিক নয়, সম্পূর্ণ অসত্য তথ্য দিয়েছেন। প্রকৃত তথ্য তদন্ত করে আমি আপনার মাধ্যমে সবার কাছে উপস্থিত করলাম।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, এ সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীরতন চক্রবর্তী যখন জানতে চেয়েছিলেন তখন বলা হয়েছিল যে এটা নিয়ে আগামী ২৪শে মার্চ, ১৯৯৫ ইং সভায় অবগতি করা হবে। কাজেই যখন এখানে মাননীয় সদস্যের অনুপস্থিতিতে প্রসঙ্গে আসাটা ঠিক হয়নি স্যার।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে জিরো আওয়ারে কলিং এটেনশান এনে অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে যে প্রশ্নটা উঠেছিল-ঐ এলাকায় প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্র দেববর্মার শ্বশুর বাড়ী। সেখানে তিনি মাঝে মাঝে মধু চন্দ্রিমায় যান ঘটনার পাঁচ দিন আগেও তিনি সেখানে গিয়েছিলেন তিনি যেহেতু একটি পার্টির সম্পাদক সেহেতু তিনি পত্র-পত্রি-পত্রিকায় উল্টা-পাল্টা নিউজ করিয়েছেন সেখানকার কিছু কিচ্ছা নিয়ে। আমি বলতে চাই এটার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। আগেও এটা বার বার প্রামানিত হয়েছে। টি,ইউ,জে,এসের নেতা কর্ণসিং জমাতিয়া দুইজনের অনাহার মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং সেখানে আমরা যখন খবর নিয়ে জানতে পারি যিনি মারা গিয়েছে তার শ্রদ্ধতে মহিষ বলি দিয়ে শ্রাদ্ধ হয়েছে। এই ধরণের ঘটনা কল্পনা প্রসূত এবং আবোল-তাবোল। কাজেই টি.ইউ,জে, এসের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র দেববর্মার এই ধরণের অভিযোগ-কাল্পনিক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা ঠিক যে রবীন্দ্রবাবু গত কয়েকদিন ঐ এলাকায় ছিলেন। কেন গিয়েছিলেন সেটা আমার জানা নেই। তবে সেখান থেকে এসে একটি প্রেস কনফারেন্স করে সাংবাদিকদের এইসব তথ্য পরিবেশন করেছেন বলে শুনতে পেয়েছি। "দৈনিক সংবাদ" ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকায়ও এই ব্যাপারে কিছু রিপোর্ট বেরেছে।" একটা সাংঘাতিক অবস্থা। হাজার হাজার লোক রাজ্য ত্যাগ করেছে," এই ভাবে রিপোর্ট লেখা হয়েছিল। স্যার, গত সেসনেও শুনেছিলাম ৫০ হাজার লোক রাজ্যান্তরী হয়েছেন। সেবারও আমরা তদন্ত করে দেখেছি। সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কাল্পনিক। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এগুলি বলা হচ্ছিল স্যার। এবারও সেটা হয়েছে। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে দৈনিক সংবাদে উঠেছে। এতেই বুঝা যায় সেখান থেকেই খবর নিয়ে মাননীয় সদস্য বিধানসভায় এই খবরটা তুলেছেন। এলাকাতে সমস্যা রয়েছে এবং সরকার যে কোন সমস্যা মোকাবেলা করবে এবং করেছে। অভাব-অনটন একেবারেই নেই তা নয়। অভাব-অনটন আছে। কিন্তু তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কোথাও অনাহার মৃত্যুর সংবাদ নেই। প্রত্যেক জায়গাতেই বামফ্রন্ট সরকার সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে। মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ যদি কোথাও কোন রকম সমস্যা তাদের চোখে পড়ে তাহলে যেন তারা সরকারের গোচরে আনেন এবং তখন সরকার সেগুলি সমাধান করার ব্যবস্থা করবেন।

REFERENCE PERIODS.

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে লংতরাই ভ্যালীতে বার্ধক্যজনিত রোগে মারা গিযেছে এবং বয়সের কারণেও মারা গিয়েছে। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে কারোও বয়স ৩৫·৪০-৪৫·৫০—৫৫ বছর।

মিঃ স্পীকার :— সবার নাইতো।

শ্রীঅমল মল্লিক :— যাই হোক্ স্যার, একটা জায়গাতেই তারা মারা গিয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— না, না, কেউ ছামনু, কেউ নাতিন মনুতে ইত্যাদি জায়গাতে এক জায়গায় নয়।

শ্রী অমল মল্লিক :— এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ৭৪১ জনের কথা বলেছেন তাদের ২৮১ জন শুধুমাত্র লংতরাই ভ্যালিতেই। তারা বাড়িঘর ছাড়া এটা মাণনীয় মন্ত্রীর রিপোর্ট। কাজেই সেখানে একটা অশান্তি অভাব লেগেই আছে। কাজেই সেই জায়গাতে এই খাদ্যের অভাবটিকে যেভাবে এই হাউসে আলোচনা হচ্ছে তাতে সরকারের উচিৎ গভীরভাবে সেটাকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। রিপোর্টটিকে ভালভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। এটা পলিটিকসের ব্যাপার নয় স্যার। বিরোধী দলের উত্থাপিত প্রশ্নের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া ঠিক নয় স্যার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও স্বীকার করেছেন যে সেখানে এগুলি চলছে। কাজেই পার্টিকুলার ঐ জায়গাগুলি খতিয়ে দেখবেন কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীঅমল মল্লিক :— এখানে মাননীয় মন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন। কাজেই এই পার্টি-কুলার জায়গাগুলি দেখবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি সমস্যা কিছু আছে। হ্যাঁ, ছামনু এলাকাতে দুর্গম অঞ্চলের গ্রামগুলিতে বিভিন্ন হেমলেটে যারা থাকে ৫-৭ পরিবার, ২০ পরিবার সেইসব জায়গায় মতিণ ত্রিপুরার নেতৃত্বে শ্যামাচরণ বাবু রবীন্দ্রবাবুর সংগঠন উগ্রপন্থী কার্যকলাপ চালায়। যখন রবীন্দ্রবাবু গেলেন তার পর দুটি ঘটনা ঘটল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ২-৩টি গ্রাম থেকে মানুষ সরতে আরম্ভ করল। ঠিক এই রকম একটা পরিস্থিতি সৃস্টি করেছেন। আমি অনুরোধ করব সংগ্রেস এবং টি ইউ, জে, এসতো জোট এই কংগ্রেস, টি,ইউ,জে,এস, মিলে আপনাদের যে উগ্রপন্থী দলটা বানাচ্ছেন এবং মদত দিচ্ছেন তাদের একটু বন্ধ করুন এবং সহযোগিতা করুন। রাজ্যন্তরী কেউ হয়নি এই রাজ্যের মধ্যেই আছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— প্রমান হয়ে গেছে সুধীর মজুমদারকে আঠারমুড়ায় রাস্তার উপর উগ্রপন্থীদের গুলি করার নাটক তৈরী করে কেমন করে গুলি বর্ষনের নামে...... ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এখন এই সমস্ত কথা বলে লাভ নেই। রতিবাবু এইভাবে অরগানাইজ করছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— আপনি নিজে করে হাউসকে বিভ্রান্ত করেছেন। স্যার,... ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ আপনারা চুপ করুন।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কিনা যে, আপনি এখানে স্বীকার করেছেন যে, ঘটনার আগে মানে প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্র দেববর্মা উনি গেছেন এবং পরে দুটি ঘটনা হয়েছে। এই রবীন্দ্র দেববর্মা যেভাবে কাজকর্ম চলাচ্ছেন একটা শান্তির বাতা-বরণ নষ্ট করার যে প্রক্রিয়া চলাচ্ছেন, উনার গতিবিধির উপর সরকার নজর রাখবেন কিনা ?

স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা রিলিভেন্ট না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রশ্নোত্তর পর্বে বলেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে ১টি বৈরী সংগঠন আছে এবং তার সঙ্গে কে কে জড়িত তার লিষ্ট আছে। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে খাদ্যের অভাবের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে উনি রবীন্দ্র বাবুর নাম করে বলেন যে, রবীন্দ্রবাবুর নাম দেননি। তাহলে উনার সাথে কি রবীন্দ্রবাবুর যোগাযোগ আছে ? রবীন্দ্রবাবুকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এখানে—

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই রবীন্দ্রবাবুর স্টেটমেন্ট।

REFERENCE PFRIOD

মিঃ স্পীকার — মাননীয় সদস্য, মাননীয় মন্ত্রী নিজে এডমিট করেছেন, কিছু সমস্যা আছে। আপনি কেটাগরিক্যালি প্রশ্ন করেন যে, সেখানে সেই সমস্ত সমস্যা নিরসনের জন্য কোন রকম পজেটিভ অ্যাকশন্ নেওয়া হবে কিনা জাষ্ট এই টুকু।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):- স্যার, সমস্ত পজেটিভ অ্যাকশন্ নেওয়া হয়েছে। স্যার, গঙ্গানগরে চাম্পারাইবাড়ীতে দুইশ পরিবার রি-সেটেলমেণ্টের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক হয়েছে, ঘর তৈরী আরম্ভ হয়েছে। ২৬ পরিবারের ঘর তৈরী হয়েছে। মতিন ত্রিপুরার নেতৃত্বে উগ্রপন্থী দল সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেই ৭শত টাকা করে প্রত্যেককে পুনর্বাসনের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে আর নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চয় করব। নিরাপত্তার মধ্যে তাদের আমরা ঘর স্থায়ী করব এবং শত শত পরিবার এই রকম করে পুনর্বাসন হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, যারা রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে বা যারা থাকতে পারছে না তাদের জন্য কলোনী করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি স্যার, গণ্ডাছড়া।.........

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : আপনার মূল কলিং এটেনশনের সাথে একটা রিলিভেণ্ট না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— না না কেটাগরিক্যালি সেখানে কোন রকম পজেটিভ অ্যাক্শন নেওয়া হবে কিনা তাদের এই দুরবস্থা নিরসনের জন্য মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, করা হচ্ছে এবং হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার মূল কলিং এটেনশানের সাথে এটার কোন সম্পর্ক নেই

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাউজে রিটেন রিপ্লাই দেবেন একটা আর বক্তব্য রাখবেন আরেকটা, তা হয়না স্যার,

মিঃ স্পীকার :— ক্যাটাগরিকেলি সেখানে কোন রকম পজেটিভ একশ্যান নেওয়া হবে কিনা, তাদের এই দুরবস্থা নিরসনের জন্য। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে তা করা হচ্ছে এবং হবে।

GOVERNMENT BILLS– Considered and Passed.

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল– "The Tripura Sales Tax (Sixth Amendment) Bill, 1995 (Tripura Bill NO 3 of 1995).

এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :– Sir I bed to move "That the Tripura Sales Tax (Sixth Amendment) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 3 of 1935)" be taken into Consideration. স্যার, রাজ্যের জন্য রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যটাকে মূলত সামনে রেখেই আমরা পরীক্ষা-মূলক ভাবে ১লা ডিসেম্বর ১৯৯৪ইং তারিখ থেকে রু-রাবার বা কাঁচা রাবারের উপর ৫ পারসেন্ট করে সেইল ট্যাকস্ ধার্য্য করেছিলাম। গত কয়েক মাসে এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে দেখাগেছে তাতে রাজ্য সরকারের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যারা রাবার উৎপাদন করেন বা যারা উৎপাদন করছেন কাঁচা রাবার তাদেরই বেশী সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। স্যার, রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজন এই সম্পর্কে আমাদের মাননীয় সদস্যদের কারো কোন দ্বিমত নেই সকলেই একমত যে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে হবে। আর তার ব্যবস্থা হিসাবে কোন কোন ব্যবস্থা থেকে কোন কোন সূত্র থেকে, কোন কোন জায়গা থেকে আমরা রাজস্ব বৃদ্ধি করব সেই দিক থেকে পরীক্ষা-মূলক ভাবে, রাবারের যে উৎপাদন ব্যাপকভাবে বেড়েছে তাতে কাঁচা রাবারের উপর ৫ পারসেন্ট করে সেইল ট্যাকস্ কার্য্য করার আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছিলাম। আমরা এই পরীক্ষা মূলকভাবে ... গিয়ে দেখাগেল যে রাজ্যে সবচাইতে বেশী স্মল্ গ্রোয়ার্স যারা তারা রাবার প্রডাকশনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এমন কি আমরা জুমিয়া রি সেটেলমেন্টের যে সমস্ত স্কীম নিয়েছি,, সেই জুমিয়া পরিবার সামান্য অল্প একটু জমির মধ্যে রাবার চাষ করে তারা ইতিমধ্যেই রাবার বিক্রি করতে শুরু করেছেন বেশ কিছু পরিবার, তাও তাদের উপরে চাপ পরছে। এবং যারা পারচেজ করে, বড় বড় পারচেজার তারা এসে এই সমস্ত ট্যাকসের দায় দায়িত্বটা, ঐ যে ক্ষুদ্র চাষী, রাবার গ্রোয়ার্স যারা সমস্ত তাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। আমরা মনেকরি এই যারা স্মল্ গ্রোয়ার্স তাদের এই সমস্ত চাপ থেকে মুক্ত করা দরকার, রেহাই দেওয়া দরকার।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :- - যারা ক্রয় করে যারা বড় বড় ব্যবসায়ি ট্যাক্সের সমস্ত দায় দায়িত্ব রাবার গ্রোয়ারদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে আমরা মনে করি যারা যারা এই স্মল্ গ্রোয়ার তাদেরকে এই চাপ থেকে মুক্ত করা দরকার। তার কারণেই আমি এই ৬ষ্ঠ সংশোধনীটি এখানে উপস্থিত

করেছি। সংশোধনীটি উপস্থিত করার কারণ যারা গ্রোয়ার তাদের উপর আমরা আর ট্যাক্স ধার্য্য করব না। আমাদের তারজন্য রাজস্ব ক্ষতি হয়ে যাবে। এই বিলটিপাশ হয়ে যাওয়ার পর আর একটি বিল আনব মাননীয় স্পীকার স্যার,। ক্রয় ট্যাক্স এর উপর যে একট আছে তাকে সংশোধনী করে সেখানে ক্রয় যারা করবেন তাদেরকে সেই ট্যাক্স দিতে হবে। ঠিক সেইভাবে সংশোধনীটা আনতে চায়। এটার উপর বড় দীর্ঘ্য আলোচনা করার কিছুই নেই। এই সেল ট্যাক্স শতকরা ৫ টাকা যে ধার্য্য করা হয়েছে, ধার্য্য করা আছে বর্ত্তমানে এটাকে সংশোধন করে সেল ট্যাক্স রাবার এর উপর আর কোন ট্যাক্স থাকবে না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মিঃ স্পীকার স্যার, ব-রাবারের উপর যখন সরকার শতকরা ৫ টাকা ইম্পোর করবে তখনেই আমরা কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস-এর তরফ থেকে আপত্তি জানিয়েছিলাম। আমরা বলেছিলাম যারা গরীব রাবার গ্রোয়ার তাদের উপর অর্থনৈতিক চাপ পরবে। এটা না করাই ভাল। কিন্তু তখন সমরবাবুর পত্র পত্রিকার বক্তব্য জ্বলাময়ি ভাষতে আমাদের আপত্তি জুলিয়ে যায়। যাই হোউক দেড়িতে হলও ওদের বোধগম্য হয়েছে। তার জন্য আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানায়। এবং মাধ্যমে উনাকে অনুরোধ করাই যারা গরীব রাবার গ্রোয়ার বিশেষ করে এস টি এস সি গ্রোয়িয়া তাদের কাছ থেকে যে শতকরা ৫ টাকা করে ট্যাক্স নেওয়া হয়েছে সেটাকে ফেরত দেওয়ার বন্দুবস্ত করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, The Tripura sale Tex (6th amendment) bill 1995 (Tripura bill No, 3 of 1995) এই সভায় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি রাজস্ব দপ্তরেয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, The Tripura sale Tex (6th amedmnent) bill 1995 (Tripura bill No, 3 of 1995) বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো, The Tripura sale Tex (6th amendment) bill 1995 (Tripura bill No, 3 of 1995) বিবেচনা করা হউক।

(এরপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, The Tripura Purchase tex Amendment) bill 1995 : Tripura bill No, 4 of 1996) এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, The Tripura purchase tex (Amsndment) bill 1995 (Tripura bill No 4 of 1995) বিবেচনা করা হউক। আমি আগেই বলেছি স্যার, পারচেজ ট্যাকস এর নিয়ম হচ্ছে, অ্যানুয়েল ইনকামের উপর ট্যাকস্ ধার্য্য হয়। আর সে দিক থেকে আমরা লাস্ট অ্যানুবাল ইনকাম যার যা আছে তাই থাকবে। আমরা যে হারে ধার্য্য করেছি, তার থেকে বেশী নয় এবং বাড়তি কোন ট্যাকসও নয়। যা এতদিন গ্রোয়ারদের উপর ধার্য্যে হচ্ছিল এটা এখন পারচেইজারদের উপর ধার্য্য হবে।" এতে আমরা বছরে মাত্র ৩০ লাখ টাকা পাব। কাজে কাজেই আমি প্রস্তাব রাখছি, এই অ্যামেণ্ডমেন্টকে গ্রহন করুন রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন। স্যার, অনেকে হয়ত অনেক কিছু বলবেন। তাঁদেরকে আমি বলতে চাই, ত্রিপুরা থেকে কয়েক হাজার মেট্রিক টন রাবার বাইরে যাবে। ইতিমধ্যেই ১ হাজার মেট্রিক টন যেতে শুরু করেছে। এটা শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও কোন বাধার সৃষ্টি করবে না. রাজ্যেরও ক্ষতি নেই।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আপনার মাধ্যমে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, মাননীয় মন্ত্রী শেষ দিকে বলেছেন, বাইরে যারা নিচ্ছে ৫ পারসেন্ট। এ ব্যাপারে আমাদের কোন আপত্তি নেই কিন্তু যারা দেশেই ছোট ছোট কারখানা করবেন তাদের কাছ থেকে যেন এই ফাইভ পাৰ্সেন্ট নেওয়া হয়। এটা শিল্পের জন্যই দরকার। মাননীয় শিল্প মন্ত্রীকে অনুরোধ করব, এটা দেখার জন্য। এটা যদি হয়, তাহলে আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না। যারা বাইরে কিনে নিয়ে যাবে আমাদের লোক ধর্মনগর থেকেই এই ট্যাকস্ কালেকশন করে নিতে পারবে। তা যদি সব পারচেইজারের কাছ থেকেই ট্যাকস্ সংগ্রহ করা হয়, তাহলে এটা প্রভাব ফেলবে এবং গোয়ারদের উপর প্রভাব ফেলবে। কেন না, এতে দাম ফল করবে। যদি এটা না করা হয়, তাহলে আমরা এর বিরোধিতা করব।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে বলতে চাই, এই ট্যাকস্ শিল্পের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। মাননীয় বিরোধী দলনেতার কথায় হয়ত একটু কনফিউশান দেখা দিতে পারে। সে জন্য আমি বলছি, ফরেষ্ট ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন থেকে সেটা দিচ্ছে। কাজে কাজেইএখানে এই ডিপার্টমেণ্টে ট্যাকসের কোন প্রভাব ফেলবে না শিল্পক্ষেত্রে।

আমি বলব সে দিকে উপকৃতই হবেন।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন উহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :— 'The Tripure purchase Tex (Amendment) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 4 of 1995).'' বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাব ধ্বনি ভোটে সভা কতৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং ও ২ নং ধারা দুটি এই বিলের অংশরূপে গন্য করা হউক।

(বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো : "বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(এতএব, বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো : "The Tripura purchase Tex (Amendment) Bill. 1995 (Tripura Bill No. 4 of 1995" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

Shri Samar Choudhury (Minister) :— I beg to move that "The Tripura purchase Tax (Amendment) Bill. 1995 (Tripura Bill No,4 of 1995 be passed.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো : "The Tripura purchase Tax (Amendment) Bill No 4 of 1965)"

(অতএব আলোচ্য বিষয়টি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

DISCUSSION ON DEMAND'S FOR GRANTS FOR 1995—96

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— "১৯৯৫-৯৬ ইং আর্থিক সালের ব্যায় বরাদ্দের দাবীগুলি সভায় উত্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের ভোট গ্রহণ।"

আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ১৮টি ব্যায় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যায় বরাদ্দের দাবীগুলি সভায় উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ।

মাননীয় সদস্য শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশন এখানে আনা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে এবং ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিভিন্ন কার্য্যকলাপের উপর আমার বক্তব্য রাখতে হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমেই আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত পরশুদিন হাউসে যে বিবৃতি দিয়েছেন কাঞ্চনপুরে ৫ (পাঁচ) জন উপজাতি মহিলার উপর ধর্ষন নিয়ে সেই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে বলেছেন ধর্ষিতা হয়নি এবং থানাতে ধর্ষনের মোকদ্দমা দায়ের করা হয়নি। এই হাউস আসার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এস, ডি, ও, পির একটা রিপোর্ট পড়ে শুনিয়েছেন যে, এখানে ত্রিপুরার একটা বিশিষ্ট পত্রিকা "দৈনিক সংবাদ" এ বলা হয়েছে, During local enquiry from the statement of the chers and the villegers or from the witnesses on the alleged rape under there Tribal women proved as totally taste and motiveted and it was publish in the News paper with a view of harass the police and to keep shadow of the antisocials and other type of extremists who are including in committing sub versive activities and other area তার মানে দৈনিক সংবাদ পত্রিকা একস্ট্রিমিস্টদের ইনটিলিজেন্স দিচ্ছে এবং সাবভারসিভ একটিভিটি যারা করে তাদের প্রটেকশান দেওয়ার জন্য on 15 2 95 at 08 30 Hrs the tribal women namely Chipurnng Reang wife of Sri Mansram Reang including their Husband appeared at police station and reported incidents mentioned above withe an addition that therd received on their persons তারপর মাননীয় মন্ত্রী এই হাউসে বলেছেন মেডিকেল এগজামিন করা হয়েছে which is not corect according to the report the S.D.O.P.

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঐদিন হাউসে বলেছেন যে মেডিক্যালী অ্যাকজামিন করা হয়েছে কিন্তু

which is also correct accorcing to the report of the S. D. P. O. Accordingly medical aids not examination, accordingly medical aids were given to them as being forwarded by the Kanchanpur Police Station to the Kanchanpur rural Hospital. But on the basis of incident as narrated by the women regarding torture made by the police was suspecteb to be the Commission of a cognigable offence and as sush an investigation under saction 157 CRPC started. টরচার যে হয়েছে সেটা বলা হয়েছে এখানে। সৌভাগ্যের ব্যাপার স্যার এস ডি, ও যাকে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাকি আশ্বাস দিয়েছেন, অনেকে বলে যে ওকে সেক্রেটারিয়েটে স্বরাষ্ট্র বিভাগে আণ্ডার সেক্রেটারী করে আনা হবে। উনি স্যার, একটা রিপোর্ট পাঠাবেন ওয়্যারলেস মেসেজে। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে। Police with CRPF zoans raided Mritunjoy Para in the early morning 15/3/95 for rounding up some miscreants of Mritunjoy Para who have allegedly Stolen 5 (five) cattle of Shri Dhananjoy Das and Sri Baishnab Das of Das para under Krishnatilla, police arrested 4 (four) persons of Mritunjoy para in connection with such and such Case No. under Section 395 and arms act and women and Children raised cry when four persons were arrested by the police and taken away by them. Subsequently they were released on bail.

এখানে প্রশ্ন হল স্যার, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনি একজন আইনবিদ। আরমস্ অ্যাক্ট অ্যাণ্ড ৩৯৫-এর কেইসে বেইল দেওয়ার কোন বিধান আছে কিনা। দুই নম্বর হল মাননীয় মন্ত্রী হাউসে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে তাদের মেডিক্যালী অ্যাকজামিন করা হয়েছে, কিন্তু পাওয়া যায়নি / স্যার, ম্যাডিক্যালী অ্যাকজামিন করা হয়নি, সেটাতে আমি পরে আসছি। আমি বলছি স্যার, ওদেরকে ম্যাডিক্যাল আইড দিয়ে দেওয়াই হয়েছে এবং আজকে পর্যন্ত ৫ মাসের অন্তঃসত্ত্বা একজন এখনও এই হাসপাতালে অ্যাডমিটেড। ভার এফ, আই, আর টা দি পুলিশ আমি পড়ে শোনাচ্ছি। সাইনড বাই হার।

To

The Officer-in-charge

Kanchanpur Police Station,

North Tripura.

Sub :— First information Report (FIR) about police atrocity and gangrape,

Sir,

I beg to inform you that on March 15th 1995, at about 03-00 Hrs.—03-30 Hrs.

a group Tripura Police, Tripura State Rifles came to our house and asked from outside whether my husband namely Shri Palendra Reang was at home, My old aged father could not respond to them instantly as he was conghing badly at that very moment, At the same time there was on one else at home excepting my old father. While this was going on some of the Police and TSR personnel were Kicking and banging whatever was on our varanda. Soon some of the Police and TSR personnel entered our house and beaten up my old aged father badly, pulled his hair and dragged him outside the house while I was left inside completely alone helplessly. After this the remaining Police and TSR personnel inside our house started taking advantage of the situation. They now started pulling my hand and touched my breasts forcibly and tore my blouse and clothes. When I resisted they (Police/TSR personnel) started blowing and punching me with their hands. Thereafter. I was forced to lie down on the floor and gang rape after which I had serious bleeding and because of it I became unconscious.

I therefore pray that you would kindly taKe necessary action to book the culprits immedlatelly as per the law and thus oblige.

This is the F. I. R and this lady Pramila Reang still is in that Kanchanpur Rural Hospital.

আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যেখানে পরিস্থিতি সেখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার এটা আমার বক্তব্য বা কোন পার্টির বক্তব্য না, মেয়ে যাকে রেপ করা হয়েছে সে নিজে স্পেসিফিক্যালি এই কথা থানাতে এফ, আই, আর, দিয়ে বলেছে এবং এই এফ, আই, আর-এর কপি আমাকে পাঠানো হয়েছে, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই এফ, আই, আর-এর কপি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার, মাননীয় সদস্য যে দলিলের রেফারেন্স এখানে দিয়েছেন এই রেফারেন্সের সমস্ত দলিলটা মাননীয় স্পীকার মহোদয় নিজের হাতে নিন। স্যার, সমস্ত দলিলগুলি মিথ্যা, অসত্য, নিজের বানানো। স্যার, এফ, আই, আর যেটা উনি বলেছেন সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন ঃ— আমি কপি দিয়ে দেব।

DISCUSSION ON DEMANDS FOR GRANTS FOR 1995—96

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যদি এইভাবে মিথ্যা তথ্য দিয়ে হাউসে বিভ্রান্ত করেন তাহলে তার জন্য তাকে প্রিভিলেজে পরা উচিৎ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি এখানে যেটা পড়েছেন, It is become The Proparty of the house. Please handover It on the table of house.

শ্রীসমীরঞ্জন বর্মণ :— সমস্ত দলিল দের, দলিল দিতে আমার আপত্তি নেই। তারপর স্যার, আজকে সকাল বেলা আমার কাছে ঐ এলাকা থেকে এক জীপ ভর্তি ট্রাইবেল ছেলেরা এসেছে। তারা ট্রাইবেল ষ্টুডেন্ট ফেডারেশনের, তারা আমাকে একটা রি-প্রেজেনটেশান আজকে দিয়েছে আমি সেটা পড়ছি।

As per T. S. F. team spot visit reports returning from Mitrajay para under Kanchanpur P.S. on 21-3-95 regarding the Tripura Polices, Tripura State Rifles Gang raped committed on the night of 14th March, 1995, I am to inform you for your kind doing necessary action on the incident that it is a true fact and It occurs on the 15th March, 1995 at about 0300-03. 30. hours.

A group of Tripura Police/TSR Jawans went to the village Mitrajoy Para, under Kanchanpur P.S. on the late hours at night at about 0300-0330 ocloc,k finding absent of those victims husbands, the TSR's and Tripura Police took advantage of the situation, stated gang raped for which all of the victims hospitalised at Kanchanpur R. Hospital. One of them named Mis. Pramila Reang is till now under treatment at Kanchanpur Rural Hospital She is 5 (five) months pregnant bleeding, continuing till the visit of TSF representatives.

Kanchanpur and pecharthal Police official are very much active to supress the true fact and trying to bribe the victims.

স্যার, এই পরিস্থিতিতে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুলিশকে রক্ষা করার জন্য একটার পর একটা অসত্য ইনফরমেশান হাউসে দিয়েছেন। অবশ্য আজকে আমাদের সৌভাগ্য, ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষের সৌভাগ্য রতনবাবুর একটা প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, ১৯৯৩ সালের এপ্রিল থেকে ৯৫-এর ফেব্রুয়ারীর প্রথম পর্য্যন্ত রাজ্যে বধু হত্যা হয়েছে ৭ জন, ৫৬ জন আনম্যেরিড মেয়েকে কিল করা হয়েছে এবং নারী নির্যাতনের ঘটনা ৪৮৮ জন মাত্র এক বছরের, এইটা খুব বেশী না। যেটা অনেক সাপ্রেশানের

পরে মাননীয় মন্ত্রী লিখিত জবাব দিতে বাধ্য হয়েছেন। তার মধ্যে এই সমস্ত ঘটনা মৃত্যুঞ্জয় পাড়'র ঘটনাগুলি-এর মধ্যে বাদ আছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র দপ্তর পরিচালনা করেন এখন বললে তো স্যার, চিৎকার শুরু হয়ে যাবে উনার স্যার, কিছু নিজস্ব পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতির মধ্যে স্যার উনি চলেন। এই স্বরাষ্ট্র দপ্তর প্রকৃত পক্ষে পরিচালনা করেন ত্রিপুরার কিছু রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত কিংবা ঐ ধরণের চারজন অফিসার, স্যার। একজন হলেন জয়েন্ট সেক্রেটারী শ্রীশকুন্তলা দাস, (২) শ্রীসদীপ রায়, এস, পি, লেবেলের অফিসার, (৩) ধূর্যটি রায় উনারা খুব কন্‌ফিডেনশিয়েল লোক এবং (৪) অমিতাভ কর। এই চারজন স্যার নবাস্কের চাররত্নকে নিয়ে উনি স্বরাষ্ট্রবিভাগকে পরিচালনা করেন।

এখন স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলি যে রাজ্যেশ্বর রাও রিপোর্ট উনি বলবেন আমি এইটা মানি না, "এইটা আমরা বাতিল করেছি।" আপনার রিপোর্ট—"আমার রিপোর্ট মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বাতিল করে দিয়েছে" রাজ্যেশ্বর রাও-এর রিপোর্ট যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করেছিলেন ল অ্যাণ্ড অর্ডার সম্পর্কে উনি বলবেন' আমি এইটা আমি না।" আমি যদি বলি আপনার রিপোর্ট থেকে পড়ছি-উনি বলবেন "আমি আমার রিপোর্ট মানি না, কারণ উপমুখ্যমন্ত্রী এইটা বাতিল করে দিয়েছেন"। এখন আমি যদি বলি যে স্যার, যে রিপোর্ট তৈরী করেছেন। (যে কাগজ-পত্র উনার কাছে আছে সেগুলি আমার কাছেও আছে) উনি বলবে "আমি মানি না।" আমি যদি বলি সি, আই, ডি,-এর বিকু দেববর্মা যে রিপোর্ট তৈরী করেছেন যেটা উনার ফাইলে আছে উনি বলবেন "আমি সেটা মানি না"।

স্যার, রাজ্যে খুনের সংখ্যা ১৯৯২ থেকে ১৯৯৩-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত এর মধ্যে ইউ, ডি, কেইস-এর তো এন্ট্রি নেই, ওগুলো সেরে ফেলেছে, ইউ, ডি, কেইস উনি আনেন না স্যার হাউসে। ১৫৭ এ এইটা ধর্ষণের, ১৫৭ ধারার হয় খুনের কেইসে-উনি সেটা এফ, আই, আর, করেছেন লিট টেক্‌টিস-এ, ঐ চার রত্নকে নিয়ে। ধূর্যটি অমিতাভ ঐ চার রত্নকে নিয়ে উনি যে কোটাপরি করছেন ওদের কথায় ১৫৭ এর রেকর্ডস উনি আনেন না। ৩০২ ধারায় পরিস্কার রাজ্যে ৯৩ সালে ওদের আমলে খুন হয়েছে ৩৮০ টি মাত্র। কিডন্যাপিং-১৩৩, রেপ্‌-৮৯ আটেম্পট্‌টু মার্ডার-১২৫। ডাকাতি ৩৯২, বার্গলারী-৬২০, থেফট-৫৪০, চীটিং ২৪, কাউন্টারফিটিং-৭, আদার কগ্‌নাইজেবল অফেন্স-২৪৪৬ টি।

স্যার, জানুয়ারী, ৯৪ টু ডিসেম্বর-৯৪-মার্ডার কমেছে কিছু ৩২৭ টি, কিডন্যাপিং ১১৪, অ্যাটেম্পট টু মার্ডার ৬৭, রেপ ৭২টি, ডাকাতি ১৩৯, রবারী ২৯৭, বার্গলারী ৪০৯, থেফট্ ৮১২ রায়টিং ৩৪৮ চীটিং ২৩, কাউন্টারফিটিং ২০, অ্যান্ড আদার কগনাইজেবল অফেন্স ২১৩০। ইন্ ১৯৯৫, মার্ডার জানুয়ারী মাসে ২৩, কিডন্যাপিং ২৫। ফেব্রুয়ারী মাসে মার্ডার ১৭, কিডন্যাপিং ২২ মার্চ মাসে মার্ডার ১২, কিডন্যাপিং এইটা স্যার, বুঝা যাচ্ছেনা, ১০ না ১৮ টি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানি না যে এই মন্ত্রীদের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার দেওয়ার কোন বিধান আছে কি না? এই মন্ত্রীদের আমলে পি, টি, সি, তে ..... ।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, এইখানে থানার দাবী করা হয়েছে জুলাইবাড়ী খযামুখে, আর আরেকটা রবিবাবুর আছে অমু পার্টিকুলার মেটার সেটা হলো, 'কেইমিউর্ টু কন্ট্রোল দ্যা ওয়েস্টফুল এক্সপেণ্ডিচার (টি, এস, আর, সম্পর্কে) এইখানে স্পেসিফিক কাট মোশান আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় বিরোধী দল নেতা একটা পদ্ধতি অনুসরন করছেন যে কিভাবে ডিসকাসনের সময়টাকে হাউসে পার করিয়ে দেওয়া যায়। স্যার, সময় বেধে দিন।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় বিরোধী দল নেতা, আপনার কিন্তু, ৫ মিনিট সময় চলে গিয়েছে। টোট্যাল আপনার পাওনা ৪০ মিনিট।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন:— প্রত্যেকে যদি এইভাবে বার বার উঠে তাহলেতো সময়টা নষ্টই হবে, কি আর করতে পারব। ঠিক আছে স্যার, অন্যরা ১০ মিনিট বলবে। আমাকে যেন ডিস্টাব করা না হয়। স্যার, পি, টি, সি থেকে ৬৩০ রাউণ্ড গুলি ও আটটি পিস্তল চলে গিয়েছে। এই যাকে আমি সাসপেণ্ড করেছিলাম। ওর সাহস হবে সাসপেণ্ড করার। বলা হচ্ছে তদন্ত হচ্ছে কি'সর তদন্ত? তার এখান থেকে এগুলি চলে গেল আর উনি চুপ করে বসে আছেন। এর পেছনে কারন রয়েছে। কারণটা বেশী কিছু এখানে বলছি না। আমি জানি ঐ অস্ত্র কোথায় মন্ত্রীও সেটা জানেন। কিন্তু মন্ত্রীর সেই ক্ষমতা নেই তাকে সাসপেণ্ড করার। সি, আই, ডিকে তদন্তের জন্য দেওয়া হয়েছে এই কেইসটা। তদন্তকারী অফিসার মুকুল ঘোষকে পি, টি, সি থেকে ধমকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এটা উনি জানেন। তবুও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিয়ে দেখাতে পারবেন না। কারন তার এই ক্ষমতা নেই স্যার। কারন কি সেটা মন্ত্রী জানেন। আমিও জানি। আমি বলতে চাই না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় স্যার এখানে মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন

যে উগ্রপন্থী আত্মসমর্পনের পর কেন্দ্র ২ কোটির কিছু বেশী টাকা দিয়েছেন। সেটা অন্যায় আপনাদের কথা ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়াটা। আমি এখন জিজ্ঞেস করতে চাই রাজ্য সরকার দুটি আত্মসমর্পণের লিস্ট তৈরী করেছেন। একটাতে ২৪০০ উপর এবং অপরটিতে ১৯০০ একটাতে ২৪৬৪ এবং অপরটিতে ১৯৩১ জন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আত্মসমর্পনের পর কেন্দ্রকে জানাতে হয়। মাননীয় বিরোধী দল নেতা যেটা বলছেন সেটা আগের হতে পারে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— সেটা যে ঠিক নয় আমি বলছি। ৬, ৯, ৯৩ থেকে ১২, ৯,৯৩ইং পর্যন্ত ১৩৪৪ জন সারেণ্ডার করেছে। তাদের সঙ্গে গাদা বন্দুক টাক্কাল গুলতি, মারবেল ও সাইকেলের চেইন রয়েছে। তাদের সঙ্গে ১৩ ১০, ৯৩ইং থেকে ১৫. ১০, ৯৩ইং পর্য্যন্ত ২৩৯ জন আত্মসমর্পন করেছে। আর্মস্ আধুনিক কিছুই নেই। ২৩, ১২, ৯৩ইং ৫১ জন। তাদের মধ্যে ১২ জন মহিলা। কোন আর্মস নেই, এইটি খুন্তিও নেই। যখন কেন্দ্র বলে যে কি কি আর্মস নিয়ে আত্মসমর্পন করে তখন যাদের আর্মস নেই তাদের নামের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সেটা করে ১৯৩১ জনের নাম আর্মস ছাড়া ও আর্মস সহ একটি লিষ্ট তৈরী করা হয়।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্য মন্ত্রী) :— স্যার, এই হাউসে আমি সব উপস্থিত করেছি। কত আর্মস বৈরীদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়াছে সব লিস্ট আমি এখানে দিয়েছি। কাজেই, সব অসত্য কথা বলা হচ্ছে বিভ্রান্ত করার জন্য।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— এখন আমি জিজ্ঞেস করি স্যার, ২৪. ৫.৯৩ইং থেকে যত আর্মস জমা পড়েছে তার লিষ্ট। বি. এস. এফ,-সি. আর,পি, এফ, এবং পুলিশের কাছ থেকে যে অত্যাধুনিক আর্মসগুলি চলে গিয়েছিল ৫১টি আর্মস, সেগুলি উদ্ধার হয়নি কেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলুনতো। একটি আর্মসও আপনারা উদ্ধার করতে পারেন নাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপমুখ্য মন্ত্রী) :— তৈনানী ও ধুমাছড়ার লুট হওয়া অস্ত্রের হিসাব তার মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, সেই জন্য হোম ডিপার্টমেন্টের উপর বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে সেগুলিকে আমি সমর্থন করছি। অস্ত্র পাচার এবং বাংলাদেশে অস্ত্র বিক্রি এই হচ্ছে এখন স্বরাস্ট্র দপ্তরের কার্যপদ্ধতি। আর নির্দোষ লোক, উপজাতি মহিলারা

রেপড্‌ হলে, নৃপেনবাবু কিছু বললে, নৃপেনবাবুকে বলা হয় চণ্ডীগড়ের অধিবেশনের পর বের করে দেওয়া হবে। নৃপেনবাবুর গায়ে গন্ধ লাগে। এই বহিষ্কার করার জন্য নৃপেনবাবু আপনাদের হাতে খড়ি দিয়ে শিখিয়েছিলেন। রাজনীতি করার জ্ঞান শিখিয়েছিলেন। সব চুপ করে আছে লেবেনচুষ মুখে দিয়ে এখন। এখন সেই নৃপেনবাবুর পিছনে দাঁড়াবার মত জোড় আপনাদের আর নেই। কিছু বলার সাহস নেই। আজকে নৃপেনবাবু যখন বলেন যে, উপজাতিরা ধর্ষিতা হচ্ছে এবং তাদের বাঁচার অধিকার নেই পশ্চিমবঙ্গের মত ত্রিপুরাতেও একটা অসভ্য সরকার। উপজাতিরা গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে সেটার সমস্যার সমাধান না করে নৃপেনবাবুকে পার্টি থেকে বের করে দেওয়ার জন্য উদগ্রীব। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, ৬, ৩,৯৫ইং তারিখে আমি এতটা পড়তে পারব না। আমি একটা জায়গা শুধু পড়ে শুনাচ্ছি !

No one may supose even by mistake that protaction of human rights act, 1993 with proceedual regulations.........

(গণ্ডগোল)

মিঃ চেয়ারম্যান — মাননীয় বিরোধী দলের নেতা আপনি সংক্ষেপ করুন। এইগুলি আগেই শেষ হয়ে গেছে। সংক্ষেপে বলুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, ডি, জি, এই সারকুলার দিতে বাধ্য হয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন এইভাবে পুলিশ উপজাতিদের ঠাণ্ডামাথায় মারাচ্ছেন, যখন সারা রাজ্যে মহিলাদের উপর ধর্ষণ হচ্ছে তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ধর্ষনের কথাও এই সারকুলারের মধ্যে বলেছেন ট্রাইবেলদের কথা বলে,

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে বলছি, এটা আগেই শেষ হয়ে গেছে। এটা এখন বলে কিছু হবেনা।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— এটা ৬ তারিখস্যার, রাজকোবরার ঘটনার পরে। আপনার আমার আত্মীয়, অনেক ট্রাইবেলের আত্মীয় উদেরকে প্রটেকশান দেবেন না ? ওদের ধর্ষন করা হচ্ছে। গুলি দিয়ে ওদেরকে মারা হচ্ছে। আপনি ওদের প্রটেকশান করছেন। দুর্ভাগ্য আমার স্যার,

মিঃ চেয়ারম্যান :— আপনি সংক্ষেপ করুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— আমি স্যার, বলেছি যে ঐ সমস্ত ট্রাইবেলদের রক্ষা করুন, ঐ সমস্ত মহিলাদের রক্ষা করুন। যে মহিলা ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা, আমার আপনার উত্তরসুরী ওর পেটে, তাকে ধর্ষন করে হাসপাতালে ফেলে রেখেছে। তার পর এখানে দাঁড়িয়ে নাটকের অবতারনা করছেন। নাচছেন, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

মিঃ চেয়ারম্যান :— আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমি আর ১ মিনিট সময় নেব, আমার বক্তব্য আর বাড়াবনা। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এই মন্ত্রীর ক্ষমতা নেই, মন্ত্রী ফয়জুর রহমানের বিশেষ আত্মীয় ওর শালক কে সাজা দেওয়ার ও ক্ষমতা নেই জনৈক মন্ত্রীর ছেলেকে যে সেনসীম মার্ডার থেকে শুরু করে সব কিছুতে যুক্ত সেই মন্ত্রীর ছেলেকে ধরার ক্ষমতা ওর নেই। মাননীয় স্পীকার মহোদয় জনৈক বিধায়কের ছেলে ডাকাতের মোকদ্দমায় ধরিত, ওকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা ওদের নেই,। কাজেই, রাজেশ্বর রাও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা ওদের নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি এই গুলি কেন আনছেন। মাননীয় বিধায়কের ছেলে, মাননীয় মন্ত্রীর ছেলে। ব্যক্তিগত ভাবে কেন বলছেন। এই গুলি কেন বলেছেন।

(এই গুলি কার্য্য বিবরনী থেকে বাদ যাবে।)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— সরি স্যার, সরি স্যার, আমি উইথড্র করলাম স্যার। উইথড্র করলাম স্যার। উইথড্র করলাম স্যার। আপনি বলেছেন আপনার আদেশ শিরোধার্য্য

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া কিংবা উদয়পুরে সি, বি, আই,-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা ওর নেই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— ঐ যে মন্ত্রী কালকে একটা সত্য কথা বলেছেন অনেক কিছুর মধ্যে যে "সমীর বাবু আপনি তো পুলিশ লাইনে গর্ত করে এসেছেন, গর্তের মধ্যে হুচুট খাবেন, পা ভেঙ্গে যাবে।" আপনারা সাবধানে চলাফেরা করবো। এটা সংস্কৃত কলেজের পাণ্ডিত্য করা, কিংবা প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী করা কিংবা বাজারে চাই ইণ্ডিয়ান বাম সঙ্গে সঙ্গে কাম বলা এক জিনিস নয়। এটা আর ওটা এক জিনিস নয়।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য সংক্ষেপ করুন। আর সময় নয়, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— তাই বাজেট কে তার ডিমান্ডগুলি বিরোধিতা করে এবং কাটমোশানগুলি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আপনাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাকে কিছুটা সময় দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রনব দেববর্মা

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী সদস্য নেতাকে অনুরোধ করছি, মাননীয় বিরোধী নেতাকে অনুরোধ করছি এই কাগজগুলি লে-করে দিন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আপনার এফ, আই. আর,-এর কাগজ দেখতে চাই। তার কপি দেখতে চাই।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— আপনি দেখার কে, আমি স্পীকারকে দেব।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— ঠিক আছে, স্পীকারকে দিন। স্পীকার আমাকে দেবে তা দেখব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— আপনি দেখার কে ? আমি এখন জমা দেবনা। আপনার বক্তব্যের পরে তা জমা দেব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা কন্টাভার্সির ব্যাপার না। আপনারা চুপ করুন। মাননীয় বিরোধী নেতা আপনি কাগজ হেণ্ডওভার করুন। মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শুরু করুন।

মি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য প্রণব দেববর্মা, আপনি বলুন।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসে গত ১০ তারিখ যে বাজেট ত্রিপুরার বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গীত রেখে এখানে পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে এবং এই বাজেটের কিছু কিছু অংশ বিরোধীদের দলের সদস্যারা বিরোধিতা করে যে কাট-মোশান এনেছেন তাকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমি মনে করি বর্তমান ত্রিপুরার পরিস্থিতিতে ১৯৯৫-৯৬ সালের

যে বাজেট খুবই গুরুত্ব। এখানে আমি মাননীয় বিরোধী সদস্য অমল মল্লিক এবং রতিমোহন জমাতিয়া যে কাটমোশন এনেছেন বিশেষ করে ডিমাণ্ডনম্বর ৩১-উপর। যেখানে রিডবেল এমপ্লয়ম্যান্ট উপর। বিগত পাঁচ বছর এই ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামীণ যে কর্মসংস্থান গরীব মানুষকে রক্ষা করার জন্য যেটা করা দরকার ছিল সেটা তারা করতে পারেনি। কিন্তু তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসার পর এখানে বিভিন্ন স্কীমের মধ্য দিয়ে গ্রামের গরীব অংশের মানুষ যাতে নির্ভর হয়ে উঠতে পারে তার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিগত পাঁচ বছর জোট সরকার-এর আমলে আমরা লক্ষ করছি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আমরা দেখেছি অনেক মানুষ অনাহারে মারা গেছে। কিন্তু এই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরায় একজন লোকও অনাহারে মারা যায়নি সেটি আমরা বলতে পারি।

এই ত্রিপুরা রাজ্যে কেউ না খেয়ে মারা যায়নি। আমরা একথা বলি না যে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেছে তারা সবাই উপরে উঠে গেছে। সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে যদি কেউ না খেয়ে মরে তাহলে ঐ এলাকার সংশ্লিষ্ট অফিসার দাবী থাকবেন। কাজেই বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে কাট-মোশন আনা হয়েছে সেগুলি যুক্তি সংগত নয়। আপনারা কাট মোশন উইথড্র করুন। এই বাজেটের সংগে একমত হউন। এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কল্যাণের জন্য যে বাজেট উপস্থাপিত করা হয়েছে তাকে সমর্থন করুন। এখানে বিরোধী দলের তরফ থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরের উপর কাট মোশন আনা হয়েছে। বিগত ৫ বছরে জোট সরকার স্বাস্থ্য দপ্তরকে কোথায় নিয়ে গেছে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি রাজধানীতে অবস্থিত জি, বি, হাসপাতাল। সেখানে ইর্মাজেন্সীতে রোগী নিয়ে আসে কিন্তু সূচ থেকে আরম্ভ করে ইনজেকশনের জল পর্যান্ত রোগীদেরকে কিনে আনতে হয়। সেই অবস্থায় ওরা রেখে গিয়েছিল। সেই স্বাস্থ্য দপ্তরকে উন্নত অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার উপর কাট মোশন আনা হয়েছে। পি, এইচ সি, গ্রামে গন্জে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সবাই জানেন টাকার প্রয়োজন। সেই জন্য আমি অনুরোধ করছি আপনারা কাট মোশন তুলে নেন। এগুলির কোন যুক্তি নেই। বিগত পাঁচ বছরে জোট সরকার শিক্ষা দপ্তরকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল। স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে স্কুলে চেয়ার নেই, টেবিল নেই। সেই অবস্থা থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে তুলে আনতে হলে টাকার দরকার। উরা জানে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে একেবারে ধ্বংস করে গিয়েছিল। এই শিক্ষা দপ্তরকে উন্নত করার জন্য যে যে বিষয়গুলি বাজেটে ধরা হয়েছে তার উপর তারা কাট মোশন এনেছেন। যুক্তি সংগত হয়নি।

কাজেই স্যার. এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের জন্য বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে তা ঠিকই আছে। বিরোধী দল থেকে এখানে যে কাট মোশন আনা হয়েছে তা উদ্দেশ্য

প্রনোদিত। তাঁরা চান না ত্রিপুরা শিক্ষার দিক থেকে এগিয়ে যাক। স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা পঞ্চায়েত উপরও কাট মোশন এসেছে। স্যার, এটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আমরা গত পাঁচ বছরের জোট শাসনে দেখেছি তাঁরা পঞ্চায়েত নির্বাচন করবেন বলে ৫ বছরেই কাটিয়ে দিয়েছেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভেঙ্গে দিয়ে উন্নয়ন কমিটির নামে লক্ষ লক্ষ টাকা নয় ছয় করেছেন। বিন্দু বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেই তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন পঞ্চায়েত নির্বাচন করে জন প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দিয়ে, এখন একটা সুষ্ঠ নিয়ম নীতির মধ্য দিয়ে কাজ কর্ম চলছে। মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা এখানে কাট মোশান এনে বলেছেন, পঞ্চায়েতের নির্বাচন করার নামে এই দপ্তরের অসংখ্য টাকা খরচ করা হয়েছে। স্যার, ওরা যেন ভুলে না যান বিগত পাঁচ বছরে কি করেছিলেন। স্যার, আজকে ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থে সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে পঞ্চায়েত -এর নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কাজ করে চলেছেন। কাজে কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব, ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এই কাট মোশান উইথড্র করে নিন। স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার, ২০তে নিউক্লিয়াস বাজেটের উপর কাট মোশান এনেছেন। স্যার, আমরা জানি, তফসীল জাতি এবং উপজাতি অংশের মানুষরা দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন। আজকে তারা চিকিৎসা করাতে পারে না, ঔষধ পত্র কিনতে পারেন না, ঘর বাড়ী তৈরী করতে পারে না, শিক্ষা লাভ করার জন্য বই কিনতে পারে না। এখানে এই বাজেটে তাদের জন্যই টাকা ধরা হয়। এস, সি, এবং এস, টি, ওয়েলফেয়ার দপ্তর থেকে তাদেরকে সাহায্য করা হয় গরীব অংশের মানুষেরা পিটিশান করলে দপ্তর থেকে টাকা বিলি বন্টন করা হচ্ছে।

এই বাজেট সম্পর্কেও এখানে কাট মোশান এনেছেন। এখানে আমি বলতে চাই এমন কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এখানে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা আনতে পারবেন না। এই নিউক্লিয়াস বাজেটের টাকা পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে সময়মতো সেখানে পৌঁছে দিতে আমাদের সরকার চেস্টা করছেন। স্যার, এখানেও মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কাট মোশান এনেছেন। তাঁদের এই কাট মোশান বাস্তব অবস্থার সঙ্গে কোন মিল নেই। আসলে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এই হাউসে সকাল ১১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত বসে থাকেন তাই উনাদের নিয়ম রক্ষা করার জন্য বিরোধিতা করছেন এবং এখানে যদি কিছু না বলেন তাহলে রাজ্যের জনসাধারন তাদের কি বলবে? কাজেই এই সমস্ত কথা চিন্তা করে উনারা কাট মোশান এনে বাজেটের বিরোধিতা করছেন। কাজেই, মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করব ১৯৯৫-৯৬ সালের যে বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারনের কথা চিন্তা করে করা হয়েছে সেই বাজেটকে সবাই সমর্থন করবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শ্রীহাসমাই রিয়াং।

শ্রীহাসমাই রিয়াং (কুলাই) :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, গত ১৩,৩-৯৫ইং তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের জন্য যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন সেই বাজেটকে সমর্থন করে এবং অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের জন্য যে গ্র্যান্ট ধরা হয়েছে সেই গ্র্যান্টকে সমর্থন করে এবং মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া এবং অমল মল্লিক মহাশয় যে কাট মোশান এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি ককবরক ভাষায় বক্তব্য রাখছি।

(মাননীয় সদস্য কক্-বরক্ ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন)

—কক-বরক—

শ্রীহাসমাই রিয়াং :-- সারা ত্রিপুরা রাজ্যঅ ৩০ বৎসর হইতে তিনি পর্যন্ত তাই ৪০ বৎসর রাজত্ব বিভিন্ন দলনি বরকরগ শাসন খালাই খাংগ। ৪০ বৎসরনি ভিতর ১০ বৎসর বাদ খালাই.খ ৩৫ বৎসর কংগ্রেস রাজত্ব খালাইঅ। তাই ৩৫ বৎসর রাজত্ব সময়ত চিনি ট্রাই.বল সারা ত্রিপুরাঅ ট্রাই.বল জাতি-উপজাতি গরীব অংশ তামা উপকারঅং আবনি সংক্ষিপ্ত আং একটু আলোচনা খাইনা নাইঅ. কিন্তু এই যে কাট মোশানঅ যে বিভিন্ন ডিমান্টনি উপরঅ কাট মোশান তং অমানি বক্তব্য নারীগণ উপরঅ। দরকার মনে খালাইঅ কিন্তু গত যে ২২ তারিখঅ মাননীয় বিধায়ক রতিমোহন জমাতিয়া অন্যান্য বিরোধী রগ যে কাট মোশান তুবুই যে বিভিন্ন রকম বক্তব্য নারীগন আংব কিছু বক্তব্য নাগিনা নাইঅ। কিন্তু কাটমোশান নি নিয়মত ডিমাণ্ডনি উপরবে আলোচনা মা খাইআ, অবনি বাইরে আলোচনা খাইরা। আংব কিছা উদের আলোচনা খাইনাই।

কাজেই, ৩৫ বৎসর যে কংগ্রেস রাজত্ব খাই থাংতা ১০ বৎসর বাদ খ ইখে তাবুকনি তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ২ বৎসর কাথা। যেমন :—লক্ষ লক্ষ ট্রাইবেল জুমিয়া নিজেনি ভিটা জমি মা উচ্ছেদ আংবাই কংগ্রেস যে ভূমিহীন রগন উদ্বাস্তু খাইবাইখা বিভিন্ন জায়গাঅ ৩০ বৎসর কংগ্রেস রাজত্বঅ। ১০ বৎসর বামফ্রন্ট আবনসে কিসা উন্নতি খাই তিসাআই মানন আবনি বাগাই অনেকগুলি S,R,E,P, N R,E,P তিনি G.R,E.P সম্পূর্ণ ভাবেখে চিনি A,D.C এলাকান বৃহত উপজাতিন রক্ষা খাইনাই ADC, নি উপর চিনি যে, দাবি যে পাহাড়ী বাঙালী ২৮ লক্ষ বরক পাহাড়ী বাঙালী ঐক্যমও থামী যেস্বশাসিত জেলাপরিষদ উপজাতিনি যে রক্ষা কবচনি যে চীৎকার খাই আন্দোলন খাইমানি জরাঅন ১০ বৎসর বামফ্রন্টনি আমলঅ চাং ADC কোন রকম রাইমান। ৩০ বৎসর।

রিয়া আফারুঅ যে চাঙ চীৎকার খাই তংফুরুঅ রতিমোহনবাবুসংন চিন্তা কারাই তদেতং কারাই, আমবাসানি কুলাইঅ চিনি দশরথ ১৯৬৩ সনঅ জনসভা খালাইফুবা কাল পতাকা তারাই A,D,O নি বিরুদ্ধে A,D,C ন বঞ্চিত খাইঅ কালপতাকা তাইছে A,D,C ন বঞ্চিত খাইনানি শ্লোগান রাই তংগ। পারেঅ বামফ্রন্ট সরকার যখন আর A,D,C যখন নির্বাচন আংখা আফারু জনগনন সে সালেহা হ্যাঁ চাং সে A,D,C তাবাঅ। তামা তাই A,D,C, ম? A,D C চুঙসে তুবুঅ। বন হান চিনি ককবরগবাই খে "সাকাল" "বাঘের নামে হিয়াল খায়।" মাসাই চবনানি মাতাং খাই তংগ, বেংগাই তানাও চাং তাবাঅ। চাং আন্দোলন খালাই তংফুরু বরগ বিরোধীতা খালাইঅ। কাবান তাইফায় ফুকালে হ্যাঁ, চুঙ সে তাবাঅ। কাহাম খাই সাংদি। ৩০ বৎসর সংক্রাক দল খাইনাই বরগ চিনি ট্রাইবেলন শচীন সিংনি আমলঅ চিনি রাজপ্রসাদঅ উপজাতি কল্যান মন্ত্রী সেংক্রাক দল খাইবাই চিনি ট্রাইবেলন বিভ্রান্ত খাইনা চেষ্টা খাইঅ। আফারানি সিমিসে কংগ্রেস রাজত্ব খাইঅ লঙ্কার রাবনের মত। উপজাতি আংখাখে ভস্মলোচন সারা বৎসরঅ রামায়নঅ পাড়িনাইদি ভস্মলোচন তৈরী খাই তংগ সারা বৎসরঅ বরগন সে উপেক্ষা খাই তলেহা পরেখে হ্যাঁ-উপজাতি বন্ধু, উপজাতি বন্ধু খাইবেখে ঠিক খেকে খেতে পরে আংখেন তিখালাই রালাথা-হ্যাঁ ভস্মলোচন, তাবুক নিজে নিজে ভস্ম আংলেখা, ১টা মাত্র আসন চিন্তা কারাই উপজাতিনি দরদি। তাবুকখে ১০ বৎসরঅ যখন A,D,C নির্বাচন খাইবাই A,D,C চিনি ক্ষমতা তাবাঅ শিকারী বাড়ী বা বিভিন্ন জায়গাঅ উপজাতিনি কক পাওাঅ যে উপনগরী তৈরী খাইমাংখে। শিকারী বারী থাংনাইদি ইনডাস্ট্রি, P,W,D বিভিন্ন দপ্তরনি তাবুক দালান খাই তংগ। বামফ্রন্টনি আমলঅ A,D.C নি যে যুব সমিতিনি মন্ত্রিত্বঅ অব A,D,C ক্ষমতা তাবুক ৫ বৎসর আংতংগ।

চাং রাজ্য সরকার তাবুক ২ বৎসরসে খাইতংগ। তাবুক ক্ষমতা তংগ A'D,C এলাকাঅ নংনি সরকার। ৩৫০/৪০০ ভাগনি বেশী A,D,C এলাকানি গাঁওসভা লক্ষ্যদাখীলাইখে? হ্যাঁ, চাং রাজ্য সরকার ন সে তাবুক বদনাম খালাই তংগ নরগ রিয়া অমা। রিয়া এমাস রিয়া। A,D,C নরগনি ক্ষমতা তংখানুন জোট সরকার। A,D,C নরগ তামা পাহাড়নি ম চাকা মানাইয়া নানান আংতংমা নরগ লক্ষ্যাদাখে? থাং তদন্ত খালাই নাইদি অহাউজনি পাইংটি হাউস সিদ্ধান্ত খাই নাইদি সঠিক কিনা। হিমদি তদন্ত খাইদি নরগসহ থংনাই A,D,C এলাকাঅ তামা কামখে? লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি রাঙ চাও। মিয়াঅসে আমবাসাঅ ১৩০ জনান মাইচালানি ভাই হুপ হগমানি রাঙ রিঅ। ১৫০ টাকাখে রানাসে মাত্র ১২০ সে রাঅ বাকীলে? বরাং রাঅয় মানখা হানখেলে বলে কাহামমা, আর সাকথাং রাংচাক "উপর পানি চাল ভিতরে আগুন জ্বাল।"

খুম কাহামা কক সাঅ অর জনকল্যানন মাতাংখে রামানি কক পাঙ্গাঅ। কাজেই, চিন্তা খাইদি

যে কাটমোশন যে ফারুকান উপজাতিনি কাটমোশান। উ দিন আং খানাঅ হ্যাঁ,—A,D,C, ন বিমাতৃসুলভ খালাইঅ রাজ্য সরকার। ৫ বৎসরঅ জোট সরকার তং ফারুকঅ তামা বিমাতৃসুলভ আংজামানি। কেন্দ্রব নরগনি হাতে রাজ্য সরকারব নরগনি হাতে, A,D,C, ব নরগনি হাতে তংফারী ত্রিপুরা ২৮ লক্ষ বরকনি তিনি আনন্দথে ফুটি রাঅই তিথানা বাগাইখে? শুধু সন্ত্রাস গুণ্ডা ইস্কুলরগ সমস্ত কিছু বঞ্চিত খাইবাই ভাবুক আরম্ভখাই তিসাফিকা সেংরাক T,T,B,F অমাগ বি, এফ, তমাগ বি, এফ, গ্রামে গ্রামে এলাকা এলাকা থাথারাই তাবুক বরগসে নাটক খাই তংগ। উগ্রপন্থিনী বাগাই তংমায়া হানাই। রবীন্দ্র দেববর্মা কর্ণসিং জমাতিয়া কাংরাইছড়ানি রাজেন্দ্র রিয়াং নবুক খাইবাই হাজার হাজার উপজাতিন উচ্ছেদ খালাইমানিন নরগ লক্ষদে খে? সামাং মানমা মাচায়া, অভাব অনটন যে তংমানি নরগলক্ষ কারাই। কাজেই কাটমোশান তারাইব উপজাতি জনগনন থাংগ। ২৮ লক্ষ বরগনি উপকার, ভবিষ্যৎ উন্নতি আংমানি কক পাওঅ যে বাজেট গত ১০ তারিখ মার্চঅ চিনি মুখ্যমন্ত্রী যে সারা ত্রিপুরানি চিন্তা খাই যে ট্রাইবেল, ননট্রাইবেল জাতি উপজাতি কি সিডিউলকাষ্ট কি সিডিউল ট্রাইব সমগ্র অনুন্নত জাতিগোষ্ঠিনি বাহাইখে উন্নত আং অম সিমি CPM নি কক পাওয়া। কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, সারা ত্রিপুরা ২৮ লক্ষ্যানি কক পাওতাই বাহাইখে উন্নতি আংমান, A, D, C, বাহাইখে উন্নতি আংমান অদন বাজেট। বনন কাটমোশানঅ চিতগা, নগ্যাফাং চিন্তা খাইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতি আংনাং হিনয়া। ৫ বৎসর যে চীৎকার খাইবাইয়া তাবুক ব A,D,C-লে তাই ৩ মাস তংখ ৫বৎসর পূর্ণ ক্ষমতা তংমানিলে নরগনি একটা সরকার সে থাংব A,D,C লে তংগ। A,D,C কাম রাদি। মাচায়াসে তংবাই থৌ থাংনাদি নেরাইঅই, তামরি? হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মনুষ্যান বাথাই তং A,D,C এলাকাঅ পশুপালন হইতে আরম্ভ খাই ইকুলনগ। না-নামা, তাই নানা রকম ইণ্ডাষ্ট্রি সমস্ত বামফ্রন্ট সরকার শিকারী বাড়ীঅ ইনডাষ্ট্রিগন তাংমানি দালাল খাইবাই A,D,C নি মাধ্যমেঅ পাহাড়ি উপজাতিনি বারাইরগন শিক্ষা খালাইরামানি ককপাওা তৈরী খাইমাসে ৫ বৎসর বরগ লগেলগে ফাইমান সে তাবুক বন্ধ ইণ্ডাষ্টিসে তাবুকবন্ধ। ফিসারী দপ্তর শিকারী বাড়ী থাংগাই তদন্ত নাদি ফিসারি দপ্তরনি মাধ্যমে দালান খাইমা তাবুক বন্ধ। হ্যাঁ, ১০ বৎসরঅ উন্নতি বত খাই মানথা নরগ ৫ বৎসর জনগননি কোন উন্নতি আংখা নরগ আব খালাইমা। কাজেই, আনি বক্তব্য আং বেশী নারগয়া নরগ চিন্তা খাইদি নরগ নিজে নিজেন ভষ্মলোচন। উপজাতি যুবসমিতি নরগ নিজে ধ্বংসসে খালাই সীবাইখা। ভনগণ তাম নিজে নিজেন ভষ্ম। কংগ্রেস সারাভারতবর্ষঅ বা তাবুক ত্রিপুরাঅ সবসময় বঞ্চিত লাঞ্চিত সন্ত্রাস সৃষ্টি খাইতংগ। আবন বঞ্চিতখাই চিনি ট্রাইবেল বা ননট্রাইবেল ফান আংথোংষারা নিরীহ জাতি বা বঞ্চিত অংতংনাই রগ তেব বঞ্চিত তা আংথাং হানয়া আবনি ব্যবস্থা। তাবুকব নরগ আমলে সবসময় চিন্তা আইরাখে নরগ ৫ বৎসর A,D,C তামা চাইমু?

তাবাদি হিমদি তদস্তথাংনাই A,D,C, এলাকা তাম্য আং ? কোন কামাদে আং ? সঠিক কিনা কাবাইদে হিমদিনরগ হাই মিথ্যা বক্তব্য খাইয়া। হিমদি তাবুক ফান নাইদি বরক সাম্নাং আং ? ১৯৯৪-৯৫ থাংনাই বছরনি সালাই অ ১৯৯৫-৯৬ নি অর্থ বছরঅ বাজেট যে রমমানি বিভিন্ন দপ্তরনি বাজেটন খালাইমানি তাই অ, কাটমোশন "বাতিল খালাই ১৯৯৫-৯৬ যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ বাজেট পেশ করা হয়েছে সেটাকে সমর্থন করি ?

বঙ্গানুবাদ— ত্রিপুরা রাজ্যে ৩০ বছর থেকে আজ পর্যন্ত চল্লিশ বৎসরের রাজত্বে বিভিন্ন দল রাজত্ব করেগেছেন। চল্লিশ বৎসরের ভিতর বামফ্রন্ট প্রায় ১০ বৎসর বাদ দিলে ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্ব করেছেন তার ৩০ বৎসরের রাজত্বের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী জাতি উপজাতি গরীব অংশের কি উপকার হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। কিন্তু এই যে কাট মোশান যে বিভিন্ন দাবীর উপর কাট মোশান এ আলোচনা দরকার। কিন্তু গত যে ২২ তারিখে মাননীয় বিধায়ক রতিমোহন ও অন্যান্য বিধায়ক যে কাট মোশান এনে বিভিন্ন বক্তব্য এনেছেন তা আমিও কিছু আলোচনা করতে চাই কিন্তু কাট মোশানের নিয়মের উপর আলোচনা করা ঠিক। কিন্তু তার উর্ধে যে আলোচনা হল এই বিষয়ে আমি কিছু আলোচনা করব। কাজেই, ৩০ বৎসর কংগ্রেস রাজত্ব করে গেছে ১০ বৎসর বাদ করলে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার দুই বৎসর হয়েছে। যেমন লক্ষ লক্ষ ট্রাইবেল উপজাতি জুমিয়া নিজেদের ভীটে বাড়ী জমি জমা উচ্ছেদ করে ৩০ বৎসর কংগ্রেস যে ভূমিহীন অবস্থার সৃষ্টি করেছে, উদ্বাস্তু বানিয়ে দিয়েছিল উপজাতি ট্রাইবেল অংশের মানুষকে। বামফ্রন্ট সরকার ১০ বৎসর তার কিছু উন্নতি করার চেস্টা করেছে অনেক গুলি S,R,E,P,C,R,E, P, N, R, E, P. সম্পূর্ণ তার মাধ্যমে আমাদের A,D,C, এলাকার বৃহৎ উপজাতি অংশের রক্ষাকবজ হিসাবে যে দাবি যে পাহাড়ী বাঙ্গালী ২৮ লক্ষ মানুষের ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলনের দ্বারা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কোন রকম আমরা এ, ডি, সি, দিতে পেরেছি। ৩০ বৎসর দেয় নাই। যখন আমরা চিৎকার করে বলছি তখন রতিমোহনরাই চিন্তা ভাবনা না করেই ১৯৬৩ সনে আমবাসার কুলাই এ আমাদের দশরথবাবু যখন জনসভা করেছিল তখন তারা কালপতাকা নিয়ে এ, ডি, সি-এর বিরোদ্ধে স্লোগান দিয়েছিলেন এ,ডি,সিকে বঞ্চিত করার জন্য। পরে বামফ্রন্ট সরকার যখন এ,ডি,সি নির্বাচন করল তখন জনগণকে বলতে শুরু করলেন এ,ডি সি আমার এনেছি। তাকেই বলে 'বাঘের নামে হিয়াল খায়। হরিণ ধরার জন্য খোয়ার তৈরী করে আমারা হরিণ ধরেছি। আমরা আন্দোলন করার সময় ওরা বিরোধিতা করত। এ,ডি, সি, যখন আসল তখন উনারা বললেন হ্যা আমরা এনেছি।

কিন্তু না A.D.C, আমরা এনেছি। ৩০ বৎসর সেংক্রাক দল করে আমাদের ট্রাইবেলকে শচীন সিংহের আমলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। তখন থেকে কংগ্রেস রাজত্ব করতো লঙ্কার রাবনের ন্যায়। উপজাতিরা হলেন ভগ্নলোচনা। তৈরী করে রাখে রামায়ণে ভগ্নলোচানা ন্যায়। উপজাতিদের ভগ্নলোচন করে রাখা হল। পরে বলে হ্যাঁ, উপজাতি বন্ধু আমরা উপজাতির বন্ধু। কিন্তু তার পরে বুঝা যায় যে ঠিক ভগ্নলোচনা তারপর নিজেরাই ভগ্নলোচনে পরিনত হয়ে একটি মাত্র আসন লাভ করে। চিন্তা করে দেখেন উপজাতি দরদী। ১০ বৎসর যখন A.D.C, নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসেন তখন শিকারী বাড়ি এবং বিভিন্ন জায়গায় মহানগরী তৈরী হয়। শিকারী বাড়ি গিয়ে দেখেন তার প্রমান। P.W.D, ও বিভিন্নদপ্তরের এখন দালান তৈরী হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দালান নির্মাণ করা হয়েছে। ৫ বৎসর জোট সরকার এবং A, D, C, তে যুব সমিতির মন্ত্রিত্ব এখন তা পাঁচ বৎসর পূর্ণ হতে চলেছে। আমাদের রাজ্য সরকার ক্ষমতায় এসেছে মাত্র দুই বৎসর। এখন A.D.C, তে ক্ষমতায় আছেন আপনাদের সরকার। বেশীর ভাগ ৩৫০ ভাগ থেকে ৪০০ ভাগ A.D.C, এলাকাতে গাঁওসভা। আপনারা লক্ষ রাখেন? হ্যাঁ, আপনারা এখন রাজ্য সরকারকে বদনাম করছেন, অমুক দিচ্ছেন না তমুক দিচ্ছেন না বলে। জোট সরকারের আমলেও আপনারা A.D.C.তে ক্ষমতায় ছিলেন। আপনারা লক্ষ রাখেন? এলাকার মধ্যে নানান অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এই হাউজের পর সিদ্ধান্ত নিয়ে তদন্ত করে দেখেন সঠিক কিনা। চলুন আপনাদের সঙ্গে আমরাও যাব। A.D.C.তে আপনারা কি কাজ করেছেন। লক্ষ, লক্ষ, কোটি কোটি টাকা খাচ্ছেন। গতকাল অমরবাসায় ১৩০ জনকে জুমচাষ এবং বীচবাবদ ১৩০ টাকা দেওয়ার কথা কিন্তু ১২০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে বাকি টাকা কোথায়? এটাই হল উপরে জল ভাল ভেতরে আগুন জ্বালাও। খুব ভাল বলছে এই অধিবেশনে বসে। কাজেই, চিন্তা করুন এই কাট মোশান উপজাতিদের স্বার্থ বিরোধী। কিন্তু আমি গতদিন শুনেছি A.D.C, কে বিমাতৃ সুলভ করছে রাজ্য সরকার A.D.C আপনাদের হাতে, কিন্তু তবু কেন রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষকে আনন্দ, খুশীতে রাখা হয় না? শুধু সন্ত্রাস, গোস্বামী। ইস্কুল কলেজগুলি সমস্ত কিছু বঞ্চিত করে এখন সৃষ্টি করেছে সেংক্রাক দল, টি,টি,বি এফ, ইত্যাদি। তারাই গ্রামে গ্রামে, এলাকা, এলাকা ঘুরে নাটক আর গান করছে উগ্রপন্থীর জুলুমে থাকা যায় না। রবীন্দ্র দেববর্মা, কর্নসিং জমাতিয়া, কংরা ছড়ায় রাজেন্দ্র রিয়াং কে যুক্ত করে হাজার হাজার উপজাতিকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। আপনারা লক্ষ্য রাখেন? এখন তারা কাজ না পেয়ে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু আপনাদের লক্ষ নেই। কাজেই, কাট-মোশানের দ্বারা উপজাতি অনুপজাতি অংশের মানুষের উন্নতিকে লক্ষ রেখে গত ১০ই মার্চ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের বাজেট, পেশ করেছেন সমগ্র ত্রিপুরার চিন্তা করে তা শুধু C.P.M, এর জন্য নয়, কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস সমগ্র ২৮ লক্ষ মানুষের তথা A.D.C এর

উন্নতির লক্ষেই। এইবাজেটকেই কাটমোশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারা চিন্তা করেন না ভবিষ্যৎ উন্নতি হউক। রাজ্যে ক্ষমতা গেলেও A,D,C, তে এখনো কিন্নমাস ক্ষমতায় আছে. বিভিন্ন কাজকর্মের কর্মসূচী নির্ধারণ করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুন। পশুপালন থেকে আরম্ভ করে ইস্কুল ঘর রাস্তাঘাট, নির্মান ও সংস্কার পানীয় জল সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে আছে। বামফ্রন্ট সরকার ঐ শিকারী বাড়ী দালান তুলে A,D,C,-এর মাধ্যমে পাহাড়ী গ্রামীন মহিলাদের শিক্ষার যে ব্যবস্থা চালু ছিল তা আপনারা ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু বন্ধ করে দিয়েছেন। ফিসারী দপ্তরে খবর নিয়ে দেখেন A,D,C-র মাধ্যমে ফিসারী দপ্তরের দালান তোলা বন্ধ। হ্যাঁ আমরা ১০ বৎসরে যা উন্নতি করার চেষ্টা করেছি, আপনারা ৫ বৎসরে তা চেষ্টা করে দেখুন কেন উন্নতি হবে না। কিন্তু আপনারা তা করতে চান না। কাজেই, আমি আনা বন্ধ বেশীক্ষন রাখতে চাই না। আপনারা চিন্তা করুন। আপনারা নিজেই ভস্মলোচনে পরিণত হয়েছেন। যার প্রতিফলন জনগণ চালু করেছে কে? কংগ্রেস সারা ভারতবর্ষে এখন ত্রিপুরায়ও সবসময় বঞ্চিত লাঞ্চিত সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রাখছে। এইভাবে বঞ্চিত করে রাখতে ট্রাইবেল সমস্ত অংশের নিরীহ মানুষকে বঞ্চিত লাঞ্চিত যেন না হয় এই ব্যবস্থা না করে উল্টা চিন্তা করছেন। তা না হলে আপনারা ৫ বৎসরে A,D,C তে কি করেছেন। আসুন তদন্তে যাব। A,D,C এলাকায় কি হয়েছে? কোন কাজ হয়েছে? সঠিক কিনা। আপনাদের মত মিথ্যা বক্তব্য করি না কাজেই, ১৯৯৪-৯৫ সনের তুলনায় এই ১৯৯৫—৯৬ সনের অর্থ বছরের যে বাজেট বিভিন্ন দপ্তরের মোট হিসাব অনুযায়ী যে বাজেট আনা হয়েছে এবং এই বাজেটের উপর যে কাট-মোশান আনা হয়েছে তাকে বাতিল করে ১৯৯৫-৯৬ সনের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে অতিরিক্ত গ্রান্দের বাজেট পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন করি।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা) :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুকুমার বর্মন।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার গত ১০ই মার্চ ১৯৯৫ ইং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বৎসরের যে বাজেট উপস্থাপন করেছেন আমি সেই বাজেটের সমর্থন করছি।

আমরা মনে করি যে, এই বাজেট হচ্ছে সময়োপযোগী বাজেট। কারণ, বর্তমান রাজ্যে মানুষের যে চাহিদা সেই চাহিদাকে সামনে রেখে আজকে কি গ্রামে কি শহরে, কি গরীব, কি মধ্যবিত্ত সমস্ত অংশের মানুষের আশা আকাংক্ষাকে সামনে রেখে এই বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং আমি মনে করি এই হাউস এই বাজেটকে সমর্থন জানাবেন সর্বসম্মতিক্রমে। এবং এই বাজেটের সম্মতি দানের মধ্যে দিয়ে আগামী একটা বৎসরে এই রাজ্যের মানুষের কল্যানে কাজ করতে সাহায্য হবে।

সেই দিক থেকে আমি, মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমার দপ্তরের সেখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৬, মেজর হেড ২৪০৫ এবং মেজর হেড ২৫৫২, সেখানে টাকা চাওয়া হয়েছে ৮ কোটি ৯৮ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা এবং ১ লক্ষ টাকা। আমি আশা করি এই হাউস এটাকে সমর্থন করবেন।

স্যার, আমরা এই বাজেটে যে টাকা চেয়েছি সে সম্পর্কে দুই একটি কথা বলতে চাই। আমরা সবাই জানি যে গত বছরে এই রাজ্যে যে বন্যা দেখা দিয়েছিল সেই বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে সারা রাজ্যের মধ্যে (যেখানে কোন বড় জলাশয় নেই, নেই সমুদ্র আমাদের নিজস্ব তৈরী জলাশয় যেগুলিতে আমরা মৎস্য চাষ করছিলাম সেগুলি এবং আমাদের যে মিনি ব্যারেজ, পুকুর রয়েছে এইগুলি সব বন্যার ফলে নষ্ট হয়ে গেছে। এই যে ব্যারেজ এবং মিনি ব্যারেজগুলি এইগুলিকে মেইনটিন্যান্স করে আমরা আবার মাছের চাষ করতে পারি, সেজন্য এই ডিমাণ্ডে টাকা চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মাছের চারা বা পোনা উৎপাদন করে চাষীদের মধ্যে ভর্তুকীতে সাপ্লাই দেবার জন্য এই টাকা মাছের খাদ্য চুন, খইল এই সব ভর্তুকীতে সাপ্লাই করার জন্য এই টাকা চাইছি। পাশাপাশি আমরা চাইছি এই রাজ্যে যে সমস্ত বন্ধ জলাশয় রয়ে গেছে সেগুলিকে সংস্কার করে মাছের চাষ করে এই রাজ্যের মধ্যে মাছের যে ঘাটতি রয়েছে সেটাকে পূরণ করতে।

তাছাড়া স্যার, আমরা সবাই জানি, আপনিও জানেন যে গত বামফ্রন্ট সরকারের সময় এই রাজ্যে মৎস্য জীবিদের কেন্দ্র করে ১২৮ টি কো-অপারেটিভ তৈরী হয়েছিল-যে কো-অপারেটিভের মধ্য দিয়ে এই রাজ্যের গরীব মৎস্য জীবিরা তাদের নিজস্ব অধিকার ফিরিয়ে পেয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত পাঁচ বছরে এই জোর্ট জমানায় আমরা দেখেছি সমস্ত কো-অপারেটিভগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করছি এবং আমরা সেখানে নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছি। তাদেরকে ম্যানেজমেন্ট সাবসিডি দিয়ে, ক্যাপিটেল দিয়ে তাদের জলাশয় তৈরী করে দেওয়ার জন্য এই বাজেটে সেখানে টাকা চাওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি আমরা চাই এই রাজ্যের মধ্যে মাছের যে ঘাটতি রয়েছে সেটাকে পূরণ করার জন্য নিবিড় মৎস্যচাষের মাধ্যমে আমরা প্রতি হেক্টরে বর্তমানে সেখানে ২০০০ কে. জি. মাছ উৎপাদন হয় সেটাকে বাড়িয়ে ৩০০০ কে. জি. করার জন্য পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। আমরা সেখানে চাষীদের ভর্তুকী দিচ্ছি। যারা উপজাতি চাষী আছে তাদের জন্য সেখানে অর্দ্ধেক ভর্তুকী আর উপজাতি যারা আছে সেখানে এস, সি, হউক আর জেনারেল হউক তাদের জন্য ২৫ শতাংশ ভর্তুকীতে সেখানে ঋনের ব্যবস্থা করছি যাতে চাষীরা সেই সুযোগ গ্রহন করতে পারে আমরা সেই চেষ্টা করছি।

এখানে ধানের সাথে যাতে মাছের চাষ করা যায় এবং যাতে মাছ আরও বেশী উৎপন্ন করা যায় সেই চেষ্টা করছি। এই বাজেটের মধ্যদিয়ে যারা চাষী আছে তাদের জলাশয়গুলি ফিস স্টক ইনসুরেন্সের আওতায় আনার জন্য যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তারা ইনসুরেন্স থেকে সেই ক্ষতিপূরণ পেতে পারে। পাশাপাশি যারা কো অপারেটিভ সদস্য ফিসারম্যান কো-অপারেটিভ তাদের সেখানে এ্যাক্সিডেন্ট বেনিফিট দেওয়া যায় তারজন্য কেউ মাছ ধরার সময় যদি কোন এ্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলে পরে যাতে তাদের সেই বেনিফিট দেওয়া যায় সেইজন্য আমরা সেখানে টাকা চাইছি স্যার। এইগুলি যেমন আছে পাশাপাশি আছে আমারা যেটা লক্ষ্য করেছি যে, বাজার, সবজি বাজার জাত করার জন্য যেমন কৃষি দপ্তর থেকে সেখানে মার্কেট সেড তৈরী করে দেওয়া হয় ঠিক তেমনি ভাবে গ্রামের যে বাজারগুলি আছে সেই বাজারগুলির মধ্যে যাতে মৎস্য ব্যবসায়ীদের জন্য যাতে সেখানে বাজার শেড তৈরী করে দেওয়া যায় তাদের সেনিটেশন বা জলের ব্যবস্থা করা যায় সেইজন্য আমরা এই বাজেটের মধ্যদিয়ে টাকা চাইছি।

আমরা চেষ্টা করছি যেমন সোসিয়েল ওয়েলফেয়ারের মধ্যদিয়ে সেখানে বৃদ্ধদের বার্ধক্য ভাতার ব্যবস্থা আছে আমরা সেখানে চিন্তা করছি যাতে আগামী অর্থ বছরে এই জাতীয় যারা ৬০ বৎসরের উর্দ্ধে যারা মৎস্যজীবি যারা সারা জীবন মাছ ধরেছে কি ট্রাইবেল কি নন ট্রাইবেল সম্প্রদায় যাদের কিছুই নেই তাদের যাতে সেখানে এই বাধার্ক্য ভাতার আওতায় আনা যায় কিনা আমরা চেষ্টা করছি। চেষ্টা করছি চাষীদের জন্য জাল নৌকা তৈরী করে দেওয়া যদিও বেশী বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হবে সেই সময় নিশ্চয়ই সেখানে পাব না।

সুতরাং আমি কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করেছি এইগুলির মধ্য দিয়ে আমরা রাজ্যের মৎস্য চাষী যারা আছে তাদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি। এবং সেই পরিকল্পনা যাতে বাস্তবায়ন করতে পারি সেই চেষ্টা আমরা করব। কিন্তু আমরা আশা করব যে, বাজেটের মধ্য দিয়ে এটাকে এই হাউসে সমর্থন করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্যার, এখানে আমরা দেখছি যে বিরোধী পক্ষ থেকে রতিবাবু সেখানে একটি কাট-মোশান এনেছেন। যে কাটমোশানটা হচ্ছে ডম্বুর জলাশয়ের মধ্যে যে পুনর্বাসনের কাজ সেটা যাতে না করা হয়, সেটা যাতে বন্ধ করা হয় তার জন্য সেখানে উনি কাট-মোশান এনেছেন। স্যার, আমি বুঝতে পারছি না একদিকে বলছেন যে, এই রাজ্যে গরীব মানুষ উপজাতি অউপজাতি তাদের জন্য আরও বেশী টাকা খরচ করতে হবে। কিন্তু এখানে কাট মোশান এনে যাতে পুনর্বাসন সেখানে না হতে পারে তারজন্য কাটমোশান এনেছেন। স্যার, এই কাট মোশানের পরিপ্রেক্ষিতে যে বিষয়টার উপর তিনি কাট মোশান

এনেছেন সেটা সম্পর্কে আমি বলতে চাই ২৮-৪,৯৩ইং ডম্বুরে হাইড্রেল প্রজেক্টের সময় যেখানে উপজাতি অংশের মানুষ যারা জমি হারা হয়েছেন তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, তাদের যাতে আরও বেশী সুযোগ দেওয়া যায় পুনর্বাসনের আওতায় আনা যায় তারজন্য ৫শত পরিবারের জন্য একটা প্রজেক্ট সেখানে অনুমোদন হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। সেই অনুমোদন হচ্ছে ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ২৮, ৪,৯৩ইং এটা অনুমোদন করেছে। কিন্তু অনুমোদন করলে পরেও সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় শেয়ারের মধ্যদিয়ে। কিন্তু দেখা গেল কেন্দ্রীয় সরকার টাকা রিলিজ করছেন না তারপরে সেখানে ১৯৯৩-৯৪ইং অর্থ বছরে আগষ্ট মাসের ৩১ তারিখে টাকা আমাদের দপ্তরে কিছু আসল। আমরা সেখানে কাজ হাতে নিয়েছি। আজকে সেখানে এই উপজাতি এবং অউপজাতি যারা পুর্নবাসনের আওতায় এসেছে তাদেরকে ১০ হাজার টাকা করে আমরা সেখানে দিচ্ছি।

তাছাড়া হর্টিকালচার স্কীম আছে। নারিকেলের চারা দেওয়া, সুপারীর চারা দেওয়া, লেবুর চারা দেওয়া এটা যেমন আছে তেমনি হাঁস মুরগীর পালনের জন্য তাদের সেখানে ১০ হাজার টাকার মধ্যে স্কীম তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। যদিও পেশাগতভাবে সেখানে উপজাতির মধ্যে জেলে আছেন এই ডম্বুর জলাশয়ের মধ্যে তাদের জন্য, যারা জাল চেয়েছে। নৌকা চেয়েছেন এই রকম ১৫৩টা পরিবার আছে তাদের সেখানে আমরা জাল নৌকা হর্টিকালচার প্লেন আমরা হাতে নিয়েছি আজ এই কাজগুলি সেখানে চলছে। ৩১শে মার্চের মধ্যে আমাদের সেই ১৫৩টা পরিবার যারা জেলে আছেন তাদের নৌকা ও জাল দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে যাবে। হর্টিকালচারের যে কাজ এবং ডাক্তারী এবং নিগারীর যে কাজ আমরা হাতে নিয়েছি, সেটাও সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আজকে যখন আমরা এই পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি তাদেরকে বাঁচানোর জন্য ডম্বুর এলাকার মধ্যে ৪২১ পরিবার এবং বিরোধীরা সেখানে রাজনগর ব্লকের রাধানগর এলাকার মধ্যে ৭৫ পরিবারকে এই রকম স্কীমের মধ্য দিয়ে আমরা যখন পুর্নবাসনের কাজ হাতে নিয়েছি আর উনারা সেখানে কাটমোশান এনেছেন যাতে এই গরীব মানুষগুলির জন্য যাতে এই কাজ করা না হয়। অর্থাৎ কি? এই মানুষগুলি সেখানে আরও মরুক। তারাতো এমনিতেই সর্বহারা হয়েছেন তাদের আর কিছুই নেই। আজকে যখন আমরা তাদের পুনর্বাসনের জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করছি তখন উনারা সেখানে কাটমোশান এনে উনারা বলছেন এই কাজ করার কোন দরকার নেই। তাহলে এটা থেকে কি প্রমানিত হয় এখানে হাউসে এসে চিৎকার করেছেন যে এই উপজাতিরা সেখানে না খেয়ে মরে যাচ্ছে তাদের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহন করছে না। আজকে তফশীল জাতির জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে না, ও,বি,সির জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহন করছে না। যখন সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করে যখন তারা এটা বিরোধিতা করে। একমুখে তাদের দুমুখো নীতি আজকে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। হাউসে এক রকম বলছে আর বাইরে গিয়ে

আর এক রকম বলছে। স্যার তাহলে তাঁরা গরীব মানুষের জন্য টাকা চায় না।

তাছাড়া আর একটা প্রকল্প এখানে আছে ডুম্বুর এলাকায় ১০৬ পরিবারকে এই যারা গরীব জাতি উপজাতি তাদেরকে সেখানে ঘর তৈরী করে দেওয়া আমরা সেই কাজ হাতে নিয়েছি। ১০৬টি পরিবারের ঘরের কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমরা ঘর তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। রতিবাবু অমলবাবু যারা কাটমোশান এনেছেন আমি তাদেরকে অনুরোধ করব যদি দেখতে চান তাহলে ঐসমস্ত এলাকার মধ্যে যেতে পারেন দেখতে পারেন কিভাবে ঘরগুলি করা হয়েছে। স্যার, উনারা সেখানে কাটমোশান এনেছেন এই টাকা ১৯৮৭-৮৮ ইং সালে এই পরিকল্পনা কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এবং ১৯৮৮-৮৯ ইং সালে অনুমোদন হয় এবং এই টাকা রাজ্য সরকারের কাছে আসে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন এখানে জোট সরকার ছিলেন অমলবাবু ছিলেন রতিবাবু ছিলেন কিন্তু এই ১০৬ পরিবারকে নিয়ে তাহবাহানা করেছেন ঘর তৈরী করেননি। তারা সেখানে টিনের জন্য টাকা জমা দিয়েছেন কিন্তু টিন আসছে না। তিন বছর কোম্পানীতে ১১ লক্ষ টাকা জমা করল কোম্পানী ১১ লক্ষ টাকা তার ব্যবসার কাজে লাগালো এই গরীব মানুষের জন্য এক পয়সা কাজে আসল না আর আমরা ১৯৯৩ ইং সালে ক্ষমতায় এসে সেই টাকা কোম্পানী থেকে ফেরৎ এনে আমরা সেখানে কাজ হাতে নিয়েছি আজকে সেখানে ঘরের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই যখন আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি তখন উনারা সেখানে কাটমোশানের মধ্য দিয়ে যাতে তাদের জন্য সেখানে আমরা কাজ করতে না পারি মানে সরকারের পলিসি তারা মানছেন না। আর একটা স্যার, শুধু ডুম্বুর এলাকায় না এই রাজ্যের মধ্যে ১২০ পরিবার যারা জেলে আছে তাদের জন্য ঘর তৈরী করে দেওয়া। সেই অমরপুরের ছেলোগাঙ এলাকার মধ্যে তারপরে ধর্মনগরে সাতসঙ্গম, আবাঙ্গাতে, সোনামুড়াতে আমরা ১২০টি পরিবারকে সেখানে ঘর তৈরী করে দিচ্ছি তারজন্য সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি শেয়ারে এই মৎস্য চাষীদের জন্য ঘরের জন্য টাকা দেওয়ার কথা। কিন্তু সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের যেখানে টাকার প্রয়োজন ছিল ৪৫ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার মাত্র ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দিল দিয়ে বলল যে তোমরা কাজ কর। আমরা সেখানে কাজ হাতে নিয়েছি সেই কাজ আজকে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা আসেনা আমরা কিন্তু বাকী টাকাটা সম্পূর্ণ টাকা, আমাদের রাজ্য সরকারের যে বাজেট সেই বাজেট থেকে দিয়ে সেই ঘরের কাজ সম্পূর্ণ করছি। ৩১শে মার্চের মধ্যে সেখানে আমাদের ঘরের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এবং উনারা সেখানে ঘুরে এসে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। এই যখন পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি, তাদের জন্য আমরা যখন কিছু উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি তখন তারা সেখানে কাট মোশান আনছেন।

আমরা যখন নুতন করে এই রাজ্যের মধ্যে মৎস্য চাষীরা যাতে আরো বেশী বেশী করে সুযোগ পেতে পারে সেখানে হেচারী তৈরী করার জন্য আরো বেশী করে চাষীদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য যখন এফ এফ, ডি.—এর মধ্য দিয়ে যখন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা চাই তখন আমরা টাকা পাচ্ছি না। স্যার, এখানে আমি বলছি স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে তিনটা আমাদের মৎস্য উন্নয়ন সংস্থা আছে, তিনটা এফ, এফ ডি, আছে তিনটা জেলার মধ্যে তার জন্য সেখানে ফিফটি-ফিফটি শেয়ারে টাকা দেওয়ার কথা।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় মন্ত্রী আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— হ্যাঁ স্যার, আমি সংক্ষেপ করছি ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি শেয়ারের মধ্যে সেখানে ১৪৩ লক্ষ ৬ হাজার টাকা দেওয়ার কথা। কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে টাকা দিলেন মাত্র ৬৩ লক্ষ টাকা। বাকী ৩৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা আমরা সেখানে এখানো পাইনি কিন্তু তা সত্ত্ব আমাদের রাজ্যের যে ক্ষুদ্র বাজেট সেই বাজেট থেকে টাকা দিয়ে আমরা ক্ষুদ্র মৎস্য চাষীদের জন্য যখন আমরা কাজ হাতে নিয়েছি তখ আমরা দেখছি যে ওনাদের দলীয় সরকার কেন্দ্রে আছেন, তাদের নির্দেশে যেখানে ব্যাংকগুলি চলছে সেই ব্যাংকগুলি সেখানে ঠিক ঠিক মত চাষীদেরকে সুযোগ দিচ্ছেনা। আমরা সেখানে তাদেরকে ভুতুর্কী দিচ্ছি তথাপি সেখানে তারা ঠিক ঠিক মত কাজ করছে না। আমরা চেষ্টা করছি সেই এফ এফ, ডির মধ্য দিয়ে সরাসরি যাতে চাষীদের কাছে সেই ঋণ পৌছে দেওয়া যায় সেই চেষ্টা আমরা সেখানে করছি। কিন্তু এই পরিকল্পনাগুলি নিয়ে যখন আমরা এগোচ্ছি এবং যখন আরো বেশী উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করছি যে ঘাটতি আমাদের হয়ে গেল, বন্যায় যে আমাদের ক্ষতি হয়ে গেল, সেই ঘাটতি পূরণ করে যাতে রাজ্যের চাহিদা পূরন করা যায় তার জন্য যখন আমরা পরিকল্পনা হাতে নিয়ে টাকা চাইছি তারা সেখানে কাট-মোশান এনেছেন অর্থাৎ উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যেহেতু আমরা বিরোধী দলে আছি এখানে যেহেতু আর বলার কিছু নেই সেখানে অন্তত একটা না একটা বিরোধিতা করতেই হবে। কাজেই সেখানে তারা বিরোধিতা করছে। কিন্তু বিরোধিতার নামে বিরোধিতা করা। বিরোধিতা নিশ্চই যুক্তি সংগত যদি কিছু থাকে তাহলে পরে সেখানে বিরোধিতা করবেন। অমলবাবু এখানে কাটমোশান এনেছেন, পলিসির বিরুদ্ধে কিন্তু পলিসিটা কি হবে তা কিন্তু কিছু বলেননি। তাই আমি বলছি যেহেতু বিরোধী আছে তাই বিরোধিতা করতে হবে, তাই তারা এখানে এই আনছে। আমি অনুরোধ করব উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা কাজে শুধু ফিসারী দপ্তরেই অন্যান্য দপ্তরের ক্ষেত্রেও ওনারা যে সমস্ত কাট-মোশান এনেছেন আজকে তারা সেই সমস্ত কাট মোশানগুলিকে তুলে নিয়ে আজকে এই তৃতীয় বামফ্রন্ট

সরকার এই বাংলো ২৮ লক্ষ মানুষের উন্নয়নের জন্য বাস্তবমুখী পরিকল্পনাগুলি হাতে নিয়েছে সেখানে গ্রামের মানুষকে কাজ থেকে শুরু করে পানীয় জল থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য এবং সমস্ত বিষয়ে যখন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে নিশ্চই সেখানে সহায়তা করুন। এই রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের জন্য যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি সেই কাজে আপনারা সহযোগিতা করুন। এই আশা রেখে এবং কাট মোশানগুলিকে বিরোধিতা করে এবং বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় এখানে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া পঞ্চায়েত দপ্তরের উপরে পার্লিশ কাট এনেছেন ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩ মেজর হেড ২৫১৫ এটাকে সমর্থন করা যায় না। এছাড়া মাননীয় সদস্য শ্রীঃমল মল্লিক এবং শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া আরো বিভিন্ন দপ্তরের উপর কতগুলি কাটমোশান এনেছেন, উনি রাজস্ব, সেচ, পুলিশ, বিদ্যুৎ পাবলিক হেলথ, গ্রাম উন্নয়ন, স্বাস্থ্য তথা সংস্কৃতি, প্রভৃতি দপ্তরের উপর কাটমোশান এনেছেন। আমার মনে হয় তারা চিন্তা করে এই সমস্ত কাটমোশান আনেননি ওরা ভাল করেই জানেন বিশেষ করে আমি পঞ্চায়েত দপ্তরের কথা বলব, ১৯৯৩ ইং এর ১৬ই নভেম্বর এখানে ভারতীয় সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনী আইন এই রাজ্যে গৃহীত হওয়ার পর এখানে যে নূতন উদ্যমে কাজকর্ম চলছে এবং গত বৎসর যে বাজেট এখানে করেছিলাম তাতে পঞ্চায়েতের যে কাজকর্ম আমরা গত আর্থিক বছরে ৫১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের গৃহ নির্মান করেছি। তাতে আমাদের পঞ্চায়েত দপ্তরের খরচ হয়েছে ২৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪০০ টাকা। এই টাকা ৫৮ হাজার টাকা করে পঞ্চায়েত দপ্তর দিয়েছে আর বাকী টাকা আর, ডি, থেকে পাওয়া গেছে। ১৬টি পঞ্চায়েত সমিতির ২১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রত্যেকটিকে আসবাবপত্র ক্রয় করার জন্য ২,৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে এতে লেগেছে ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। এবং পঞ্চায়েত সমিতির অফিস, আসবাবপত্র ইত্যাদির ক্রয় ও অন্য খরচের জন্য ৭ লক্ষ টাকা ব্যায় করা হয়েছে। কর্ম সংস্থান প্রকল্পে ধুতি শাড়ী স্কীমে ৯৩ লক্ষ টাকা ব্যায় করা হয়েছে। এবং তিনটি জেলা পরিষদের জন্য পরিষদের আসবাবপত্র, কন্টিজেন্সি, সেলারী ইত্যাদি বাবদ আমাদের খরচ হয়েছে ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে যাওয়ার

পর এই সব ব্যায়বরাদ্দ বাঁচানোর অবশ্যই প্রয়োজন আছে। এটা মাননীয় সদস্যরা জানেন যে আমাদের এখানে পঞ্চায়েত দপ্তরে যে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে এটা খুবই যুক্তিসংগত। এই রাজ্যের ৭৪ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন এইসব মানুষগুলির জন্য গ্রামপঞ্চায়েতগুলি এখনি কোন কর বা টেক্স বসানো সম্ভব নয়। কাজেই রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে পঞ্চায়েত সমূহকে অনুদান দেওয়ার সংস্থান রেখেছেন ১৯৯৫-৯৬ ইং আর্থিক বছরে সামগ্রিক আর্থিক পরিমান হচ্ছে ৩ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। এবং ১৯৯৫-৯৬ আর্থিক বৎসরে গ্রামীন কর্ম সংস্থান প্রকল্পে ধুতি শাড়ী, পাছড়া প্রকল্পে ১ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এ ছাড়া খুব জরুরী ভিত্তিতে কর্মসূচী রূপায়নের জন্যও প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদকে ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তরে পরিকল্পনা খাতে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ৭ কোটি ২৯ লক্ষ ১৯ হাজার টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এবং অর্থ কেন বরাদ্দ করার সংস্থান রাখা হয়েছে? তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণ দুই নম্বর হচ্ছে গ্রামীণ সম্পদ সৃষ্টি করা। তিন নম্বর হচ্ছে গ্রামীণ কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কি এটা অস্বীকার করতে পারেন? আপনারা জানেন গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর সারা রাজ্যে কর্ম যজ্ঞের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামে গ্রামে নূতন নূতন পঞ্চায়েত ঘর হচ্ছে, বারোয়ারী বিদ্যালয়ের জন্য ঘর হচ্ছে, রাস্তাঘাট হচ্ছে কিসারী হচ্ছে, জমি সংস্কার হচ্ছে নূতন কোয়রন হচ্ছে গ্রামে গ্রামে কর্মের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা কেন এই সবের বিরোধিতা করছেন বুঝতে পারছি না। তারা যেসব দপ্তরের উপর কাট মোশান এনেছেন সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। কাজেই এই সব কাট মোশনের কোন যুক্তি নেই। বামফ্রন্ট সরকার জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোন মানুষকে অনাহারে মরতে দেবে না। মানুষের জন্য এই সরকার কাজ করে যাবে। শহরে ও গ্রামে সর্বত্র একটা কর্ম জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের ভগ্ন দশা থেকে তুলে আনবার জন্য চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়নের মধ্যে দিয়ে এবং এর ফলে সর্বত্র মানুষের মনে হাসি ফুটে উঠেছে। এটা দেখেও তারা শিক্ষা নিচ্ছেন না। মাননীয় চেয়ারম্যান পশ্চিম বাংলায় রেল পথ সম্প্রসারণের জন্য বিরোধী দল এবং সরকার পক্ষ তারা আলোচনা করেছেন, তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সারা রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার জন্য। এই

সব দেখে শিখেন। রাষ্ট্র সংঘে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সকলই এক হয়ে প্রস্তাব রেখেছেন। আমরা দেখলাম পশ্চিম বাংলায় গ্রামে গ্রামে শিল্পের প্রসার চলছে। গ্রামে গ্রামে যখন গ্রামোন্নয়নের কাজ চলছে, অনেক আলোচনা হতে পারে, কিন্তু এই ধরনের বিরোধিতা দেখিনি। মাঠে ময়দানে প্রচার করছেন সেটা করতে পারেন কিন্তু আশা করেছিলাম এইখানে এরকম করবেন না। বাজেটকে সমর্থন করবেন, পাশ করবেন সর্বসম্মত ভাবে। কারন বিরোধী দলের একটা বিরাট দায়িত্ব রয়েছে, সরকারের ত্রুটি বিচ্যুতি উপযুক্তভাবে তুলে ধরার। এটা পালনে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। স্যার, মাননীয় সদস্যের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, আজকে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে তাঁদের দলের সদস্যরা রাজ্যের স্বার্থের কথা চিন্তা করেন, দেশটা কিভাবে এগিয়ে যাবে সেটা ভাবেন, সুন্দর ভাবে রাজ্যগঠনে বিরোধিতা করেন না। ঠিক তেমনি আমাদের এখানেও বিরোধিতা ছেড়েদিন সরকারকে গঠণ মূলক কাজে সহায়তা করুন, সাহায্য করুন। তাহলেই জনসাধারনের কাছ থেকে রেহাই পাবেন। পাঁচ বছরের কৃত ফল নিজেদের ভুগতে হয়েছে। এটার জন্যত আমরা দায়ী নই। আপনারা সন্ত্রাস করেছেন, এর জবাব ত্রিপুরার মানুষ দিয়েছে। স্যার, ওরা যখন সব শেষ করে দিয়েছে তখন ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক মানুষ, এই ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ, বাম গণতান্ত্রিক মানুষ উদ্ধার করেছেন। এটা দেখেও শিখছেন না কেন? আমি অনুরোধ করব, যে প্রথম দিন থেকে শেষ হবার, আগের দিন পর্যন্ত এই অধিবেশনে বিরোধিতা করছেন, এটা ছেড়ে দিন। আপনাদের বিরোধিতা সমগ্র রাজ্যের জনগণের দিকে যাচ্ছে। কোন গঠনমূলক পরামর্শ

আপনারা দিচ্ছেন না। আপনারা বিভিন্ন কাটমোশান এনেছেন। আপনারা কি চান না, শিক্ষার অগ্রগতি হউক? আপনারা কি চান না, হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা হউক ঔষধ পত্র রোগীরা পাক? আপনারা কি চান না, গ্রামে আরো বেশী করে সাধারন মানুষ, গরীব অংশের মানুষ কাজ পাক? আপনারা কি চান, পঞ্চায়েতের ঘর না হউক? যাতে বসে কাজ করবে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা আপনারা চান না, রাজ্যে বিদ্যুৎ সম্প্রসারন হউক? আপনারা কি চান না এই রাজ্যের সমস্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হউক? এই সব দিকে বিচার বিবেচনা করে আপনাদের কাটমোশান তুলে নিন। আপনারা যে ভুল করছেন সেটা থেকে মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবে। কারণ, মানুষের বিরুদ্ধে এই সমস্ত কাজ মানুষ সমর্থন করবে না। এখানকার ভেতরে যে ভূমিকা আপনারা নিচ্ছেন, তা রাজ্যের মানুষ জেনে নিতে পাবরে। মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, ওরা যখন সরকারে ছিলেন, আর আমরা ছিলাম এখানে এখনই আমরা বলেছিলাম, এসব অপকর্ম করবেন না। মানুষ তাদের আপনাদের ছুড়ে ফেলে দেবে। তখন এটা বিশ্বাস করেন নি। আপনাদের কপালে। লিখন খণ্ডাবে কে? ভকদির কেহ কাটাতে পারবে না। এটা বিশ্বাস করেন নি বলেই আজকে আপনাদের এই অবস্থা। এখনও যদি সতর্ক না হন, তাহলে যে আগামী দিনে আপনারা কোথায় যাবেন? আপনাদের যে কি গতি হবে সেটা বুঝতে পারছি না। স্যার পরবর্ত্তী সময়ে ওদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্যার, আর আমার সময় কম। আমি আর বেশী সময় নিচ্ছি না। কারণ অন্যান্য সদস্যরা বলবেন। কাজেই বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাটমোশান আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করে এখানে যে সমস্ত ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে তাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা ফিনান্স মিনিষ্টার এই বাজেট যেখানে শিক্ষা দপ্তর, স্কুল এডুকেশ্যান, হায়ার এডুকেশ্যান, তথ্য সংস্কৃতি পর্যটন দপ্তর, তপশিলী এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণীর এবং উন্নয়ন দপ্তরের কাজকর্মের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে পুরাপুরি সমর্থন করি এবং সমর্থন করে এই হাউসের কাছে আবেদন করব এই বাজেটটা অনুমোদন করার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট মোশানগুলি এনেছেন সেই কাট মোশানগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমতঃ এই বছর তপশিলী জাতি এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণীর জন্য যে বাজেট সেটা ৪ কোটি, ৮১ লক্ষ, ১৮ হাজার টাকা, শিক্ষার জন্য ২ কোটি, ৪ লক্ষ, ১০ হাজার এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ১ কোটি, ৯২ লক্ষ, ৪০ হাজার টাকা। আমরা এই জন্য চাইছি বিশেষতঃ তপশিলী জাতি এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণীর যে কমিশন করেছিলেন সেই কমিশনে ৪৩টি সম্প্রদায়কে ও, বি, সি, ভুক্ত সুপারিশ করেন। তন্মধ্যে ৩২টি নির্বাচিত হয়েছে। মোটামুটি ভারতবর্ষে পশ্চাৎপদ শ্রেণীর মানুষের যে কমপোজিশ্যান এটা বৃহত্তম কমপোজিশ্যান এবং এটার জন্য বেশীর ভাগই দেখা যায় কৃষক, মজুর, এবং কারিগর। ওরা বেশীর ভাগ নিঃস্ব, অস্পৃশ্য এবং তারা সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। হাজার হাজার বছর যাবৎ ভূমিতে তাদের অধিকার নেই, রাজ্যে তাদের অধিকার নেই এবং শিক্ষায়ও তারা এক সময় অস্পৃশ্য ছিল। সেই হাজার হাজার অধিকার বঞ্চনা থেকে একটা বিশালতম জনগোষ্ঠি যাদের পরিমাণ ৮৫ অংশের মত তারাও পিছিয়ে পড়েছে শিক্ষায় তারা ভূমিহীন, বিত্তহীন এবং বিদ্যাহীন। আজকে ত্রিপুরার যে জনগোষ্ঠি একটা বড় অংশ এই ধরণের পশ্চাৎপদ অংশের মানুষ এর মধ্যে ত্রিপুরার উপজাতি ৩১, তপশিলী জাতি ১৬ এবং ও, বি, সি, যদি তাদের সেনসাস হয় এটা আমাদের ধারণা ৩৫-এর মধ্যে থাকবে বা একটু এদিক সেদিক হতে পারে। এই অংশের মানুষ যারা শিক্ষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত আমাদের এই বাজেটের লক্ষ্যই হলো এদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া এবং শিক্ষিত করে তোলা। এখন ইচ্ছে করলে এদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া যেত, একটু গৃহের জায়গা দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তার যে প্রয়োজনীয় জমি সেটা দেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু ওদেরকে শিক্ষিত করে তোলা ওরা যাতে বিকল্প রাস্তায় জীবিকা অর্জন করতে পারে সে জন্য শিক্ষার উপর আমরা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি। সেই তপশিলী এবং ও, বি, সির যে বাজেট গত বছর ছিল ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এটা এই বছর হয়েছে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ও, বি, সির জন্য এ বছর ধরা হয়েছে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, শিক্ষার জন্য ৪৬ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য উন্নয়নের জন্য ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ...... জাতীয় ও, বি, সি কর্পোরেশন থেকে যাতে তাদের অর্থকরী সাহায্য দেওয়া যায় যার মধ্য দিয়ে তারা তাদের যে ছোট ছোট কারখানা, ছোট ছোট কুটির শিল্প, জীবিকার জন্য তারা দাঁড়াতে পারে সেজন্য জাতীয় ও, বি, সি, কর্পোরেশান থেকে যাতে ঋণ পায় তার জন্য রাজ্য সরকার থেকে ২ কোটি টাকার গ্যারান্টি প্রদান করেন। অ্যাডুকেশানের জন্য ছাত্রাবাসবৃত্তি, প্রাক্ মাধ্যমিক বৃত্তি। মৌলিক বিষয়ে শিক্ষা প্রদান প্রকল্প ইত্যাদির জন্য রেখেছি। ভূমিহীন তপশিলী পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য আমরা ৩০ হাজার টাকা আমরা নতুন করে স্কীম করেছি। তারপরে অ্যাডুকেশান সম্পর্কে সারা রাজ্য

জুড়ে আছে। সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০৫৫টি, উচ্চ বুনিয়াদী ৪৩৫টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৪৭টি এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫১টি। গত ২৩ মাসে এর মধ্যে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে ৭০টি, প্রাথমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী করা হয়েছে ১০টি, উচ্চ বুনিয়াদীকে উচ্চ বিদ্যালয়ে করা হয়েছে ১২টি এবং উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিকে পরিণত করা হয়েছে ১টি। আগামী বছর যা হবে তারও প্রস্তাব রয়েছে। নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় হবে ২৫টি, প্রাথমিক উচ্চ বুনিয়াদী হবে ৮০টি, উচ্চ বুনিয়াদীকে উচ্চ বিদ্যালয় করা হবে আরও ১০টি এবং উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিকে করা হবে ৯টি। এই ধরণের প্রস্তাব রয়েছে। আমরা শিক্ষার সম্প্রসারণ চাই। সেজন্য যেখানে ছাত্রভর্তির হার ১৯৯১-৯২ সালে প্রাথমিক স্তরে ছিল ৪ লাখ ৫ হাজার ২২১ সেখানে ১৯৯৪-৯৫ সনে সেটা বেড়ে হয়েছে ৪ লক্ষ ১৯ হাজার ৪১০। উপজাতি ছাত্র ভর্তির সংখ্যাও বেড়েছে। ১৯৯১-৯২ সালে প্রাথমিক স্তরে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪৬ ছিল, ১৯৯২-৯৫ সনে প্রাথমিক স্তরে বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫৩১। স্যার, বিভিন্ন প্রকল্পে গত বছর সংস্কার নির্মাণ — ২০০টি। এ বছর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রাথমিক স্কুল নির্মাণ — ৩০০টি। গৃহ সংস্কারে এবছর বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৬৩ লক্ষ ১৩ হাজার। গত শিক্ষাবর্ষে অপারেশন ব্ল্যাক বোর্ডের প্রকল্পের আওতায় এসেছে ৯০ পারসেন্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়। এস. সি; এস. টিদের সুযোগ সুবিধাও বেড়েছে। ২৩ মাসে এস সি; এস টি ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং হয়েছে ১০টি। শীঘ্রই চালু হবে আরও ১৮টি, তারপর স্টাইপেণ্ড. জোট জমানায় স্টাইপেণ্ড ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। আমরা ক্ষমতায় এসে সেটাকে চালু করতে ২ বছরের বেশী সময় লেগেছে। প্রাক মাধ্যমিক স্তরে এস. সি ছাত্রছাত্রীদের ১৯৯১-৯২ সালে স্টাইপেণ্ড ৭৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩৩৩ টাকা। আর ১৯৯৪-৯৫ সালে স্টাইপেণ্ড ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭১০ টাকা। এস. টি ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে ১৯৯১-৯২ সালে ছিল ৮৯ লক্ষ ৪০ হাজার ৭২০ টাকা। ১৯৯৪-৯৫ সালে হয়েছে ১ কোটি ৬০ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭৮৩ টাকা। মিড ডে মিল প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল। মিড-ডে মিল-এ খরচ কম প্রইম ছিল। মিড-ডে মিল পৌঁছানোর আগেই বিতরণ হয়ে যেত ১৯৯১-৯২ সালে ছাত্র ভর্তি প্রাইমারীতে সুযোগ পেয়েছিল ৩ লক্ষ ১২ হাজার ১৯৯৪-৯৫ সালে ৩ লক্ষ ২০ হাজার এবং আগামী বছর পাবে ৩ লক্ষ ২২ হাজার ছাত্রছাত্রীকে সুযোগ দেওয়া হবে। আসবাবপত্র, গত বছর এ জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার ৭৫২ টাকা। এবছর দেয়া হয়েছে ৫৫ লক্ষাধিক টাকা। বার্ষিক ক্রীড়া ও অভিভাবক দিবস পালনের জন্য এ বছর দেয়া হয়েছে ১১ লক্ষ টাকা। এটা আগে বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য মাদ্রাসা উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়েছে। মাদ্রাসা গৃহ নির্মাণে গত বছর ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এটি রাজ্যে প্রথম। গ্র্যান্ট ইন এইড স্কীমে রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় আছে ৩০টি, এগুলি প্রাইভেট। প্রাথমিক ৩৪টি। এগুলির উন্নয়নে সার্বিক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। — তারপর শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে। মিড-ডে-মিলের জন্য ১৯৮৭-৮৮ সালে বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ৭ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। ৯১-৯২ ইংতে এই বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা। ৯৪-৯৫ সালে বরাদ্দ করা হয়েছে ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরে কমপিউটার শিক্ষা চালু হয়ে গেছে। চলতি বছর ১০টি স্কুলের নবম শ্রেণীতে নূতন করে কমপিউটার শিক্ষা শুরু হয়েছে। আগামী বছর আরও ২৫টি স্কুলে কমপিউটার শিক্ষা চালু হবে। পর্যায়ক্রমে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে কমপিউটার শিক্ষা চালু হবে।

উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণেও ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রাজ্যের সবগুলো হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলকে বিজ্ঞান শিক্ষা সামগ্রী ক্রয়ের জন্য এবার স্কুল পিছু ১০ হাজার টাকা করে মোট ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সময়মতো পাঠ্য পুস্তক সরবরাহের জন্য এ বছর প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্য পুস্তক মুদ্রণসহ পুস্তক ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে, ৬ লক্ষ ৫২ হাজার টাকার পাঠ্য পুস্তক। মাতৃভাষার উন্নয়নে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ককবরক, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ও চাকমা ভাষার উন্নয়নে তিনটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছে। এইভাবে নানা দিক থেকে বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠী, তারপরে স্কুল এডুকেশানের সেই মিড-ডে মিল এই গুলির জন্য আমাদের যতটুকু করার মানে আরও কতটুকু এগিয়ে নেওয়া যায় তার জন্য বাজেটে বরাদ্দ চেয়েছি এবং এই উদ্যোগের ফলে দেখা যাচ্ছে ৯১-৯২ সালে প্রাথমিক স্তরে ড্রপ আউট ছিল ৬২.৫৮ পারসেন্ট। আর ৯৩-৯৪ সালে এই স্তরে ড্রপ আউট হয়েছে ৫৮.৮১ পারসেন্ট। নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে, এবার আমরা স্বাক্ষরতার একটা অভিযান সারা রাজ্যে বড়ের মত চালিয়েছি এবং হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী তাতে অংশ গ্রহণ করেছে, অজস্র ইউনিট তৈরী হচ্ছে। আমরা ১৯৯৬ সালের মধ্যে টোটাল লিটারিসি, এই অভিযানের কাজটা শেষ করব এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে এইটা নূতন সংযোজন হবে। স্যার, রাজ্যের সকলকে যদি স্বাক্ষর করা না যায়তো আমাদের যে সমস্ত ইনভেস্টমেন্ট আছে যেমন, কৃষি, সাহিত্য, বাণিজ্য এই সমস্ত ইনভেস্টমেন্ট সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেই জন্য অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা শিখেছি যে, এডুকেশানটা হল সব চেয়ে বড় ইনভেসমেন্ট। এই ইনভেস্টমেন্ট যদি না করা হয় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। সেই জন্যই আওয়াজ উঠেছে দুই হাজার সালের মধ্যে সার্বিক স্বাক্ষরতা এবং সেই প্রোগ্রামও আমরা এখানে গ্রহণ করেছি এবং প্রসঙ্গত বলতে হয় আজকে যখন সারা দেশে আওয়াজ উঠেছে টোটাল লিটারিসি তখন আমরা দেখছি স্কুলে প্রাইভেট টিচার ঢুকে যাচ্ছে। বড় বড় বিদ্যালয়গুলি বিক্রী হয়ে যাচ্ছে, প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ হচ্ছে, প্রাইভেট ইউনিভারসিটি হচ্ছে হায়ার এডুকেশান পারচেজ করতে হবে। এমনকি সাধারণ এডুকেশানও ক্রয় করে নিতে হবে এবং সেটা হলে নবোদয় শিক্ষা প্রকল্প যেটা যেটা হল রাজীব গান্ধী এবং নয়া শিক্ষা নীতির মূল লক্ষ্য হল লেখাপড়া যারা করবেন বা করতে চান তারা টাকা পয়সা দিয়ে এইটাকে কিনে নিন। আমরা চাই ত্রিপুরার যে কাষ্ট জেনারেশান যেটা নাকি উপজাতি, তপশিলী জাতি, পশ্চাৎপদ শ্রেণী এবং অন্যান্য গরীব অংশের মানুষ যারা মেহনত বিক্রী করে খায় এবং যাদের দেহটাই হল একমাত্র পুঁজি তারা শ্রম বিক্রী করে খায়। তাদের জমি নেই, তাদের শিল্প নেই, বানিজ্য নেই, বাঁচার জন্য তাদের দৈহিক শ্রম ছাড়া আর কিছু নেই, তাদের শিক্ষার সুযোগ আরও কত বেশী করে সৃষ্টি করা যায় তার জন্য এবারকার বাজেটে দাবী করেছি স্কুল এডুকেশানের জন্য— জেনারেল এডুকেশানের জন্য ১৩৮ কোটি ৮২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। এই নিউট্রেশানের জন্য ৩ কোটি ৮১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। সোস্যাল সার্ভে ও আদারস্ স্টেটিসটিক আছে এগুলির জন্য ২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা হায়ার এডুকেশানের জন্য যে বাজেটটা চেয়েছি সেটা হল, জেনারেল এডুকেশানের জন্য ৭ কোটি ৯৬ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। টেকনিক্যাল এডুকেশানের জন্য ১ কোটি ৯০ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। স্পোর্টস অ্যাণ্ড ইয়থ সার্ভিসেস-এর জন্য ৬৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। আর্ট অ্যাণ্ড কালচার ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। কেপিটেল আউট লে অন্ এডুকেশানের জন্য ১ কোটি ২৬ লক্ষ

৮৫ হাজার টাকা। --- --- --

এইজন্য আমরা কিছু কিছু কলেজে যাদের ঘর নেই, পর্যায়ক্রমে বা অন্যান্য জায়গায় তাদের ঘর করা এবং কিছু কিছু কলেজে নতুন করে বিভিন্ন সাবজেক্ট এ যেমন পলিটিক্যাল সায়েন্স অনার্স ইত্যাদি করার জন্য বাজেট বরাদ্দ চাইছি। এরপরে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের বাজেট আপনারা জানেন আমরা সেই শুধু সংস্কৃতিতেও আমরা আওয়াজ তুলি যে ৮ ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম, ৮ ঘণ্টা আনন্দ। এই আট ঘণ্টা আনন্দের জন্য যদি আমাদের নিজস্ব কোন প্রোগ্রাম না থাকে তাহলে সেখানে যে নতুন বণিকগোষ্ঠীর আজকে মিডিয়া সেটাকে তারা যেভাবে ব্যবহার করছে-এটা অত্যন্ত অদ্ভুত লক্ষ্য করবেন-মেট্রোপলিটন-সিটিগুলিকে কেন্দ্র করে সেই সমস্ত এরিয়া জুড়ে, সমস্ত তৃতীয় বিশ্ব জুড়ে সেখানে মিডিয়াকে এমনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে-সেক্স, ডিভারসন, করাপসন, ড্রাগস্ এই ধরনের প্রোগ্রাম সেখানটায় চলছে। যার জন্য তৃতীয় বিশ্বের মানুষের মনটাকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে যে এইখানকার কিছু যাতে সেক্স দিয়ে তৈরী করা যায়, তাহলে এটার যে রমরমা বাজার এইটাতে কোন ফ্লপ করে না। মাঝখান দিয়ে এর গঠনপাত্তি হয়ে যাচ্ছে-আট ঘণ্টার আনন্দের যে সময়টা সেই সময়টাতে বিদেশী টাকা একেবারে এমেরিকা থেকে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড যে পোষ্ট মডার্নিজম যে মিডিয়া তার মধ্যে দিয়ে তৃতীয় বিশ্বে যে যৌবন অরুণ্য এমনকি অসহায় যে বার্ধক্য করা হোক বা জীবনের পরিসমাপ্তি বলা হোক-তার কাছে একটা নতুন পণ্য যৌনতা, অপসংস্কৃতিকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করছে। ফলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশপ্রেম, মাটির প্রতি আমাদের যে টান, যেমন মনুষ্যত্ব-বোধ, আমাদের আত্মীয়তা বোধ, এইটা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। হচ্ছে সাকি সর্বনাশা এবং এরপর এইখানে রাজনৈতিক, অরাজনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি খুব সহজেই এইখানে দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। কাজেই এই আটঘণ্টা আনন্দের জন্য এই সব মিডিয়ার মাধ্যমে যে অপসংস্কৃতি ঢুকানো হচ্ছে-তার বিকল্প কিছু তৈরী করার জন্য আমাদের যে নিজস্ব সংস্কৃতি আছে প্রতিটি মাতৃভাষার, প্রতিটি জনজাতির নিজস্ব কৃষ্টি চর্চায় তাদের লোকায়ত জীবন দর্শন, লোকায়ত নৃত্যকলা, একে যদি আমরা বিকশিত না করি, একে যদি আমরা মিডিয়ার মধ্যে না নিই তাহলে পাশ্চাত্য মানের সংস্কৃতিতে যে মাত্রার বিকৃত, এবং যৌনমুখি এবং সর্ব্বনাশা সেই তুলনায় হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের প্রাচ্যের মানুষ তাদের ভাষা, তাদের সংস্কৃতিতে, জীবনের ধ্যান ধারনা নিয়ে সংস্কৃতির, এমনকি তাদের বলিষ্ঠটিকে চর্চা করে যাচ্ছে-তার মধ্যে শত্রুতা আছে, তার মধ্যে শালীনতা আছে, তার মধ্যে যে আনন্দ আছে-কিছু সুস্থ সবল প্রগতিশীল জীবনবোধ আছে সেই সংস্কৃতাকে যদি না তুলে ধরি তাহলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। সেজন্য আমরা নর্থ ইষ্টার্ন জোনের এন, ই, জেড্-এর সহযোগিতা এবং বিশেষ করে সেই পূর্ব্ব পারের সংস্কৃতি এবং তাদের সহযোগিতায় আমরা সারা বছরেই একটা সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম একটার পর একটা করে যাচ্ছি। বিশেষ করে আপনারা লক্ষ্য করছেন--মাতৃভাষা দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারী আমাদের ত্রিপুরায় এসে এটা একটা আন্তর্জাতিক রূপ পেয়ে গেলো—সকল ভাষার প্রতি মর্যাদা। আমাদের এইখানে সাহিত্য একাডেমী এসেছে, তারা সাহিত্য উৎসব করেছে। নর্থ ইষ্টার্ণ জোনের প্রত্যেকটি ষ্টেট্ থেকে লেখকরা এসেছেন, এমনকি দক্ষিণ ভারত থেকে কেরালা থেকে সেই কবি দম্পতি—কেরালার যারা জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত কবি, তারাও এসেছেন। এরপরে আমরা করলাম এইখানে প্রথম বিশ্বের মধ্যে চলচিত্রের শত বৎসর। সেখানে নর্থ ইষ্টার্ণ জোনের

সমস্ত চলচিত্রকারদের আমরা ডেকে এনেছি সাংবাদিকতা উৎসবে তাঁরা সবাই এসেছেন। তেমনি আমরা একটার পর একটা শিশু-কিশোর শিবির—তাদের শিবির করেছি। তারপর বই মেলা—এইখানে আমরা সবাইকে ডেকেছি। বাংলাদেশ থেকেও কবি, শিল্পী যাঁরা আছেন তাঁদেরকে আমরা ডেকেছি। এবং আসাম থেকে আমরা সেই সাহিত্য একাডেমীর যিনি প্রাক্তন চেয়ারম্যান ছিলেন তাকে আমরা ডেকেছি। তিনি আসতে পারছেন না, কিন্তু আসাম থেকে প্রতিনিধি এসেছেন। তারপর আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই ধরনের স্বাধীন প্রগতির মতস্কার যিনি প্রায় শতাব্দী বয়সী তাকে ডেকেছি। আমাদের একটা লক্ষ্যই হলো এই সংস্কৃতি দ্বারা যে আনন্দ সৃষ্টি করে থাকে ব্যবহার করছি আমাদের মস্তিষ্কে, মননে, মনীষায়, তারমধ্যে একটা বিপথগামী, একটা বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য, তার বিরুদ্ধে—সমস্ত দেশের জন্য একটা সংহতিবোধ এবং জাতীয়তাবোধ যা আমাদের ভারতবাসীর আছে, তা নর্থ ইস্টার্ন জোনে শেষ হতে চলেছে, যা কাশ্মীরে শেষ হতে চলেছে। এই নর্থ ইস্টার্ন জোনে ফান্ডামেন্টালিস্ট যারা আছে—সমস্ত ধর্মের—কি হিন্দু মৌলবাদী, কি ইসলামিক মৌলবাদী, কি খ্রীস্টান মৌলবাদী—তারা চাইছে এই নর্থ ইস্টার্ন জোনকে বিভিন্ন ভাগ করে দিয়ে তাদের ধর্মচক্রের শাসন কায়েম করার জন্য। আর সাম্রাজ্যবাদ এইটাকে ব্যবহার করছে।

এর বিরুদ্ধে যে ঐক্য গড়ে উঠছে শত শতাব্দীর অভিজ্ঞতা ও চেতনার মধ্যে দিয়ে যে জীবনমুখী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সারা নর্থ ইস্টার্ন রিজিওন একটি সংহতির চেষ্টায় আমরা এগুচ্ছি করছি। কাজেই এবারের জন্য শিক্ষা-সংস্কৃতি পর্যটন সব কিছুতেই মন দিয়েছি। পর্যটনে এবছরেই প্রায় দেড় লক্ষের মত পর্যটক এসে গিয়েছে। বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে যদি আমাদের যাতায়াতের সুবিধা থাকত তাহলে এখানে পর্যটকের বন্যা বয়ে যেত। কাজেই আমাদের এখানে যারা পশ্চাদপদ তাদের শিক্ষিত করার জন্য আমাদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। তবে সেখানে কিছুটা বাধা হয়ে যাচ্ছে-ইনসারজেন্সি নামক একটি মাত্র জিনিস এই অঞ্চলে সেটা বাধা হয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক চক্রান্ত চলছে। পাহাড় অঞ্চলে আমরা শিক্ষাটাকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারছি না। সেখানে শিক্ষার মাধ্যমগুলিতে একটু রোগ সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। এখনই যদি এইসব চক্রান্ত বানচাল না করা যায় তাহলে পাহাড় নিরক্ষরতার জঙ্গলে ঢাকা পড়ে থাকবে। গ্রামপাহাড়ে সাধারণ শিক্ষাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিকূলতার মধ্যেও নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের এই বাজেট করা হচ্ছে। এই বাজেটের উপর সমস্ত কাট মোশানের বিরোধিতা করে সকলের সহযোগিতা চেয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি - ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী অমর মল্লিক। সময় আর নেই। পাঁচ মিনিট।

শ্রী অমর মল্লিক :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার ৬, ১০, ১৪ ১৬, ১৫, ১৭, ২০, ২৩ ২৪ ও ২৬ এই ডিমান্ডগুলির উপর আমিও আমার সঙ্গী মাননীয় সদস্যরা কাট মোশানগুলি এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি স্যার। যে ডিমান্ডগুলি আজকে প্লেইস করা হয়েছে সেগুলিরও আমি বিরোধিতা করছি, স্যার স্যার, এই বাজেট একটি গতানুগতিক বাজেট এই জন্য কাট মোশান

আমি বলেছি গতানুগতিক বলছি এই কারণে যে যিনি অর্থমন্ত্রী তিনি নিজেই বাজেট আলোচনার অংশ নেওয়ার মানসিকতা দেখাতে পারেননি। যা হওয়ার হবে - আমি থাকলেও কি না থাকলেই বা কি ? এই জন্য আমি এটাকে গতানুগতিক বাজেট বলছি। লিডার অব দি হাউসের এই ভূমিকাতেই সেটা পরিষ্কার হয়েছে। উনি অসুস্থ কি অসুস্থ না সেটা বিতর্কিত ব্যাপার। স্যার, উনি রাজ্যবাসীর ৫৯ জন প্রতিনিধি এই হাউসে বাজেট নিয়ে কি বললেন সেটা নিয়ে শুনবার বা ভাববার অবকাশও তিনি পেলেন না— এটা খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। বাজেট বইয়ের ১৭ নং পাতাতে নন প্ল্যান এক্স্‌পেণ্ডিচার হিসাবে যে ফিগারটা দেওয়া আছে তাতে লেখা আছে ১১২৯.৯৩। কিন্তু সেটা যোগে ভুল আছে। যার ফলে টোট্যাল এক্স্‌পেণ্ডিচারে আছে ১১৬০.৩৪। যার ফলে সেটা গিয়ে দাঁড়াবে ১৩৬৭.০৪। স্যার, ১৭নং পৃষ্ঠায় টোট্যাল এক্স্‌পেণ্ডিচারে ভুল রয়েছে স্যার।

বাজেট এই টাকাটা হিসাবের সঙ্গে বস্তুবের সঙ্গে অনেক গড়মিল স্যার। এটা তাড়াহুড়োর মধ্যে একটা জিনিসের গুরুত্ব উপলব্ধি না করে আগেই একটা চক্রান্ত কিছু টাকা নয়ছয় করার রাস্তা এটা হিসাবের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে স্যার। যাই হোক আমার সময় কম আমি আর বেশ কিছু বলছি না। আজকে একটা জিনিষ পরিষ্কার এই রাজ্যের মধ্যে আমার আপনার কথা সবচেয়ে বড় প্রশ্ন নয়। আজকে এই রাজ্যের মধ্যে নৃপেনবাবুকে উদ্ধৃত করার মানে এই নয় উনি কংগ্রেস হয়ে গেছেন, উনি সি, পি, এম, ছেড়ে দিয়েছেন। মাননীয় নৃপেনবাবু যে কথা বলেছেন সেই কথা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, ত্রিপুরা রাজ্য কি হচ্ছে না হচ্ছে বা কি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা উপলব্ধি করে বলেছেন। উনি বলেছেন না যে উনাকে দল থেকে বের করে দিতে হবে তা নয় উনি বলেছেন তরজন্য পার্টির ভাবমূর্তি হারাতে হবে তা নয়। উনি যেটা বলেছেন এটা গুরুত্বসহকারে বিচার করার জন্য আজকে দুর্ভাগ্য স্যার, অনেকে হয়ত মনে করছেন আমরা এটা নিয়ে রাজনীতি করছি। আবার অনেকে মনে করছেন উনি দলের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করতে চাইছেন কোনটা নয়। এই হাউসের মধ্যে আমাদের সিনিয়র সদস্যরা আছেন, মাননীয় মন্ত্রীরা আছেন, তাদের দেখার দরকার ছিল উনার যে উত্থাপিত পয়েন্টগুলি সেগুলি গুরুত্ব সহকারে বিচার বিবেচনা করা। আজকে উনি কেন বলেছেন স্যার, বলেছেন শহরের উপজাতিদের জন্য জায়গায় বাড়ী দেখার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা কারেক্ট করা হয়েছে।

শ্রী অমল মল্লিক :— আমরা পাইনি স্যার।

মিঃ স্পীকার :— না, এটা কারেকশান করে দেওয়া হয়েছে, আপনাদের কাছে এখনও পৌঁছেনি। আমাদের কাছে আসেনি স্যার, এই জন্য বলছি। বাজেট স্যার, তৃতীয় বামফ্রন্টে—এর অনুসৃত যে নীতি সেই নীতির কারণে আজকে নৃপেনবাবুর মত বর্ষীয়ান নেতা যিনি ত্রিপুরাকে বুঝেন, জানেন উনার মুখ দিয়ে আসছে। যার কারণে আজকে ত্রিপুরা রাজ্য অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। এটা আমার আপনার সৃষ্ট নয়। এই সরকারের বিগত দুই বছরে বিভিন্ন পদক্ষেপ এর কারণে আজকে ত্রিপুরা অশান্ত হয়ে উঠেছে। যার কারণের মধ্যে আছে এই সরকার উগ্রবাদীদের, উগ্রবাদের নীতি ভূমি রাজস্ব এবং ভূমি সংস্কার আইনের জন্য পদক্ষেপ

নিতে হচ্ছে। ব্লাডব্যাঙ্কে রক্ত নিজেদের লোক না থাকলে পাওয়া যায় না। ডাক্তার নিগৃহীত হচ্ছে হাসপাতালের মধ্যে। জি. বিকে আমরা জানতাম রাজ্য হাসপাতাল, এখন জি. বিতে চক্ষু বিভাগ আছে? জি. বিতে চক্ষু বিভাগ নেই স্থানান্তরিত করে দিয়েছে হাপানিয়াতে। হাপানিয়াতে স্থানান্তরিত করে কি লাভ হল, এক জন চক্ষু রোগীর অন্যান্য রোগও হতে পারে, যার ফলে দেখা যায় স্যার, শিবু দেবনাথের মেয়ে পূজা দেবনাথ ১১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত কোন মেডিক্যাল হেলফ্ পেলনা। পরে জি বিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে দেওয়া হল, হাপানিয়াতে নিয়ে যান সেখান থেকে বলা হল এটাকে অপারেশন করতে হবে সুতরাং জি. বিতে নিয়ে যেতে হবে। আবার জি বিতে নিয়ে আসা হল, সেখানে যখন চোখের অপারেশন করা হয় দেখা গেল একটি চক্ষু নষ্ট হয়ে যাওয়ার পথে। আজকে স্টেট হাসপাতালে চক্ষু বিভাগ নেই চিকিৎসার সুযোগ থাকবে না এটা সঠিক নয়। এই রাজ্যের মধ্যে আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিকের কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। এই ১৯৯৪-৯৫ সালে মেলেরিয়ায় মারা গেছে ২৩ জন লোক। রাজ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হচ্ছে না। এই রাজ্যের মধ্যে টি বি রোগীর টাকা ঠিক মত বন্টন করা হচ্ছে না। যারা সরকার টারগেট করছে সেই টাকাই খরচ করা হচ্ছে না। টি বি রোগীদের টাকা ঠিক মত খরচ করা হয় না। এখানে মাননীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলেছেন যে সব চাকরী হয়েছে সব ডাই-ইন হারনেস এ কিন্তু এখানে দেখা গেছে যে ৯২ জন যে চাকুরী পেয়েছে তার মধ্যে মাত্র ২৩ জন ডাই-ইন-হারনেস এ পেয়েছে। শিক্ষার ব্যবস্থা যা মাননীয় মন্ত্রী অনেক কিছু বলেছেন স্যার, কিন্তু আমি এর মধ্যে কিছু সংযোজন করতে চাই, ত্রিপুরা বোর্ড কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটি আমি বলছি, আগে পরীক্ষা ফি ছিল ৪৫ টাকা এখন ৭০ টাকা এইভাবে দ্বিগুণ করা হয়েছে। এটা কার সিদ্ধান্ত কি কারণে বুঝলাম না স্যার, তারপরে বই — মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যখন বিরোধী আসনে ছিলেন তিনি সবচেয়ে বেশী সোচ্চার ছিলেন শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্ত বই নিয়ে। আজকে দেখলাম স্যার, ষষ্ঠ শ্রেণীর অংক বই প্রায় ৭৫ হাজার বই পরিবর্তন করা হল, সপ্তম শ্রেণীর প্রায় ৫৫ হাজার, প্রায় ১২ লক্ষ টাকার বই কেনা হয়েছে। বই বিলি হয়নি বা বিলি করতে পারেননি। এই পয়সা তোলার জন্যই আজকে ছাত্রদের উপর পরীক্ষার ফি বাড়িয়ে বা চাপ দিয়ে নিতে ধারা হচ্ছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য এতটা বই দরকার তার জন্য কোন টেণ্ডার করা হয় না। এবং যে সিলেবাস পরিবর্তন করেছে তার জন্য কোন সিলেবাস কমিটির অনুমতি নিলেন না। এক তরফা ভাবে বাতিল করে দিলেন সমস্ত বই। এই সমস্ত বইগুলি এনে ত্রিপুরা বোর্ড বোধ হয় দিলেন। সপ্তম শ্রেণীর বই কিভাবে আনা হল কার মারফতে আনা হল কেউ জানে না একমাত্র শিক্ষা মন্ত্রী ছাড়া।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন। আপনার এই মেটিরিয়েলসগুলি যদি সবাইকে বন্টন করাতেন তাহলে আর একটু কম সময় লাগত।

শ্রী অমল মল্লিক :— না, স্যার, আর দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করছি। সপ্তম শ্রেণীর বই টেণ্ডার ছাড়া সবকিছু হচ্ছে রাজ্য এইভাবে দুর্নীতি হচ্ছে। স্যার, যদি এই সম্পর্কে বলতে যাই তাহলে বলবে আমরা বিরোধিতা করছি। কাজেই স্যার এখানে দেখা গেছে স্টং রুমের ইনচার্জ এমন ব্যবস্থা রাখা

হয়েছে যার মেয়ে পরীক্ষার্থী ছিল, আমরা জানি সেই নিয়ম দানা উচিত নয়। এইগুলিকে দেখা দরকার আছে স্যার। কাজেই স্যার, আমি বাজেটগুলিকে বিরোধিতা করে এবং কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আগেই আপনাব পয়েন্টগুলি ডিস্ট্রিবিউট করে নিতেন তাহলে সবাই বলতে পারতেন। একজন বলতে গেলে এটাতো হয় না।

শ্রী বৈদনাথ মজুমদার (উপ মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, সময় বাড়িয়ে দিন যতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা শেষ না হয়।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন :— কায়দা করে সময় বাড়িয়েছেন, যতক্ষণ শেষ না হয়।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ্ আপনারা হাউসকে চলতে দিন। আরও চারজন বক্তা আছে। মনে হয় আর এক ঘন্টা সময় লাগবে। আপনারা সবাই যদি এক মত হন তাহলে আরও এক ঘন্টা সময় বাড়িয়ে দিতে পারি। ঠিক আছে, আরও এক ঘন্টা সময় বাড়িয়ে দিলাম।
এখন মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী কেশব মজুমদার মহোদয়।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখানে প্রথম মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন তার বিরুদ্ধে বিরোধিতা করছি এবং বাজেটটাকে পুর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। এখানে মাননীয় সদস্য রতিবাবু যে কাট মোশান এনেছেন সেটি সুপার ফ্লপ হয়েছে। সেই কাট মোশানের স্বপক্ষে আমি কোন বক্তব্য বা যুক্তি দেখছি না। এই ধরণের মানসিকতা নিয়ে হাউসে আসা উচিত নয়। কারণ এখানে মানুষের স্বার্থ কথাবার্তা হবে। মানুষের জন্য কাজ কর্ম করার জন্য এখানে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এর বিরোধীতা করছে ওরা। সুনির্দিষ্ট কোন বক্তব্য রাখছে না। বিদ্যুৎ এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের ডেভেলাপমেন্টের ওয়ার্কের জন্য যে টাকা চাওয়া হয়েছে তার উপর কাট মোশান এনেছে। বিদ্যুতের ব্যাপারে স্যার, আমরা ক্ষমতায় এসে দেখি আমাদের সুবারা ৩৩ কোটি ১ লক্ষ টাকার মত ঋণ রেখে গেছে। ৫০ কোটি টাকা ডেভলাপমেন্টের জন্য। তারপর আমরা দেখেছি ওরা ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ ঘুরে ঘুরে এসে কি করলেন বুঝতে পারছিনা। বড়মুড়ার তিনটা ইউনিট চালু হওয়ার কথা ছিল হলো না। ৪ মেগোয়াট রুখিয়াতে হওয়ার কথা ছিল বন্ধ হয়ে গেছে। গুমতীতে ল্যাণ্ড স্লাইডের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমরা চেষ্টা করে ৩৫ মেগোয়াট উৎপাদন করছি। অল্প সময়ে রুখিয়াতে আরও দুটি ইউনিট করছি। যদিও আমাদের আর্থিক অসংগতি আছে। এই মাসে আসার কথা, আরেকটা আগামী জুন মাসে হবে। সেকেণ্ড ফেজে এন, ই, সির টাকা দিয়ে ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে দুইটি ইউনিট আসার কথা। ৪৮ মেগোয়াটের পরিকল্পনা ছিল। আমরা আশা করছি ১৯৯৬ সালের মধ্যে হয়ে যাবে। গুমতী প্রোজেকটের-জন্য ১৯৮৬ ৮৭ সালে ৫ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল। ওসময়ে করলে এই টাকায় হয়ে যেতো। কিন্তু হলো না। এর পরে ওরা ৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ধরেছিল কিন্তু কিছু করেনি। আমরা দু বছরে চেষ্টা করে

গত মার্চ মাসের ৩ তারিখ এটা ৮ মেগোয়াট থেকে ১২ মেগোয়াট করেছি। গত কালকেও সেখান থেকে ১০ মেগোয়াট পেয়েছি। এখানে বিরোধী দলের নেতা সমীর বাবু বলেছেন যে ওরা পশ্চিম বাঙ্গকে বিদ্যুৎ দিয়েছেন। পশ্চিম বঙ্গকে কমপিউটারে ঢোকিয়ে দিয়েছেন; কমপিউটারের ভিতরে ঢোকানো হয়েছে। সেই যে একটা অবস্থা সেখান থেকে আমরা অনেক শুনেছিলাম রামচন্দ্রঘটে ৫৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। কাকে কাকে দেবেন ইত্যাদি অনেক কথা। প্রধান মন্ত্রীকে এনে পাথর বসিয়ে দিলেন। জায়গার ব্যবস্থা করলেন না- লেফট ফ্রন্ট গভর্ণমেন্টে এসে এটা করছে। কাজ কর্ম আরম্ভ হয়ে গেছে। টেণ্ডার হয়ে গেছে টারবাইন আনার। জার্মান কোম্পানী। ইউরোপিয়ান গ্যাস টারবাইন কোম্পনী তারা দেবেন। ১৯৯৭ সালে কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আমরা আশা করছি। নর্থইষ্টার্ন থেকে আমরা বিদ্যুৎ পাই। লোকটাক, খামলুং থেকে আমরা বিদ্যুৎ পাই। কিন্তু সেখানেও জলের অভাব দেখা দেওয়ায় ঠিক মত বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে না। কাজে কাজেই সেখান থেকে আমরা বিদ্যুৎ পাচ্ছি না। কাঠাল গুড়ি থেকে পাচ্ছে না। তারা আমাদের চিঠি দিয়েছেন, এ মাসের ২৫ তারিখ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হবে। স্যার, রাঙ্গামাটিতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে, বরং এ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। সেখান থেকেও আমরা বিদ্যুৎ পাব। স্যার, আজকে কপিলি, লোকটাক, খামলুং বন্ধ হচ্ছে। সেখানে মাত্র একটি করে ইউনিট চলছে। আমরা আমাদের গোমতী চালাতে পারছি না। দুপুর চারটা থেকে দশটা এগারটা পর্যন্ত চালিয়ে বন্ধ রাখাতে হয়, কাজেই সমস্যা রয়েছে। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন, ডিজেল সেট চালান হয় না। স্যার, ডিজেল সেট চালিয়ে আমরা ১.২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি। মাননীয় সদস্যরা জানেন এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে আমাদের খরচ হয়, ৫ টাকা। আর আমরা বিক্রী করছি, ৮৬ পয়সায়। স্যার, গ্রামে বিদ্যুতায়নের কথা বলেছেন। এটা জেনে রাখা ভাল, ১৯৭১ সালের সেনসাস অনুযায়ী বিদ্যুতায়ন করার জন্য ৪৪২৭টি গ্রাম ধরা ছিল, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫ পর্যন্ত হয়েছে ২৫১৫টি গ্রাম। সেন্ট্রাল থেকে বলা হয়েছে, ১৯৯১ সালের সেনসাস ধরে কাজ করতে হবে। না হলে, টাকা পাওয়া যাবে না। যদি আমরা ১৯৯১ সালের সেনসাস ধরি, তাহলে আর ৮০০ মত গ্রাম কাভার করলেই চলবে। কিন্তু সেখানে আমরা যেতে চাই না। উদয়পুরে ৩৩১৫টি গ্রামের মধ্যে ১৭৬৬টি গ্রাম করা হয়েছে। স্যার, ১৯৯৪-৯৫ সালে ২৮৭টি গ্রামে বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। ৫২৭ কি. মিটারের মত রাস্তা কাভার করেছে। এই কাজ করতে গেলে টাকা প্রয়োজন। কিন্তু এখানে আপনারা কাট মোশান এনেছেন। বিদ্যুৎও চান, আবার ছাঁটাইও চান। এটা কেন; জানি না। স্যার, স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতে হয়, স্বাস্থ্য পরিসেবার কাজ সবারই জানা আছে। আমরা যখন ক্ষমতায় আসি তখন হাসপাতালে ঢোকার উপায় ছিল না। মাননীয় সদস্যদের সে অভিজ্ঞতা আছে। হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ট্রান্সফার করেছে, ট্রান্সফার করে ৬০/৭০ হাজার টাকা নিয়ে আবার ট্রান্সফার বন্ধ করেছে, আবার এনেছে। মানে এটা তখন ট্রান্সফার বাণিজ্য নূতন করে যুক্ত হয়েছিল। সবচেয়ে বেশী ছিল স্বাস্থ্য দপ্তরে ডাক্তার বাবুদের উপর এইগুলি করেছিল যার ফলে গ্রামগুলি প্রায় খালি হয়ে গিয়েছিল এবং এই সব ব্যবসা বাণিজ্যের

ফলে শহরের হাসপাতালগুলি ভর্তি হয়ে আছে, গ্রামের হাসপাতালগুলি সমস্ত বন্ধ হয়ে গেছে। স্যার, অচল যন্ত্রন ভাঙ্গা খুব সহজ ব্যাপার নয়, আমাদের এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এইগুলি করতে হয়েছে। এখন প্রায় আমরা সব হাসপাতালে ডাক্তার দিয়েছি কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় দিতে পারিনি। হাসপাতালগুলির অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে আমি, বার বার এই হাউসে বলেছি যতটা আমাদের দরকার ততটা পারছি না। কারণ, আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা একটু ভিন্ন ধরণের গড়ে উঠেছে সেটা হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুরোটা ফ্রি। ভারতবর্ষের কোথাও সেটা নেই। অন্য রাজ্যগুলিতে যান সেখানে ভর্তি হতে গেলে টাকা লাগে, ভর্তি হয়ে গেলে সীটে থাকতে গেলে ভাড়া দিতে হয় একটা পারসেনটেজ আছে, কিন্তু আমাদের এখানে ফ্রি চলছে। সুতরাং এই রকম চলতে গেলে যে আর্থিক সংগতির দরকার সে রকম সঙ্গতি তো আমাদের নেই সুতরাং কিছু অসুবিধা এর মধ্যে থেকে যাবেই। ওরা তো এলোপ্যাথিক আয়ুর্বেদিক সমস্ত বলছেন, আমি হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিকে উনাদের আশ্বস্ত করতে পারি আয়ুর্বেদিক অবস্থাটা সেই জায়গায় গিয়েছে মৃতসঞ্জীবনী তৈরী হচ্ছে। কংগ্রেস, উপজাতি যুব সমিতি সমীর বাবুদের যে পরিস্থিতি মৃতসঞ্জীবনী দিয়ে আপনাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারব। এই রকম একটা অবস্থা আয়ুর্বেদিক অবস্থাটা গেছে।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন :— স্যার, মৃতসঞ্জীবনী উনি তো পান করেন সে জন্য ভাল বুঝেন।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা এটাও করেছি এখানে হোমিওপ্যাথিক হসপিটাল আমরা করেছি, প্রোগ্রামগুলি যা হয়েছে সেগুলি আমি সংক্ষেপে বলতে চাইছি এই জন্য যে আমার সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারবে না অন্ততঃ সে ক্ষেত্রে তুলনা অনেক বেশী। আমাদের এখানে কাজ হয়েছে। এর মধ্যে এন. জি. ও গেছে সমস্ত কিছু সংগঠিত করে প্রায় তিন হাজারের উপর আমরা ইমোনাইজেশন ক্যাম্প থেকে স্বাস্থ্য ক্যাম্প পর্যান্ত এক বছরে করেছি যেটা ত্রিপুরা রাজ্য অতীতে কোন দিন হয়নি, ওরা কল্পনাও করতে পারবে না। সুতরাং, এই ব্যাপারে তার জন্যই বলতে পারি এত অসুবিধা থাকা সত্বেও যেটা অনেক সময়ই হয়ে থাকে আন্ত্রিক ইত্যাদি জাতীয় রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয় এবং শত শত লোক মারা যায়।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী সংক্ষেপে বলুন।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— হ্যাঁ, করছি স্যার। সুতরাং সে জন্য এই ব্যাপারগুলি এই জায়গায় এসেছে এবং সেগুলি যদি আরও ভাল করতে হয় সব মানুষের কাছে যদি আমাদের পৌঁছে দিতে হয় তাছাড়া এটা আমাদের দরকার আছে সে জন্যই আমরা দিয়েছি। সবচেয়ে মারাত্মক যা ওরা করেছেন হেলথ বিষয়টা সকলের চাই কিন্তু ওটা প্রায়রিটি সেকটারে ওরা ঢোকান নি। আমরা প্রায়রিটি সেকটারে বাজেটের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিসেবার কাজটা ঢুকিয়েছি। এই পার্থক্যটা বুঝতে হবে স্যার, আমি তো এইগুলি আমার সমর্থনে বললাম। মাননীয় সদস্য সমীর বর্মনের আগে যা বলেছেন আমি যেটা মনে করছি সেটা আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই। উপজাতিদের নিয়ে এই ধরনের খেলা বন্ধ করা উচিত। কংগ্রেসকে আমি চিনি, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ চেনেন, ভারতবর্ষের মানুষ চেনেন। বারে বারে উগ্রপন্থী ইত্যাদির কথা আসছে, ট্রাইবেলের উপর

একুস্টিমিষ্ট-এর প্রশ্ন আসছে এবং এটা নিয়ে যদি আমরা ত্রিপুরাকে ভাগ করি তাহলে আমরা দেখব একটা সময় পর্যন্ত ত্রিপুরা ছিল যখন একুস্টিমিষ্ট ছিল। একুস্টিমিজম জোন ট্রাইবেলস্, এটা কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় নীতি। ট্রাইবেল জনগণ, সিডিউলড্ কাষ্ট এদের জন্য গোটা ভারতবর্ষে কিছু করেন নি। মাননীয় সদস্যদের আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই এই সংবিধান আপনারা লিখেছিলেন, এটা আমার কথা নয়। এই সংবিধানে ১৯৫১ সালে বলা হয়েছিল ১০ বছরের মধ্যে ট্রাইবেলদের জাতি সত্তার বিকাশ ঘটাতে হবে। ১০ বছরের মধ্যে সিডিউল্‌ড্ কাষ্টদের অবস্থা পরিবর্তন করে এদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করতে হবে, রাজনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। কারা ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারে, কেন করলেন না? সংবিধান সংশোধন করতে করতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত নিয়ে গেলেন। অপরাধটা কার? স্যার, গোটা ভারতবর্ষের কোন কোন রাজ্যে এখনও পাখীর মত শিকার হয় ট্রাইবেলরা। মধ্য-প্রদেশে কংগ্রেস রাজত্বে ট্রাইবেল রাজাকে মিলিটারী পাঠিয়ে পাখীর মত গুলি করে হত্যা করা হয়। ভারতবর্ষের মানুষ সবাই জানেন। তারপরও আপনারা ট্রাইবেল সম্পর্কে বলতে আসেন, লজ্জা করে না। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল তখন ট্রাইবেলদের রিজার্ভ ভেঙ্গেছেন। তারপর যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন উজান ময়দানে কি করেছিলেন? অস্বীকার করতে পারবেন? কি দৃষ্টিভঙ্গীতে কংগ্রেস দেখে। আজকে এখানে একটা অনর্থক ঘটনাকে কেন্দ্র করে, সেটা ওখানকার যারা ট্রাইবেল মহিলা আছেন, আমি জিজ্ঞাসা করি যে এফ আই. আর পাঠ করেছেন (সমীরবাবুকে লক্ষ্য করে) সেই এফ. আই. আর ট্রাইবেল মহিলা জানেন? এবং ২টি কাগজ একই হাতের লেখা, একই রকমের চক্রান্তের ২টি মিল এইখানে পাঠ করেছেন। ট্রাইবেল মহিলাদের নিয়ে এই ধরণের অবমাননাকর অবস্থা তৈরী করা ঠিক নয়। উজান ময়দানের ঘটনা নিয়ে আমরা এখানে বার বার বলেছি, এটা সত্যি ঘটনা। হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টে এটা অ্যাসটাব্লিসড্। মহিলা কমিশনের দ্বারা ইট ইজ অ্যাসটাব্লিসড্। তখন যখন আমরা বলেছি তখন সমীর বর্মন এখানে দাঁড়িয়ে বলছিলেন ওঙ্ক.তার সংগে যে ২ টাকার বিনিময়ে ট্রাইবেল মহিলা পাওয়া যায়। এই কথা বলেছেন এই হাউসে। যত লোক আছে সবাই বলতে পারবে। এত অবমাননাকর কথা, এত অবমাননাকর চিন্তা ভাবনা কংগ্রেসের যে আছে তার জন্যই ওরা অতীতেও এইসব করেছেন ট্রাইবেলদের নিয়ে আজকেও সমীরবাবুর সামান্যতম বিবেকে বাঁধলো, ইজ্জতবোধ বাঁধেনি ট্রাইবেল মহিলাদের নামে এইসব অনর্থক মিথ্যা কথা বলবার জন্য। উনারা মহিলাদের নিরাপত্তার কথা বলেন। কাকলী রায় কে? কতটা দূর? তখন সমীর বাবু পুলিশ মন্ত্রী ছিলেন। কি করেছেন? তাকে আর একটা কমিউনিষ্ট শাসিত রাজ্যে চলে যেতে হয়েছে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। উনি সি, পি, এমের লোক ছিল? আমি জিজ্ঞাসা করি সমীর বাবুকে উনি সেইদিন কোথায় ছিলেন। সবিতা দেবনাথ জীরানীয়া থেকে চাকরী নিতে আসে, দীপক নাগ জানেন। অস্বীকার করতে পারবেন? ......

(গণ্ডগোল)

শ্রী দীপক নাগ :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, সবিতা নাথের ব্যাপারে আমি হাইকোর্টে মামলা করেছিলাম নৃপেন বাবুর বিরুদ্ধে। নৃপেনবাবু আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে উনি ভুল ইনফরমেশান পেয়েছেন। যার দরুন এটা মীমাংসা হয়েছে। উনি আমার কাছে ভুল স্বীকার করেছেন আপনাদের এ, পি, পি জানে। সুতরাং মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত করা যায়না।

(গণ্ডগোল)

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, এখানে উনি বলেছেন সবিতা দেবনাথের ব্যাপারে মাননীয় সদস্য দীপক নাগ জড়িত। আমি বলতে চাই উনি প্রমাণ করুন, উনি যদি এক্ষুনি প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে উনার বক্তব্য অ্যাক্সপাঞ্জ করতে হবে। এটা প্রসিডিংস হবেনা। একজন বিধায়কের নামে এভাবে মিথ্যা অভিযোগ আনতে পারেন না। উনাকে প্রমাণ করতে হবে স্যার।

(গণ্ডগোল)

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— হাউসে এটা প্রমাণ করুন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা প্রমাণ করতে হলে কি এখনই করতে হবে না কি ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় সদস্যগণ হাউস চালাতে সাহায্য করুন।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— সাম্রাজ্যবাদের দালালদের সঙ্গে কোন কথা নেই।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— আপনারা কথা বলতে দেবেন না। প্রমাণ ছাড়া কথা বলবেন না। এটা কি সাম্রাজ্যবাদ না ? প্রমাণ করতে না পারলে এই হাউসে এই কথাটা অ্যাক্সপাঞ্জ করুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন :— বিধানসভার বিধায়কদের উত্তেজিত করার টনিক খেয়েছেন নাকি ?

(গণ্ডগোল)

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন :— স্যার, অনিলবাবু বলছে হাউসে এসে গুণ্ডামী করবে, এটা কি রকম কথা স্যার, এই ভাবে প্রমাণ ছাড়া কথা বলার জন্য আমরা হাউস ত্যাগ করছি।

(মাননীয় অপজিশান মেম্বারগণ ওয়াক আউট করেন)

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— হ্যাঁ, কনক্লুড করছি। স্যার, সেদিন যখন সমীর বর্মনের পুলিশ ও সুধীর মজুমদারের পুলিশের কাছে ত্রিপুরার মানুষ কোন রকম সুবিচার পায়নি, স্যার, আমরা হাইকোর্টে গেছি, সুপ্রীম কোর্টে গেছি এবং ওখানকার কাগজ যখন এখানে এনে দেখিয়েছি তখন এই সমীর বর্মন উদ্ধত্য প্রকাশ করে বলেছিলেন কলাপাতা। হাইকোর্টের অর্ডার তার কাছে কলাপাতা। যখন আমরা মানুষের দাবীর কথা বলেছি তখন এখানে বর্বরের মত বলেছে চুরুজ করাব, কংগ্রেসী দিয়ে চুরুজ করাব. পুলিশ দিয়ে

চুক্তি করাব, এইসব কথা তাদের মুখ দিয়ে শুনেছি। আর আজকে তাদের কাছ থেকে শিখতে হবে ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের জন্য কি করতে হবে। ত্রিপুরার মানুষদের জন্য কি করতে হবে, না হবে সেটা তাদের কাছ থেকে শিখতে হবে। সুতরাং সেই জন্য আমি অন্তত এইটুকু বলতে চাই যে, অনেক ঘটনাই আছে সেগুলি আমি বলতে চাই না। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাইছি, এখানকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রনোদিত, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত মানুষের সমস্যা নিয়ে যখন কিছু তুলবার নেই তখন এই সব ভিত্তিহীন কথাবার্তা এনে হাউসকে বিভ্রান্ত করবার জন্য, ত্রিপুরার মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য, এবং তাদের স্বার্থ রক্ষাকারী কিছু কিছু পত্র পত্রিকার স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এইসব কথাবার্তা বলেন। সুতরাং এইগুলির সম্পূর্ণ বিরোধিতা আমি করছি, তাদের সমস্ত কাট মোশানের বিরোধিতা করছি এবং আমাদের যে সমস্ত ডিমাণ্ড এসেছে সে সমস্তগুলি এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মাননীয় মন্ত্রীরা যে সমস্ত ডিমাণ্ড তুলেছেন ত্রিপুরার মানুষের কল্যাণে সে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলিকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় মন্ত্রী শ্রী তপন চক্রবর্তী মহোদয়।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখানে যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে সেগুলির বিরোধিতা করছি এবং আমার ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করার জন্য মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) : - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ডিমাণ্ডগুলির উপর যে সকল কাট মোশান এসেছে আমি সে সমস্তগুলির বিরোধিতা করছি এবং বাজেটের বিভিন্ন ডিমাণ্ডগুলির উপর যে সমস্ত কাট মোশান আনা হয়েছে সে সমস্তগুলিরও ত্রিপুরার জনস্বার্থের বিরোধী বলে আমি তার বিরোধিতা করছি। আর আজকে বিরোধী দলের নেতা যে মোংরা বমি করলেন- আমার সম্পর্কে—সম্পূর্ণ অসত্য সেটা, কাজেই সে সম্পর্কে আমার বলার আর কিছু নেই। আমি শুধু হাউসকে অনুরোধ করব যে এই সব বক্তব্যে যেন বিভ্রান্ত না হন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এইটা জানেন তারাও বিভ্রান্ত হচ্ছেন না। এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর পুলিসের প্রতি মানুষের আস্থা বেড়েছে। আর যে সমস্ত দুর্ব্বলতা এখনো আমাদের রাজ্যে রয়েছে সে সমস্ত-গুলিকে কাটিয়ে উঠেতেই আজকের এই বাজেট আগামী এক বছরে সরকারকে আরো শক্তিশালী করবে এবং মানুষের আশা আকাংক্ষাকে পূরণ করবে এবং তাদের উন্নয়নকে স্থায়ী করবে। এইটুকুই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার ডিমাণ্ডগুলি সহ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা যে সকল ডিমাণ্ড উপস্থাপন করেছেন আমি সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করছি এবং বিরোধীপক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশানগুলি আনা হয়েছে—সে সমস্ত কাট মোশানগুলির বিরোধিতা করছি। এবং এই হাউসের কাছে আবেদন করব যেন সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি পাশ করিয়ে দেন—এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

VOTING OF THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1995-96

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৯৫ ৯৬ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোর আলোচনা শেষ হয়েছে।

আমি এখন আলোচিত ১৯৯৫ ৯৬ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি ভোট দেব। সেক্ষেত্রে প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশানস্) ভোটে দেব। তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে ভোটে দেব।

আমি বিরোধী দল কর্তৃক আনীত সমস্ত কাট মোশানস্গুলি একসঙ্গেই ভোটে দিচ্ছে—

(সমস্ত কাট মোশানগুলি ধ্বনিভোটে বাতিল হয়)।

(সমস্ত কাট মোশানস্ এর একটি লিস্ট যুক্ত করে দেওয়া হলো)

VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1995-96

MR SPEAKER :—Now, I am putting the Demand No. 13 to vote.

The question before the House is the Demand No. 13 moved by the Hon'ble Minister- in-charge of the Public Works Department that a sum not exceeding Rs. 97, 28, 40,000/- (Excluding the charges expenditure Rs. 7, 31, 10,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March, 1996 in respect of Demand No. 13 under the following Major Heads :—

2059—Public Works.	Rs	32, 27. 44 000/-
2015—Other Taxes and Duties on commodities.	Rs.	5, 81,000/-
2202—General Education.	Rs.	5, 00, 000/-
2216—Housing.	Rs.	1, 36, 00, 000/-
3054—Roads & Buildings.	Rs.	8, 22, 69, 000 -
4055—Capital Outlay on Police.	Rs.	1, 23, 00, 000/-
4069—Capital Outlay on Public Works.	Rs.	5, 75, 48, 000/-
4202—Capital Outlay on Education, Sports, Arts & Culture.	Rs.	1, 00, 00, 000/-
4261—Capital Outlay on Housing.	Rs.	6, 86, 00, 000 -
4230—Capital Outlay on Labour and Employment.	Rs.	1, 25, 000/-

4235—Capital Outlay on Social Security and Welfare.	Rs.	39, 50, 000/-
4403—Capital Outlay on Animal Husbandry.	Rs.	20, 00, 000/-
4552—Capital Outlay on North Eestern Areas.	Rs.	8, 12, 00, 000/-
4801—Capital Outlay on Power Project.	Rs.	1, C0, 00, 000/-
5054—Capital Outlay on Roads and Bridges.	Rs.	30, 74, 23, 000/-

(THE DEMAND WAS PASSED BY VOICE VOTE)

MR SPAKER :—Now, the question before the House is the Cut Motions on the Demand No. 15 moved by Sri Amal Mallik, Demand No. 15, Major Head 2702 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :— "Need to set up D. T. W. at West Charakbari (Near the House of Indra Sen) I. C. Nagar (West side of Kadamtala Bazar ".

ANOTHER Cut Motion moved by Sri Ratimohan Jamatia Demand No. 15 Major Head 2702 that the amount of the Demand be reduced the economy that can be effected on the Particulars matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Lift Irrigation".

OTHER Cut Motion moved by Sri Ratimohan Jamatia, Demand No. 15, Major Head 4215 that the amount of the Demand be reduced by Rs. 5,0C0/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Urban Water Supply".

ANOTHER Cut Motion moved by Sri Ratimohan Jamatia, Demand No 15. Major Head 4215. that the amount of the Demand reduced by Rs. 5,000/ to represent the economy that can be effected on the partieular matter viz :— "Failure to control & eliminate Wastful expenditure on Rural Water Supply".

OTHER Cut Motion moved by Sri Amal Mallik Demand No. 13, Major Head 2215 that the amount of the Demand be reduced to Re. 1/to represent disapproval of the Policy underlying the demand "Disapproval of Govt. Policy on Urban Water Supply and Rural Water supply"

(The Motions was put to voice vote and LOST)

MR. SPEAKER :—Now, I am putting the Demand NO. 15 to Vote. The question before the

House is the Demand No. 15 moved by the Hon'ble Minister-in charge of the M I.F.C. Department that a sum not exceeding Rs. 48,28,07,000/- (Excluding the charges expenditure of Rs. 12,00,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 15 under the following Major Heads :—

2215 – Water Supply and Sanitation.	Rs. 2,89,37,000/-
2702—Minor Irrigation.	Rs. 19,85,50,000/-
2711—Food Control.	Rs. 1,01,10,000/-
4215—Capital Outlay on Water Supply and Sanitation.	Rs. 15,75,00,000/-
4701—Capital Outlay on Major and Medium Irrigation.	Rs, 5, 63,000/-
4705 —Capital Outlay on Command Area Development.	Rs. 4,00,000/-
4711—Capital Outlay on Flood Control.	Rs. 2,20,00,000/-
6215 Loans for Water Supply and Sanitation.	Rs. 90,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

MR. SPEAKER :— Now, the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 6 moved by Sri Amal Mallik, Demand No. 6, Major Head 2506 that the amount of the Demand be reduced by Rs 2/- to represent the economy that can effected on the particular matter viz :—"To ventilate the corruption in Land Reforms Department".

(The Motion was put to voice vote and lost)

Mr. SPEAKER :—Now, I am putting the Demand No. 6 to vote. The question before the House is the Demand No. 6 moved by the Hon 'ble Minister-in-charge of the Revenue Department that a sum not exceeding Rs. 20, 82, 11,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the

31st March, 1996 in respect of Demand No. 6 under the following Major Heads :—

2020--Collection of Taxes on Income and Expenditure.	Rs.	9, 24, 000/-
2029- Land Revenue.	Rs.	5, 83, 19, 000/-
2030—Stamps and Registration.	Rs.	47, 11, 000/-
2039—State Excise.	Rs.	27, 24, 000/-
2040—Sale Tax	Rs.	83, 05, 000/-
2235—Social Security and Welfare	Rs.	27, 94, 000/-
2245—Relief on Account of Natural Calamities.	Rs.	3, 00, 00, 000/-
2252 -Other Social & Community Services.	Rs.	13, 60, 000/-
2506—Land Reforms.	Rs.	4, 05, 36, 000/-
2552—North Eastern Areas.	Rs.	24, 30, 000/-
3475—Other General Economic Services.	Rs.	57, 54, 000/-
2053—District Administration.	Rs.	4, 06, 49, 000/-
2054—Treasury and Accounts Administration.	Rs.	97, 05, 000/-

(The Demand was put to Voice Vote and PASSED).

MR. SPEAKER :— I am putting the Demand No. 10 to vote.

The question before the House is the Demand No. 10 moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 6254,27,000/- (Excluding the charges expenditure of Rs. 29,56,000/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 10 under the following Major Heads :—

2055—	Police.	Rs.	51,23,47,000/-
2070—	Other Administrative Services.	Rs.	8,25,25,000/-
3275—	Other Communication Services.	Rs.	3,05,55,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

MR SPEAKER :—Now. the question before the House is the Demand No. 17 moved by the

Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs 5,53,29,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 17 under the following Major Heads :

2220—	Information and Publicity.	Rs. 3,56,24,000/-
3452—	Tourism.	Rs. 1,87,05,000/-
2205—	Arts & Culture.	Rs. 10,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed)

MR. SPEAKER :— Now, I am putting the Demand No. 20 to vote.

The question before the House is the demand moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 8,67,27,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 20 under the following Major Heads :—

2225—Welfare of Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes. Rs. 8,67,27,000/-

(The Demand was put to vote and Passed)

MR SPEAKER :—Now, the question before the House is the Demand No. 39 moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 12,91,99,000/- be grpanted to defray the charges which will come in courses of payment during the year endlng on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 39 under the following Major Heads :—

2202—	General Education.	Rs. 7,96,18,000/-
2203—	Technical Education.	Rs. 1,90,44,000/-
2204 –	Sports and Youth Services.	Rs. 66,80,000/-
2205—	Arts and Culture.	Rs. 1,12 00,000/-
4202—	Capital Outlay on Education.	Rs. 1,26,57,000/-

(The Demand was put to Vote and Passed.)

Mr. SPEAKER :— Now, I am putting the Demand No. 40 to vote. The question before the house is the Demand moved by the Hon 'ble Minister- in -charge that a sum not exceeding Rs. 152, 66, 46, 000/- be granted to defray the charges which

will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 40 under the following Major Heads :—

2202—General Education.	Rs.	148, 82, 76, 000/-
2236—Nutrition.	Rs.	3, 61, 17, 000/-
3454—Ccensus, Survey and Statistics.	Rs.	2. 53, 000/.

(The Demand was put to vote and passed).

MR SPEAKER :— Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge a sum not exceeding Rs. 145, 65, 65. 000/- (excluding the charges expenditure of Rs. 8. 50, 00, C00/-) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 14 under the following Major Heads :—

2801— Power	Rs.	58, 65, 65, 000/-
4552— Capital Outlay on North Eastern Areas	Rs.	40, 00, 00, 000/-
4801— Capital Outlay on Power Project	Rs.	47, 00, 00. 000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

MR. SPEAKER :— Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 47, 20, 80, 000/- be granted to defary the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 16 under the following Major Heads :—

2210— Medical Public Health	Rs.	35. 09, 89, 000/-
2210— Family Welfare	Rs.	7, 50, 00, 000/-
2245— Relief on account of Natural Calamities	Rs.	15, 000/-
2252 -- Other Social Services	Rs.	1, 000/-
3454— Census Survey and Statistics	Rs.	8, 25, 000/-

4210- Capital outlay of Medical and public Health	Rs.	4, 50, 50, 000/-
4552— Capital outlay on North Eastern Arreas	Rs.	2, 00, 000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

MR. SPEAKER :— Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 9, 35, 10, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 35 under the following Major Heads :—

2216—Housing	Rs.	4, 00, 000/-
2217—Urban Development	Rs.	7, 26, 10, 000/-
4215—Capital outlay on Water supply and Sanitation	Rs	1, 05, 00, 000/-
4216 - Capital Outlay on Housing	Rs	50, 00, 000/-
4217 - Capital Outlay on Urban Development	Rs.	50, 00, 000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

MR. SPEAKER :— Now, the question befor the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 13, 39, 19, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 23 under the following Major Heads :—

2515— Other Rural Development Programme	Rs.	13, 39, 19, 000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

MR. SPEAKER :— Now, the question before the House is the Motion move by the Hon'ble Minister in-charge that a sum not exceeding Rs. 6 01, 52, 000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 11 under the following Major Heads :—

2041— Taxes on Vehicle	Rs.	21, 02, 000/-
3055— Road Transport	Rs.	59, 00, 000/-
3075— Other Transport Services	Rs.	11, 50, 000/-
5055— Capital Outlay on Road Transport	Rs.	5, 10, 00, 000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

MR. SPEAKER :- Now, I am putting the Demand No. 25 to Vote. The Question before the House is the Demand No. 25 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Village Development and Small Industries Department that a sum not exceeding Rs. 11, 22, 00, 000/- (Excluding the Charges expenditure of Rs. 4, 79, 000/ -) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31 st March, 1996 in respect of Demand No. 25 under the following Major Heads :—

2851—Village and Small Industries.	Rs.	10,57,00,000/-
4425—Capital Outlay on Co-operation.	Rs.	20,000,000/-
5465—Investment in General Financial Trading Institution.	Rs.	28,00,000/-
6851—Loans for Village and Small Industries.	Rs.	17,00,000/-

(The Demaud was put to Voice Vote and PASSED)

MR. SPEAKER :— Now, I am putting the Demand No. 37 to Vote.

The question before the House Is the Demand No. 37 moved by

the Hon'ble Minister-in charge of the Labour and Employment Department that a sum not exceeding Rs. 2,10,73, 000/ — be, granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 37 under the following Major Heads :—

2230—Labour and Employment	Rs. 2,02,73,00/-
4059—Capita Outlay on Public Work.	Rs. 8,00.000/-

(The Demand was put to voice vote and PASSED)

MR. SPEAKER :— Now, I am putting the Demand No. 26 to Vote.

The question before the House is the Demand No. 26 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Deptt that a sum not exceeding Rs. 8,99,81, 000-/ (Excluding the charges expenditure of Rs. 1, 25, 000/- be granted to defray the Charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1996 in respect of Demand No. 26 under the following Major Heads :—

2405—Fisheties	Rs. 8,98,81,000/-
2552—North Eaetern Areas	Rs 1,00,000/-

(The Demand was put to Voice Vote and PASSED)

GOVERNMENT BILLS—Introduced.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো — The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 2, of 1995) উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, The Tripura Appropriation (No. 2) Bill 1995 (Tripura Bill No. 2, of 1995) এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো — The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 2, of 1995)

তারপরে মোশানটি ধ্বনি ভোটে দিলে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, The Tripura Appropriation Bill 1995 (Tripura Bill No. 1 of 1195) উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— (মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, The Tripura Appropriation Bill 1995 (Tripura Bill No. 1 of 1995) এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো, The Tripura Appropriation Bill 1995 (Tripura Bill No. 1 of 1995) এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

তারপর মোশনটি ধ্বনি ভোটে দিলে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামীকাল ২৫শে মার্চ ১৯৯৫ ইং বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

Admitted Starred Question No. 40
Name of the Member : Sri Umesh Ch. Nath.
Will the Hon'ble Minister of Fisheries be pleased to state.

১ নং প্রশ্ন :— রাজ্যে মৎস্য চাষ বাড়ানোর জন্য বর্তমান বৎসরে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি ?

উঃ— বর্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৯৪-৯৫ ইং) রাজ্যে মৎস্য চাষ বাড়ানোর জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগ গুলি নেওয়া হয়েছে।

২ নং প্রশ্ন :— নেওয়া হলে উদ্যোগগুলি কি কি এবং কবে থেকে তার কাজ শুরু করা হয়েছে ?

উঃ— হ্যাঁ হয়েছে।

১) বিগত বৎসর গুলিতে অতি বর্ষণ এবং অন্যান্য কারণে ভেঙ্গে যাওয়া মিনি ব্যারেজগুলির মেরামতির কাজ হাতে নেওয়া।

২) মাছ চাষীদের আরও বেশী উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য চাষীর জমিতে সরকারী খরচে এবং তত্বাবধানে প্রদর্শনী পুকুর হাতে নেওয়া।

৩) মিনি ব্যারেজ, ছোট ছোট পুকুর, জলাশয় ইত্যাদিতে মাছ চাষের আবশ্যিক উপকরণ যথা চুন, খইল, মাছের পোনা ইত্যাদি বিনামূল্যে বিতরণ করা যাতে ঐ সমস্ত জলাশয়ের মালিকদের উৎসাহিত করে জলাশয়গুলিতে মাছের ফলন বৃদ্ধি পায়।

৪) ধানের ক্ষেতে ধানের সাথে সাথে মাছের উৎপাদনের উদ্যোগ।

৫) ডম্বুর, রুদ্রসাগর ইত্যাদি বড় জলাশয়গুলি, বর্ষজীবি নদী, নালা এবং মরশুমি বাঁধগুলিতে মাছের চারাপোনা ছাড়ার বন্দোবস্ত করা যাতে সারা বৎসর ধরে মাছের উৎপাদন অব্যাহত রাখা যায়।

৬) দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত চাষীদের জমিতে পুকুর করে দেওয়া, মাছের সাথে হাঁস মুরগী পালন এবং নারিকেল, সুপুরী থেকে অধিক আয়ের বন্দোবস্ত করা।

৭) ব্যাংক ঋণ বন্দোবস্তের মাধ্যমে পুরাতন পুকুর সংস্কার নতুন পুকুর খনন এবং মাছ চাষের আওতায় আনা।

৮) আরও অধিক মাছ ফলনের জন্য মাছ চাষের উপকরণাদির উপর ব্যাংক ঋণের বন্দোবস্ত করা এবং উক্ত ঋণের উপর ভর্তুকী দান।

৯) মাছ চাষীদের বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাছ চাষ সম্বন্ধে অবহিত করার লক্ষ্যে ত্রৈমাসিক প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা।

১০) মাছের চারা পোনা উৎপাদনের জন্য সরকারী, সমবায় সমিতি এবং বেসরকারী পর্য্যায়ে উদ্যোগ নেওয়া।

১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থ বৎসরের এপ্রিল মাস থেকে উপরোক্ত উদ্যোগগুলি নেওয়া হয়েছে।

SHRI UMESH CHANDRA NATH, M.L. A. Will the Hon 'ble Minister—in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state :

QUESTION :

১। ইহা কি সত্য যে, ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত লক্ষ্মীনগর গাঁওসভায় একটি Vety Sub-centre খোলার জন্য মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছিল ?

২। যদি সত্য হয়, তবে উক্ত Vety Sub-centre এখন পর্য্যন্ত না খোলার কারণ কি ?

ANSWER : MINISTER FOR A. R. D. D. SHRI GOPAL DAS

১। না ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত লক্ষ্মীনগর গাঁওসভাতে কোন প্রাথমিক পশুচিকিৎসা কেন্দ্রের মঞ্জুরী বা অনুমোদন ছিল না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 187.

Name of the Member :— SHRI AMAL MALLIK

Will the Hon 'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে বর্তমানে কয়টি উগ্রপন্থী সংগঠন সক্রিয় আছে এবং তাদের নাম কি ?

২। ঐ সকল সংগঠনগুলির নিকট কি পরিমাণ ও কত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র আছে বলে সরকারের নিকট খবর আছে ?

ANSWER

Name of the Minister — SHRI SAMAR CHOUDHURY Home Minister, Tripura,

১। ন্যাশানাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা। (N, L, F, T).

২। অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (A, T, T, F).

৩। ত্রিপুরা ট্রাইবেল ইয়ং ফোর্স (T, T, Y, F).

৪। সেংক্রাক

৫। ত্রিপুরা লিবারেশন অর্গানাইজেশন (T,W,O).

৬। ত্রিপুরা ট্রাইবেল ভলান্টিয়ার্স ফোর্স (T,T,V,F).

৭। অল ত্রিপুরা ভলানটিয়ার্স ফোর্স (A,T,V,F).

৮। ত্রিপুরা রিসারেকশন আর্মি (T,R,A).

৯। অহিংসা ত্রিপুরা ভারত সুরক্ষা কোর্সের—অল ত্রিপুরা ভলানটিয়ার্স এসোসিয়েশন্ (A,T,V,A).

১০। সোসাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (S,D,F,T).

এছাড়াও সম্প্রতি Phantom Soldier নামে রইস্যাবাড়ী অঞ্চলে একটি উগ্রপন্থী দলের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

এই সকল উগ্রপন্থী দলের মধ্যে NLFT-র হাতে একটি L,M G ছাড়া হাতে আরো কয়েকটি S,L,R, রাইফেল এবং ষ্টেনগান আছে। এছাড়া Tiger Foree, T.T.Y F. SANCRACK, T.T.V.F. এবং T. R.A. দলগুলির কারো কারো হাতে ২/১ টি করে S.L.R রাইফেল আছে বলে ঘটনায় প্রমাণ হয়েছে। অন্যান্যদের অধিকাংশ অস্ত্রই বিভিন্ন শ্রেণীর দেশী বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র যার মধ্যে কিছু সংখ্যক উন্নত ধরনের দেশী বন্দুক রয়েছে।

Admitted Starred Question No. 202.

(Name of the Member :— SHRI RATI MOHAN JAMATIA)

Will the Hon 'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। বিগত ১৯৮০ সালে দাঙ্গার আগে ও পরে যে সমস্ত বন্দুক আটক করা হয়েছিল বা এখনও ফেরত দেওয়া হয়নি তা ফেরৎ দেবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

এবং

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Name of the Minister :— SHRI SAMAR CHOUDHURY Home Minister, Tripura.

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর

বিগত ১৯৮০ সনের জুন দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি মালিকানাধীন যে সমস্ত বন্দুক আটক করা হয়েছিল সেই সমস্ত বন্দুকের মালিক যাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অপরাধ মূলক মামলা নথীভুক্ত নেই তাদের বন্দুকগুলি আবেদনের ভিত্তিতে ফেরৎ দেবার জন্য রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে জেলাশাসকদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 204

Name of Member :— Sri Makhanlal Chakarborty,

Will the Hon 'ble Minister incharge of the Agriculture Department be Pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে ডি, এল, ডব্লিউ, স্টোর- এর সংখ্যা কত ?

২। এই সব স্টোর-এর মাধ্যমে কৃষকদের নিয়মিত সার, কীটনাশক সরবরাহ করা হয় কি ?

MINISTER INCHARGE OF THE AGRICULTURE DEPARTMENT (SRI BAJUBAN RIYAN)

উত্তর

১ বর্তমানে সারা রাজ্যে ৩৬৮টি ডি, এম, ডব্লিউ স্টোর আছে।

২। হাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 286

Shri Amal Mallik, M. L. A. will the Hon'ble Minister In-Charge of the Animal Resources Development Deptt. be pleased to state

QUESTION :

১। ইহা কি সত্য ১৯৯৩-৯৪ এবং ১৯৯৪-৯৫ সালে বিভিন্ন Scheme-এ দপ্তর থেকে যে হাঁস, মুরগী ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল তার টাকা সরকারী কোষাগারে জমা পড়েনি।

২। যদি সত্য হয় তবে সেই টাকার পরিমাণ কত ছিল এবং

৩। জমা না পড়ার কারণ কি ?

ANSWER : MINISTER FOR A. R. D. D. Shri Gopal Das

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Question No. 294.

Name of the Member : Sri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister of Fisheries Deptt. be pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মৎস্যচাষ প্রকল্পের কেন্দ্র কয়টি এবং কোথায় কোথায় ?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট ২১টি মৎস্য চাষ প্রকল্প আছে। প্রকল্পগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল -

প্রকল্পগুলির নাম			স্থান
ক] লেম্বুছড়া মৎস্যবীজ খামার			লেম্বুছড়া, সদর
খ] আগরতলা	,,	,,	আগরতলা শহর
গ] জিরানিয়া	,,	,,	জিরানিয়া
ঘ] সোনামুড়া	,,	,,	সোনামুড়া
ঙ] গনকী	,,	,,	খোয়াই
চ] চাকমাঘাট	,,	,,	চাকমাঘাট, তেলিয়ামুড়া
ছ] মান্দাই	,,	,,	মান্দাই, জিরানিয়া
জ] অমরসাগর	,,	,,	উদয়পুর
ঝ] ধনীসাগর	,,	,,	উদয়পুর
ঞ] টি.এফ.টি.আই	,,	,,	উদয়পুর
ট ফটিকসাগর	,,	,,	অমরপুর
ঠ] মুহুরীপুর	,,	,,	মুহুরীপুর, বিলোনিয়া
ড] গণ্ডাছড়া	,,	,,	গণ্ডাছড়া
ঢ] কমলাসাগর	,,	,,	বাগমা, উদয়পুর
ণ] কুমারঘাট	,,	,,	কুমারঘাট
ত] আভাঙ্গা	,,	,,	আভাঙ্গা কমলপুর

ফ] পানিসাগর	,,	,,	পানিসাগর
ব] গঙ্গানগর	,,	,,	গঙ্গানগর, ধর্মনগর
ভ] ধর্মনগর	,,	,,	ধর্মনগর
ম] কাঞ্চনপুর	,,	,,	কাঞ্চনপুর
য] করমছড়া	,,	,,	করমছড়া, কৈলাশহর

প্রশ্ন :— ২। ঐ প্রকল্পগুলি পরিচালনায় বৎসরে সরকারের কত অর্থ ব্যয়িত হয়?

উত্তর :— ২। ঐ প্রকল্পগুলি পরিচালনার জন্য সরকারের ৬'৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়।

প্রশ্ন :— ৩। ১৯৯৪-৯৫ ইং সনে ঐ কেন্দ্রগুলিতে কত মাছের পোনা উৎপাদিত হয়েছে এবং বিক্রয়মূল্য কত?

উত্তর :— ৩। ১৯৯৪—৯৫ ইং সনের এপ্রিল'৯৪ হইতে ফেব্রুয়ারী'৯৫ পর্যন্ত ঐ কেন্দ্রগুলিতে ৮২'০৮ লক্ষ সংখ্যক মাছের পোনা উৎপাদিত হয়েছে এবং তার বিক্রয়মূল্য ১.৮৩ লক্ষ টাকা।

প্রশ্ন :— ৪। রাজ্যের উদ্বৃত্ত জলাধার থেকে রাজ্যের কোন কোন বাজারে মাছ বিক্রির জন্য পাঠানো হয়?

উত্তর :— ৪। রাজ্যের নিম্নলিখিত বাজারগুলিতে উদ্বৃত্ত জলাশয়ের মাছ বিক্রির জন্য পাঠানো হয়।

ক] মন্দিরঘাট খ] বতনবাড়ী গ] নূতনবাজার এবং আগরতলাস্থিত ঘ] মহারাজগঞ্জ বাজার ঙ] দুর্গাচৌমুহনী চ] মঠচৌমুহনী ছ] লেক চৌমুহনী জ] জি, বি, বাজার।

Admitted Starred Question No. 304

Name of Member :— SHRI MADHAB SAHA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state —

১। ১৯৯৫ ইং সালের জানুয়ারী মাসে উদয়পুর কোর্টের মালখানা থেকে একটি রাইফেল চুরি হয়ে যায়। তা সত্য কিনা?

২। সত্য হয়ে থাকলে তা উদ্ধারের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

৩। এই ঘটনায় কর্মরত আরক্ষা দপ্তরের কর্মীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা?

৪। নেওয়া হয়ে থাকলে কার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

ANSWER

Name of the Minister : — SHRI SAMAR CHOUDHURY. Home Minister, Tripura.

১। হ্যাঁ।

২। চুরি যাওয়া রাইফেলটি উদ্ধারের জন্য সর্বপ্রকার তল্লাসী অভিযান চালানো হইতেছে।

৩। ও ৪। প্রাথমিক তদন্তে উদয়পুর কোর্টের কনেষ্টবল রাজেন্দ্র লাল ঘোষকে গত ১৯-১-৯৫ ইং সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

Assembly admitted starred question No. 315 asked by SHRI RATANLAL NATH, M L A.

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Law Department be pleased to state :—

QUESTIONS

১। Tripura Acts and Tripura Rules গুলি একত্রে সংকলিত করে Tripura Code নামে একটি নতুন বই প্রকাশ করার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা? (uptodate)

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ প্রকাশ করা হবে বলে আশা করা যায়?

to be replied by the Minister in-Charge of the Law Depertment,

Date of reply ....

ANSWER

১। এ ধরনের প্রস্তাব সরকারের আপাততঃ নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Qu. No. 337

Name of the Member :— RATAN LAL NATH

WILL THE HON'BLE MINISTER IN-CHARGE OF THE INFORMATION CULTURAL AFFAIRS & TOURISM DEPARTMENT BE PLEASED TO STATE.

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে মোট কয়টি উপতথ্য কেন্দ্র আছে?

২। বর্তমানে কয়টি চালু আছে? এবং

৩। এ গুলিতে বর্তমানে তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর থেকে কি কি জিনিষ সরবরাহ করা হয়ে থাকে?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে মোট ৪২১টি উপতথ্য কেন্দ্র আছে।

২। ৩১৫টি চালু আছে।

৩। বর্তমানে এগুলোতে তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর থেকে দপ্তরের প্রকাশনা গুলো দেয়া হয়ে থাকে। তবে আর্থিক কারণে ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা আগরতলায় ক্রয় করে ডাকযোগে পাঠানো হয় না।

Admitted Starred Question No. 342.

Neme of Member :— SHRI KHAGENDRA JAMATIA

Will the Hon 'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। সরকারী মামলা উর্দ্ধতন আদালতে আপীল করার পূর্বে উক্ত মামলা সমূহ আপীল যোগ্য কিনা তাহা বিচার করিবার জন্য একটি আইন সম্মত কমিটি গঠন করা প্রয়োজন আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমা উক্ত কমিটি কর্তৃক আপীল যোগ্য নহে বিবেচিত হইলে আপীল মোকদ্দমার সংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং

৩। সেইভাবে উদ্ধর্তন আদালতে কাজের চাপ কিছুটা লাঘব হইবে ;

৪। সরকারী মামলা আপোষে নিষ্পত্তি করার জন্য একটি আইন সম্মত কমিটি গঠন করার প্রয়োজন আছে কিনা যদি এইরূপ আপোষ করার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে সরকারী মামলার সংখ্যা কমিবে বলিয়া আশা করা যায় ?

উত্তর :—

১। না, রাজ্য সরকারের আইন দপ্তরই সরকারী মামলা সমূহ উর্দ্ধতন আদালতে আপীল যোগ্য কিনা বিচার করে থাকেন। রাজ্য সরকারের আইন দপ্তর সরকারী মামলা সমূহের যাবতীয় বিষয়গুলির খুঁটিনাটি পরীক্ষার নিরীক্ষার কাজও করে থাকেন।

২। ১নং প্রশ্নর উত্তরের পরিপ্রেক্ষীতে ২নং প্রশ্ন উঠে না।

৩। উপরি উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ৩ নং এবং ৪ নং প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক।

Admitted Starred Question No. :— 348

Name of Member :— SRI MAKHAN LAL CAAKRABORTY

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information, Cultural Affairs & Tourism Department be pleased to State.

প্রশ্ন :— ১। তথ্য সংস্কৃতি পর্যটন দপ্তর রাজ্যের কতটি স্থানকে দর্শনীয় স্থান হিসাবে উন্নত করেছেন ? এবং

প্রশ্ন :— ২। ১৯৯৩-৯৭, ১৯৯৪-৯৫ ইং সনে কত দেশী, বিদেশী দর্শনার্থী ঐ সমস্ত স্থান পরিদর্শন করেছেন ?

প্রশ্ন :— ৩। তাদেরকে রাজ্য সরকারের তহবিলে কত অর্থ জমা পড়েছে ?

উত্তর :— ১। এই পর্যান্ত ১৮টি কেন্দ্রকে দর্শনীয় স্থান হিসাবে উন্নত করা হয়েছে।

নিম্নে ১৮টি কেন্দ্রের নাম দেওয়া হলো :—

১) উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, ২) সরকারী সংগ্রহশালা, ৩) লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী, ৪) জগন্নাথ দেবের মন্দির, ৫) উমামহেশ্বরী মন্দির, ৬) বুদ্ধমন্দির, ৭) মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, ৮) রবীন্দ্র কানন, ৯) কমলা সাগর, ১০) চতুর্দ্দশ দেবতার বাড়ী, ১১) সিপাহীজলা, ১২) নীরমহল, ১৩) মাতাবাড়ী, ১৪) ভুবনেশ্বরী মন্দির, ১৫) পশ্চিম পিলাক, ১৬) ডুম্বুর জলাধার, ১৭) উনকোটী, ১৮) জম্পুই পাহাড়।

উত্তর :— ২) গত ২ (দুই) বৎসরে যে সমস্ত পর্যটক বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেছেন তার হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো :—

	দেশী	বিদেশী
ক) ১৯৯৩-৯৪=	১,১৮,২০৫ জন	৮৪ জন।
খ) ১৯৯৪-৯৫=	১,৭১,৫৭৬ জন	১৩ জন।

উত্তর :— ৩) পর্যটকদের আগমনের ফলে রাজ্য সরকারের রাজস্ব খাতে জমার পরিমাণ :—

১৯৯৩-৯৪ সনে= ৬,৪৪,৭৩৫ টাকা
(তথ্য সংস্কৃতি পর্যটন ও বন দপ্তর)

১৯৯৪-৯৫ সনে=
৬,৫০,৬৬১ টাকা
(তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন ও বন দপ্তর সহ)

প্রশ্ন ৪ বিগত গোটা রাজ্যে ৫ বৎসরে কত দর্শনার্থী পরিদর্শন করেছিলেন এবং সরকারের তহবিলে কত অর্থ জমা পড়েছিল ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর ৪। গোটা রাজ্যে মোট — ৫,৭৩,৬৮৬ জন পর্যাটক বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেছেন, তাতে মোট - ১১,৯৬,০৯৫ টাকা সরকারের তহবিলে জমা পড়েছে।

বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপঃ

	দর্শনার্থী	টাকা
১৯৮৮-৮৯ ইং	১,১৪,৭৫০ জন	২,০৫,৭৬৯ টাকা
১৯৮৯-৯০ ইং	৮৫,৮৮৫ ,,	১,৫৮,৩৯৯ ,,
১৯৯০-৯১ ইং	১,০৭,৮৯০ ,,	২,২১,০৭৯ ,,
১৯৯১-৯২ ইং	১,৩১,৭৮২ ,,	১,৮৭,৪৪৯ ,,
১৯৯২-৯৩ ইং	১,৩৩,৬৭৯ ,,	৪,৪৫,৩৯৯ ,,
	৫,৭৩,৬৮৬ ,,	১১,৯৬,০৯৫ ,,

প্রশ্ন

৫। সিপাহীজলা, নীরমহল ও উজ্জয়ন্ত রাজ প্রাসাদ এলাকা উন্নয়নে সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

উত্তর

৫। সিপাহীজলা :—

ক) সিপাহীজলার উন্নয়নে বন দপ্তর থেকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

১) দর্শনার্থীদের রাত্রিবাসের জন্য ৫টি কটেজ (Cottage) তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে ;

২) ৪টি ফাইবার গ্লাসের নৌকা আনা হয়েছে।

৩) চিড়িয়াখানা সংলগ্ন এলাকায় ছোটদের জন্য একটি পার্ক ও কার পার্কিং এর ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

৪) টয় ট্রেনের রেল লাইনের মেরামত করা হয়েছে এবং টয় ট্রেনের বগির সংখ্যা ও রেলের ইঞ্জিনের ক্ষমতা রেল মন্ত্রকের সাহায্যে বাড়ানো হয়েছে।

৫) সম্প্রতি চিড়িয়াখানার Management এর Master Plan তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

৬ এছাড়াও সিপাহীজলার জলাধারটির সম্প্রসারণ ও মেইন গেইট থেকে অবাধ যাতায়াতের জন্য বাস চালু করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

খ) নীরমহল :—

রাজ্য সরকার নীরমহল সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন :—

১) Flood lighting — এর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

২) সৌর আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর্যটকদের যাতায়াতের জন্য মৎস্য জীবী সমবায় সমিতির সহায়তায় নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩) পর্যটকদের সুবিধার্থে বসার জন্য পাকা ঘাট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাছাড়াও ৩টি ফুলের বাগান করা হয়েছে এবং ১টি কেন্টিন চালু আছে।

গ) উজ্জয়ন্ত রাজ প্রাসাদ :—

১) ইতিমধ্যে Flood Lighting এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২) বিধানসভা কর্তৃপক্ষ ফুলের বাগানের কাজ সম্পূর্ণ করেছেন।

৩) নূতন ফোয়ারা বসানো হয়েছে।

৪) উজ্জয়ন্ত রাজ প্রাসাদের চারিদিকে ফুলের বাগান গুলিকে আলোকিত করার জন্য Garden light এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫) Light and sound programme চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 378

Name of Member : SHRI SUNIL KUMAR CHOUDHURY.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১ সাব্রুম মহকুমার কৃষি বিভাগের অধীন কয়টি পাওয়ার টিলার অচল অবস্থায় আছে এবং ঐ সমস্ত পাওয়ার টিলারগুলি মেরামতের জন্য কি কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

২। জনগণ যাতে তাদের জমি নিয়মিত চাষাবাদ করতে পারে তার জন্য পাওয়ার টিলার ভাড়া পাবেন কি ?

৩। ইহা কি সত্য যে বৎসরের অধিকাংশ সময় পাওয়ার টিলারগুলি অকেজো থাকে ?

৪। সত্য হইলে অবস্থার উন্নতির জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

MINISTER IN-CHARGE OF THE AGRICULTURE DEPARTMENT

SRI BAJUBAN RIYAN :—

১। সাতচাঁদ কৃষি মহকুমার কৃষি বিভাগের অধীন বিভিন্ন ভাড়া কেন্দ্রে বর্তমানে মোট ৬ (ছয়) টি পাওয়ার টিলার অচল অবস্থায় আছে এবং ঐ সমস্ত পাওয়ার টিলারগুলি মেরামতের জন্য টাস্ক ফোর্স টিমকে অবগত করা হয়েছে।

২। হ্যাঁ।

৩। আংশিক সত্য।

৪। চাষের কাজে পাওয়ার টিলার ব্যবহারের কালে যন্ত্র অনেক সময়ই বিকল হয়ে যায় এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ না পাওয়ার দরুনও অনেক সময় মেরামতির কাজ বিলম্বিত হয়ে থাকে। এই অবস্থার উন্নতির জন্য প্রতি জেলায় একটি করে টাস্ক ফোর্স টিম গঠন করা হয়েছে যাতে অতি দ্রুত মেরামতির কাজ সম্পন্ন করা যায়। তা ছাড়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ যোগানের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 381.

Name of the Member .— SHRI SUNIL KUMAR CHOUDHURY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। সাব্রুমের শ্রীনগর অঞ্চলে প্রস্তাবিত Police Out Post কবে পর্য্যন্ত চালু করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Name of the Minister :— SHRI SAMAR CHOUDHURY, Home Minister, Tripura,

১। বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Question No. 389.

Name of the Member: SHRI ARUN BHOWMIK.

Will the Hon'ble Minister-in -charge of the Home Department be pleased to state:—

১) উগ্রপন্থীদের আত্মসমর্পণের ব্যাপারে কোন সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার সরকারী পরিকল্পনা আছেন কি ?

ANSWER

Name of the Minister :— SHRI SAMAR CHOUDHURY. Home Minister, Tripura.

১) উগ্রপন্থীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ার কাজকেই ত্বরান্বিত করার বিষয়টিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 391

Name of the Member:— SHRI ARUN BHOWMIK.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Home Department be pleased to state:

১) এক নং এম এল-এ হোষ্টেলে বোমা পাওয়ার ঘটনাটি কি অন্তর্ঘাত মূলক ?

২) এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এম এল-এ হোষ্টেলগুলির নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে কিনা ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri SAMAR CHOUDHURY. Home Minister, Tripura.

১) না।

২) হ্যাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 392.

Name of the Member : -- SHRI ARUN BHOWMIK.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Home Department be Pleased to state—

১) আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থী যুবকদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার এ যাবৎ কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ;

২) এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোন সাহায্য পাওয়া গেছে কিনা ?

ANSWER

Name of the Minister :-- SHRI SAMAR CHOUDHURY. Home Minister, Tripura.

১) আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থী যুবকদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সরকার এ যাবৎ গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য

দিয়েছেন, তাদের চাকুরী দেবার উদ্দেশ্যে সরকারী চাকুরীতে নূতন পদের সৃষ্টি করেছেন, ভূমি নির্ভর প্রকল্পে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে সাহায্য করেছেন, স্বনিযুক্তি প্রকল্প ইত্যাদিতে পুনর্বাসনে সাহায্য করেছেন।

২) রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের পুনর্বাসনের জন্য ৭১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার দাবী জানিয়েছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ পর্যান্ত মোট মাত্র ২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা দিয়েছেন।

Admitted Starred Question No. 415.

Name of the Member :— SHRI DILIP KR, CHOUDHURY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে গত ৯-২-৯৫ তাং জোলাইবাড়ীতে আইনজীবী অরুণ চন্দ্র ভৌমিকের পৈত্রিক বাড়ীতে কতিপয় সমাজদ্রোহী কর্তৃক ভাংচুর এবং তাদের দোকান পাট লুটতরাজ করা হয় ?

২। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা এবং আসামীদের ধরা গিয়েছে কিনা ?

৩। যদি ধরা না হয়ে থাকে তাহলে ধরা হবে কিনা এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

ANSWER

Name of the Minister :— SHRI SAMAR CHOUDHURY, Home Minister, Tripura.

১। সত্য নহে।

২। ৩। প্রশ্ন আসেনা।

Admitted Starred Question No. 458.

Name of the Member :— SHRI ASHOK DEBBARMA, SHRI AMAL MALLIK

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। গত ১লা জুলাই ১৯৯৩ ইং হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ ইং পর্যান্ত কতজন ত্রিপুরাবাসী বৈরীদের দ্বারা অপহৃত হইয়াছেন ?

২। তাদের মধ্যে কতজন উপজাতি সম্প্রদায়ের এবং কতজন অ-উপজাতি সম্প্রদায়ের আছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— SHRI SAMAR CHOUDHURY, Home Minister, Tripura.

১০-৪-৯৩ ইং হইতে ১৮-২-৯৫ ইং পর্যন্ত হিসাব

১। ক) নিহত— ৩৪ জন

২। খ) আহত— ৭ ,,

৩। গ) ধরা পড়েছে—৭১ ,,

২। পুলিশ, C. R. P. F, এবং TSR এর যৌথ অভিযানে নিম্নলিখিত অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য জিনিষপত্র উদ্ধার হয়েছে :—

ক) উদ্ধারকৃত অস্ত্রের হিসাব।

১। রাইফেল — ৬টি

২। ২২ রিভলবার — ১২টি

৩। ৩৬ এইচ-ই-গ্রেনেড — ৫৮টি

৪। দেশী তৈরী বন্দুক — ১৩৫টি

৫। দেশী তৈরী কামান — ১২টি

৬। দেশী তৈরী পিস্তল — ১২টি

৭। দেশী তৈরী পাইপগান — ১২টি

৮। দেশী তৈরী ষ্টেনগান — ২টি

৯। ৭-৬২ রাইফেল — ১টি

১০। এস-এল-আর — ২টি

১১। '৩৮ রিভলবার — ১টি

১২। '৫২ রিভলবার — ১টি

১৩। এস. বি. বি. এল গান — ১টি

১৪। টমি গান — ১টি

১৫। ষ্টেন গান — ১টি

১৬। ওয়াকি টকি — ১টি

১৭। স্টেনগান — ৪টি

১৮। ক্লেমোর — ৩টি

১৯। বোমা — ১টি

খ) উদ্ধারকৃত গোলাবারুদের হিসাব :

১। ·৩০৩ রাইফেলের গুলি — ৭৪ রাউণ্ড

২। ·৩৮ রিভলবারের গুলি — ৩২ রাউণ্ড

৩। ·২২ রিভলবারের গুলি — ৪২ ,,

৪। গান কার্তুজ — ১২টি

৫। ৯ এম. এম পিস্তলের গুলি — ১৫০ রাউণ্ড

৬। ·৩২ রিভলবারের গুলি — ৫ ,,

৭। ·৭·৬২ রাইফেলের গুলি — ৭৪ ,,

৮। গ্রেনেডের Striking log — ১২টি

৯। গ্রেনেডের পিন — ১২টি

১০। Detenator Cap — ১১টি

১১। লিভার — ১২টি

১২। গান পাউডার — ৫০০ গ্রাম

গ। উদ্ধারকৃত অন্যান্য জিনিসপত্র —

১। নগদ — ১৮০০ টাকা

২। টি-এন-এল-এফ এর কিছু কাপড় চোপড়।

৩। টাইগার ফোর্সের সীল-প্যাড এবং রসিদ বই।

৪। রেডিও — ১টি

৫। টর্চলাইট — ৮টি

৬। এন-এল-এফ-টির কিছু নথিপত্র।

৭। টি-টি-ডি এফ এর কিছু নথিপত্র।

ANSWER

Name of the Minister :— SHRI SAMAR CHOUDHURY. Home Minister, Tripura.

১। ১০৫ জন

২। উপজাতি = ১০৮ জন

অ-উপজাতি = ১৯৭ জন

Admitted Starred Question No. 462

Name of the Member :— SHRI DILIP KUMAR CHOUDHURY

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য ১৭-২-৯৫ ইং তারিখে দৈনিক স্যন্দন পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে ফুলকুমারী দেববর্মা (বয়স—২২) তার মামার সাথে গত ১৩-২-৯৫ ইং মান্দাই থেকে নিজ বাড়ী ফেরার পথে নোরাবাড়ী এলাকায় বীরেন্দ্র দেববর্মা (ওরফে কসম), নিতাই দেববর্মা এবং আরো দুইজন ব্যক্তি কর্তৃক ধর্ষিতা হয়েছেন ?

২। ইহাও কি সত্য যে জিরানীয়া থানায় ২৪/৯৫, ১৯-২-৯৫ ইং এফ-আই-আর মূলে উক্ত ঘটনার মামলা দায়ের করার পর আই-জি-এম হাসপাতালে কুমারী ফুলকুমারী দেববর্মা মেডিকেল চেক আপে ধর্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায় ?

৩। সত্য হলে উক্ত ঘটনার জড়িত আসামীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা ?

৪। যদি না করা হয়ে থাকে তার কারণ ?

ANSWER

Name of the Minister :— SHRI SAMAR CHOUDHURY. Home Minister, Tripura.

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। বিষয়টি বিচারাধীন আছে।

৩। ৪। ঘটনায় জড়িত আসামী পলাতক বিধায় এখনও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তবে তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস চালানো হইতেছে।

Date of Reply
23. 3. 95

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

Assembly Admitted Starred Question No 477.

Name of the Member :— SHRI HASMAI REANG,

Will the Hon 'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। বিগত কংগ্রেস টি-ইউ-জে এম জোট সরকার ক্ষমতায় থাকার সময়ে রাজীব গান্ধীর হত্যাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস (ই) এবং উপজাতি যুব সমিতির দলের কর্মীবৃন্দ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কি কমলপুর মহকুমার আমবাসায় ছোট ছোট দোকান ঘর ও বাড়ীঘর ভাংচুর করে যে ক্ষতি সাধন করেছিল বর্তমান সরকারের ঐ সকল ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

২। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরিকল্পনা থাকিলে কবে নাগাদ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Name of the Minister :—SHRI SAMAR CHOUDHURY, Home Minister, Tripura.

১। ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা দানের সিদ্ধান্ত আছে।

২। সরকারী সহায়তা দানের জন্য দরখাস্ত চাওয়া হয়। এই সমস্ত দরখাস্তগুলি পরীক্ষা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। আর্থিক সংকুলনের কথা চিন্তা করে ইতিমধ্যেই নির্বাচিত পঞ্চায়েত ও Block Development এর বিভিন্ন প্রকল্পে তাহাদের সাহায্যের বিষয়ে বিবেচনা করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-starred Question No. 48.

Name of the Member :—SHRI PANNALAL GHOSH

Will the Hon 'ble Minister-in charge of the Home Department be pleased to state :—

১। উগ্রপন্থী দমনে পুলিশ C R P F-T S R এর যৌথ অভিযানে তৃতীয় বামফ্রন্টের আমলে কতজন সন্ত্রাসবাদী নিহত, আহত এবং কতজন ধরা পড়েছে ?

২। এই সব অভিযানে কত অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য জিনিষপত্র উদ্ধার হয়েছে ?

৩। এই সব অভিযান সফল করতে গিয়ে কতজন নিরাপত্তারক্ষী আহত বা নিহত হয়েছেন ?

৮। হেড রুক

৯। জলপাই রং এর পোশাক — ২৪টি

১০। সেংক্রাক এর কিছু নথিপত্র

১১। টাইগার ফোর্সের কিছু নথিপত্র

১২। টি-টি-ডি-এফ এর পাস বই

১৩। সিট ব্যাগ — ১টি

১৪। এন-এল-এফ-টির লিফলেট

৩। নিহত — ২৮ জন

আহত — ১১ ,,

Admitted Un Starred Question No. 49

Neme of the Member :— SHRI BHUDEB BHATTACHARJEE

Will the Hon 'ble Minister-in-Charge of the Law Department be pleased to state ·

১। রাজ্য আরক্ষা বাহিনীতে গেজেটেড ও নন্ গেজেটেড পদের সংখ্যা কত এবং খালি পদের সংখ্যা কত?

২। খালি পদগুলি পূরণের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

৩। যদি থাকে তবে কি ভাবে তা করা হবে এবং তাতে কত সময় লাগবে বলে আশা করা যায়?

৪। ১৯৭৮ ইং পর্যান্ত রাজ্যে আরক্ষা কর্মীর সংখ্যা কত ছিল, ১৯৭৮ ইং থেকে ১৯৮৮ ইং পর্যান্ত রাজ্যে আরক্ষা কর্মীর সংখ্যা কত ছিল এবং ১৯৮৮ইং থেকে ১৯৯২ ইং পর্যান্ত রাজ্যে আরক্ষা কর্মীর সংখ্যা কত? তার পৃথক পৃথক হিসাব।

ANSWER

Name of the Minister :— SHRI SAMAR CHOUDHURY, Home Minister, Tripura.

১। ত্রিপুরা পুলিশ / টি, এস আর, / পুলিশ রেডিও / পুলিশ হাসপাতাল / মিনিষ্ট্রেল / সি-টি-আই / ওমেন পুলিশ / বোর্ডার উইং হোমগার্ড সহ রাজ্য আরক্ষা বাহিনীতে গেজেটেড ও নন গেজেটেড পদের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ক। গেজেটেড পদের সংখ্যা — ২২৮

নন গেজেটেড পদের সংখ্যা — ১১,২৫৯

খ) গেজেটেড শূন্য পদের সংখ্যা — ৭৫

নন্‌-গেজেটেড শূন্য পদের সংখ্যা —১,৭৩২

২। হ্যাঁ।

৩। শূন্য পদগুলি পূরণের জন্য DPC গঠন করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে কাজ চলছে। আশা করি ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে শেষ করা যাবে।

৪। ১৯৭৮ ইং সন পর্যন্ত রাজ্যে আরক্ষাকর্মীর সংখ্যা — ৫৭৯০ জন।

১৯৭৮ ইং সন থেকে ১৯৮৮ ইং সন পর্যন্ত আরক্ষা কর্মীর সংখ্যার হিসাব :—

১৯৭৮ ৫৭৯০ জন

১৯৭৯ — ৫৯১০ ,,

১৯৮০ — ৬৪০১ ,,

১৯৮১ — ৬৬৫৭ ,,

১৯৮২ — ৭৩০২ ,,

১৯৮৩ — ৭০৭৫ ,,

১৯৮৪ - ৮৫৮০ ,,

১৯৮৫ — ৪৭৯৩ ,,

১৯৮৬ — ৮৮০১ ,,

১৯৮৭ — ১০৪৭৮ ,,

১৯৮৮ — ১০৫২৭ ,,

১৯৮৮ ইং সন থেকে ১৯৯৩ ইং সন পর্যন্ত আরক্ষা কর্মীর সংখ্যার হিসাব :—

১৯৮৮ — ১০৫২৭ জন

১৯৮৯ — ১০৮১১ ,,

১৯৯০ — ১০৭১৮ ,,

১৯৯১ — ১০০৬৭ ,,

১৯৯২ — ১১,১০৮ ,,

১৯৯৩ ১০৭৭ ,,

Admitted Un Starred Question No. :— 57.

Name of the Member :— SHRI AMITABHA DATTA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। রাজ্যে ১৯৯০ সনের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত কতজন উগ্রপন্থী যুবক আত্মসমর্পণ করেছেন?

২। আত্মসমর্পণকারীদের সাথে রাজ্য সরকারের কোন চুক্তি হয়েছে কি? হয়ে থাকলে চুক্তি কি; চুক্তির কোন অংশ ইতিমধ্যে কার্য্যকর করা হয়েছে?

৩। উগ্রপন্থী মোকাবিলা করার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

ANSWER

Name of the Minister :— SHRI SAMAR CHOUDHURY. Home Minister, Tripura.

১। মোট— ১,২২৭ জন

২। হঁ্যা মহাশয়। চুক্তিটি হল A,T,T,F তাহাদের উগ্রপন্থা ত্যাগ করে অস্ত্রশস্ত্র সহ সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে এবং সরকার তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিবে। চুক্তির যেসব অংশ ইতিমধ্যে কার্যকর করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :—

ক। এ-ডি-সি এলাকা পুনর্গঠনের কাজ চলছে।

খ। বিধানসভা ভবনের স্থান পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গ আত্মসমর্পণকারী গৃহ নির্মাণের জন্য আর্থিক সাহায্য ও টিন বন্টন করা হয়েছে।

ঘ) সরকারী চাকুরী দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

ঙ। বর্তমানে স্বশাসিত জেলা পরিষদে উপজাতি সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ২১ থেকে বৃদ্ধি করে ২৩টি করার উদ্দেশ্যে জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে।

৩। ক) উগ্রপন্থী তৎপরতা মোকাবেলা করার জন্য গোয়েন্দা বিভাগকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। উগ্রপন্থী কার্যকলাপ প্রতিহত করার লক্ষ্যে নিয়মিত অপারেশন চালানো হচ্ছে।

খ) জেলাপরিষদ এলাকায় আর্থিক উন্নয়ন মূলক কাজের গতি বৃদ্ধি করা হয়েছে যাতে উপজাতি যুবকরা পথভ্রষ্ট হয়ে উগ্রপন্থা গ্রহণ না করে।

গ) উগ্রপন্থীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION : No. 66

Name of the Member :— SHRI RATI MOHAN JAMATIA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, শহীদ পরিবার নামে বর্তমান সরকার চাকুরীর অফার দিয়েছেন?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে কতজনকে দেওয়া হয়েছে?

৩। তন্মধ্যে কতজন তপশীলি উপজাতি রয়েছে?

ANSWER

Name of the Minister :— SHRI SAMAR CHOUDHURY, Home Minister.

১। হাঁা।

২। মোট ১৪১ জনের, ১৪১ জনের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা অত্র সঙ্গে দেয়া গেল।

৩। ৭৪ জন।

চাকুরী প্রাপ্তদের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা

১। শ্রীমতী খুরবতনী বিবি, পিং আলমস মিঞা, দাতারাম, উদয়পুর।

২। শ্রীমতী বাসবালা দত্ত, স্বামী গোপাল দত্ত, পূর্ব কলাবাড়িয়া, বিলোনীয়া।

৩। শ্রীবাবুল দেবনাথ নরেশ দেবনাথের ভাই, অভয়নগর, নলুয়া, বিলোনীয়া

৪। শ্রীমতী মল্লিকা রানী পাল, স্বামী হেমেন্দ চন্দ্র পাল, রামপুর, জমদপুর।

৫। শ্রী মৃত্যুঞ্জয় রিয়াং, পিং সাতগারাই রিয়াং দশারাম, চৌপাড়া, দলপতি গণ্ডাছড়া।

৬। শ্রীমতী সবিতা ত্রিপুরা, পিং শশীমোহন ত্রিপুরা, গোরা চন্দ্র পাড়া, দশপাতি গণ্ডাছড়া।

৭। শ্রীমতী দৈবশক্তি চাকমা স্বামী চন্দ্রমোহন চাকমা, ধলাছরি, গণ্ডাছড়া।

৮। শ্রী রবি কুমার ত্রিপুর, বাস্তমোহন ত্রিপুরার ভাই বাগছাউল, সাব্রুম।

৯। শ্রীমতী ভবানী সিং, নলীমনি সিং এর বোন, গোলাঘাটি সদর।

১০। শ্রীমতী গোরী রানী দেবনাথ নরেন্দ্র সিং এর বোন, পুরাথল, রাজনগর সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

১১। শ্রীমতী আরতি পাল, স্বামী বনমালী পাল, উত্তর চাড়িলাম। সদর।

১২। শ্রী ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ভাই মঙতলা ত্রিপুরা, থালছড়া, লংতরাইভ্যালি।

১৩। শ্রীমতী পুটিরাং রিয়াং, স্বামী কবঞ্জ রিয়াং, উত্তর লংতরাই, লংতরাইভ্যালি।

১৪। শ্রী পরেশ চন্দ্র দেববর্মা, পিং নরাশং দেববর্মা, কাচালুংমা, কমলপুর।

১৫। শ্রীমতী সবিতা সরকার, স্বামী সুবোধ সরকার, ভাটী ফটিকছড়া, সদর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

১৬। শ্রীমতী আয়েসা খাতুন, স্বামী ফরিদ মিঞা, মোহনপুর, টাকারজলা, সদর।

১৭। শ্রীমতী গোপাল মল্লিক, পিং মনীন্দ্র কুমার মল্লিক, ঋষ্যমুখ বিলোনীয়া।

১৮। মোঃ হাসিব উদ্দিন, পিং জোর উদ্দিন, বকোথাক, ধর্মনগর।

১৯। শ্রী নিশিকান্ত সিং, ভাই অজিত সিং বড়লুংমা, কমলপুর।

২০। শ্রীমতী শিপ্রা রানী শীল নন্দিদাস, স্বামী নিমাই নন্দিদাস চণ্ডীগড়, সোনামুড়া।

২১। শ্রীমতী বাসন্তী দাস, স্বামী বাবুল দাস, জিরতলী, বিলোনীয়া।

২২। শ্রীমতী পার্বতী দেববর্মা, স্বামী নিলমনি দেববর্মা, উত্তর গকুলনগর, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই।

২৩। শ্রীব্রহ্মানন্দ রিয়াং, পিং রতন রিয়াং, লালজুরি, কাঞ্চনপুর।

২৪। শ্রী ... রাম দেববর্মা, পিং মিহির দেববর্মা, মেচুরিয়া, কমলপুর।

২৫। শ্রীমতী ভাগ্যবতী দেবনাথ, স্বামী মনীন্দ্র দেববর্মা, পশ্চিম পিলাক, বিলোনীয়া।

২৬। শ্রী অনন্ত কুমার নমঃ মনিকা নমঃ-এর বাবা, অভয়নগর, (বলুয়া), বিলোনীয়া।

২৭। শ্রীমতী গৌরী রানী দেব, স্বামী মানিক দেব, শচিন্দ্র নগর কলসী সদর।

২৮। শ্রীমতী জুহ্রা খাতুন, স্বামী সামসুর মিঞা, গর্জনমুড়া উদয়পুর।

২৯। শ্রীমতী অষ্টমী দেবনাথ, স্বামী মতি দেবনাথ, মহুরীপুর, বিলোনীয়া।

৩০। শ্রীমতী শুক্লা রানী রায়, স্বামী নিখিল দেবনাথ, পশ্চিম চৌকী বাজার, কৈলাশহর।

৩১। শ্রী প্রদীপ কুমার ভৌমিক, পিং হরি কুমার ভৌমিক, কাটী ভোদপুর, কৈলাশহর।

৩২। শ্রীমতী মমতা দেবনাথ, স্বামী সুনীল চন্দ্র দেবনাথ, রাধাপুর, ধর্মনগর।

৩৩। শ্রীমতী মলিনা দাশ, স্বামী সুনীল চন্দ্র দাশ, দক্ষিণ মির্জা, উদয়পুর।

৩৪। শ্রীমতী রেখা নমঃ, রতন নমঃ এর বোন, চন্দ্রপুর, ধর্মনগর।

৩৫। শ্রীমতী ফুলপতি দেববর্মা, স্বামী অভিরাম দেববর্মা, মান্দাই, সদর।

৩৬। শ্রী পলি মোহন রিয়াং, ফলেন্দ্র রিয়াং এর ভাই, নতিন মন্ত, লংতরাই ভ্যালি।

৩৭। শ্রী সঞ্জয় ত্রিপুরা, বীরেন্দ্র ত্রিপুরা-এর ভাই, পশ্চিম গোবিন্দ বাড়ী, লংতরাই ভ্যালি।

৩৮। অরুন জয় রিয়াং, পিং পুরমনি রিয়াং, দক্ষিন মাছমাড়া, কাঞ্চনপুর।

৩৯। শ্রীমতী শুক্লা দত্ত, স্বামী স্বপন দত্ত, মুরাবাড়ী, সদর।

৪০। শ্রীমতী মালাসিংহা রায়, স্বামী বাবুলাল ঘোষ, গোলাবাড়ী, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই।

৪১। শ্রীমতী সঞ্জিতা বৈদ্য (কর) স্বামী রাজেশ্বর বৈদ্য, কলাবাড়িয়া, বিলোনীয়া।

৪২। শ্রীমতী লক্ষী দেবনাথ, প্রবীর দেবনাথ-এর মা, পশ্চিম করমছড়া, লংতরাই ভ্যালি,

৪৩। শ্রীমতী সাবিত্রী ঋষিদাস, স্বামী গোপাল ঋষিদাস, চন্দ্রাগড়, সোনামুড়া।

৪৪। শ্রীমতী ভারতী মল্লিক (নমঃ), স্বামী মনোরঞ্জন নমঃ শুদ্র, দেববাড়ী, কমলপুর।

৪৫। শ্রীমতী মতনি দেববর্মা, স্বামী বিমান দেববর্মা, পাটনী বাজার, সদর।

৪৬। শ্রীমতী রানী বালা দেববর্মা, স্বামী মঙ্গল দেববর্মা, পশ্চিম সর্বং অমরপুর।

৪৭। শ্রী আশীষ কুমার বিশ্বাস, সুমিত্র বিশ্বাস-এর ভাই, আমতলি, সদর।

৪৮। শ্রী শান্তি রঞ্জন মহাজন, সুশীল মহাজন-এর ভাই, অভয়নগর (বলুয়া) বিলোনীয়া।

৪৯। শ্রী শ্রীবাস দেবনাথ, মন্টু ভৌমিক-এর ভাইপো, উত্তর শ্রীরামপুর, বিলোনীয়া।

৫০। শ্রীমতী লায়লা বেগম, স্বামী নরুল ইসলাম, ইরানি, কৈলাশহর।

৫১। শ্রী বিকাশ চক্রবর্ত্তী, সন্তোষ চক্রবর্ত্তী-এর ভাই, গোবিন্দপুর, ধর্মনগর।

৮১। শ্রী টিংকু চন্দ্র পাল, পিতা গোপেন্দ্র চন্দ্র পাল, ধর্মনগর।

৮২। শ্রী কাজললাল সরকার, বেজুলাল সরকার-এর ভাই, জোলাইবাড়ী, বিলোনীয়া।

৮৩। শ্রী রঞ্জিৎ দাস, ভাই রতন দাস, পশ্চিম নলছড়, সোনামুড়া।

৮৪। শ্রীমতী রীতা দেব, বোন সমীরলাল, পিতা ৺ মাখন লাল, যোগেন্দ্র নগর, আগরতলা।

৮৫। শ্রীমতী আভা রানী চন্দ, প্রবীর চন্দ এর মা, চম্পকনগর।

৮৬। শ্রীমতী খালেদা বেগম, স্বামী আব্দুল রহিম, জয়পুর, আগরতলা।

৮৭। শ্রী মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস, কৃষ্ণ চন্দ্র এর ভাই, পূর্ব চম্পাবুড়।

৮৮। শ্রীমতী মমতা সেন, স্বামী দিলীপ সেন, বুনাখা।

৮৯। শ্রীমতী অঞ্জলি দাস, রবি দাস এর মা, রাজলক্ষ্মী নগর।

৯০। শ্রী রনবীর দেববর্মা, মঙ্গল দেববর্মা এর ভাই, রাজনমাই পাড়া, জিরানীয়া।

৯১। শ্রীমতী অপর্ণা রায়, স্বামী চিত্তরঞ্জন রায়, রুটিয়া, কল্যানপুর।

৯২। শ্রীমতী লিলি চক্রবর্তী, পিতা নলিনী চক্রবর্তী, রাজনগর, তোলয়ামুড়া

৯৩। শ্রীমতী রেবতি দত্ত, স্বামী বীরেশ্বর দত্ত, গোরনগর, খোয়াই।

৯৪। শ্রীমতী সুনীতি ধর, স্বামী অজিত ধর, কৃপাপুর, কল্যানপুর।

৯৫। শ্রীমতী উমা রানী দত্ত, স্বামী গোপাল দত্ত, রামচন্দ্র ঘাট।

৯৬। শ্রীমতী কনকা সরকার, স্বামী শঙ্কর সরকার, খগেন্দ্র কলনী, কৃষ্ণপুর।

৯৭। শ্রীমতী সুভাষী দাস, স্বামী রূপচান দাস, গোলাবাবি, তেলিয়ামুড়া।

৯৮। শ্রী অরুণ দেববর্মা, পিতা রবি চন্দ্র দেববর্মা, নয়নজয়বাড়ী, উত্তর মহারানীপুর।

৯৯। শ্রী রাখাল মল্ল, নেপাল মল্ল এর ভাই, মহেশপুর, সোনামুড়া।

১০০। শ্রীমতী বেচু বালা মণ্ডল, স্বামী হরিদাস মণ্ডল, পশ্চিম নলছড়।

১০১। শ্রীমতী কৃষ্ণ বাল মল্লিক, স্বামী নিখিল মল্লিক, জালেবাস।

১০২। শ্রীমতী বর্ণালী রিয়াং, অজয়রাম রিয়াং এর বোন, বাহাদুর পাড়া।

১০৩। শ্রী নিরাধন রায়, পিতা গকুল রায়, চাঁদাছড়া।

১০৪। শ্রীমতী লিপি দেবরায়, স্বামী রঞ্জিৎ দেব, বেতছড়া।

১০৫। শ্রীমতী সীতা দেবনাথ, স্বামী বলরাম দেবনাথ, পূর্ব দলুছড়া।

১০৬। শ্রী করুনা চন্দ্র দাস, পিতা রমন চন্দ্র দাস, মহাবীর।

১০৭ শ্রীমতী লক্ষ্মী দেববর্মা, স্বামী হৃদয় দেববর্মা, রাইপাসা।

১০৮। শ্রীমতী রেখা রানী পাল, স্বামী অমূল্য চন্দ্র পাল, সাতনালা।

১০৯। শ্রীমতী মালতি রায়, স্বামী উপেন্দ্র রায়, লক্ষীপুর, মালকাট।

১১০। শ্রী অনন্ত রায়, পিতা সুজিৎ রায়, পেচারথল।

১১১। শ্রীমতী জ্যোৎস্না রানী দত্ত, স্বামী স্বপন দত্ত, পশ্চিম মাছলি।

১১২। শ্রীমতী দৈবকি ত্রিপুরা, স্বামী নিরোধ ত্রিপুরা, ডুম্বাছড়া।

১১৩। শ্রীমতী মণ্ডাদরি ত্রিপুরা, স্বামী জুরকাশিং ত্রিপুরা, প্রসন্ন রোয়াজা পাড়া, বোয়ালখালি।

১১৪। শ্রীমতী লক্ষ্মী প্রিয়া ত্রিপুরা, স্বামী চৌক্ষাই ত্রিপুরা, নবদ্বীপ পাড়া, দলপতি।

১১৫। শ্রী বেহক মোহন ত্রিপুরা, বেংনজয় ত্রিপুরা এর ভাই, রতন নগর, রানী পুকুর।

১১৬। শ্রীমতী ভূপপতি রিয়াং, স্বামী স্বরাস্ত রিয়াং শরমা।

১১৭। শ্রীমতী রীতা রানী শীল, স্বামী ললিত মোহন শীল, গাবতলি।

১১৮। শ্রীমতী বীনা শীল শর্মা, প্রিয়লাল শীল এর শালী, দক্ষিণ ভরত চন্দ্র নগর।

১১৯। শ্রীমতী বাজিয়া খাতুন, স্বামী মঃ আব্দুল সালাম মিঞা, তৈচাগাং।

১২০। শ্রী হারাধন দাস, পিতা, মৃত উপেন্দ্র দাস, তৈতু।

১২১। শ্রী গোপাল দাস, পিতা উপা রঞ্জন দাস, দক্ষিণ তৈতু।

১২২। শ্রীমতী রাজুবালা দাস, স্বামী সুধীর চন্দ্র দাস, উত্তর চেলাগাং।

১২৩। শ্রীমতী ফুলতলা রিয়াং, যোগেন্দ্র রিয়াং-এর বোন, ঘটিরাম পাড়া, গামাকু।

১২৪। শ্রীমতী ধানিরাং রিয়াং, স্বামী বগনরম রিয়াং, বিত্তরাম পাড়া, গামাকু।

১২৫। শ্রী রাধা কৃষ্ণ দাস, পিতা হরিহর দাস, গোরাকাপা।

১২৬। শ্রী কুঞ্জ বাবু সিং, এম, এম, মনি সিং-এর ভাই, গোলাঘাটি।

১২৭। শ্রী ব্রজগোপাল দত্ত, বি, কম, নিত্যগোপাল এর ভাই, দক্ষিণ চাড়িলাম।

১২৮। শ্রী গোপাল চন্দ্র শীল, মাধ্যমিক, প্রদীপ শীল-এর ভাই, বুরাখা।

১২৯। শ্রীমতী অর্চনা দেব, বি, এ, স্বামী অরুন দেব, ঈশানপুর, সিধাই।

১৩০। শ্রী অভিজিৎ সাহা, বি, এস, সি, বিশ্বজিৎ সাহা এর ভাই, মাষ্টারপাড়া, আগরতলা।

১৩১। শ্রী তরুণ রায়, মাধ্যমিক, বরুণ রায়-এর ভাই, অভয়নগর, আগরতলা।

১৩২। শ্রীমতী মিষ্টু রানী দাস, মাধ্যমিক, শঙ্কর দাস-এর বোন, মোগখোলা, ডুকলী।

১৩৩। শ্রী নিবেশ রুদ্র পাল, বি, এ, শুভাব রুদ্র পাল-এর ভাই, পুলিনপুর।

১৩৪। শ্রী স্বপন কুমার দত্ত, মাধ্যমিক, পিতা হরেন্দ্র দত্ত, পহরমুড়া।

১৩৫। মঃ আবদুল মালেক, এইচ/এস পরীক্ষা, মইগান, অটুকুল ইসলামের ভাই, বাশরাডেপা, ডংপুর।

১৩৬। শ্রী প্রানধন চক্রবর্ত্তী, এইচ/এস অ্যাপিয়ার্ড, হারাধন চক্রবর্ত্তী-এর ভাই, কালিকাপুর।

১৩৭। শ্রী দীপক সেন, মাধ্যমিক, পঙ্কজ সেন-এর ভাই, ধ্বজানগর।

১৩৮। শ্রীমতী শেফালি দেবনাথ, বি, এ, দুলাল দেবনাথ-এর বোন, খাসগড়া।

১৩৯। শ্রী ভজন দেবনাথ, মাধ্যমিক, সাধন দেবনাথ-এর ভাই, বারকুস. রাজনগর।
১৪০। শ্রী সজিৎ চক্রবর্তী, মাধ্যমিক, প্রদীপ চক্রবর্তী-এর ভাই, বিলোনীয়া।
১৪১। শ্রী অমিত দত্ত, বি, কম, (পার্ট-ওয়ান) অনার্স, সুমিত্রা দত্ত-এর ভাই, (সিংহ), দেবদারু।

Admitted Un-Starred Question No. 67.

Name of the Member :— SHRI RATAN LAL NATH

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল হইতে ১৯৯৫ ইং সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি খুনের ঘটনা ঘটেছে ? (থানা ভিত্তিক হিসাব)।

এবং

২। এই পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে কয়টি খুনের মামলার চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে ? (থানা ভিত্তিক হিসাব)।

ANSWER

Name of the Minister :— SHRI SAMAR CHOUDHURY. Home Minister, Tripura.

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর :—

১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল হইতে ১৯৯৫ ইং সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সারা রাজ্যে সংগঠিত খুনের থানা-ভিত্তিক হিসাব এবং এই সকল খুনের ঘটনায় চার্জশীট দাখিলের থানা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেয় গেল :—

থানার নাম	খুনের সংখ্যা	চার্জশীট দাখিলের সংখ্যা
১	২	৩
১] পূর্ব আগরতলা	২৮	১৪
২] পশ্চিম আগরতলা	২০	৭
৩] জিরানীয়া	৪১	১৪
৪] বিশালগড়	২৭	১২
৫] আমতলী	১৭	১০
৬] টাকারজলা	৭	৪

৭।	সিধাই	২৮	৯
৮।	এয়ার পোর্ট	৮	৫
৯।	খোয়াই	২৮	১৬
১০।	তেলিয়ামুড়া	৩০	১০
১১।	কল্যানপুর	১৯	১০
১২।	সোনামুড়া	১১	৭
১৩।	মেলাঘর	৭	৬
১৪।	কলমচৌড়া	৫	৩
১৫।	বাত্রাপুর	৯	—
১৬।	কৈলাশহর	২২	৭
১৭।	ফটিকরায়	১৭	৭
১৮।	মনু	২৩	১৫
১৯।	ছামনু	১৫	৪
২০।	ধর্মনগর	৮	৪
২১।	চুড়াইবাড়ী	৫	৫
২২।	পানিসাগর	৯	২
২৩।	কাঞ্চনপুর	৮	৩
২৪।	পেঁচারথল	২	—
২৫।	দামছড়া	১	—
২৬।	কমলপুর	১২	২
২৭।	আমবাসা	১৩	১
২৮।	গণ্ডাছেরা	১৩	১
২৯।	আর-কে-পুর	১৫	১০
৩০।	কিল্লা	৬	১
৩১।	বিলোনীয়া	৯	৩
৩২।	পি-আর-বাড়ী	৪	১
৩৩।	শান্তির বাজার	৯	২
৩৪।	বাইখোরা	৫	২
৩৫।	সাব্রুম	৩	১
৩৬।	মনু বাজার	৮	৩

৩৭।	বীরগঞ্জ	১৫	৬
৩৮।	নূতন বাজার	১৩	৭
৩৯।	অম্পি	৫	৪
৪০।	তুইদু	৫	২
৪১।	গন্ধনগর	৫	১
৪২।	গণ্ডাছড়া	৭	১
৪৩।	রইস্যাবাড়ী	৬	২
	মোট=	৫৪০	২১৬

Admitted Un-starred Question No. 73.

SHRI AMAL MALLIK M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Animal Resources Development Deptt. be pleased state :—

QUESTION :

১। দক্ষিণ ত্রিপুরায় শালগড়া, মুড়াপাড়া এবং বাগমা এলাকায় ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বর্ষে হাঁস, মুরগী বিতরণ করা হয়েছিল তা কত পরিমাণ ?

২। তার মধ্যে কত শতাংশ Mortality হয়েছে এবং

৩। ঐ বিতরণ করা হাঁস, মুরগীর টাকা কতদিন পরে সরকারী কোষাগারে জমা পড়েছে ?

ANSWER : MINISTER FOR A. R. D. D. SHRI GOPAL DAS

১। দক্ষিণ ত্রিপুরায় শালগড়া, মুড়াপাড়া এবং বাগমা এলাকায় ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বর্ষে বিতরণকৃত হাঁস মুরগীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

হাঁস — ৫৮৯টি

মুরগী — ২৫৫টি

২। তার মধ্যে হাঁসের mortality ৫৮.০৯ শতাংশ এবং মুরগীর mortality ৫৬.৮৬ শতাংশ হয়েছে।

৩। ঐ বিতরণ করা হাঁস মুরগীর বিক্রিত অর্থ সরকারী নিয়ম অনুযায়ী যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

Admitted Un Starred Question No. :— 74.

SHRI AMAL MALLIK, M L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Deptt. be pleased to state :—

QUESTION :

১। বর্তমানে গান্ধীগ্রাম, পানিসাগর এবং উদয়পুর Poultry Farm এ কত সংখ্যক মুরগী পালন করা হচ্ছে তার আলাদা আলাদা হিসাব, এবং

২। এই সকল ফার্মগুলিতে কত শতাংশ ডিম ও বাচ্চা Production হচ্ছে তার Farm অনুযায়ী আলাদা আলাদা হিসাব ?

ANSWER : MINISTER FOR A R. D. D SHRI GOPAL DAS

১। বর্তমানে গান্ধীগ্রাম পানিসাগর এবং উদয়পুর Poultry Farm-এ কত সংখ্যক মুরগী পালন করা হচ্ছে তার আলাদা আলাদা হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

গান্ধীগ্রাম — মোট ৩,৩২৮ টি
পানিসাগর — ,, ১,৯৩৪ ,,
উদয়পুর — ,, ২,১৬৬ ,,

২। এই সকল ফার্মগুলিতে কত শতাংশ ডিম ও বাচ্চা Production হচ্ছে তার আলাদা আলাদা হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

	ডিম	বাচ্চা
গান্ধীগ্রাম	৭৭ ১৩ শতাংশ	৫৫'৫৩ শতাংশ
পানিসাগর	২৬ ১৮ ,,	বাচ্চা উৎপাদন হয় না
উদয়পুর	৬৩'২৯ ,,	বাচ্চা উৎপাদন হয় না

ADMITTED UN STARRED QUESTION NO. 75.

Name of the Member:— SHRI RATI MOHAN JAMATIA.

Will the Hon'ble Minister In-Charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান বর্ষে আমন ফসল সারা রাজ্যে কত পরিমাণ উৎপাদিত হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। গত বছর আমন ফসলের উৎপাদনের পরিমাণ কত ছিল ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE OF THE AGRICULTURE DEPARTMENT
SHRI BAJUBAN RIYAN :—

উত্তর

১। এবং ২।

বর্তমান বর্ষে সারা রাজ্যে যে পরিমাণ আমন ফসল (চাউল হিসাবে) উৎপাদিত হবে বলে অনুমাণ করা হচ্ছে এবং গত বছর যে পরিমাণ আমন ফসল (চাউল হিসাবে) উৎপাদিত হয়েছিল তার কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

মেট্রিক টন হিসাবে

কৃষি মহকুমার নাম	বর্তমান বর্ষে আনুমানিক উৎপাদনের পরিমাণ	গত বছর উৎপাদনের পরিমাণ
১। পানিসাগর	১৩,৭৬৫	১৭.৯৯০
২। কাঞ্চনপুর	৭,৭০৫	৭,৭৩৫
৩। কুমারঘাট	১৫,৪৮০	২১,২৮৬
৪। ছাওমনু	৬,৪১৫	৮,৫৩৪
৫। সালেমা	১৬,৩৮৫	২০,৭৮৭
উত্তর ত্রিপুরা	৫৯,৭৫০	৭৬,৩৩২
৬। খোয়াই	১৩,৩০০	১৭,০৬৯
৭। তেলিয়ামুড়া	১১,৭৪০	১৫,৩৫৪
৮। জিরানীয়া	১৫,২৬০	১৭,৬৯৮
৯। মোহনপুর	৮,৮০০	১৫,৭২০
১০। বিশালগড়	২০,৮৯০	৩০,৫৮২
১১। মেলাঘর	২৩,৭৮৫	২৮,৯৭৮
পশ্চিম ত্রিপুরা	৯৩,৭৭৫	১.২৫,৪০১
১২। উদয়পুর	১৮,০৯০	২৪ ১৪৫

১৩।	অমরপুর	৯,৩৩৫	১২,৩৫৩
১৪।	গণ্ডাছড়া	৭৫০	৮৯৩
১৫।	বগাফা	১৩,৩৪৫	১৬ ১৫৮
১৬।	রাজনগর	১৪,১৩০	১৫,৮১৭
১৭।	সাতচাঁন্দ	১০,১২৫	১৩,০৮১
	দক্ষিণ ত্রিপুরা	৬৫,৭৭৫	৮২,৪৪৭
	ত্রিপুরা	২,১৯,৩০০	২,৮৪,১৮০

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 76

Name of the Member :— SHRI RATI MOHAN JAMATIA

১ নং প্রশ্ন

Tripura Horticulture Corporation রাজ্যে ফলের বাগান সহ কি কি কর্মসূচী রূপায়িত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ?

১ নং উত্তর

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে Horticulture Corporation কাজু বাদাম, কমলা, আনারস, কলা বাগান স্থাপন ছাড়াও পাওয়ার টিলার কৃষি যন্ত্রপাতি যথা পাম্পসেট স্পেয়ার মেশিন, কীট নাশক ঔষধ, বিভিন্ন ফসল সব্জী আলুর উন্নতমানের প্রমাণিত বীজ ও বিভিন্ন সব্জীর হাইব্রীড সরবরাহের অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া হয়েছে ।

এ বছর সরকারী সহায়ক মূলে আলুচাষীদের কাছ থেকে আলু ক্রয় করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে ।

২ নং প্রশ্ন

এই Corporation-এর মধ্যে এখন পর্যন্ত কয়টি ফলের বাগান গড়ে উঠেছে এবং তাতে কত জন শ্রমিক কর্মরত আছে ? (বাগানের নাম সহ বাগান ভিত্তিক শ্রমিক সংখ্যা কত ?)

২ নং উত্তর

এই Corporation এর মধ্যে এখন পর্যান্ত মোট ১৭টি বাগান গড়ে উঠেছে । এবং তাতে ৬৩ জন শ্রমিক কর্মরত আছে ।

বাগানের নাম এবং স্থায়ী শ্রমিক সংখ্যা নিম্নরূপ :—

	বাগানের নাম	স্থায়ী শ্রমিক সংখ্যা
১।	লাটিয়াছড়া, বিশালগড়	১ জন
২।	বাঁশতলি, বিশালগড়	৭ ,,
৩।	গোলাঘাটি, বিশালগড়	৩ ,,

৪।	হরিমঙ্গল, কমলপুর	১ জন
৫।	দুর্গাছড়া, কৈলাশহর	৩ "
৬।	গকুলনগর, কৈলাশহর	১ "
৭।	বালিধুম, ধর্মনগর	৪ "
৮।	সাউথ মাছমারা, কাঞ্চনপুর	৫ "
৯।	দেওয়ানবাড়ী, কাঞ্চনপুর	৪ "
১০।	সুবোয়াল, কাঞ্চনপুর	১ "
১১।	কড়ুইছড়া, কাঞ্চনপুর	১৪ "
১২	সাউথ হিছাছড়া, সাব্রুম	৩ "
১৩।	গার্দাং, সাব্রুম	১০ "
১৪।	মনু বাজার, সাব্রুম	২ "
১৫।	নালকাটা, কৈলাশহর	— "
১৬।	সাউথ শ্রীরামপুর, বিলোনীয়া	২ "
১৭।	সাউথ কৃষ্ণপুর, বিলোনিয়া	২ "

৩ নং প্রশ্ন :— এই Corporation-এর মাধ্যমে ৯৩-৯৪ এবং ৯৪ ৯৫ এই দুই আর্থিক বছরে বহি রাজ্য থেকে কত নারিকেল চারা কিনেছে এবং তাতে কত নারিকেল চারা উৎপাদন হয়েছে?

৩ নং উত্তর :— Tripura Horticulture Corporation-এর মাধ্যমে ১৯৯৩-৯৪-৯৫ এই দুই আর্থিক বছরে বহিঃরাজ্য থেকে কোন নারিকেল চারা আনা হয় নাই।

৪ নং প্রশ্ন :— গত ১৯৯১ ৯২ এবং ৯২-৯৩ আর্থিক বছরে কি পরিমাণ চারা কিনা হইয়াছে?

৪ নং উত্তর :— গত ১৯৯১-৯২ এবং ৯১ ৯৩ আর্থিক বছরে ১,৮৯,৫৬৮টি নারিকেলের বীজ কিনা হয় Corporation-এর মাধ্যমে।

১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরে কোন নারিকেল চারা / বীজ নারিকেল Corporation ক্রয় করে নাই।

Admitted Un-Starred Question No. 82.

Asked by SHRI MAKHAN LAL CHAKRABORTY, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-cnarge of Low Department be pleased to state :—

QUESTION :

১। গরীবদের আইনের সাহায্য (অর্থাৎ লিগেল এইড্) স্কীমে গত ১৯৯৩-১৯৯৪ ইং ও ১৯৯৪-১৯৯৫ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কতজন গরীব মানুষ সাহায্য পাইয়াছেন? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। লোক আদালত এখন পর্য্যন্ত কতগুলি মামলার নিষ্পত্তি করেছেন ;

এবং

৩। কতগুলি মামলা লোক আদালতে জমা আছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

Minister-in-Charge of Law Department.

১। লিগেল এইড্ স্কীমে মোট ৪৮ জনকে আইনের সাহায্য দেওয়া হয়েছে তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল :—

বিভাগ	১৯৯৩-৯৪ ইং	১৯৯৪-৯৫ ইং
অমরপুর —	নাই	নাই
উদয়পুর—	৬টি	৮টি
খোয়াই—	নাই	নাই
সাব্রুম—	৩টি	৬টি
কমলপুর—	নাই	নাই
বিলোনিয়া —	নাই	নাই
আগরতলা—	৬টি	৯টি
সোনামুড়া—	৩টি	৭টি

ধর্মনগর এবং কৈলাসহর— রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই।

২। লোক আদালতে এখন পর্য্যন্ত ৬৮৩টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। (বিশালগড় এবং নেতাজী স্কুলে অনুষ্ঠিত লোক আদালতে কত মামলা নিষ্পত্তি হয়েছিল তার তথ্য এখনও পাওয়া যায় নাই।

৩। লোক আদালতে কোন মামলা জমা থাকে না। লোক আদালতে কোন মামলা মীমাংসা না হলে আবার নির্দিষ্ট কোর্টে পাঠানো হয়। কোর্টে ফেরত পাঠানো মামলা কোর্টের নিয়ম পদ্ধতি অনুসারেই বিচার হয়ে থাকে।

Admitted **Un-Starred** Question No. 88.

Name of the Member :—SHRI ANIL CHAKMA.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বৎসরে কয়টি ভি, এল, ডব্লিউর কাঁচা অফিস ঘর পাকা করা হয়েছে ? (তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। ১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থ বৎসরে ডি. এস. ডব্লিউর কতটি সেন্টার পাকা ঘর তৈয়ারী করার পরিকল্পনা রয়েছে ?

Minister-in-charge of the Agriculture Department (SRI BAJUBAN RIYAN)

উত্তর

১। ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বৎসরে ২ (দুইটি) ডি এস. ডব্লিউর কাঁচা ঘর পাকা করা হয়েছে। তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

ক) নীহারনগর, রাজনগর কৃষি মহকুমা —১টি

খ) পিপারিয়াখলা, ঐ —১টি

মোট ২টি

২) ১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থ বর্ষে ৯ (নয়) টি—ডি. এস. ডব্লিউ সেন্টার পাকা ঘর তৈরী করার পরিকল্পনা আছে। তার স্থান এবং কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

ক)	গোপীনগর	বিশালগড় কৃষিমহকুমা	—	১টি
খ)	বিশালগড়	ঐ	,,	১টি
গ)	ফুলকুমারী	মাতাবাড়ী	,,	১টি
ঘ)	ছামনু	ছামনু	,,	১টি
ঙ)	কমলছড়া	পানিসাগর	,,	১টি
চ)	পূর্ব রাঙ্গাছড়া	কুমারঘাট	,,	১টি
ছ)	ভুবপুর	কুমারঘাট	,,	১টি
জ)	মশাউলি	কুমারঘাট	,,	১টি
ঝ)	মানিকপুর	ছামনু	,,	১টি
			মোট	৯টি

Admitted Un Starred Question No. 96,

Name of the Member :—SHRI RATAN LAL NATH

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। উগ্রপন্থী নির্ধারণের সংজ্ঞা কি ?

২। বর্তমান সরকারের আমলে ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৫ ইং সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যে সব উগ্রপন্থীরা আত্মসমর্পণ করিয়াছে তাহাদের কয়জনের বিরুদ্ধে কি ধরণের কয়টি মামলা পুলিশের কাছে দায়ের করা ছিল ?

৩। এই সব মামলাগুলির মধ্যে যে সব ক্ষেত্রে হত্যার মতো গুরুতর অভিযোগ রহিয়াছে সেসব ক্ষেত্রে সরকার নীতিগত ও প্রয়োগ মত কি কি সিদ্ধান্ত লইয়াছেন ?

ANSWER

Name of the Minister :- - SHRI SAMAR CHOUDHURY, Home Minister, Triwura.

১। আভিধানিক অর্থে উগ্রপন্থী হলো 'চরমপন্থী' সেই অর্থেই সরকার রাজনৈতিক কার্যকলাপে বিষয়টি বিবেচনা করে থাকেন।

২ নং ও ৩ নং তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 97.

Name of the Member : SHRI RATAN LAL NATH.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ ইং মাস পর্যন্ত রাজ্যে বধূ এবং নারী হত্যার কয়টি ঘটনা ঘটিয়াছে ? (থানা ভিত্তিক হিসাব)

২। নারীদের উপর অন্যান্য নির্যাতনের ঘটনা এই সময়ের মধ্যে কয়টি ? (থানা ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

Name of the Minister :— SHRI SAMAR CHOUDHURY, Home Minister, Tripura.

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর :—

১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৫ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাজ্যে বধূ ও নারী হত্যার ঘটনার এবং অন্যান্য নারী নির্যাতনের থানা ভিত্তিক হিসাব অত্র তালিকা দেয়া গেল :

থানার নাম	বধূ হত্যার সংখ্যা	নারী হত্যার সংখ্যা	অন্যান্য নারী নির্যাতনের ঘটনার সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১। পূর্ব আগরতলা	১	৬	১৯
২। পশ্চিম আগরতলা	—	৫	১৩
৩। জিরানীয়া	১	৮	১৭

থানার নাম	বধূ হত্যার সংখ্যা	নারী হরণের সংখ্যা	অন্যান্য নারী নির্যাতনের
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৪। বিশালগড়	—	২	১২
৫। আমতলী	—	—	১৪
৬। সিধাই	১	—	১৬
৭। টাকারজলা	—	—	৯
৮। এয়ারপোর্ট	১	—	১৭
৯। গোয়াই	—	৪	১০
১০। তেলিয়ামুড়া	১	—	১০
১১। কল্যাণপুর	১	৫	১৬
১২। সোনামুড়া	১	১	১৪
১৩। মেলাঘর	—	—	১১
১৪। কলমচড়া	—	১	২
১৫। যাত্রাপুর	—	—	৬
১৬। আর-কে-পুর	—	৫	২৫
১৭। কিল্লা	—	১	১
১৮। বিলোনীয়া	—	—	১৬
১৯। পি-আর-বাড়ী	—		৬
২০। নাটখোড়া	—	১	১০
২১। সাব্রুম	—	১	১৬
২২। অমরবাজার	—	--	৮
২৩। বীরগঞ্জ	—	—	৯
২৪। অম্পি	—	—	২
২৫। নূতন বাজার	—	১	৬
২৬। গণ্ডাছড়া	—	—	১

থানার নাম	বধূ হত্যার সংখ্যা	নারী হত্যার সংখ্যা	অন্যান্য নারী নির্য্যাতনের ঘটনার সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২৭। বৈশ্যাবাড়ী	—	—	২
২৮। শান্তির বাজার	—	—	৫
২৯। গঙ্গানগর	—	—	১
৩০। কৈলাশহর	—	১	৫৯
৩১। ফটিক রায়	—	২	১৬
৩২। মনু	—	৩	১০
৩৩। ছামনু	—	১	৩
৩৪। ধর্মনগর	—	২	১৯
৩৫। চোড়াইবাড়ী	—	—	১৮
৩৬। পানিসাগর	—	১	১৭
৩৭। কাঞ্চনপুর	—	২	৬
৩৮। পেঁচারথল	—	—	৯
৩৯। দামছড়া	—	—	৫
৪০। কমলপুর	—	—	৯
৪১। আমবাসা	—	—	৬
৪২। সালেমা	—	২	৩
	৭	৫৬	৪৮৮